হীরাপ্রভা।

নবন্যাস।

প্রথম সংস্করণ।

শ্যামপুকুর—২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন হইতে

শ্রীহরিদাস মান্না কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

শ্যামপুকুর—২নং অভয়চরণ ঘোষের লেন,

কুমুদবন্ধু যন্ত্রে,

প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

প্রকাশকের নিবেদন।

আজি প্রায় দুই বৎসর হইল, আমরা "হীরাপ্রভা" প্রকাশিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হই এবং শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত "হরিদাসের গুপ্তকথার" জন্মদাতা, এবম্প্রকার ভ্রমজনিত অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া তাঁহাকেই ইহার লেখক নির্ব্বাচিত করি। বিজ্ঞাপন প্রকাশকালে আমরা এরূপ প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, হীরাপ্রভা প্রতি মাসে রয়েল ১২ পেজী আকারের ৫ ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত করিয়া দ্বাদশ খণ্ডে সমাপ্ত করিব। যথাসময়ে পুস্তকের প্রথম-খণ্ড সাধারণের উৎসাহী করকমলে সমর্পিত হইলে, উৎসাহের পরিবর্ত্তে, সুখ্যাতির বিনিময়ে অখ্যাতি কিনিলাম—অযশোভাগী হইলাম। ঘৃণায়, দুঃখে, মুদ্রিত খণ্ডগুলির ভার পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর প্রতি অর্পণ করিলাম এবং অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপিগুলি অগ্নিদেবের সেবায় রাখিলাম। ভাবিলাম, যখন দুর্ভাগ্যক্রমে,অপরিণামদর্শিতাদোষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার প্রারম্ভেই ন্যূনাধিক দুই শত টাকা দণ্ড দিলাম, দূর-হউক, তখন আর এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না—গ্রাহক মহোদয়-গণের প্রদত্ত ১৲ টাকা প্রত্যর্পণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। কিন্তু তখনই মনে উদয় হইল, তাহা হইলে, আমাদিগের অবিমৃশ্য-কারিতাদোষে সমগ্র প্রকাশকমণ্ডলী সাধারণের নিকট অধিকতর অবিশ্বাসী প্রমাণিত হইবেন। সুতরাং সেরূপ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে হইল এবং অবস্থাচক্রের বশীভূত হইয়া "আশা প্রতীক্ষার" নিগূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, অগত্যা লেখক পরিবর্ত্ত করিলাম এবং অন্য এক সাহিত্যসংসারের সুপরিচিত সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে ইহার ভার ন্যস্ত করিলাম। এক্ষণে গ্রাহকমণ্ডলীর উৎসাহে, সেই বিশ্ব-স্রষ্টার অনুকম্পায় আমরা যে গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে সক্ষম হইলাম,

ইহাই যথেষ্ট! আজি আমাদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত—কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত! আজি আমরা আমাদিগের অনুগ্রাহক পাঠক মহাশয়দিগের নিকট সকৃতজ্ঞহৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

আমরা পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, দ্বাদশখণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত করিব, কিন্তু যে সকল পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া যে অননুভূত ঘটনায় নিপতিত ও তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়া এই আখ্যায়িকার চরমসীমায় উপনীত হইতে সক্ষম হইলাম, ভরসা করি, তাহা বিবেচনা করিয়া আমরা যে দ্বাদশের পরিবর্ত্তে অষ্টম খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্তি করিলাম, এই অপরাধ গ্রাহক মহোদয়গণ মার্জ্জনা করিবেন। অসারবাক্যে, অসংলগ্ন অপ্রীতিকর আখ্যায়িকায়, পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা গ্রন্থকারের পক্ষে কোনক্রমেই দুরূহ নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু সে রীতির অনুসরণ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।

উপসংহারকালে হীরাপ্রভার অগ্রিমমূল্যদাতা গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা স্ব স্ব প্রাপ্য বকী মূল্যের বিনিময়ে আমাদিগের নব প্রকাশিত "প্রভাবতী" নামক নবন্যাস এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদিগের ঋণজাল হইতে মুক্ত করেন।

কতকগুলি বিশেষ কারণবশতঃ এতাবৎকাল এই গ্রন্থের প্রকৃত প্রকাশকের নাম অপহ্নিত থাকে এবং তাঁহারই কোন বিশেষ আত্মীয় শিশুর নামেই প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই সকল কারণের নিরাকরণ হইয়াছে, এজন্য বিদায়কালে আমি আমার উৎসাহদাতা পাঠকমহাশয়দিগকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট পরিচিত হইবার বাসনায় আপনার নাম স্বাক্ষর করিলাম। ইতি——

সন ১২৯১ সাল }
২০ এ ভাদ্র। }

বিনয়াবনত
শ্রীহরিদাস মান্না।

নির্ঘণ্টপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

নির্ঘণ্টপত্র সম্পূর্ণ।

অবতরণিকা।

আশ্চর্য্য! জড়জগৎ অন্ধ, আপনার মুখচ্ছবি আপনি দেখিতে পায় না, আপনার অস্তিত্বে আপনি বিস্মৃত, আপন সৌন্দর্য্যে আপনি অনভিজ্ঞ!! নচেৎ পাঠিকা, তুমি কেশবিন্যাস করিতে বসিলে দর্পণের সাহায্য প্রার্থনা করিবে কেন?—দুইটী দিব্য চক্ষু থাকিতে দর্পণের চক্ষে আপনার চক্ষু মেলিয়া আপন সুন্দর মুখশ্রী দেখিতে প্রবৃত্ত হইবে কেন?—তুমি আত্মবিস্মৃত! নতুবা দর্পণ তোমাকে বলিবে কেন যে, "তুমি সুন্দরী—তুমি মনমোহিনী, তোমার ঐ মোহিনীরূপে তোমার প্রিয়জনের মনকে মোহিত কর—তোমার ঐ চারু-চিকুরে পতির সোহাগ বাঁধিয়া রাখ—তোমার ঐ মৃণাল-ভুজে পতির চরণ প্রেম-নিগড়ে আবদ্ধ কর"। দর্পণ বলে, আর তুমি তাহাই বিশ্বাস করিয়া আপন গৌরবে ফাটিতে থাক; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, গৌরব তোমাতে নাই, তোমার গৌরব পরের মুখে—তোমার সৌন্দর্য্য পরের চক্ষে।

সেইরূপ আমিও জানিবে। আমার নাম "হীরা-প্রভা"। হীরা জড়পদার্থ—হীরা আপনার সৌন্দর্য্য আপনি দেখিতে পায় না—আপনার মর্য্যাদায় আপনি অনভিজ্ঞ! জড়জগৎ তাহার সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়া দেয়; সূর্য্যের আলোক বা অমানিশার অন্ধকার সেই সৌন্দর্য্য বিকাশিত করিয়া দেয় এবং মনুষ্য সেই সৌন্দর্য্য অনুসারে, (হীরার প্রভা অনুসারে) মূল্যের তারতম্য করিয়া যথোচিত সমাদর করে। অতএব আমি হীরা-প্রভা; আমার সৌন্দর্য্য আমাতে নাই—আর থাকিলেও তাহা আমার বলিবার অধিকার নাই;—পাঠক ও পাঠিকা মহাশয়াদিগের কৃপাদৃষ্টির উপর আমার নির্ভর, সদসৎ বিবেচনা করিয়া, হয় আমাকে আদর করুন, নয় আমাকে চরণে দলন করুন, আমি আপনাদিগেরই অনুগত—আমাকে যেরূপে দেখিবেন, আমি তাহাই—কিমধিকম্।

হীরাপ্রভা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নষ্টচন্দ্র।

"Firm we subsist yet possible to swerve,
Since reason not impossibly may meet;
Some spacious object by the foe suborn'd
And fall into deception unaware."

Milton. P. L.

আজ আমায় চাঁদে ঘিরিল। একে ব্রাহ্মণ-তনয়া, অবিবাহিতা ও পূর্ণযৌবনা, তাহে যৌবন প্রারম্ভেই আজি আমি কোন একটী নিভৃত স্থানে বসিয়া কলঙ্কের চাঁদ দেখিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই প্রথম দৃষ্টি অবধি আমি কুলটা বলিয়া জগতে খ্যাত—সেই পর্য্যন্তই আমি সচ্চরিত্রা হইয়াও কলঙ্কিনী, কুলবালা হইয়াও পথের ভিখারিণী। যস্তুতই সেই নষ্টচন্দ্র দৃষ্টে দূষিতা হইয়া পর্য্যন্ত আমি পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ ও সহবাসে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি। লোকে আমাকে কুলটা বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে, এমন কি স্ত্রীজাতির "ব্যভিচারিণী" রূপ অতি জঘন্যতর সম্বোধনে সম্বোধিত করিয়া থাকে। কিন্তু কি করিব?—কাহার মুখে চাপা দিব; মুখ পরের, বাক্যও পরের। পরের উপর আমার অধিকার কি?—আর অধিকার থাকিলেও, স্ত্রীজাতির কলঙ্ক ঘুচিবার নহে—জলের রেখার

ন্যায় সে কলঙ্ক ক্ষণস্থায়ী নহে—একবার যে ঢাক জগতে বাজিয়াছে. সে ঢাক আর ফিরিবার নহে। রমণীর কলঙ্ক, প্রস্তর খোদিত অক্ষরের ন্যায় চিরকাল খোদিত থাকে, আমারও অদৃষ্টে সেইরূপ—মুছিবার নহে।

তবে আমার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমি কখন আমার জ্ঞাতসারে কোন পুরুষের নিকট আপন ধর্ম্ম বিক্রয় করি নাই। তবে যদি কখন অজ্ঞাতসারে কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া থাকি, বলিতে পারি না এবং তাহা হইলেও কখন আমি দূষণীয়া নহি; যেহেতু অন্ধের পা গহ্বরে পতিত হইলে কখনই দূষণীয় হইতে পারে না—বরং শোচনীয় সন্দেহ নাই: তবে যে লোকে আমার কলঙ্ক করে, লোকে আমায় "ব্যভিচারিণী" বলিয়া সন্দেহ করে, সেটী আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ—সেটী আমার জীবন বৃত্তান্তের কোন একটী অসম্ভবনীয় ঘটনাপ্রযুক্ত বলিতে হইবে; বস্তুতই সেই দুর্ঘটনা বশতঃ আমি আমার পিতা মাতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি. আত্মজন হইতে তিরস্কৃত হইয়াছি এবং সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া পথের কাঙ্গালিনীর ন্যায় পৃথিবী-চক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাগণ, আমার জীবন বৃত্তান্তের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন; নষ্ট-চন্দ্র-কলঙ্কে কলুষিত বলিয়া আমাকে চরণে দলন করিবেন না—আমার আত্মজনের ন্যায় অন্যায় বিচারে আমাকে আপনাদিগের সমাজচ্যুত করিবেন না—পথের ভিখারিণী বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিবেন না। আমি আপনাদিগের চরণের ধূলি, নিঃসহায় অবলা কামিনীকে চরণে রাখিবেন।—আমি আমার

জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হই। নষ্টচন্দ্র দৃষ্টে দূষিত বলিয়া আমার জীবনবৃত্তান্তের প্রথম পরিচ্ছেদেই “নষ্টচন্দ্র” বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

আমি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর নামক গ্রামের জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা। আমার পিতার প্রথমে চালের আড়ত ছিল, কলিকাতা, হাটখোলা নামক প্রসিদ্ধ ব্যবসা-স্থানে তাঁহার গদি ছিল। অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ও ধনবান্ ব্যবসায়ী তথায় বাণিজ্য করিয়া থাকেন। আমার পিতাও তাঁহাদিগের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনবান্ বলিয়া গণ্য ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চাউলের মূল্য ন্যূন হওয়ায়, তাঁহার ব্যবসায়ের অধিক ক্ষতি হয়, এমন কি সেই কারণ বশতঃ তাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে ঋণগ্রস্থ হইতে হয়। ধর্ম্মভীত ব্যক্তিমাত্রেই ঋণকে অতিশয় ভয় করিয়া থাকেন। আমার পিতা অতিশয় ধর্ম্মভীত লোক ছিলেন; সেই জন্য তিনি আমাদিগের যে সমস্ত ব্রহ্মত্র জমি ও অপরাপর ভূসম্পত্তি ছিল, শুদ্ধমাত্র ভদ্রাসনটী রাখিয়া, সমস্তই বিক্রয় করিয়াছিলেন। ভদ্রাসনটী বিক্রয় করিলেন না সত্য, কিন্তু অর্থের কুলান না হওয়ায় তাহা আবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এত করিয়াও তিনি তাঁহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলেন না, অবশিষ্ট যাহা কিছু রহিল, মনে করিলেন যে, চাকরী করিয়া কিছু কিছু পরিশোধ করিব; এতদভিপ্রায়ে তিনি আমাদিগের গ্রামের জমীদারের কাছারীতে একটী কারকুণের পদে নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য একাকী আইসে না; একটীর পর আর একটী আসিয়া উপস্থিত হয়। কে জানিত যে, এই দুঃখের সময় আমার

পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হইবেন? তিনি রোগে এরূপ কাতর হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার চলনশক্তি রহিত হইল—একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারিতেন না। বাবা, মাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, তিনি তাঁহার আরোগ্যের জন্য অনেকানেক ডাক্তার ও সুবিজ্ঞ কবিরাজ আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, ক্রমে রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল—মা শয্যাশায়ী হইলেন।

অবশেষে দুর্ভাগ্য আসিয়া আমাদিগের সংসারকে ঘিরিয়া ফেলিল—পিতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ঋণ ছিল, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পিতা প্রকৃত প্রস্তাবে পুনরায় ঋণী হইয়া পড়িলেন।

এক্ষণে ঋণ পরিশোধের আর অন্য উপায় নাই—তিনি নিজে নিঃস্ব—জমীদারের কাছারিতে যে পনেরটী টাকা বেতন পাইতেন, তাহাতে শুদ্ধ আমি ও আমার একটীমাত্র ভ্রাতা ও জনক জননীর জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, অপর কিছু হইত না। পিতা এতৎ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলেন, তাঁহার নম্র প্রকৃতি উগ্রভাব ধারণ করিল, কোন সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলেও তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার উত্তর প্রদান করিতেন।

অবশেষে তিনি আপন দুর্ভাগ্যের ও দুশ্চিন্তার একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ জঘন্য প্রকৃতির লোক হইয়া পড়িলেন যে, আমি তাঁহার কন্যা হইয়াও সেই সমস্ত স্মরণ করিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকি। বস্তুতই গুরুলোকের চরিত্রদোষ স্মৃতিপথে পতিত হইলে আপনাপনিই লজ্জা পাইতে হয়। সংক্ষেপতঃ বলিতে কি, তিনি আপন দুর্ভাগ্য চিন্তা বিস্মৃত হইবার জন্য সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন, সুরার

কদর্য্য অভ্যাস আসিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল, ক্রমে ক্রমে তিনি ঘোর সুরাপায়ী হইয়া উঠিলেন, এমন কি অহর্নিশি সুরাপানে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সুরাপায়ী হওয়াতে জমীদারের কাছারীতে তাঁহার যে কারকুণের পদটী ছিল, তাহা হইতে তিনি বিচ্যুত হইলেন। মার চিকিৎসা বন্ধ হইয়া গেল, দুর্ভাগ্যের অনুচর দুর্ভিক্ষ্য আসিয়া আমাদিগের সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল—পৃথিবী আমাদিগের বিপক্ষে খড়্গহস্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল! আমি এতাবৎ কারণ প্রযুক্ত সময়ে সময়ে আমাদিগের খিড়কীর বাগানের কোন একটী নিভৃত স্থানে বসিয়া আপনার দুঃখ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম ও কখন কখন আপনার চক্ষের জল আপনিই অঞ্চলে মুছিয়া সচকিতে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতাম। —আজ আমি সেই নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট আছি।

এক্ষণে ফাল্গুণ মাস, আকাশ পরিষ্কার; স্বচ্ছ আকাশে স্বচ্ছ সমীরণ, স্বচ্ছ সমীরণে স্বচ্ছ সরোবর নড়িতেছে—মৃদু বায়ুহিল্লোলে জল স্তরে স্তরে চলিতেছে। যে দিকে সমীরণের গতি, সেই দিকেই ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা চলিয়াছে—দ্রুত নহে, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, স্তবকে স্তবকে চলিতেছে। অস্তগামী রক্তিমবরণের স্বর্ণ থালাখানি পশ্চিমদিকে আকাশরূপী অতলসাগরগর্ভে অর্দ্ধ কলেবরে নিমগ্ন হইতেছে, অপরার্দ্ধ ঊর্দ্ধে ও সরোবরসলিলে দেখা যাইতেছে। সরোবর আধ্‌খানি সোনার থালা পাইয়া আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিয়া আনন্দে মলয় হিল্লোলের তালে তালে আপন তরঙ্গমালাকে নাচাইতেছে। সুভাগিনী ভাগ্যকথনে অনভিজ্ঞ! সুভাগিনী জানে না যে, এই জগৎরূপ মহারণ্যে একটী দুরন্ত কালরূপ মহাসর্প

প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সকলকে গ্রাস করিতেছে! সুভাগিনী জানে না যে, যেখানে সুখ, সেই খানেই দুঃখ; যেখানে সৌভাগ্য, সেইখানেই দুর্ভাগ্য! আমি তাহাকে মনে মনে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "তোমার দুঃখের সময় আইসে এই—আর অধিক বিলম্ব নাই। এখন আপন সৌভাগ্যে নৃত্য করিতেছ,তখন দুর্ভাগ্যে পড়িয়া ক্রন্দন করিবে; জানিও পৃথিবীর গতিই পরিবর্ত্তনশীল; আপনাকে প্রস্তুত কর, আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে অধৈর্য্য হইও না। এই দেখ আমি দুর্ভাগ্যের জ্বালায় অস্থির হইয়া বাটী হইতে তোমার নিকট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম যে, তোমার সৌভাগ্য দেখিয়া আমার দুর্ভাগ্যচিন্তা দূর করিব—এ দারুণ নিষ্ঠুর চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইব, কিন্তু কৈ—আমার দুর্ভাগ্যচিন্তা দূর হইল কৈ? তোমার সৌভাগ্য দেখিয়া আমার দুর্ভাগ্যের কথা মনে পড়িল। তুমি আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনিবে—শুন, তুমি যাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছ, যে তোমার গৃহস্বামী, তাঁহার সুখ ও দুঃখে অনভিজ্ঞ থাকা, তোমার ন্যায় গভীর সরসীর কর্ত্তব্য নহে; শুন, আমার জীবন বৃত্তান্তে তোমার গৃহস্বামীর অনেক কথা শুনিবে—আমাদিগের দুর্ভাগ্যের অনেক পরিচয় জ্ঞাত হইবে এবং তাহাতে হয় ত আমারও অনেক পরিমাণে দুঃখের লাঘব হইবে।"

যাহা হউক আমি এইরূপ আমাদিগের খিড়কির বাগানের একটী নিভৃত স্থানে বসিয়া আপনাআপনি আমাদিগের সংসারের অবস্থা চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ আমার পশ্চিম দিক্ হইতে একটী সুন্দর কুক্কুর আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কুক্কুরটী দেখিতে অতি সুন্দর—গলায় রূপার বক্‌লস্ ও তাহাতে একটী বিলাতী কুলুপ ঝুলিতেছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, আমি যেস্থানে বসিয়া আপন মনে চিন্তা করিতেছিলাম, তাহার পার্শ্বে একটী রাজ-পথ; সেটী বরাবর আমাদিগের গ্রামের বাজারে গিয়া মিলিয়াছে। আমাদিগের বাগানের চারিদিকে যে রাংচিতা গাছের বেড়া ছিল, তাহা অতিশয় ঘন ও উচ্চ, সুতরাং রাস্তার লোকের সম্পূর্ণ দৃষ্টির বহির্ভূত। যাহা হউক, কুক্কুরটী আমার সম্মুখীন হইবামাত্রই রাস্তা হইতে জনৈক লোক তাহার নাম উল্লেখ করিয়া ডাকিতে লাগিল। শুনিবামাত্রই অকস্মাৎ আমার মনে আতঙ্ক হইল। পাছে কুক্কুরের স্বামী আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন, সেই ভয়ে আপন গাত্রে আবরণ দিয়া সঙ্কুচিত হইলাম। দেখিতে দেখিতে তিনি আমার সম্মুখীন হইলেন। ইনি যুবাপুরুষ, বয়স অনুমান বিংশতি বৎসর হইবে।

প্রথম দৃষ্টিমাত্রেই আমার গা চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় দৃশ্যে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। ইনি আমাদিগের গ্রামজমিদারের একমাত্র পুত্র; বাল্যকালে আমরা সকলে একত্রে মিলিয়া খেলা করিয়াছি—আমি সর্ব্বদাই ইহাঁদিগের বাটীতে যাইতাম। বিশেষ ইহাঁর একটী কনিষ্ঠ ভগ্নী ছিল, তাহার সহিত আমার "গোলাপ" পাতান ছিল, সেই জন্য আমি সর্ব্বদাই ইহাঁদিগের বাটীতে থাকিতাম ও ইহাঁর সহিত সর্ব্বদাই বাল্যখেলায় নিযুক্ত হইতাম।

আগন্তুক যুবাকে বাটীর সকলে 'খোকাবাবু' বলিয়া ডাকিত এবং এখন পর্য্যন্তও অনেকে খোকাবাবু বলিয়া ডাকিয়া থাকে—ইহাঁর প্রকৃত নাম মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মন্মথবাবু দেখিতে অতি পরিপাটী সুন্দর, শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী অতীব মনোহর, শুদ্ধ নাসিকার মধ্যভাগ একটু খাঁদা, এতদ্ব্যতীত তাঁহার মুখের আর কোন দোষ ছিল না। চক্ষু দুটী গোল ও টানা, ললাট প্রশস্ত, চুলগুলি কাল ও কোঁক্‌ড়ান, মাথার মধ্যভাগে সিঁতাকাটা, বয়স যদিও আন্দাজ ১৯ বা ২০ বৎসর হইবে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত গোঁফের রেখামাত্র ছিল না। অধরদ্বয় অতিশয় পাতলা ও সুগঠিত; অঙ্গসৌষ্ঠব কোমল,প্রকৃতপ্রস্তাবে পুরুষাকৃতির ন্যায় নহে, স্ত্রীজাতির ন্যায় কোমলাঙ্গ; ইহাঁর অঙ্গভঙ্গীও কোমলাঙ্গ, দেখিলে ইহাঁকে হঠাৎ পুরুষ মানুষ বলিয়া বোধ হইত না, যেন একজন পুরুষবেশ-ধারী স্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান হইত।

যাহা হউক তাঁহার আকৃতি খর্ব্ব ও অঙ্গসৌষ্ঠব স্ত্রীলোকের ন্যায় বলিয়া পাড়ার কোন স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা করিত না, সকলে তাঁহার সহিত ব্যঙ্গ করিত—রহস্য করিত—সংক্ষেপতঃ তাঁহাকে কেহ পুরুষ মানুষের মধ্যে গণ্য করিত না। তাঁহার কোন চরিত্রদোষ ছিল না। এ পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোকেই তাঁহার চরিত্রের প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করে নাই।

যাহাহউক, সম্প্রতি আমি তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহা-দিগের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম; যদিও তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের অন্য কোন জ্ঞাতিসম্বন্ধ ছিল না সত্য, কিন্তু তাঁহার পিতার সহিত আমার পিতাঠাকুরের অনেকরূপে অনেক প্রকার সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রথমতঃ তাঁহার পিতা আমাদিগের গ্রাম্য জমিদার ও আমার পিতার সহপাঠী। দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের যে ভদ্রাসনটী ছিল, তাহা তাঁহারই পিতার নিকট ৩০০৲

টাকার জন্য আবদ্ধ ছিল ও তৃতীয়তঃ আমার পিতা তাঁহাদিগের জমিদারী কাছারিতে সম্প্রতি কারকুণের পদে নিযুক্ত থাকায় উভয়-পরিবারের মধ্যেই এক প্রকার আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।

যাহাহউক, মন্মথনাথ আমাকে অকস্মাৎ এরূপ নিভৃতস্থানে দেখিয়া বিস্মিতলোচনে বলিয়া উঠিল, "হীরা! তুমি এখানে?" আমি হঠাৎ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম, যেন তাঁহার এরূপ সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখাবয়বে অকস্মাৎ কোন আন্তরিক গুহ্যভাব দেখিতে পাইলাম। মন্মথ পরক্ষণেই তাহা গোপন করিয়া আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "হীরা! কুক্কুরটী হঠাৎ তোমার কাছে উপস্থিত হওয়াতে তুমি কোনরূপ ভয় পাও নাই ত?"

আমি বলিলাম, "না—তবে প্রথমতঃ আমি মনে করিয়াছিলাম যে, অপর কোন জন্তু হইবে, সেইজন্য চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিলাম, পরে ইহাকে দেখিয়া সে আশঙ্কা দূর করিলাম।" এইরূপ বলিয়া আমি কুক্কুরটীকে কোলে লইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম।

মন্মথ বলিল, "হীরা! দেখদেখি কুক্কুর জাতি কেমন সুখী! কেমন তোমার কোমল পরশে আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে!"

আমি বলিলাম, "হাঁ, পালিত জন্তুমাত্রেই একটু সোহাগী হইয়া থাকে, সেইজন্য আমার কোলে বসিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে।"

মন্মথ বলিল, "না—তাহা নহে, (কুক্কুরটীর নাম ধরিয়া) 'ফেনী' অতিশয় সুখী, যেহেতু সে তোমার কোমল অঙ্গে আপনার অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিয়াছে।"

আমি তাঁহার এরূপ বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "খোকা! তুমি আমার সহিত কিরূপে কথা কহিতেছ? তুমি কি জান না যে, আমি তোমার ভগ্নীকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করি—তোমার সহিত আমার ভাই-ভগ্নী সম্বন্ধ!"

মন্মথ বলিল, "সত্য—সেজন্য তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিবে। কিন্তু তুমি আমাকে 'খোকা' বলিয়া সম্বোধন করিলে কেন? আমার নাম কি খোকা! আজ ত ২০ বৎসর বয়স হইল, তবু আমি এখনও খোকা! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!! বস্তুতই হীরা, আমার বাড়ীতে যে আমাকে খোকাবাবু বলিয়া ডাকে, তাহার উপর আমি বড় বিরক্ত হই।" এইরূপ বলিয়া মন্মথ সরোষে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল।

ফলতই আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে, তাহার বাটীতে তাহাকে কেহ 'খোকা' বলিয়া ডাকিলে সে তাহার প্রতি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইত, কিন্তু সেটী আমার এক্ষণে স্মরণ ছিল না, শুদ্ধ অভ্যাসবশতঃ আমি তাহাকে এরূপে সম্বোধন করিয়াছিলাম। যাহাহউক আমি তাহার এরূপ অকারণ ক্রোধ দেখিয়া তাহার মুখপানে চাহিবামাত্রই হাঁসিয়া ফেলিলাম ও বলিলাম, "মন্মথ, তুমি আমার প্রতি রাগ করিও না—আমার অভ্যাস বশতঃ আমি তোমাকে এরূপ সম্বোধন করিয়াছি, তজ্জন্য তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর ও এক্ষণে বাড়ী যাও—প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল—আমারও অনেক গৃহকর্ম্ম আছে।"

মন্মথ বলিল, "না—আর একটু অপেক্ষা কর, তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে—বলিব।"

আমি মনে করিলাম, আমার সহিত তাহার এমন কি কথা

আছে যে, সে আমায় বলিবে! ভাল, শুনাই যাক্, এইরূপ ভাবিয়া বলিলাম, "বল, কিন্তু আমি আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করিব না, মার পীড়া, তাঁহার শুশ্রূষার জন্য শীঘ্রই আমাকে বাড়ী যাইতে হইবে।"

মন্মথ কিয়ৎক্ষণ আমার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "দেখ হীরা! এক্ষণে তোমার বয়স প্রায় ষোল বৎসর হইবে—না?"

আমি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আমার বয়স যতই হউক না কেন—সে কথায় তোমার প্রয়োজন কি? তোমার যাহা বক্তব্য বল, অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই।"

মন্মথ বলিল, "অবশ্য, তোমার বয়স যতই হউক না কেন, সে কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু তুমি আমার বাল্যকালের খেলুড়ী, তোমার কাছে যদি আমার কোন মনের কথা প্রকাশ করি, তাহা হইলে কি তুমি আমার প্রতি রাগ কর?"

আমি বলিলাম, "না—আমি রাগ করি না, কিন্তু আমি অধিক-ক্ষণ বিলম্বও করিব না, যেহেতু আর বেলা নাই।"

মন্মথ এক্ষণে কিছু গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিল, "দেখ হীরা! তোমরা আমাকে "খোকাই" বল--আর বালকই বল, কিন্তু জানিও আমি পুরুষ মানুষ, সুতরাং পুরুষ প্রকৃতির অবশ্যই অধীন; বিশে-ষতঃ যৌবনকাল, এই দুরন্ত কালের বশবর্ত্তী হ'য়ে আমি তোমার ন্যায় একটী সুন্দরী কামিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। তোমার ন্যায় তাহারও বয়ঃক্রম যৌবনভারে অবনত—তোমার ন্যায় সেও সুন্দরী ও সুরূপা; তোমাকে বলিব কি, তাহার যৌবন ভার দেখিলে

মনে হয় যে, আমার এ জীবন তাহারই চরণে সমর্পণ ক'রে তাহারই সেবায় নিযুক্ত থাকি, কিন্তু এমন অবসর পাই না যে, তাহাকে বিরলে পাইয়া আপন মনের অভিলাষ ব্যক্ত করি।" এইরূপ বলিয়া মন্মথ আমার প্রতি কিয়ৎক্ষণ কটাক্ষ করিয়া রহিল।

পরক্ষণেই মন্মথ পুনরায় আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি যদি একটু অপেক্ষা কর, তাহা হইলে আমি সে মুখের ছবিখানি তোমার সম্মুখে চিত্র করি—তাহার সেই অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি তোমার কাছে ব্যক্ত করি; অতি সুন্দর ছবি! অতি মনোহর চিত্র!!"

আমি তাহার এরূপ বাচালতা দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিয়া বলিলাম, "মন্মথ, সে মুখের ছবি দেখিয়া আমি কি করিব? তুমি দেখিতেছ, তুমিই দেখ—আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই।'

মন্মথ বলিল, "তবে তোমার আপন দর্পণে মুখ দেখিবারও আর স্বক নাই, তুমি বাড়ী গিয়া তোমার আপন দর্পণখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিও।"

আমি তাহার এরূপ প্রত্যুত্তরের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

মন্মথ বলিল, "যেহেতু সে মুখের ছবি দেখিলে, অনেকটা তোমার আপন দর্পণে মুখ দেখা হইবে; তোমার মুখের সহিত তাহার মুখের অনেকটা সাদৃশ্য আইসে।" এইরূপ বলিয়া মন্মথ তাহার আপন প্রণয়িণীর সৌন্দর্য্য বলিতে আরম্ভ করিল—সে রূপের ছবিখানি আপন মুখে চিত্র করিতে লাগিল। বস্তুতই মন্মথ যেরূপ সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার প্রিয়তমার ছবিখানি আঁকিতে লাগিল, তাহাতে তাহাকে একজন সুনিপুণ চিত্রকর বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না। তাহার তুলিকাটী অতি সূক্ষ্ম—তাহার কল্পনাশক্তি অতীব মনোহর! মন্মথ প্রিয়তমার ছবিখানি অতি মনের মত করিয়া আঁকিতে লাগিল;—অবলা কুলকামিনীর যেরূপ বিনয়, যেরূপ লজ্জা, যেরূপ সরলতা, একে একে সমস্তই চিত্র করিতে লাগিল; প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রকৃত সুন্দরীর যেরূপ রূপের ছটা, প্রকৃত সুরূপার যেরূপ রূপের মাধুর্য্য, মন্মথ তাহা সমস্তই তাহার প্রিয়তমার মুখে বসাইতে লাগিল। সংক্ষেপতঃ কুরঙ্গ-নয়নে বিলোলদৃষ্টি, অধরপ্রান্তে সুধার হাঁসি, চারুকুন্তলে কবরীর শোভা, মন্মথ একে একে সমস্তই আঁকিয়া শেষ করিল।

আমি তাহার এরূপ বর্ণনা শুনিয়া বলিলাম, "মন্মথ! তুমি কি তোমার প্রিয়তমার ছবিখানি প্রকৃতি অনুযায়ীক চিত্র করিলে? না—আপন অনুরাগরঙ্গে রঞ্জিত করিয়া সে রূপের বর্ণনা করিলে?"

মন্মথ বলিল, "আমি যেরূপেই বর্ণনা করি না কেন, হীরাপ্রভা! বলিতে কি, তুমিই আমার সে রূপের ছবি—তুমিই আমার সেই অভিলষিত বস্তু।" এইরূপ বলিয়া মন্মথ কিয়ৎক্ষণ স্পন্দহীনের ন্যায় আমার প্রতি চাহিয়া রহিল।

আমি তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া আসিল—কন্দর্পের কুটিল শরানল স্ফুলিঙ্গাকারে তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে বহির্গত হইতে লাগিল! মন্মথ অকস্মাৎ অধৈর্য্য হইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল!!

আমি শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলাম, "ছি ছি! মন্মথ, কি কর? ছাড়িয়া দাও—কেহ দেখিলে কি মনে করিবে।" এইরূপ বলিয়া আমি সজোরে তাহার হাত ছাড়াইয়া লইলাম।

মন্মথ বলিল, "হীরা! তোমার কিছুরই আশঙ্কা নাই—আমার কাছে থাকিলে কেহই তোমাকে কোন কথা বলিতে পারিবে না, আর আমিও কখনই তোমাব কোনরূপ অনিষ্টের কারণ হইব না, শুদ্ধ আমি তোমাকে আমার গুণ্ঠিকত মনের কথা বলিব, যদি অনুগ্রহ করিয়া শুন।"

আমি বলিলাম, "কি?"

মন্মথ বলিতে লাগিল, "দেখ হীরা! তোমার জন্যই আমি পাগল, অনেক দিনের পর সে দিন আমি তোমাকে আমাদিগের বাড়ীতে দেখিয়া পর্য্যন্ত মনে মনে তোমাকেই জীবন সমর্পণ করেছি: বস্তুতই আমি তোমার জন্যই পাগল—তোমার জন্যই আমি অহর্নিশি চিন্তা করি—তোমার জন্যই আমার শয়নে-স্বপনে সুখ নাই—নির্জ্জনে থাকিলে তোমার জন্যই আমি হৃদয়ের একটী গূঢ় অভাব মনে করিয়া ক্রন্দন করি, তুমিই আমার অভিলষিত বস্তু—তুমিই আমার উপাস্য দেবী—আমি তোমাকেই প্রাণ দিয়াছি—আমার এ জীবন তোমারই যৌবন করে সমর্পণ করিয়াছি, যদি রাখিতে হয় রাখ, নতুবা আমার এ জীবনে প্রয়োজন কি?"

আমি তাহার এরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিলাম, কিন্তু তাহাকে কোন কথা বলিলাম না; জানিলাম, মনুষ্য যৌবন-মদে মত্ত হইয়া আপনাআপনি হতজ্ঞান হইয়া পড়ে—আপনার অমূল্য জীবন পরের হাতে তুলিয়া দিয়া আত্মঘাতীরূপ মহানরকে পতিত হয়। আশ্চর্য্য! যৌবনের অবস্থা অতি শোচনীয়—যৌবনের প্রলোভন অতি দুশ্ছেদ্য!!

যাহা হউক, মন্মথ আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় বলিতে

লাগিল, "হীরা! তুমি ত জান যে, আমার পিতা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। এক্ষণে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপন বিষয়কর্ম্ম কিছুই দেখেন না, আমাকেই তাঁহার সমস্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; অতএব বলা বাহুল্য যে, আমিই এক্ষণে তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছি; তুমি যদি আমাকে বরণ কর—তুমি যদি আমাকে তোমার প্রাণ দাও, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, তুমিই আমার সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারিণী হইবে এবং মনে করিলে তুমি এক দিনেই তোমাদিগের সংসারের দুঃখ ও পিতার ঋণ মোচন করিতে পারিবে।"

পাঠক মহাশয় জানিবেন, এক্ষণে আমার বয়স পনের কি ষোল, কিন্তু এপর্য্যন্ত আমি কাহাকেও প্রাণ দিই নাই, আর কাহারও নিকট প্রাণ দেওয়ার ধারও ধারি না। বস্তুতই প্রাণ দেওয়া কি, তাহা আমি জানিতাম না। আপনার প্রাণ পরকে দিব, এ কথার মর্ম্ম কি? আমার প্রাণ আমারই আছে; অন্যকে দিলে ত আমার মৃত্যু অবস্থা! তাহা হইলে আমি আপনার সুখে সুখী ও আপনার দুঃখে দুঃখী হইতে পারিব না, পরের সুখ ও দুঃখে আমাকে সুখী ও দুঃখী হইতে হইবে, পরের নিকট আপনার জীবন বিক্রয় করিতে হইবে, পরের জ্বালায় আপনাকে জ্বলিতে হইবে! আমি আপনার, আমি আবার পরের হইব কিরূপে? শুনিয়াছি লোকে আপনার প্রাণ পরকে দিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে; স্বাধীন মনুষ্য-জীবন অবলম্বন করিয়া সেরূপ মাথায় হাত দিয়া বসিবার আবশ্যক কি? আর লোকেই বা তাহা দেয় কেন? মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম।

মন্মথ আমাকে এইরূপ মৌনবতী দেখিয়া বোধ হয়, মনে মনে সম্মতির লক্ষণ বিবেচনা করিয়াছিল। সে পুনরায় বলিতে লাগিল, "হীরা, তুমি নিস্তব্ধ হইও না—আমার কথা শুন, তুমি আমাকে বরণ কর, তাহা হইলে আমার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তোমাকে স্বর্ণ-থালে বরণ করিবে এবং আমিও তোমার ক্রীতদাস হইয়া আজীবন তোমার চরণ সেবায় নিযুক্ত থাকিব।"

আমি বলিলাম, "মন্মথ, আমি তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি বলিলে 'আমাকে বরণ কর' বরণ করা শব্দের অর্থ কি? আমি কি তোমায় পতিত্বে বরণ করিব?"

মন্মথ বলিল, "না—সেটী হইবে না, পিতা তাহাতে কখনই সম্মতি দিবেন না—তোমাদিগের ন্যায় দরিদ্র সংসারের সহিত কুটুম্বিতা করা কখনই তাঁহার অভিপ্রেত নহে। আমি তোমাকে এখান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইব, তাহা হইলে আমরা উভয়েই সুখী হইতে পারিব এবং তুমিও আমার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইবে।"

এতক্ষণের পর আমি মন্মথের মনের কথা বুঝিতে পারিলাম ও মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলাম, "মন্মথ, আমি দরিদ্রকামিনী বলিয়া কি তুমি আমাকে এরূপ প্রস্তাব করিলে? যাহাহউক আমার ঐশ্বর্য্যে কাজ নাই, তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য তোমারই থাক্। আমি সামান্য অর্থের বিনিময়ে কাহারও নিকট আমার ধর্ম্ম বিক্রয় করিতে চাহি-না; জানিও ধর্ম্মই স্ত্রীজাতির উচ্চতম সম্পত্তি, ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের মাথার মণি—অমূল্যধন। তুমি আমাকে তোমার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা বলিবে কি, আমার বিবেচনায় যদি জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য

একত্র করে স্ত্রীলোকের সতীত্বের সহিত তৌল করা যায়, তাহা হইলে সতীর সতীত্ব অবশ্যই গুরুভারে অবনত হ'য়ে ভূমে অবস্থিতি করে। অতএব মন্মথ, তুমি আজ আমাকে যে সকল কথা বলিলে, আর যেন কখন সে সকল কথা তোমার মুখে শুনিতে না হয়। আমি দরিদ্রকন্যা সত্য, কিন্তু তোমাদিগের ন্যায় সামান্য ঐশ্বর্য্য, বা পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্যকে আমার সতীত্বের নিকট তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি!!"

মন্মথ আমার এইরূপ বাক্য শুনিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ওঃ—কি অহঙ্কার! কি তেজ!! যাহা হউক হীরা! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তোমার এ তেজ কখনই থাকিবে না—তোমার এ দর্প অবশ্যই চূর্ণ হইবে। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, তোমার সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করিব, কিন্তু না, এক্ষণে দেখিতেছি যে, তোমাকে লাভ করিবার জন্য শত্রুভাব ধারণ করিতে হইবে; যেহেতু তোমাকে লাভ করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য—অতএব আমি যে রূপেই হউক তোমাকে লাভ করিব।"

আমি তাহার এরূপ বাক্য শুনিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "যাও, তুমি তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিও, এক্ষণে আর অধিক বাক্যব্যয়ের আবশ্যক নাই—এখান হইতে চলিয়া যাও।"

এইটী বলিতে না বলিতে মন্মথের মুখখানি ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে, তাহা গোপন করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হীরা, এই আমার শেষ কথা—এই শেষ কথাটী জিজ্ঞাসা করিয়া আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় লইব; বল দেখি আমি কি তোমার শত্রু, না মিত্র?

আমি বলিলাম, "শক্র"।

আমি এইরূপ বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। বাড়ীতে প্রত্যাগমন কালীন মন্মথের আদ্যোপান্ত কথাগুলি আমার মস্তিষ্কে ঘুরিতে লাগিল। ভাবিলাম, যদি এ কথা কেহ শুনে, তাহা হইলে লোকে আমার কলঙ্ক করিবে এবং মন্মথই সেই কলঙ্কের "নষ্টচন্দ্র"। আবার ভাবিলাম যে, মন্মথ বিষয়াপন্ন লোকের সন্তান, মনে করিলে অনায়াসেই আমাদিগের সংসারের কষ্ট নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু যে উপায়ে মন্মথ আমাকে লাভ করিতে চাহে, সেটী অতি জঘন্য উপায়—অতি নীচ অভিসন্ধি! স্মরণ হইবামাত্রই আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল, মন বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। আমি মনে করিলাম, মনুষ্যের অবস্থা হীন হইলে সকলেই তাহাকে আক্রমণ করিতে যায়। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি দুর্ভাগ্যে পড়িলে, কদাচারী যুবকেরা তাহাদিগকে আয়াসলব্ধ মনে করিয়া আপনাদিগের আয়ত্বাধীন করিবার চেষ্টা করে। আশ্চর্য্য! দুর্ভাগ্য মনুষ্য জীবনের প্রধানতম শক্র। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম। পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, কেহই নাই—মন্মথ চলিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুরবস্থা।

"Weep daughter of a royal line,
A Sire's disgrace, a realms decay;
Ah! happy if each tear of thine
Could wash a faher's fault away!"

Byron.

আমি সে দিবস বাড়ী গিয়া কোন কথা বলিলাম না, যেহেতু আমি জনিতাম যে, আমাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অতিশয় উগ্রস্বভাব, তিনি কাহাকেও দৃক্‌পাত করিতেন না, মন্মথের এরূপ অভিপ্রায় শুনিলে তিনি তাহার প্রতি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইবেন, সঙ্গতিপন্ন লোকের পুত্র বলিয়া তাহাকে মার্জ্জনা করিবেন না। এইরূপ নানা কারণ বশতঃ আমি কাহাকেও কোন কথা বলিলাম না, আপন মনে গৃহ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম।

সেই পর্য্যন্ত আমি তিন মাস কাল প্রায় মন্মথকে দেখিতে পাই নাই, সে আমাদের বাটীর ত্রিসীমায় আসিত না, বা আমার সহিত অন্য কোন প্রকার সংশ্রব রাখিত না। এক দিবস হঠাৎ আমার মনে হইল যে, মন্মথ যখন এতদিন আমা হইতে অবসৃত রহিয়াছে, তখন অবশ্যই সে আমার সহিত শত্রুতা করিবার জন্য কোন না কোন উপায় করিতেছে।

যাহা হউক, মন্মথের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবার তিন মাস পর হইতে আমাদিগের সাংসারিক নানা প্রকার বিপদ উপস্থিত হইতে লাগিল। আমার পিতার যে সকল পাওনাদারেরা ছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের প্রাপ্য টাকার জন্য পিতাকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। আমি জানিতাম যে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই মন্মথের পিতার অনুগত লোক ছিল। তাহারা একে একে সকলেই আমাদিগের বাটীতে আসিতে লাগিল, তাগাদার উপর তাগাদা আরম্ভ হইল—লোকের উপর লোক আসিতে লাগিল। যে সে আসিয়া আমার পিতাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া যাইত। তিনি কাহারও কথায় কথা কহিতেন না, সকলকে আশ্বাস দিয়া রাখিতেন; কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উগ্র স্বভাব. তিনি কাহারও মুখে কোন অযথা কথা শুনিলে তাহার সহিত কলহ করিতে যাইতেন—কখন বা ক্রোধে অন্ধ হইয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইতেন। ক্রমে ক্রমে পাওনাদারেরা পিতার নামে রাজদ্বারে নালিশ করিতে আরম্ভ করিল—ক্রমে ক্রমে তাহার উপর শীল ওয়ারেণ্ট্ হইতে লাগিল।

এদিকে আমাদিগের সংসারের কষ্টের অবধি ছিল না। পাঠক মহাশয় জ্ঞাত আছেন যে. আমার পিতার এক্ষণে এমন কোনরূপ আয় ছিল না, যদ্দ্বারা আমাদিগের সংসারযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। তাঁহার সুরাপান নিবন্ধন জমিদারের কাছারিতে যে ১৫৲ টাকা আয় ছিল, তাহা তিনি আপনা হইতেই বিনষ্ট করিয়াছেন।

এক্ষণে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বয়স, যদিও ২১ বা ২২ বৎসর

হইবে এবং যদিও তিনি ইংরাজী শিক্ষা করিয়া কর্ম্মোপযোগী হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু চাকরীর অভাবপ্রযুক্ত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে মুরুব্বীর অভাব থাকায় তাঁহাকে আজ তিন বৎসর কাল বাটীতে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। পিতা সর্ব্বদাই সুরাপানে রত থাকিতেন, সুতরাং তাঁহার এমন অবসর ছিল না যে, আমার ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া কাহারও নিকট কোন একটী চাকরীর জন্য বলিয়া দেন। অতএব এরূপ অবস্থাতে যে আমাদিগের সংসারের যারপরনাই কষ্ট হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

যাহাহউক এই তিন মাস কাল মধ্যে যেরূপে আমাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়াছিল, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এই তিন মাসের মধ্যে প্রথম মাসে আমার পিতাঠাকুরের যে কতকগুলি প্রাপ্ত দেনো বাসন ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া আমাদিগের জীবিকানির্ব্বাহ হয়—দ্বিতীয় মাসে আমার পিতার একটী রূপার ঘড়ী বন্ধক পড়ে এবং এই তৃতীয় মাসে আমাদিগের কতগুলি অতিরিক্ত ভোজ্যপাত্র এবং মাতার পীড়ার ঔষধের শিশিগুলি বিক্রয় করিয়া চলিতেছে। পিতা এক্ষণে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তিনি ঋণী বলিয়া কেহ তাঁহাকে পুনশ্চ ঋণ দিত না এবং সুরাপায়ী বলিয়া কেহ তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্যও করিত না।

যাহাহউক আজ আমি ও দাদা মার নিকট বসিয়া আমাদিগের দুঃখের ভাবনা ভাবিতেছি। মা তাঁহার পীড়ার শয্যায় একখানি তক্তাপোষের উপর শুইয়া আছেন, দাদা তাঁহার নিকট একখানি টুলে বসিয়া অবনতমুখে কি চিন্তা করিতেছেন এবং আমিও আমার পীড়িত মার শিরোদেশে বসিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আছি, এমন

সময় পিতা আমাদিগের গৃহের পার্শ্বস্থ একটী ক্ষুদ্র কক্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আমাদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন। আমরা যে গৃহে মার নিকট বসিয়া ছিলাম, সেই গৃহের এবং পার্শ্বস্থ গৃহটীর মধ্যভাগে একটী দরজা ছিল, সেই জন্য উভয় গৃহ হইতেই অনায়াসে যাতায়াত করা যাইত। পিতা দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বহিষ্কৃত হইবামাত্রই ঐ গৃহ হইতে সুরার একপ্রকার অসহ্য দুর্গন্ধ আসিয়া আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিল! মাতা পীড়িতা, দুর্গন্ধ পাইলে পাছে তাঁহার কোনরূপ অসুখবোধ হয়, সেইজন্য আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া মধ্যস্থ দ্বারটী আবদ্ধ করিয়া দিলাম এবং ঐ অবসরে গৃহের অভ্যন্তরে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম যে, তথায় একটী সুরার বোতল এবং কতকগুলি ছোলাভাজা পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্রই বুঝিলাম যে, বাবা সুরাপান করিতেছিলেন, হয় ত তাঁহার সুরা নিঃশেষিত হওয়াতে, তিনি মাতার নিকট পুনরায় মূল্যের জন্য পীড়ন করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু ভাগ্যবশতঃ পিতা সে বিষয় কোন উল্লেখ না করিয়া, অতি গম্ভীরভাবে সকলকে বলিতে লাগিলেন, "হুম্—অবশ্যই ইহার একটা উপায় করা চাই, নচেৎ কোনরূপেই কল্যাণ দেখিতেছি না—এদিকে সংসারের কষ্ট, অপরদিকে দেনার জ্বালা, নানা প্রকারে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু—না—আমি দুঃখ করিলে কি হইবে? শাস্ত্রে বলে, 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানিচ দুঃখানিচ' মনুষ্যের সুখ দুঃখ ক্রমান্বয়ে নিয়তি-চক্রে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—আমি কল্যাণ কামনা করিলে কি হইবে—যতদিন না আমার দুঃখের ভোগ শেষ হয়, ততদিন আমাদিগের কল্যাণ কোথায়?"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে দাদা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বাবাকে বলিলেন, "বাবা, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যতদিন আপনি এরূপ নিষ্কর্ম্মা হইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবেন এবং ঐ কদর্য্য অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিবেন, ততদিন কখনই আমাদিগের কল্যাণ হইবে না এবং কখনই আপনিও ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না।"

পরক্ষণেই "নিশ্চয়ই, গিরীশ—নিশ্চয়ই।" মাতা অতি মৃদুস্বরে আপন শয্যা হইতে এইরূপ উত্তর দিলেন ও বলিলেন, "আমিও নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যদি ইহার কোন একটী উপায় না করা যায়, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই আমাদিগকে এই বাড়ী পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং অন্নের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে বা কোন অতিথিশালায় যাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইবে।"

"অ-তি-থি—শা-লা!!!" শুনিবামাত্রই দাদা এইরূপ বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মা পুনশ্চ বাবার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "সেই জন্যই আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকি যে, তুমি অবতার বাবুর বাড়ী গিয়া ইহার কোন একটা বিলি করিয়া আইস, নতুবা আর উপায় দেখিতেছি না।"

অবতার বাবুর নাম উল্লেখ হওয়াতে এবারে আমারই কোন কথা বলিবার ছিল—কিন্তু আমি বলিলাম না, যেহেতু পাঠক মহাশয় জানিবেন যে, এই অবতার বাবুই দুর্ম্মতি মন্মথের পিতা।

অতএব তাঁহাদিগের নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করা আমার পক্ষে নিতান্ত ঘৃণাকর ও অযুক্তি। আমি এইটী বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে কোন কথা বলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু বলিলাম না, যেহেতু বলিলে আমাকে মন্মথের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই বলিতে হয়। বিশেষতঃ আমি জানিতাম যে. মন্মথ আমার সম্পূর্ণ বিরোধী, তাঁহার পিতা এবিষয়ে আনুকূল্য করিতে ইচ্ছা করিলেও সে তাঁহাকে নিবারণ করিবে।

যাহাহউক মাতার এরূপ বাক্যে পিতা বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "না,—তুমি ও বিষয় পুনঃ পুনঃ আমাকে অনুরোধ করিও না। তুমি কি জান না যে, অবতার বাবু যদিও আমার বন্ধু তত্রাচ টাকা সম্বন্ধে তিনি অতিশয় কৃপণ, কোন স্বার্থ ব্যতীত তিনি কাহাকেও কোনরূপ সাহায্য করেন না। আর বিশেষ সে দিন ত আমি তোমারই কথায় ১০৲টাকার জন্য তাঁহার কাছে হাত পাতিয়াছিলাম,তাহাতে কি তিনি আমার মান রাখিয়াছিলেন?"

দাদা, পিতার এই সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া অতি আগ্রহের সহিত সে বিষয়ের পোষকতা করিতে লাগিলেন, যেহেতু আমি জানিতাম, দাদা কাহারও নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করা অতি ঘৃণিত কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সেইজন্য তিনি আগ্রহের সহিত বাবাকে বলিলেন, "না—বাবা, আপনি মন্মথের পিতার নিকট কখনই যাইবেন না।—আমি বিলক্ষণ জানি যে, তিনি আপনাকে কখনই কোনরূপ সাহায্য করিবেন না, তাহা হইলে তিনি কখনই এরূপ দুঃসময়ে আপনাকে কর্ম্মচ্যুত করিতেন না, এবং আমাকে আপনার পদে নিযুক্ত করিবার জন্য আপত্তি করিতেন না। বিশেষতঃ

আপনার কি স্মরণ নাই যে, আর এক তারিখে, আপনি তাঁহার নিকট আমাদিগের বাড়ী বন্ধকের উপর হইতে অতিরিক্ত ৫০৲ টাকা চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নানাপ্রকার সুদের আপত্তি করিয়া আপনাকে টাকা দিতে অস্বীকার করেন। অতএব কেন আপনি অনর্থক লোকের নিকট অবমানিত হইবেন?”

“সত্য বলিয়াছ গিরীশ! আমি তোমার কথা অবশ্যই যুক্তিসম্মত বিবেচনা করি।” বাবা এইরূপ বলিয়া কিয়ৎক্ষণ বিষণ্ণভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এসময় সকলেই নিস্তব্ধ—সকলেই আপন আপন চিন্তায় অভিভূত—গৃহটী কিয়ৎক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইল। এমন সময়ে পিতা পুনরায় দাদাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হুম্ গিরীশ! তবে তুমি কি উপায় চিন্তা করিতেছ?”

দাদা বলিলেন, “উপায় আর কিছুই দেখিতেছি না, শুদ্ধ আমি মনে করিতেছি যে, যদি কাল প্রাতঃকালের মধ্যে আপনি কোন উপায়ে ২০০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে গুরুদাস শ্রীমানির প্রাপ্য টাকার জন্য আমাদিগের অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে, সমস্তই বিক্রয় হইয়া যাইবে, এমন কি পীড়িত মাতার ঐ শয্যা পর্য্যন্তও শীঘ্র হইয়া আদালতের সরীপ কর্ত্তৃক নিলাম হইয়া যাইবে এবং আপনাকে ঋণদায়ে কিছুকালের জন্য কারাবদ্ধ থাকিতে হইবে।”

শুনিবামাত্রই বাবা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মা তাঁহার মুখাবয়বে নিঃশব্দে অশ্রুধারা ফেলিলেন। আমিও তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

এইরূপ সময়ে আমাদিগের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ হইতে উচ্চৈঃস্বরে কে বাবার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। বাবা তচ্ছ বণে আমায় ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "কে—দেখ।"

আমি আমাদিগের গৃহের জানালা দিয়া বহির্ব্বাটীর দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, "দিগম্বর মিত্র"। পিতাকে এবিষয জ্ঞাত করাতে তিনি শশব্যস্তে দিগম্বর বাবুকে বাটীব ভিতর আসিতে অনুমতি দিলেন।

দিগম্বর বাবু আমাদিগের সন্নিকটবাসী জনৈক ভদ্রসন্তান এবং অবতার বাবুদিগের বিশেষ আত্মীয় লোক। কিন্তু দুরবস্থায় পড়িয়া যদি কোন পরিবারের দ্বারা আমাদিগের সংসারের কখনও কোনরূপ উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই দিগম্বর বাবুরই পরিবারকে বলিতে হইবে। যেহেতু আমাদিগের সংসারের কোন একটী সামান্য সামগ্রীর আবশ্যক হইলে, আমি এই দিগম্বর বাবুর বাটী হইতেই চাহিয়া আনিতাম এবং সময়ে সময়ে ইহাঁদিগের দ্বারা আমাদিগের অনেক উপকার হইত। তিনি নিজেও অতিশয় সজ্জন লোক ছিলেন,উপকার ব্যতীত কখন কাহারও কোন অপকার করিতেন না; সেইজন্য প্রতিবাসীর মধ্যে সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিত—তাঁহার সংসারকে ধর্ম্মের সংসার বলিয়া উল্লেখ করিত। ইনি অতিশয় ব্যবসাপ্রিয় লোক ছিলেন, সেই জন্য ব্যবসা কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন।

যাহাহউক দিগম্বর বাবু আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতি আত্মীয়ভাবে মার পীড়ার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন ও পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়!—আমি একটী

বিশেষ আবশ্যকবশতঃ আপনার নিকট আসিতে বাধ্য হইলাম, অধিকক্ষণ বিলম্ব করিব না—অনেক কার্য্য আছে; আপনি যে এই বৎসর পূজার সময় আমাদিগের আড়ত হইতে ২৫০৲ টাকা লইয়া আইসেন, তাহার রসিদ আপনি আমাকে এপর্য্যন্ত দেন নাই এবং আপনাকে প্রতিবাসী জানিয়া সে সময় আমি কোন অবিশ্বাসও করি নাই, অতএব অনুগ্রহ করিয়া যদি আমাকে সেই ২৫০৲ টাকার রসিদ লিখিয়া দেন।”

শুনিবামাত্রই পিতা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “রসিদ! কি রসিদ? কৈ—আমি ত তোমার নিকট হইতে পূজার সময় কোন টাকাই লইয়া আসি নাই?”

দিগম্বর বাবু বলিলেন, “সে কি মহাশয়, আপনি নিজে, স্বহস্তে সেই টাকা লইয়া আসিলেন, আর এখন বলিতেছেন যে, আমি টাকা লই নাই! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!!” এইরূপ বলিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

পিতা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “আর আমিই বা তোমার নিকট হইতে টাকা লইতে যাইব কি জন্য?”

“কি জন্য তাহা আপনিই জানেন; আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি এই টাকা কোন্ তারিখে ফেরৎ দিবেন? তাহাতে আপনি বলিলেন যে, এই অবতার বাবুর নিকট হইতে আমার ভদ্রাসন বন্ধকী টাকা পাইলেই তোমাকে ফেরৎ দিয়া যাইব।—সে আজ প্রায় নয় মাস হইল।”

পিতা বলিলেন, “কেন অবতার বাবুর টাকা কি তোমাদিগের অপেক্ষা কম যে, আমি উঁহার নিকট না লইয়া তোমাদিগের

নিকট লইতে গিয়াছিলাম—না অবতার বাবু তোমাদিগের অপেক্ষা অসঙ্গতিপন্ন লোক ?”

দিগম্বর বাবু তাঁহার এরূপ বাক্যে বিস্মিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন এবং কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া অবশেষে অতি বিনীতভাবে বাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ভাল মহাশয়! আমাদিগের আড়তের খাতায় ত আপনার নামে ২৫০৲ টাকা খরচ পড়িয়াছে এবং যদি সেই টাকা আপনি আনিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপনার খাতাতেও তাহার জমা থাকিবে—অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সেই খাতা খানি আনিয়া জমা খরচ দৃষ্টি করেন।”

পিতা বলিলেন, “অবশ্যই, একথা আমি শিরোধার্য্য করি। এইরূপ বলিয়া তিনি পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে একখানি হিসাবের খাতা আনিয়া উপস্থিত করিলেন ও অনন্যমনে তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমরা এসময় সকলেই নিস্তব্ধ ছিলাম; মাতা অনন্যমনে আপন বিছানায় শুইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। দাদা মুখাবনত করিয়া মনে মনে কি চিন্তা করিতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে করিলাম, হয় ত ইহাঁরা, এই দেনা পাওনার সত্যাসত্য চিন্তা করিতেছেন। যাহাহউক, কিয়ৎক্ষণ পরে পিতা দিগম্বর বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “কৈ, একদিনের জন্যও তোমাদিগের নামে কোনরূপ জমা নাই—তোমার ও সমস্ত অবশ্যই মিথ্যা ও প্রতারণা!”

দিগম্বর বাবু তাঁহার এরূপ বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,

"হাঁ, আমি প্রতারণা করিতেছি—আর আপনি ধর্ম্মের ভাণ্ডার লইয়া সংসার করিতে বসিয়াছেন! যাহাহউক, মহাশয়! আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যদিও আমি আইন সম্বন্ধে আপনার নিকট পরাস্ত, কিন্তু জানিবেন ধর্ম্মের নিকট অবশ্যই খাঁটী আছি। অধিক কি বলিব, আপনি পুত্র কন্যা লইয়া ঘর করেন, ধর্ম্ম উপরে আছেন, লক্ষ্য রাখিবেন।"

দিগম্বর বাবুর এইরূপ বাক্য শুনিবামাত্রই মা, বিছানা হইতে অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলেন—বোধ হইল যেন তাঁহার পুত্রকন্যার কোন ভাবী অমঙ্গল কামনা আসিয়া তাঁহার স্নেহময় হৃদয়কে স্পন্দন করিল, তিনি চক্ষু মুদিয়া কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দিগম্বর বাবু পুনরায় পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনার নিকট আমার শেষ একটী জিজ্ঞাস্য আছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিন।"

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ?"

দিগম্বর বাবু বলিলেন, "যদি আপনাকে পুনরায় সেই ২৫০৲ টাকা দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি আপনি এখনই আমাকে এক খানি রসিদ লিখিয়া দিতে পারেন ?"

পিতা আগ্রহের সহিত ও প্রফুল্লবদনে বলিয়া উঠিলেন, "এখনই—এখনই, অবশ্য পারি—অবশ্য পারি।"

এইরূপ বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে তাঁহার পার্শ্বের ঘর হইতে লিখিবার উপকরণগুলি আনিতে আদেশ করিলেন এবং দাদাকে চারিটী পয়সা দিয়া একখানি এক আনা মূল্যের রসিদ ষ্ট্যাম্প আনিতে পাঠাইলেন।

সমস্তই সংগ্রহ হইল, দিগম্বর বাবু তৎক্ষণাৎ আপনার পাকেট হইতে ১০৲ টাকা করিয়া ২৫০৲ টাকার করেন্সী নোট বাবার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। বাবা প্রফুল্লচিত্তে ও আগ্রহের সহিত নোটগুলি বুঝিয়া লইয়া রসিদ লিখিতে বসিলেন।

দিগম্বর বাবু পিতাকে বলিলেন, "মহাশয়! এই ২৫০৲ টাকা পুনশ্চ আপনাকে দিবার আমার কোন আবশ্যক ছিল না, শুদ্ধ আপনি ত জানেন যে, আমি নবীনবাবুর আড়তের একজন শূন্য অংশীদার মাত্র এবং আপনার নামে আমার মারফৎ এই ২৫০৲ টাকা একবার খরচ পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার কোন রসিদ নাই। অতএব ১লা বৈশাখের পূর্ব্বে হিসাব বুঝিবার সময় যখন নবীন বাবু ইহার রসিদ দেখিতে না পাইবেন, তখন তিনি কি মনে করিবেন? হয় ত এমন মনে করিতে পারেন যে, আমিই মিথ্যা ভান করিয়া অন্যের নামে টাকা খরচ লিখিয়া নিজে ব্যয় করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার আমার উপর হয় ত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস জন্মিতে পারে।"

বাবা বলিলেন,"হাঁ তাহার আর সন্দেহ কি, তুমি অতি বুদ্ধিমান লোক, যাহার সহিত বিষয় কর্ম্ম করিতে হয় তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। তোমার পিতা এক জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন ও অবশ্যই প্রাতঃস্মরণীয় বলিতে হইবে।" এইরূপ বলিয়া তিনি তাঁহাকে আপন স্বাক্ষরিত রসিদখানি দিলেন। দিগম্বর বাবু আর কোন উত্তর না করিয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণভাবে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

আমি ইত্যবসরে দাদার মুখপানে চাহিলাম, তিনিও সেই সময় আমার মুখপানে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া

বিবেচনা করিলাম যে, তিনি হয় ত বাবার এইরূপ টাকা গ্রহণকে পুনর্গ্রহণ ও সম্পূর্ণ প্রতারণা বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, "বাবাকে কোন কথা বলিও না—সাবধান!"

তিনি কোন উত্তর না করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, আমিও ইত্যবসরে গৃহ পরিত্যাগ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুক্তি।

"অধার্ম্মিকো নরো যোহি যস্য চাপ্য নৃতং ধনং।
হিংসা রতশ্চ যো নিত্যং নে হাসৌ সুখমেধতে॥"
উদ্ভট।

এক্ষণে সন্ধ্যাকাল। ঘোর অন্ধকার নহে, আলোক ও অন্ধকার একত্রে মিশিয়া আমাদিগের বাটীতে প্রবেশ করিল। আমি মনে মনে দুর্ভাগ্যকে অন্ধকার ও আলোককে দিগম্বর বাবুর প্রদত্ত টাকা মনে করিয়া উপমা দিলাম। ভাবিলাম, দুর্ভাগ্য এখনও ঘোর নৈশ অন্ধকাররূপে আমাদিগের সংসারকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই, এখনও সৌভাগ্য সূর্য্যের অস্তগামী কিরণজাল অতি অস্পষ্টভাবে আমাদিগের সংসারে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু সে সৌভাগ্য কতক্ষণ? সূর্য্য অস্তপ্রায়, কিরণজাল তাহার পদরেখারূপে অব-

স্থিতি করিতেছে, হয় ত এখনই বা কিয়ৎকাল বিলম্বেই বিনষ্ট হইবে—হয় ত অনতিবিলম্বেই আমাদিগের সংসার দুর্ভাগ্যরূপ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে—হয় ত দুরবস্থা হেতু আমাদিগকে নানা বিপদে পড়িতে হইবে। ভাবিবামাত্রই আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল—মন বিষাদে নিমগ্ন হইল।

যাহাহউক সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে আমি প্রতিগৃহে সন্ধ্যা দিয়া সংসারের মঙ্গল কামনায় শঙ্খধ্বনি করিলাম। মা চলনশক্তি রহিত, আমি তাঁহাকে আস্তে আস্তে শয্যা হইতে নামাইয়া তাঁহার বিছানা পরিষ্কার করিয়া দিলাম ও পুনরায় তাঁহাকে শয়ন করাইলাম। এইরূপ ও অপরাপর কতকগুলি গৃহকর্ম্ম করিয়া আমি সে রাত্রি আহারাদির পর আপনার গৃহে গিয়া শয়ন করিলাম।

আজ শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার নিদ্রা হইল না—নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া হৃদয়কে অস্থির করিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, দিগম্বর বাবু কি সত্য সত্যই প্রথমবারে বাবাকে টাকা দিয়াছিলেন, না বাবা প্রতারণা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পুনশ্চ টাকা লইলেন?—না, কখনই নহে, বাবা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন, তিনি বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও সদাচারী ব্যক্তি, তাঁহাকে ত কখন এরূপ প্রকারে কাহারও নিকট হইতে টাকা লইতে দেখি নাই, বিশেষতঃ যখন তাঁহার অবস্থা উত্তম ছিল, তখন তিনি কায়স্থদিগের দান গ্রহণ করিতেন না, আর এক্ষণে কি দুরবস্থায় পড়িয়া কায়স্থের টাকা প্রতারণা করিয়া লইবেন? না, কখনই না, এরূপ কখনই হইতে পারে না, বিশেষতঃ ২৫০৲ টাকা আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র সংসারের পক্ষে সামান্য টাকা নহে, সে

টাকা যে তিনি জমা করিতে বিস্মৃত হইবেন ইহাই বা কিরূপে বলি, অবশ্যই দিগম্বর বাবুর মূলে কোন দুষ্ট অভিসন্ধি থাকিবে! আশ্চর্য্য কি? কিন্তু না—তিনিও ত সেরূপ দুষ্ট অভিসন্ধির লোক নহেন, পাড়ার সকলে তাঁহাকে অতি সৎলোক বলিয়া জানে, তাঁহার টাকা ধর্ম্মের টাকা বলিয়া উল্লেখ করে, তিনি কি এরূপ মিথ্যা ভান করিয়া বাবার নিকট হইতে রসিদ লইতে আসিবেন? না, তাহাই বা কিরূপে বলি, তাহা হইলে তিনিই বা পুনরায় টাকা দিয়া রসিদ লিখিয়া লইবেন কেন?—আবার ভাবিলাম, মন্মথের সহিত দিগম্বর বাবুর অতিশয় হৃদ্যতা আছে, সে কি ইহাঁর সহিত কোনরূপ দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া বাবাকে নূতন ঋণে আবদ্ধ করিতেছে, পরে কোনরূপ উপায়ে তাহাকে বিপদে ফেলিবে? অথবা বাবাই দুরবস্থাহেতু ও সুরাপানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিবাসীর সহিত এরূপ অসদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আশ্চর্য্য কি? দুরবস্থা হইলে লোকে আপনার গৃহ দেবতার যোগ্যোপবীত বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, অন্নকষ্টে বা সুরাপানের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে। অতএব বাবা যে এরূপ করিবেন, তাহারই বা বিচিত্র কি? স্মরণ হইবামাত্রই শরীর শিহরিয়া উঠিল, হৃদয় ভাবী অমঙ্গল চিন্তায় ব্যথিত হইতে লাগিল।

আমি এইরূপ অনন্যমনে চিন্তা করিতেছি, গৃহের প্রদীপটী নিবিয়া গেছে, এমন সময় আমার উপাধানের পশ্চাৎ দেশস্থিত একটী ক্ষুদ্র জানালায় ঠুক্ ঠুক্ করিয়া আঘাত হইল। এই জানালাটী আমাদিগের খিড়কীর বাগানের দিকে ছিল, অতএব আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?"

"উত্তর নাই,—পুনরায় শব্দ হইল।"

আমি আস্তে আস্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রদীপটা জ্বালিলাম ও জানালায় কাণ পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?"

অস্ফুটস্বরে উত্তর আসিল, "আমি—দরজা খোল।"

"আমি কে?—দাদা?"

উত্তর আসিল "হুম্।"

আমি মনে করিলাম, দাদা এতরাত্রে নিঃশব্দে আমার নিকট কেন! আমি আস্তে আস্তে দরজাটী খুলিয়া দিয়া দেখিলাম, "দাদা।" রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইবে—আমি বলিলাম, "দাদা, তুমি এত রাত্রে কেন।"

দাদা তাঁহার ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যভাগে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "চুপ্—বাবা ও ঘরে শুনিতে পাইবেন।"

আমি সভয়ে ও আস্তে আস্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "কেন, কি হইয়াছে?"

দাদা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন, "দরজা বন্ধ কর।"

আমি তাহাই করিলাম—মনে মনে বাবার কোন অনিষ্ট চিন্তা করিয়া ভয় হইল, হৃদয়ে ঘন ঘন আঘাত হইতে লাগিল। আমি বলিলাম, "দাদা কি? বল—শীঘ্র বল, আমি যারপর নাই ব্যস্ত হইয়াছি, ভয়ে আমার হৃদয়ে ঘন ঘন আঘাত হইতেছে!"

দাদা বলিলেন, "ভয় নাই, শুন, আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—বলিবে?"

আমি বলিলাম, "বলিব—কি বল?" ইত্যবসরে আমি তাঁহার

পুস্তকের ভিতর একখানি চিঠির কাগজ দেখিতে পাইলাম, দাদা চিঠিখানি করমুষ্ঠে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার হাতে ওখানা কি ?"

দাদা বলিলেন, "বলিব, আমি এখানা দেখাইবার জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি, কিন্তু আগে আমি তোমাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—পরে বলিব ; তুমি সত্য করিয়া বলিবে ত ?" এই-রূপ বলিয়াই দাদা আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

আমার বুক উড়িয়া গেল, তাঁহার হাতে চিঠির কাগজ দেখিয়া মনে করিলাম যে, হয় ত দুষ্টমতি মন্মথ আমার নামে কলঙ্ক করিবার জন্য কোন কথা দাদাকে লিখিয়া থাকিবে, বা আমার চরিত্র বিষয়ে কোনরূপ দোষ দিয়া থাকিবে। স্মরণ হইবামাত্রই লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল—আমি নতমুখী হইয়া রহিলাম।

দাদা বলিলেন, "হীরা,এই কাগজখানি দেখিলে অবশ্যই তোমার মাথা হেঁট হইবে ; তোমার কেন, আমার পর্য্যন্তও মাথা হেঁট হই-য়াছে ;—বাবার কথা ত ছাড়িয়া দাও।"

বলিবামাত্রই আমি শরমে মরিয়া গেলাম—মনে করিলাম,পৃথিবী তুমি দোফাঁক হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি ;—এ লজ্জা আর রাখিবার স্থান নাই।

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল হীরা, তুমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া আছ কেন ?—কি করিতেছিলে ?"

আমি বলিলাম, "শুইয়া ছিলাম, নিদ্রা হয় নাই।"

দাদা। কেন, কি করিতেছিলে ?

আমি বলিলাম, "বাবার বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম, দিগম্বর বাবুর টাকার বিষয় ভাবিতেছিলাম, তিনি সত্য সত্যই বাবাকে প্রথম বারে টাকা দিয়াছিলেন কি না, অথবা বাবাই কি তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিলেন; এই বিষয়টী চিন্তা করিতেছিলাম।"

দাদা বলিলেন, "হুম্—আমারও নিদ্রা নাই।" এই বলিয়া তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ও বলিলেন, "হীরা! আমাদিগের সংসারে পাপ ঢুকিয়াছে; প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, সমস্তই আরম্ভ হইয়াছে; কি জানি আমাদিগের ভাগ্যে আরও কি ঘটে? হয় ত দুরবস্থা হেতু আমাদিগের সংসারে ব্যভিচার আসিয়া প্রবেশ করিতে পারে—হয় ত দুঃখের জ্বালায় আমাকেও চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়।"

শুনিবামাত্রই আমার হৃদয় কম্পিত হইল—আমি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম।

দাদা বলিলেন, "হীরা! তুমি দুঃখ কর—ভগবান্ আমাদিগকে দুঃখ করিবার অধিকার দিয়াছেন! দেখ আমরা যে পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে পিতা আমাদিগকে সচ্চরিত্রের জন্য উপদেশ দিয়াছেন, সেই পিতাই অসচ্চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইলেন, সেই পিতাই প্রতারক—প্রবঞ্চক!!" এইরূপ বলিয়া দাদা আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিলাম না; আপন অঞ্চলে মুখ লুক্কায়িত করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এইরূপে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা দুইজনে একত্রে বসিয়া কাঁদিলাম। দাদা ক্রমে ক্রমে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন! আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার মানসে আপন অঞ্চল দিয়া

তাঁহার মুখ মুছাইতে লাগিলাম ও বলিলাম, "দাদা কাঁদিও না, গুরু-লোকের অপবাদ করিতে নাই; তুমি কিরূপে জানিলে যে, বাবা দোষী? হইতে পারে, দিগম্বর বাবুরই কোন দুষ্ট অভিসন্ধি থাকিবে, কিম্বা কোন লোকের দুষ্ট অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহাকে পুনরায় টাকা দিয়া রসিদ লিখাইয়া লইলেন।"

এইটী বলিতে না বলিতে দাদা আরও ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার হস্তস্থিত কাগজখানি স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। আমি ইতিপূর্ব্বে কাগজখানি দেখিবার জন্য ব্যস্ত ছিলাম, এক্ষণে অবসর পাইয়া শশব্যস্তে সেই খানি কুড়াইয়া লইয়া প্রদীপের আলোকে পাঠ করিলাম; পড়িতে পড়িতে লজ্জা, ভয়, লোকাপবাদ, আত্মগ্লানি আসিয়া আমার হৃদয়কে অধিকার করিল। আমি ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলাম এবং অকস্মাৎ সে স্থান হইতে উঠিয়া বিছানায় মুখ লুকাইয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

দাদা আমার এইরূপ ক্রন্দন দেখিয়া নিকটে আসিলেন, বলিলেন, "হীরা, তুমি কর কি?—চুপ্ কর—চুপ্ কর, বাবা শুনিতে পাইবেন, এখনও তাঁহারা জাগিয়া আছেন; হয় ত এখনই এখানে আসিয়া পড়িতে পারেন এবং তাহা হইলে তিনিও এই বিষয় সমস্তই জানিতে পারিবেন ও মনে মনে যার পর নাই লজ্জিত হইবেন।

আমি দাদার মুখে পিতার আগমন শুনিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অনন্যমনে উঠিয়া বসিলাম; ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলাম, "দাদা তুমি এই কাগজখানি কোথায় পাইলে?"

দাদা বলিলেন, "পরে বলিব, এক্ষণে আমার আর একটী কথা আছে, সেটী তোমাকে বলি—করিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কথা?—বল।"

দাদা বলিলেন, "দেখ হীরা, আমি প্রায়ই দেখিতে পাই যে, বাবা সর্ব্বদাই মার সহিত চুপি চুপি কি পরামর্শ করেন। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, তিনি মনে মনে কোনরূপ দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া থাকিবেন এবং হয় ত মার সাহায্য ব্যতিরেকে সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না বলিয়া, মাকে সর্ব্বদাই সেই জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন। যাহাহউক আজ আমি স্থির করিয়াছি যে, পিতার সেই গুপ্ত অভিসন্ধিটী কি, তাহা আমরা দুই জনে শুনিব। তাঁহারা এখনও নিদ্রা যান নাই—আইস আমরা আস্তে আস্তে গোপনে থাকিয়া তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিয়া আসি।"

আমি বলিলাম, "না দাদা, সেটী আমার পক্ষে যুক্তিসম্মত বলিয়া বোধ হইতেছে না; যে হেতু আমরা পিতা মাতার উপযুক্ত পুত্র কন্যা, অতএব আমাদিগের কখনই উচিত নহে যে, তাঁহাদিগের কোন গোপনীয় কথায় কর্ণপাত করি।"

দাদা বলিলেন, "হীরাপ্রভা! তুমি কি বল যে, আমরা আমাদিগের সংসারের ভাবী বিপদ ও দুরবস্থায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিব ও তাহার প্রতিকারের জন্য কোনরূপ উপায় করিব না? বিশেষতঃ আমি দেখিতেছি যে, পিতার চরিত্র দিন দিন অতি জঘন্য ও শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। অতএব যাহাতে তিনি ভবিষ্যতে কোন বিপদে না পড়েন, সে বিষয়ে অবশ্যই আমাদিগের সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।"

আমি দাদার কথায় আর কোন উত্তর করিলাম না। তাঁহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার কথায় সম্মতি দিয়া বলিলাম, "ভাল, কিরূপে তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিবে?"

দাদা বলিলেন, "কেন?" মার শয়নগৃহের বাতায়নের পার্শ্ব দিয়া।"

আমি বলিলাম,—"ভাল, তাহাই কর।"

এইরূপ পরামর্শ করিয়া আমরা উভয়েই যাইতে প্রস্তুত হইলাম। দাদা অগ্রসর হইলেন, আমি গৃহের প্রদীপটী নির্ব্বাপিত করিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া দরজার শিকল দিলাম। দাদা এতক্ষণ গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন, আমার পদশব্দ পাইবামাত্র চুপি চুপি কহিলেন, "চুপ কর!—শব্দ করিও না—আস্তে আস্তে!!" এইরূপ বলিয়া দাদা আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

এক্ষণে ঘোর অন্ধকার।—বাড়ীটী নিস্তব্ধ, কাহারও শব্দমাত্র নাই! শুদ্ধ আমাদিগের খিড়কীর পুষ্করিণীর দিক্ হইতে ঝিল্লীরব আসিয়া রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। আমরা এইরূপ সময়ে আস্তে আস্তে মার শয়নগৃহের একটী ক্ষুদ্র জনালার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জানালাটী আবদ্ধ, কেবলমাত্র তাহার পার্শ্ব দিয়া একটু একটু প্রদীপের আলো আসিতেছে; আমরা উভয়ে সেই জানালার ফাটলে মুখ দিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাবা, মার বিছানার নিকট একখানি ক্ষুদ্র টুলের উপর বসিয়া আছেন, মা তাঁহাকে চুপি চুপি কি বলিতেছেন! কি বলিতেছেন শুনিতে পাইলাম না! আমরা কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

বাবা বলিতেছেন, "গিরীশ ও হীরা, কি মনে করিবে সে কথা আমি অল্পই গ্রাহ্য করি—তাহারা যা মনে করে করুক, কিন্তু পৃথিবী যখন আমাদিগের বিপক্ষ, তখন অবশ্যই আমার পৃথিবীর বিপক্ষে খড়্গহস্ত হইব। তাহাদিগকে আমার সদাচার দেখাইবার

কোন আবশ্যক করিতেছে না, যেহেতু এ পৃথিবীতে আমরা আর সৎ হইতে পারি না—আর ধর্ম্ম ভেবে থাকিবারও আবশ্যক নাই।"

"ছি ছি, তুমি আমাকে আর ওসব কথা বলিও না—'ধর্ম্ম ভেবে থাকিবার আবশ্যক নাই!!' ওঃ কি ভয়ানক কথা—কি ভয়ানক কথা!" মা এইরূপ উত্তর করিলেন।

বাবা। কিন্তু আরও ভয়ানক কথা হবার সম্ভাবনা, যদি কাল সকালেই আমাদিগের এই সকল জিনিস আদালতের নিলামে লাট্-বন্দী হ'য়ে যায়! তুমি কি বুঝ্ছো না যে, এই যে ২৫০৲ টাকা পাওয়া গেল, এ হতে ত ২০০৲ টাকা গুরুদাস শ্রীমাণির দেনা শোধ যাবে, পরে আর যে অবশিষ্ট ৫০৲ টাকা থাকে, তাহাতে আমাদিগের সংসারখরচ ও অন্যান্য খরচ আছে। পরে বিশ্বম্ভর বাবুর যে ১২৫৲ টাকা প্রাপ্য, তাহার কি করিলে?—তাহাও ত আর ৮ দিনের অধিক নাই। আর বিশ্বম্ভর বাবুও অল্পে ছাড়িবে না।"

মা অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বলস্বরে বলিলেন, "সে যাহাই করুক কিন্তু তুমি যাহা বলিলে, সেটী আমি কখনই করিতে পারিব না। ওঃ—কখনই না! আমি ওরূপ প্রতারণা করিয়া পত্র লিখিতে পারিব না!! তোমার এই সকল প্রতারণার কথা শুনে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হচ্চে—কি ভয়ানক প্রতারণা!!"

বাবা মার এরূপ বাক্যে বিরক্ত হইয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "হুম্" প্রতারণা—প্রতারণা, অন্যের নিকট টাকা লওয়া প্রতারণা! তোমাকে অবশ্যই চিঠি লিখিতে হইবে।—তোমার সদাচার তোমাতেই থাক্, আমি যাহা বলি তাহাই তোমাকে করিতে হইবে।'

মা, বাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু তুমি ত জান যে, আমাদিগের বিবাহের পর হইতে আমার ভগ্নীর সহিত চিঠি-পত্র লেখা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে—তবে আমি যে তাঁহাকে দুই তিন বার পত্র লিখিয়াছিলাম, সেটী কেবল তোমার অনুরোধে, ফলে তাহার কোন প্রত্যুত্তর পাই নাই।"

বাবা বলিলেন, "সেটী শুদ্ধ তুমি আমাকে বিবাহ করিয়াছ বলিয়াই। বস্তুতঃ আমিই তোমার যত দুঃখের কারণ;—তুমি যদি এই দরিদ্র ও ভঙ্গব্রাহ্মণকে বিবাহ না করিতে, তাহা হইলে তোমার পিতৃকুলের কেহই তোমার পর হইত না। সে যাহাহউক এক্ষণে কি তুমি আমাকে আরও দরিদ্র দেখিতে ইচ্ছা কর?—আরও কষ্টে ফেলিতে চাহ?"

মা বলিলেন, "ভাল ভাল, সে সমস্ত আজ রাত্রের কথা নহে—কাল তখন এ বিষয় বিবেচনা করা যাইবে। কিন্তু আমি তোমার মৃত্যুসংবাদ লিখিতে পারিব না;—না—সেটী কখনই আমাকে অনুরোধ করিও না।"

বাবা বলিলেন, "তবে কিছুই হবে না—পত্র লেখাই বৃথা।"

মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ভাল—ভাল, কাল যাহা হয় হইবে। তোমাকে মিনতি করি, আমার এই অসুস্থ শরীরকে আর ব্যস্ত করিও না। আমি কাল এবিষয়ে মনোযোগ করিব,—করিব—করিব।"

পরক্ষণে উভয়েরই কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধ হইল। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া পুনরায় কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন,—সেটী অন্য বিষয়।

আমি এই সময়ে দাদার কাণে কাণে বলিলাম, "দাদা, চল—এখান হইতে যাই—আর অধিক্ষণ বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই।'

দাদা বলিলেন, "হীরা, শুনিলে ত? এখন বাবার দুশ্চরিত্রের বিষয় প্রমাণ পাইলে? তিনি মাকে তাঁহার ভগ্নীর নিকট পত্র লিখিতে বলিতেছিলেন, বোধ হয় অবশ্যই কোন অর্থসাহায্যের জন্য হইবে এবং তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণা সন্দেহ নাই। নতুবা তিনি তাঁহার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাত করাইয়া মাকে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিবেন কেন?"

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, আমার মাতা জনৈক ধনাঢ্য লোকের কন্যা ছিলেন, তাঁহার (আমার মাতামহের) কোন পুত্র সন্তান ছিল না বলিয়া, আমার মা ও মার একটী জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আমার মাতামহের সম্পূর্ণ বিষয়াধিকারিণী হয়েন। কিন্তু আমার মাতা সে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, মা কৌলীন্য প্রথানুসারে বহুদিবসাবধি অবিবাহিতা থাকায়, ও স্বঘরে কোন উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ায়, তাঁহারই কোন জ্ঞাতি খুল্লতাতের সহিত পরামর্শ করিয়া পিতার অমতে আমার দরিদ্র ও ভঙ্গ পিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই জন্য আমার মাতামহ মৃত্যুকালে আমার মাসীর নামে সমস্তই উইল করিয়া যান; আমার মাতাকে কিছুই দিয়া যান নাই, এমন কি তাঁহার উইলে এ পর্য্যন্ত লেখা ছিল যে, আমার পিতার বর্ত্তমানে কেহই কোন রূপে আমার মাতাকে তাঁহার বিষয় হইতে সাহায্য করিতে পারিবেক না। এতদপ্রযুক্ত বাবা, আপন মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাত করাইয়া

মাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর নিকট হইতে অর্থ সাহায্যের জন্য পত্র লিখিতে অনুরোধ করিতেছিলেন।

যাহাহউক দাদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হীরা! দেখ দেখি, বাবার কতদূর চাতুরী! কতদূর প্রবঞ্চনা! প্রতারণা!!" এইরূপ বলিয়া দাদা পুনরায় ব্যঙ্গচ্ছলে আমাকে বলিলেন, "হীরা, পিতার দৃষ্টান্ত পুত্রে শিখিয়া থাকে, আমিও দুরবস্থাহেতু রাজপথে পর-স্ব হরণ করিব।"

আমি তাঁহার এরূপ রহস্যের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপন শয়ন গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম—দাদাও শুইতে গেলেন।

আমি আপন কক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রদীপটী জ্বালিবামাত্রই দেখিতে পাইলাম, দীপাধারের নিকট দাদার সেই হস্তস্খলিত কাগজখানি পড়িয়া আছে, দেখিবামাত্রই তুলিয়া লইলাম; পুনরায় লজ্জা, ভয়, লোকাপবাদ আসিয়া আমার হৃদয়কে অধিকার করিল। আমি শশব্যস্তে উঠিয়া আপন উপাধানের নীচে সেখানি রাখিয়া দিলাম ও ভাবিলাম দাদাকে এত রাত্রে এই কাগজখানি কে দিল—দাদা কোথায় পাইলেন! মনে মনে বিস্মিত হইয়া শয্যায় শয়ন করিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত আমার নিদ্রা হইল না, দুর্ভাগ্য চিন্তা আসিয়া আমার হৃদয়কে অধিকার করিল—নিদ্রা ও মানসিক চিন্তা পরস্পর পরস্পরের বৈরীভাব ধারণ করিল। বস্তুতই হৃদয় সরোবরে চিন্তা-রূপ প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে, বাত্যাহত সরোবরশায়ী সুধা-করের ন্যায় মানসিক চিন্তা বিশ্রামসুখকে বিচ্ছিন্ন করে এবং বায়ু-

তাড়িত বীচিমালা যদ্রূপ একটীর পর অপরটী ধাবিত হয়, আমার মানসিক চিন্তাও তদ্রূপ একটীর পর অপরটীর অনুগমন করিতে লাগিল। আমি এইমাত্র দাদার হস্তস্খলিত কাগজখানির বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম, আবার পরক্ষণেই পিতা মাতার আশু কথোপকথনগুলি আমার স্মৃতিপথে পতিত হইল। আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম—পিতা কি জঘন্য প্রকৃতির লোক হইয়া পড়িয়াছেন! যে পিতার মুখ হইতে পূর্ব্বে ধর্ম্মের উপদেশরূপ সুধা বিনির্গত হইত, এক্ষণে সেই পিতার মুখ হইতে প্রতারণারূপ গরল উত্থিত হইতেছে, সেই পিতাই এক্ষণে কুটীল পাপযুক্তিতে আপনাকে নিয়োগ করিতেছেন! শুদ্ধ তিনি কেন? তিনি আপন সহধর্ম্মিণীকেও ইহাতে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাঠক মহাশয়! এক্ষণে মাতাকে কি পিতার "সহধর্ম্মিণী" বলিয়া ব্যক্ত করিব—না পিতার "সহ-অধর্ম্মিণী" বলিয়া উল্লেখ করিব?—আহা! তাঁহারই বা দোষ কি? একে অবলা কামিনী, পতির সম্পূর্ণ অধীন, তাহে পীড়িতা, জরাজীর্ণা—আপন পুত্র কন্যার অন্নকষ্টে কাতর, তাহাতে তিনি পতির মতে কর্ম্ম না করিয়া কি করিবেন—পিতার প্রস্তাবনায় সম্মতি না দিলে তাঁহার আর নিস্তার কোথায়? আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম—দুইটী চক্ষের জলে আমার উপাধানের দুই পার্শ্ব ভিজিয়া গেল। আমি কিয়ৎক্ষণ পরে আপনা আপনি নিরস্ত হইয়া অনন্যমনে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন ভোর হইল। আমি বিছানাটী তুলিয়া সংমার্জ্জনী হস্তে গৃহ পরিষ্কারের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দাদা আমার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন; "হীরা! আমি যে তোমার

নিকট কাল রাত্রে একখানি কাগজ ফেলিয়া গিয়াছি, সে খানি কোথায় ?—আমাকে দাও।’

আমি বলিলাম, “কেন ? আমার কাছে থাক্, তুমি লইয়া কি করিবে ?”

দাদা বলিলেন, “না—যদি তুমি হারাইয়া ফেল এবং যদি কেহ তাহা দেখিতে পায়, তাহা হইলে কি মনে করিবে ?”

আমি তাঁহার মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া আপন উপাধানের নিম্ন হইতে কাগজখানি আনিয়া তাঁহার হস্তে দিলাম ও বলিলাম, “দাদা তুমি ওখানি ছিঁড়িয়া ফেল—কাহাকেও দেখাইও না।”

দাদা বলিলেন, “শুদ্ধ বাবাকে একবার দেখাইব এবং মার নিকটও গোপন রাখিব না।”

দাদার এইরূপ কথা শুনিবামাত্রই ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল! আমি শশব্যস্তে সংমার্জ্জনী ফেলিয়া দিয়া করযোড়ে দাদাকে অতি ব্যাকুলহৃদয়ে ও কাতরস্বরে বলিলাম,“না—দাদা,তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওখানি বাবাকে দেখাইও না, তাহা হইলে তিনি যার পর নাই লজ্জিত হবেন, সকলের নিকট তাঁহার মাথা হেঁট হ’বে এবং মাও দুঃখিত হ’বেন।”

দাদা বলিলেন, “তাহাতে আমার কি ? আমি সুবিধা পাইলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই দেখাইব।” এই বলিয়া তিনি আপন ইচ্ছা-ভরে চলিয়া গেলেন।

আমি তাঁহাকে আর কোন কথা বলিলাম না, মনে মনে করিলাম, “ছি—ছি—কি লজ্জা! দাদার কোন বিবেচনা নাই, আপনার কথাই পাঁচ কাহন।”

সে দিন আহারাদির পর বাবা বাহিরে গেলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে যে, আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাকে গুরুদাস শ্রীমাণির ঋণের কথা বলিয়াছিলাম, অদ্য তাঁহারই ২০০৲ টাকার জন্য আমাদিগের গৃহ সামগ্রী সমস্তই শীল হইবার কথা আছে, বাবা সেই জন্য গুরুদাস শ্রীমাণির বাটীতে টাকা চুক্তি করিতে গেলেন।

সে দিবস বাবার আসিতে প্রায় বেলা ৩টা হইয়াছিল। দাদা এ সময় কোথায় ছিলেন, তাহা আমি জানি না, আমি মার নিকট বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম, কিন্তু গত রাত্রের কোন কথা আমি তাঁহাকে বলি নাই বা পিতার আদেশানুযায়ী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীকে পত্র লিখিতেও নিষেধ করিলাম না; যেহেতু বলিলে তিনি অবশ্যই জানিতে পারিবেন যে, গতরাত্রে আমরা গোপনে থাকিয়া তাঁহাদিগের কথোপকথনগুলি সমস্তই শুনিয়াছি এবং হয় ত তিনি তাহাতে লজ্জা পাইতে পারেন, এইরূপ ভাবিয়া আমি তাঁহাকে সে বিষয়ের কোন কথা উল্লেখ করিলাম না, অন্যান্য কথা ফেলিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলাম।

এমন সময় পিতা আসিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হাতে নূতন একমোড়া চিঠির কাগজ ও কতগুলি খাপ রহিয়াছে; দেখিবামাত্রই আমি বুঝিলাম যে, তিনি হয় ত মার নিকট হইতে সম্মতি পাইয়াছেন এবং সেইজন্যই মাসীকে পত্র লিখিবেন বলিয়া, ঐ সমস্ত উপকরণগুলি কিনিয়া আনিয়া থাকিবেন। মা এই সময়ে একবার আমার মুখপানে দৃষ্টিপাত করিলেন—বোধ হয় দেখিলেন যে, আমি সেই সমস্ত ক্রীত সামগ্রীগুলি মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করিতেছি কি না। কিন্তু আমি তাহা দেখিয়াও দেখি-

লাম না, পিতা গৃহে উপস্থিত হইবামাত্রই সেস্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

এই সময়ে আমার মনের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়—আমি পূর্ব্ব-রাত্রে পিতামাতার পরামর্শগুলি স্মরণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছিলাম এবং নির্জ্জনতালাভ, প্রীতিপ্রদ মনে করিয়া খিড়কীর বাগানের দিকে যাইতে উদ্যত হইলাম।

আমি যে দিক্ দিয়া বাগানে যাই, তাহার পার্শ্বে দিগম্বর বাবু-দিগের একটী খিড়কীর পুষ্করিণী ছিল। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী সে সময় কাপড় কাচিতেছিলেন, তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "কি হীরা! তোমার বাবা এরূপ ব্যবসা কত দিন শিখিয়াছেন?" এইরূপ বলিয়া তিনি আমাকে অতি ব্যঙ্গচ্ছলে উপ-হাস করিলেন। আমি তাহার কথায় কোন উত্তর করিলাম না।—লজ্জায় মরিয়া গেলাম, যেহেতু পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, তিনি দিগম্বর বাবুর সহিত আমার পিতার পূর্ব্বদিনের দেনাপাওনার বিষয়টী উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইল যে, দিগম্বর বাবু, বাড়ী গিয়া অবশ্য সে সমস্ত কথা বলিয়া থাকিবেন। যাহাই হউক, আমি তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে চলিয়া গেলাম এবং আমাদিগের খিড়কীর বাগানের সেই নিভৃত স্থানটীতে বসিয়া আদ্যোপান্ত চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমি এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন আছি, এমন সময় দেখিলাম, হঠাৎ মন্মথ আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল! আমি তাহাকে

দেখিবামাত্রই শশব্যস্তে সেখান হইতে চলিয়া আসিবার উপক্রম করিলাম; কিন্তু মন্মথ অকস্মাৎ আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, "হীরা! তোমার পায়ে পড়ি একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে গুটিকতক কথা বলিয়া যাইব।"

আমি সক্রোধে বলিয়া উঠিলাম, "পাপিষ্ঠ! আমার হাত ছাড়িয়া দাও, আমাকে তোমার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই।" এইরূপ বলিয়া আমি সবলে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া লইলাম।

মন্মথ বলিল, "আমার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই সত্য; কিন্তু আমার কথা শুনিলে, তোমাদিগের সংসারের অবশ্যই কোন না কোন মঙ্গল হইবে। তুমি ত দেখিতেছ যে, এই তিন মাসের মধ্যেই তোমাদিগের সংসারের কিরূপ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। পাওনাদারেরা কেমন তোমার পিতার নামে নালিস ও ওয়ারেণ্ট্ বাহির করিয়াছে; শীঘ্রই তোমরা আরও বিপদে পড়িবে। আমার অগোচর কিছুই নাই এবং অগোচর কিছুই হইতেছে না।"

আমি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "দুষ্ট! তুমিই ইহার যত অনিষ্টের মূল এবং তুমিই আমার পিতার সমস্ত পাওনাদারদিগকে তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে পরামর্শ দিতেছ! যাহাতে আমাদিগের সংসারটী উচ্ছন্ন যায়, তাহাই তোমার চেষ্টা।"

মন্মথ সহাস্যবদনে বলিতে লাগিল, "হাঁ—সত্য সত্যই, আমিই ইহার যত অনিষ্টের কারণ, যাহাতে তোমাদিগের সংসারটী শীঘ্রই উচ্ছন্ন যায়, আমিই তাহার চেষ্টা করিতেছি। একথা আমি নিজ মুখে স্বীকার করি এবং তাহাতে গৌরবও করিয়া থাকি।"

আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "মন্মথ! তোমার যাহা

ইচ্ছা তাহাই করিও; কিন্তু জানিও, আমার জগদীশ্বর সহায়; 'ধর্ম্ম-পথে থাকিলে অর্দ্ধেক রাত্রেও অন্ন হয়', আমি তাহাই করিব।"

মন্মথ বলিল, "হাঁ ঠিক্! 'ধর্ম্মপথে থাকিলে অর্দ্ধেক রাত্রেও অন্ন হয়!' কিন্তু যখন তোমরা একান্ত দুরবস্থায় পড়িয়া সকলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে, যখন তোমার পিতাকে ঋণদায়ে কারাবদ্ধ হইতে হইবে এবং তোমরা সকলে অন্নাভাবে যার পর নাই কষ্টে পড়িবে, তখন তোমাকে আমার সহায় লইতে হইবে এবং আমাব প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে হইবে।"

"ওঃ—কখনই না—কখনই না! মন্মথ! যদি দুরবস্থায় পড়িয়া সপরিবারে প্রাণত্যাগ করিতে হয় ও দ্বারে দ্বারে অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হয়, তত্রাচ নিশ্চয় জানিও আমি তোমার ঐ দুষ্ট অভিসন্ধির ভিতর কখনই যাইব না, এই আমার স্থির প্রতিজ্ঞা।"

মন্মথ বলিল, "আমারও এই প্রতিজ্ঞা যে, আমি যেরূপে পারি, তোমাকে লাভ করিব—তোমাকে লাভ করাই আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।" এইরূপ বলিয়া মন্মথ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল ও পুনরায় বলিল, "হীরা! তুমি আমার কাছেই আপনাকে সচ্চরিত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক, কিন্তু আমি তোমার সকলই জানি, কাল রাত্রে তোমার শয়নগৃহের জানালার কাছে কে একটী পুরুষ মানুষ দাঁড়াইয়া ছিল?"

আমি শুনিবামাত্রই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার জানালার কাছে? কৈ! কে? রাত্রি তখন কত?"

মন্মথ বলিল, "আন্দাজ দুইপ্রহর।"

আমার স্মরণ হইল এবং বোধ করি, পাঠক মহাশয়েরও স্মরণ

থাকিবে, কাল রাত্রে দাদা আমাকে জানালা দিয়া ডাকিয়াছিলেন। তখন আমি মনে করিলাম, মন্মথ আমার কার্য্যসম্বন্ধে এরূপ নিগূঢ় অনুসন্ধান লইতেছে কেন? বোধ হয়, ইহার মূলে কোন দুষ্ট অভিসন্ধি থাকিবে, যাহাহউক ইহাকে কোন কথা বলা হইবে না। এইরূপ ভাবিয়া আমি বলিলাম, "আমার জানালায় যে দাঁড়াইয়া থাকুক্ না কেন, সে কথায় তোমার আবশ্যক কি?"

মন্মথ আমার কথায় আর কোন উত্তর না করিয়া ব্যঙ্গভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া আপন ইচ্ছাভরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল; আমিও সে দিবস বাড়ী আসিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিপদ।

> "God of my father! what is here?
> Who art thou, and wherefore sent
> So near a hostile armament?"
>
> *Byron.*

এইরূপে পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল; প্রবাহিণীর প্রবল তরঙ্গের ন্যায় অবিচ্ছেদে কাটিয়া গেল—পাখীর ডানায়, বালকের খেলায়, যুবতীর হাস্তে, ভাগ্যবানের আমোদে, দুঃখিনীর দুঃখে সময় কাটিয়া গেল! কে দেখিবে? কেহই দেখিল না—সকলেই আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত। সুতরাং সময় সমাগত হইলে কেহই তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিল না; সময় আপনা আপনি চলিয়া

গেল। যাহাহউক এই পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে আমাদিগের সংসারে এমন কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই, যাহা এক্ষণে আমি পাঠক বা পাঠিকা মহাশয়াদিগকে জ্ঞাত করি। শুদ্ধ শেষ দিবসের ঘটনাবলী জ্ঞাতব্য বিবেচনা করিয়া এস্থানে প্রকটিত করিলাম। এক দিবস আমি ও দাদা মার নিকট বসিয়া আছি, এমন সময় আমাদিগের বাহিরের প্রাঙ্গণে একজন ডাক্‌ঘরের পিয়াদা একখানি চিঠি হস্তে করিয়া আমার পিতাকে ডাকিতে লাগিল। পিতা ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের পার্শ্বস্থ কক্ষটীতে বসিয়াছিলেন ও এক একবার উঠিয়া আসিয়া মাতার গৃহমধ্যস্থ জানালার নিকট উপস্থিত হইয়া বহির্বাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই, ডাক্‌পিয়াদার আগমনে বুঝিলাম যে, বাবা ইহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি জানালার নিকট পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছিলেন। যেহেতু তিনি পিয়াদার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ বহির্বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন।

বাবা বহির্বাটীতে চলিয়া গেলে আমি ও দাদা তৎক্ষণাৎ সেই জানালার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ডাক্‌হরকরা বাবাকে একখানি চিঠি দিতেছে। পত্রখানি রেজিষ্টরি করা বোধ হইল, যেহেতু তাহার চতুর্দ্দিকে গালার মোহর। বাবা চিঠিখানি পাইবামাত্রই তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "দুইখানি ১০০৲টাকার ব্যাঙ্ক নোট শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীকে প্রদত্ত হইল।" বাবা ব্যস্ত সমস্তে হরকরার হস্ত হইতে চিঠির রসিদখানি লইয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

আমি ইত্যবসরে দাদাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, চল আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই।" যেহেতু আমরা উভয়েই বুঝিয়াছিলাম যে, প্রাপ্ত রেজিষ্টরী পত্রখানি আমার মাতার জ্যেষ্ঠ ভগিনীর দ্বারা প্রেরিত এবং পিতা ইতিপূর্ব্বে যে পত্র লিখিবার জন্ত আমার মাতাঠাকুরাণীকে অনুরোধ করেন, এখানি তাহারই প্রত্যুত্তর; মাসীমা পিতার মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করিয়া মাকে এই ২০০৲ টাকা পাঠাইয়া থাকিবেন।

যাহাহউক দাদাকে ইঙ্গিত করাতে তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন, আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম।

আমরা যে সময় গৃহ হইতে বাহিরে আসি, সে সময় বাবা সেই দুইখানি নোট ও চিঠি হাতে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, তিনি আমাদিগকে দেখিবামাত্রই সে গুলি গোপন করিলেন। আমি তাহা দেখিয়াছিলাম; দাদা দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি জানি না। আমরা দ্বারের বাহিরে আসিবামাত্রই পুনরায় পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, বাবা মাকে সেই পত্রখানি দিতেছেন। মা আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া শশব্যস্তে চিঠিখানি আপন উপাধানের নিচে লুকাইয়া রাখিলেন। আমরা সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাবা বাটী হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি অনুমান করিলাম যে, হয় ত তিনি বিশ্বম্ভর বাবুর প্রাপ্য টাকা চুক্তি করিবার জন্তই বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

তিনি চলিয়া গেলে আমি পূর্ব্বমত আপন গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত

হইলাম। দাদা প্রায়ই মার নিকটে একাকী বসিয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন না, কিন্তু সে দিবস তিনিও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মার নিকট বসিয়াছিলেন, পরে আস্তে আস্তে আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হীরা! বাবা বাহিরে গিয়াছেন, এই সময় তোমাকে একটী কথা বলিয়া যাই; তুমি দরজাটী বন্ধ করিয়া দাও, কি জানি যদি তিনি আসিয়া পড়েন।"

আমি উৎসুক হইয়া দরজাটী বন্ধ করিয়া দিলাম ও দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদা! কি হইয়াছে বল, আমি শুনিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছি।"

দাদা বলিলেন, "হীরা! বোধ হয় তুমি বুঝিয়াছ যে, ঐ রেজিষ্টরী চিঠিখানি কোথা হইতে আসিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, মাসীমা পাঠাইয়া থাকিবেন।"

দাদা। কিন্তু তুমি কি বলিতে পার যে, মা, মাসীমাকে কি বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন? তিনি কি বাবার মৃত্যুসংবাদ মাসীমাকে জ্ঞাত করিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "তাহা আমি কিরূপে জানিব, আমি ত চিঠিখানি পড়ি নাই।"

দাদা বলিলেন, "আমি তাহা পাঠ করিবার পূর্ব্বেই সমস্ত জানিয়াছি, বাবা বাটী হইতে বাহিরে যাইবার পরেই আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া ডাকহরকরার কাছ হইতে সমস্তই জানিয়া আসিয়াছি—সে অনেকদূর গিয়াছিল।"

আমি তাঁহার এরূপ কথায় হাস্য করিয়া বলিলাম, "দাদা! মাসীমা যখন পত্র লিখেন, তখন কি ডাক্‌হরকরা সেখানে বসিয়াছিল?"

দাদা বলিলেন, "তা কেন, আমি তাহার কাছে গিয়া বলিলাম, তুমি যে রেজিষ্টরী চিঠিখানি দিয়া আসিলে, তাহার রসিদখানি কৈ—দেখি। তাহাতে সে আমাকে রসিদ দেখাইল ; আমি দেখিলাম, রসিদখানিতে মা স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন।"

"তাহাতে কি ?"

দাদা। বুঝিলে না—বাবা যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই সেই রসিদে স্বাক্ষর করিয়া দিতেন, কিন্তু বাবা মার পত্রগর্ভে জীবিত নাই, সেইজন্য তিনি মার স্বাক্ষর লইয়া রসিদখানি ডাক্‌পিয়াদাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। এইখানি আবার মাসীমার নিকট পৌঁছিবে।

আমি বলিলাম, "দাদা! বাবা জীবিত নাই—একথা তুমি আমাকে আর বলিও না,—আমার চক্ষে জল আসিতেছে।" এইরূপ বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

দাদা বলিলেন, "হীরা! তুমি কাঁদিও না, আমি কি করিব ? এই দেখ, যিনি আমাদিগের গর্ভধারিণী, তিনিই আমাদিগের পিতার জীবন সত্ত্বেও আমাদিগকে পিতৃহীন বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন—" এইরূপ বলিয়া দাদা আমার হাতে একখানি পত্র দিলেন।

আমি দেখিবামাত্রই বুঝিলাম, এখানি মাসীমার প্রেরিত পত্র—ইহার নিম্নভাগে তাঁহার নাম স্বাক্ষরিত রহিয়াছে। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদা, তুমি করিয়াছ কি! এখানি যে মাসীমার পত্র, তুমি কোথায় পাইলে ?"

দাদা। কেন ?—আজ আমি সমস্ত দিন মার কাছে কি জন্য বসিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি জান না ? এই পত্রখানি দেখিবার

আমার বিশেষ আবশ্যক ছিল। আমি প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কখন মা নিদ্রা যাইবেন এবং কখন আমি তাঁহার উপাধানের নিম্ন হইতে চিঠিখানি সংগ্রহ করিব। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা যান নাই এবং অবশেষে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে আমি আস্তে আস্তে তাঁহার বালিশের নিচে হইতে চিঠিখানি লইয়া আসিলাম।

আমি তাঁহার এরূপ বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "দাদা! ছি ছি, তোমার এরূপ করা কখনই উচিত নহে, তাঁহারা কোন সুযোগে জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন!"

দাদা বলিলেন, "কেন আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এরূপ দুঃখের সময় পিতা মাতা কিরূপ উপায়ে জীবন যাপন করেন, তাহা আমাদিগের পর্য্যবেক্ষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং যাহাতে তাঁহাদিগের অসদাচরণ নিবারণ হয়, তাহাও করা উচিত। যাহাহউক এক্ষণে চিঠিখানি তুমি পাঠ কর, আমি পুনরায় উহা শুনিতে ইচ্ছা করি।"

আমি বলিলাম, "না—দাদা! বাবার মৃত্যুসংবাদ আমি পড়িতে পারিব না—তুমি পড়, আমি শুনি।" এই বলিয়া আমি তাঁহার হস্তে পত্রখানি দিলাম।

দাদা পড়িতে লাগিলেন :—

"প্রিয় ভগ্নি! আমার ন্যায় দুঃখিনী আর এ জগতে কে আছে? একে রোগ-শয্যায় থাকিয়া পুত্র কলত্রের অন্নচিন্তায় কাতর, তাহাতে আবার আজ অষ্টাহ হইল আমার পুজ্যস্বামীর কাল হইয়াছে! ভাই—তুমি আমার মার পেটের ভগ্নী হইয়া একদিনের জন্যও আমার কোন সংবাদ লইলে না, ইহাই আমার দুঃখ। অধিক

কি বলিব, তুমি আমার দুরবস্থা সমস্তই জান। যে সময় তোমার ভগ্নীপতিকে সৎকার্য্যের জন্য লইয়া যায়, সে সময় তাঁহার এমন একটী পয়সা ছিল না যে, তাঁহার কার্য্য সমাধা হয়। হীরাপ্রভার যে একখানি নূতন বস্ত্র ছিল, তাহাই বন্ধক দিয়া তাঁহার সৎকার্য্য হইয়াছে———”

বলিতে না বলিতে আমি বলিলাম, “না—দাদা! আর ব’লোনা আর ব’লোনা, আর সহ্য হয় না।” এইরূপ বলিয়া আমি ফুকারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

দাদাও কাঁদিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা দুই জনে কাঁদিতে লাগিলাম। অবশেষে তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পত্রের অবশিষ্টাংশ পাঠ করিয়া সমাপ্ত করিলেন।

“অতএব তোমাকে আর অধিক কি লিখিব, আমাদিগের যার পর নাই কষ্ট হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্যূন ২০০৲ টাকা ঋণ ছিল, তাহাও আমাকে পরিশোধ করিতে হইবে।”

আমি তাহার অবশিষ্টাংশ শুনি নাই, সে সময় বাবার মৃত্যুসংবাদ আমার হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছিল—আমি অকস্মাৎ দাদার হাত ধরিয়া বলিলাম, “দাদা! বল দেখি, আমরা কি সত্য সত্যই পিতৃহীন হইয়াছি!”

এইরূপ সময়ে আমাদের দ্বারের পার্শ্ব দিয়া বাবার আগমনের পদশব্দ হইল। তিনি আমার গৃহের নিকট দিয়া তাঁহাদিগের ঘরে চলিয়া গেলেন। বাবা বাটীতে আসিবামাত্র দাদা আমার গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি আমার গৃহের সেই খিড়কীর বাগানের দিকের জানালাটী দিয়া দেখিলাম, দাদা তথায়

গিয়া একাকী পাইচারি করিতেছেন। তাঁহার বাহুযুগল বক্ষঃস্থলের উপর পরস্পর অবলম্বিতভাবে রহিয়াছে ও তিনি অনন্যমনে নতমুখে কি ভাবিতে ভাবিতে পাইচারি করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া মাতার শয়ন গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আজ বাবার বাটীতে আসিতে অধিক বিলম্ব হইয়াছিল—তিনি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে বিশ্বম্ভর বাবুর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমি দেখিয়াছি যে, যে দিন তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কাহারও ঋণ পরিশোধ করিতে যাইতেন, সেই দিনই তিনি একটু অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া আসিতেন, আজিও ইহার কোন ব্যতিক্রম দেখিলাম না; যেহেতু তাঁহার মুখে সুরার অতিরিক্ত দুর্গন্ধ বহির্গত হইতেছে, এতদ্ব্যতীত তিনি এক একবার অনেক অনাবশ্যকীয় কথা কহিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্রই বলিলেন, "হীরা! তোমার দাদা কোথায়?—ডাকিয়া আন, সে আমার উপযুক্ত পুত্র হইয়া দেনার কিছু করিতে পারিল না, আর আমি নিজে ঘরে বসিয়া নানা উপায়ে ঋণ পরিশোধ করিতেছি! ছি ছি, কি ঘৃণা!"

আমি তাঁহার কথায় আর কোন উত্তর না করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেলাম। মনে করিলাম, বাবা যে উপায়ে আপন গৃহে বসিয়া ঋণ পরিশোধ করিতেছেন, তাহা আমার ও দাদার কিছুই অবিদিত নাই। যাহা হউক, আমি দাদাকে এ বিষয় জ্ঞাত করিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিলাম।

তিনি প্রবেশমাত্রেই, বাবা তাহাকে সম্বোধন করিয়া মনের আনন্দে বলিতে লাগিলেন, "গিরীশ! বিশ্বম্ভর বাবুর দেনা ত

আজ পরিশোধ করিয়া আসিলাম—এতদ্ব্যতীত আমার নিকট অবশিষ্ট যে টাকা ছিল, তাহাতে আরও দুই এক জনের দেনা পরিশোধ করিয়াছি। এক্ষণে আর একজনের শুদ্ধ ৩০৲ টাকা পরিশোধ করিতে পারিলে আমি এখন দুই সপ্তাহের জন্য নিশ্চিন্ত হইব; এই ১৫ দিনের মধ্যে আমার আর কোন দেয় থাকিবে না এবং আদালতেরও কোন শীল ও ওয়ারেণ্টের এলাকা থাকিবে না—বুঝলে কি না? কিন্তু ৩০৲টাকা কোথায়—তিরিশ পয়সা ঘরে নাই।"

দাদা বলিলেন, "কেন? আর কেহ কি আপনাকে টাকা দিয়া রসিদ লেখাইয়া লইবে না?—দেখুন না, যদি কোন উপায় করিতে পাবেন।"

বাবা শুনিবামাত্রই বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন? এ কথার অর্থ কি? তুমি কি মনে করিয়াছ যে, আমি দিগম্বর বাবুব নিকট হইতে প্রতারণা করিয়া টাকা লইয়াছি।"

দাদা। না, আমি মনে করি নাই; পাড়ার লোকে সকলেই বলিয়া থাকে, তাহাই শুনিতে পাই।

বাবা অগ্রাহ্যভাবে বলিয়া উঠিলেন, "পাড়ার লোকে বলিয়া থাকে—পাড়ার লোকে কি না বলে, সে কথা ধর্ত্তব্য কি?"

দাদা এবারে বাবাকে কোন কথা না বলিয়া, মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "মা! তোমার আব কেহ কি ভগ্নী নাই—যে তোমাদিগের এই সামান্য ৩০৲ টাকা দিয়া উপকার করে; আমার বিবেচনায়, যদি আর কেহ থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে বাবার মৃত্যুসংবাদ উল্লেখ করিয়া আর এক খানি পত্র লিখিলে ভাল হয়।"

শুনিবামাত্রই মা, বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মৃত্যুসংবাদ

গিরীশ আমাকে বলে কি?" এইরূপ বলিয়াই তিনি স্তম্ভিতের ন্যায় বাবার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, পিতাও তাঁহার প্রতি বিস্মিতনয়নে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এরূপ ভাব দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, যেন তাঁহারা বিস্মিত হইয়া মনে করিতেছেন যে, দাদা এই সমস্ত বিষয়গুলি কিরূপে জানিতে পারিলেন!"

দাদা কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় বলিলেন, "বাবা! আমরা আপনাদিগের কার্য্য সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি—দেখুন, আপনারা আমাদিগের নীতিশিক্ষার গুরু—আমরা আপনাদিগের নিকট হইতেই নীতিশিক্ষা লাভ করিব—আপনাদিগের সচ্চরিত্রতাই আমাদিগের দৃষ্টান্তের স্থল; কিন্তু আপনারাই যদি এরূপ অসদ্দৃষ্টান্তের আদর্শ হইলেন, তবে আর আমরা কাহার নিকট যাইব? কে আমাদিগকে নীতিবিষয়ক উপদেশ শিক্ষা দিবে? যদি কেহ আমাদের বলে যে, আমরা একজন অসচ্চরিত্র লোকের ঔরসজাত পুত্র কন্যা, তাহা হইলে আমাদিগের হৃদয়ে কতদূর আঘাত লাগিবে?" এইরূপ বলিয়াই দাদা কাঁদিয়া ফেলিলেন—আমিও আপন মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, মাতার অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট গণ্ডদেশ দিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইতেছে এবং পিতা, তাঁহার সুরাসেবিত নয়নদ্বয় স্থির করিয়া দাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন।

দাদা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা! আপনিই আমাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে, দুর্দ্দিন পড়িলে কখনই ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে, বস্তুতই যে ব্যক্তি

দুরবস্থায় পড়িয়া ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে এবং ঈশ্বরের পথ হইতে পরিভ্রমণ করে, সে ব্যক্তি কথনই আপন কল্যাণ সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। অধিকন্তু জগদীশ্বর মনুষ্যের কর্ত্তব্যজ্ঞানকে উত্তেজিত করিবার জন্যই দুরবস্থাকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। এ বিষয় আপনাকে আমি কি বলিব? আপনি বিজ্ঞ—শাস্ত্র বিশারদ।”

“তুমিও যেমন পাগল, কে বলিল যে, আমি দিগম্বর মিত্রের টাকা ঠকাইয়া লইয়াছি এবং তোমার মাসীকে প্রবঞ্চনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম? এ সমস্ত কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।”

দাদা এবারে কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও বিষণ্ণ হইয়া বাবাকে বলিলেন, “আপনি আপনার দোষ গোপন করিবার জন্য পুনরায় একটী মিথ্যা ভান করিয়া আমাকে স্তোক দিতেছেন, কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে, আমি এ বিষয়ের প্রমাণ না পাইয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহস করিয়াছি? এই দেখুন, আপনি দিগম্বর বাবুর সম্মুখে আমাদিগের সংসার খরচের খাতাখানি বাহির করিবার সময় গোপনে যে পৃষ্ঠাখানিকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন, সেখানি এই—” এইরূপ বলিয়া বাবার হস্তে একখানি কাগজ প্রদান করিলেন ও পুনশ্চ বলিলেন, “আর মাসীমাকে যে আপনার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাত করিয়া মার দ্বারা পত্র লিখাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ এখনও মাসীমার প্রেরিত পত্রোত্তর মার উপাধানের নীচে রহিয়াছে।”

আমি এতাবৎ শুনিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, যেহেতু পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, একরাত্রে দাদা আমার ঘরে

যে কাগজখানি লইয়া গিয়াছিলেন এবং যাহা তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল, সেই কাগজখানিই এই। যে সময় দিগম্বর বাবু পিতাকে তাঁহার সংসারখরচের খাতা দেখিতে বলেন, সে সময় পিতা তাঁহার কক্ষে গিয়া সেই খাতা হইতে যে পৃষ্ঠায় দিগম্বর বাবুর টাকা জমা ছিল,সেই পৃষ্ঠাখানি ছিঁড়িয়া জানালা দিয়া বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, দাদা তাহাই কুড়াইয়া আমার নিকট লইয়া যান এবং পিতাকে এক্ষণে সেই কাগজখানিই দেখাইতেছেন।

আশ্চর্য্য! পিতা মাতাকে অপ্রতিভ করা দাদার একান্ত অভিপ্রায়। আমি এই জন্তই তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলাম যে, তুমি পিতা মাতাকে এ কাগজখানি দেখাইও না, তাহা হইলে তাঁহারা যার পর নাই লজ্জিত হইবেন। বস্তুতঃ যদিও পিতা সে সময় সুরাপানে উন্মত্ত ছিলেন,তত্রাচ তিনি এই কাগজখানি দেখিবামাত্রই লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। মাতা এতক্ষণ আমাদিগের সম্মুখদিকে শয়ন করিয়া কথোপকথন শুনিতেছিলেন, এক্ষণে দাদার কথা শুনিবামাত্রই পশ্চাৎ ফিরিয়া শয়ন করিলেন ও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ লুক্কায়িত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আমি ইতিকর্ত্তব্যশূন্য হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম।

এই সময় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গৃহটী নিস্তব্ধ ছিল—কাহারও মুখে কোন শব্দমাত্র নাই। বোধ হয়, এ সময় একটী আল্‌পিন হস্তস্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, তাহারও শব্দ শুনা যাইত। যাহাহউক দাদা অনেকক্ষণের পর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাবাকে বলিলেন, "আপনার যে ৩০৲ টাকা দেনা আছে, তাহা আমি

পরিশোধ করিবার ভার লইলাম; আপনাকে সে বিষয়ের জন্ত আর কিছুমাত্র চিন্তা করিতে হইবে না।”

পিতা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কোথা হইতে পাইবে?—কি উপায়ে?”

“কেন? আমারই একটী বন্ধু সম্প্রতি কলিকাতা হইতে আসিয়া আমাদিগের গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন; দুই চারি দিন তাহার নিকট যাওয়া আসাতে তাহাব সহিত আমার অনেকটা হৃদ্যতা হইয়াছে এবং আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, যদি আমি তাহাকে আমাদিগের দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাত করি ও এই ৩০৲ টাকার জন্ত সাহায্য প্রার্থনা করি, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই দিতে পারেন।”

বাবা অতি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, “কে সেই বন্ধু, আমি জানিতে ইচ্ছা করি এবং যদি তিনি আমাদিগকে এই সময় এক পয়সা দিয়াও উপকার করেন, তাহা হইলেও তিনি ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।” পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিন্তু কে সেই বন্ধু আমি জানিতে ইচ্ছা করি।”

দাদা বলিলেন, “সে কথা আপনার জানিবার আবশ্যক নাই, তাহা হইলে হয় ত আপনি তাহার নিকট নিজে যাইয়া নূতন ঋণ করিয়া আসিতে পারেন। সেই জন্ত আমি তাহার বিষয় কোন কথা আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করি না।”

এইরূপ বলিয়া তিনি আমার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন “হীরা, এক্ষণে রাত্রি কটা হবে?”

আমি বলিলাম, “আন্দাজ নটা; তুমি কি এখনই যাবে?”

দাদা বলিলেন, "হাঁ, হয় ত কাল প্রাতে যাইলে তাহার সহিত দেখা না হইতে পারে। যদি আমি আজ রাত্রের মধ্যে ফিরিতে পারি, উত্তম, নতুবা কাল আহারাদির সময় আসিয়া উপস্থিত হইব।" এইরূপ বলিয়া দাদা পিতামাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

আমি ইত্যবসরে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদা! তুমি কি সত্য সত্যই টাকা আনিতে পারিবে?"

দাদা বলিলেন, "হাঁ—নিশ্চয়ই আনিব; ইহাতে কোন কথা মিথ্যা নাই, আমি নিশ্চয়ই তাহার নিকট হইতে টাকা পাইতে পারি। তবে যে বাবাকে সেই বন্ধুটীর নাম বলিলাম না, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, শুদ্ধ তাহা হইলে তিনি তাহার নিকটে সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া অর্থের জন্য সর্ব্বদাই তাহাকে বিরক্ত করিবেন।" এইরূপ বলিয়া দাদা সেই রাত্রেই বহির্গমনের কাপড় পরিধান করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই আমি গৃহে গিয়া শয়ন করিলাম। আশা ও নিরাশা আসিয়া চঞ্চল পতঙ্গের ন্যায় আমার মস্তিষ্কে ঘুরিতে লাগিল, আমি কতকটা দাদার টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা এবং কতকটা সে বিষয়ে সন্দেহ, এইটী চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রভাত হইল। ক্রমান্বয়ে সাতটা আটটা বাজিয়া গেল, এমন সময় দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমে আসিয়াই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার জুতাটী কর্দ্দমে পরিপূর্ণ, মুখ শুষ্ক, চক্ষু দুটী রাত্রিজাগরণের ন্যায় বসা, অধরে পানের রাগ, কেশরাশি উস্কা-খুস্কা। আমি

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদা, তোমার এরূপ অবস্থা কেন?"

দাদা বলিলেন, "সেই বন্ধুটীর অনুরোধে আমি কাল রাত্রি প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া তাস খেলিয়াছিলাম। হীরা, তুমি ত জান যে, রাত্রি জাগরণ করা আমার অভ্যাস নহে, বিশেষ আমি অনর্থক তাস খেলা বা অন্য কোন বৃথা আমোদে নিযুক্ত থাকিতে কোন কালেই ভালবাসি না।"

আমি বলিলাম, "হাঁ—কিন্তু টাকা পাইয়াছ?"

"হাঁ।"

অতঃপর তিনি তাঁহার জামার পকেট্ হইতে ৩০্ বাহির করিয়া দেখাইলেন।

পিতা এই সময় দাদার কথা শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিয়া আসিলে?"

দাদা বলিলেন, "টাকা পাইয়াছি।" এই কথা বলিয়াই তিনি পিতার হস্তে টাকা গণিয়া দিলেন।"

পিতা উল্লাসে বলিতে লাগিলেন, "গিরীশ! তোমার বন্ধুকে বলিও যে, আমি তাঁহার কাছে, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম—আমি তাঁহার এ ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করিব।" এইরূপ বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

আমি দাদাকে বলিলাম, "দাদা, তুমি মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আইস, কাল সমস্ত রাত্রি বাড়ী ছিলে না, একবার তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।—চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইতেছি।” এইরূপ বলিয়া আমরা উভয়েই মার নিকট উপস্থিত হইলাম। বোধ হয় বাবা তাঁহাকে টাকা প্রাপ্তির কথা বলিয়া থাকিবেন, সেহেতু আমরা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই মা, দাদাকে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার শয্যার নিকট ডাকিলেন ও সজলনয়নে দাদার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুর্ভাগ্য ও দুরবস্থা পড়িলে, বিপদ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। যতই মনে করা যায় যে, এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে হয় ত আর কোন বিপদে পড়িতে হইবে না—আর কোন বিপদ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে না, ততই বিপদ বিপদের অনুগামী হইয়া উপস্থিত হইতে থাকে।

এই আমরা মনে করিতেছিলাম যে, পিতা এই ৩০৲ টাকা ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলেই, আপাততঃ আমরা পক্ষান্তর পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকিব, কিন্তু কেমন যে সময়ের গতি, কেমন যে দৈব আমাদিগের প্রতিকূল, এই ৩০৲ টাকা পরিশোধ করিতে না করিতেই আর একটী গুরুতর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম, আমাদিগের বহির্ব্বাটীতে একজন আদালতের পিয়াদা বাবার হাত ধরিয়া আনিতেছে। পিতার মুখখানি শুষ্ক, লজ্জায় মস্তক অবনত, তিনি যেন ইতিকর্ত্তব্যশূন্য হইয়া বাটীতে প্রবেশ করিতেছেন। তাহাদিগের সহিত আর একজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ব্যক্তিটীর বেশভূষা দেখিয়া তাঁহাকে ভদ্রলোক বলিয়া বিবেচনা হইল; কিন্তু মনে করিলাম যে, যে ব্যক্তি সামান্য অর্থের জন্য একজন ভদ্রলোককে

কারাবদ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তাঁহাকে ভদ্রলোক বলিয়া কিরূপে পরিচয় দিব? বস্তুতঃ ভদ্রলোক কষ্টে পতিত না হইলে, কখনই অন্যের টাকা লইয়া পরিশোধ করিতে অস্বীকার করে না; তজ্জন্য তাহাকে আদালতের একজন সামান্য কর্ম্মচারী দ্বারা অবমাননা করিয়া কারাবদ্ধ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। দেখিলাম, এ পৃথিবীতে টাকাই পূজ্য, এই টাকার জন্যই রাজাও তাহার বিপন্ন প্রজার প্রতি অত্যাচারে সহানুভূতি করিতে ত্রুটি করেন না। আমি রাজাকে ন্যায়বান্ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিতাম, যদি তিনি ঐ বিপন্ন প্রজাকে কারাবদ্ধ করিয়া পাওনাদারের টাকা আদায় করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু যখন তিনি ইহাতে পরাঙ্মুখ, তখন কখনই তাঁহার এরূপ বিপন্ন ও নিঃস্ব প্রজার উপর অত্যাচার করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বিপন্ন দেনাদারের যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে, তাহাই রাজা ক্রোক করিয়া মহাজনের টাকা পরিশোধ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু যে প্রজা যথার্থ নিঃস্ব, যাহার অন্নের সংস্থান পর্য্যন্তও নাই—তাহাকে কারাবদ্ধ করিলে, রাজার ও পাওনাদারের কি ফললাভ হইতে পারে? বরং ইহাতে অনেক বিপন্ন ভদ্রসন্তান এই কারাবদ্ধের ভয়ে আপন আত্মজনের নিকট অনেক প্রকার প্রতারণা করিতে শিক্ষা করেন। আমার বিপন্ন পিতামাতাই তাহার দৃষ্টান্তের স্থল! যাহাহউক বাবাকে এইরূপ আবদ্ধ দেখিয়া দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখন আপনাকে ওয়ারেন্টের পিয়াদায় ধরে, তখন কি আপনার নিকট টাকা ছিল না।"

"না, আমি যখন তোমার প্রদত্ত ৩০৲ টাকা পরিশোধ করিয়া

বাটীতে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন ইহারা আমাকে আক্রমণ করিল।”

দাদা সেই ভদ্রলোকটীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার কত টাকা প্রাপ্য।”

“৫২৷৷/০ মাত্র।”

দাদা বলিলেন, “ভাল, আমাদিগের গৃহে যাহা কিছু আছে, সমস্তই আপনি লইয়া যান, কিন্তু বাবাকে ছাড়িয়া দিন।”

ভদ্রলোকটী বলিলেন, “সেটী তখন পরে হবে। আগে তোমার পিতাকে কারাবদ্ধ করি, পরে তোমাদিগের গৃহের সামগ্রীগুলি শীল করিব। এক্ষণে বল, তোমরা কি এই টাকা দিতে পারিবে?”

দাদা। “সে কথা আমি এখন বলিতে পারি না, একবার বাটীর ভিতর হইতে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।” এই কথা বলিয়া দাদা সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন।

আমি ইতিপূর্ব্বে মাতার গৃহের জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বহির্বাটীর কথোপকথনগুলি শুনিতেছিলাম, দাদা গৃহে আসিলে তাঁহার মুখে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মাতাও উপস্থিত বিপদ শুনিয়া অস্থির হইলেন ও সজলনয়নে দাদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “গিরীশ! আর ত কোন উপায় নাই—তুমিই ইহার উপায় কর।”

দাদা বলিলেন, “মা! আমার আর উপায় কি? যে ভদ্রলোকটীর নিকট হইতে গতরাত্রে টাকা আনিয়াছিলাম, তিনি যে পুনরায় অদ্য আমাকে টাকা দেন, এরূপ বিবেচনা করি না। বিশেষতঃ তাহার বাটী এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ, অতএব

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, সময় সাপেক্ষ। আদালতের পিয়াদা যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করে, এরূপ বিবেচনা করি না। দ্বিতীয়তঃ আমার বন্ধুটী যে এ সময় বাটীতে আছেন, তাহাও বোধ হয় না।

দাদার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মা আরও হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতরতা ও ক্রন্দন শুনিয়া আমরাও তাঁহার সহিত কাঁদিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে দাদা অনন্যমনে আস্তে আস্তে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বহির্বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং আগন্তুক পিয়াদা ও ভদ্রলোকটীকে অর্থ প্রদানে অপারগ জ্ঞাত করিয়া বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। আমি দাদার গৃহ পরিত্যাগ করিবামাত্রই মাতার গৃহের জানালায় দাঁড়াইয়া বহির্বাটীর দিকে দৃষ্টি করিতেছিলাম। দেখিলাম, পিয়াদা বাবার হাত ধরিয়া লইয়া গেল। বাবাকে বাটী হইতে যাইতে দেখিয়া আমি উন্মাদিনীর ন্যায় দ্রুতপদে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলাম ও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলাম। আমাকে পশ্চাদাগতা দেখিয়া বাবা আমার মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, এ সময় তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় যাও?" এই বলিয়া আমি আরও ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বাবা আমার কথায় কোন উত্তর করিলেন না; শুদ্ধ আমাকে বাটীর বহির্ভাগে আসিতে দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন—আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

আমার দুঃখে কে দুঃখী হইবে, আমার ক্রন্দনে কে কাঁদিবে, জগতে এমন লোক দেখিতে পাইলাম না। যে সময় আমি বাটীতে প্রত্যাগমন করি, সে সময় আমাদিগের সন্নিকটবাসী কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া বাবার কারাগমন দেখিতেছিলেন। সময়ে সময়ে ইহাঁরা আমাদিগের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকিতেন, কিন্তু এই অসময়ে কেহই সে বিষয়ে কোন কথা কহিলেন না। আশ্চর্য্য, মনুষ্যের দুঃসময় কি শোচনীয়! যখন মনুষ্যের দুরবস্থা পড়ে, যখন দৈব তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, তখন কেহই তাহাকে সাহায্য করে না। এ সময় নৈরাশ্য ও দুরাশা আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল, পৃথিবী সহায়শূন্য ও দুঃখের ভাণ্ডার বলিয়া অনুমান করিলাম। বিবেচনা হইল যে, এ জগতে আমিই এক এবং দুঃখই আমার একমাত্র সঙ্গিনী; এই দুঃখভোগ করিবার জন্যই আমি এই পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি। আমি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাটীতে প্রত্যা-গমন করিলাম।

এখনও মা ক্রন্দন করিতেছেন। তিনি নিস্তব্ধ, নীরব; স্থির ভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া আপন বক্ষঃস্থলে করযোড়পূর্ব্বক মুদ্রিত-নয়নে ক্রন্দন করিতেছেন, বোধ হয় যেন তিনি পিতার মঙ্গল-কামনায় আপন ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। যাহা হউক, আমি তাঁহাকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সান্ত্বনা করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

আজ দাদা কতক্ষণে বাটীতে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি-তাম না। সন্ধ্যার পর আহারাদি না করিয়াই আমি বিষণ্ণ মনে

শয্যায় শয়ন করিলাম এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদিগের অদ্যকার সাংসারিক ঘটনাটী চিন্তা করিতে লাগিলাম—কত কি ভাবিলাম ;—ভাবিলাম, সংসার কি? পৃথিবীই বা কি? পয়সা কি অমূল্য সামগ্রী!—অর্থের অভাবে মনুষ্য মনুষ্যের প্রতি কি পর্য্যন্ত না শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়!—দুরবস্থা কি শোচনীয়, আত্মজন কি স্বার্থপর!—দুরবস্থা হইলে আত্মজনেরা কেমন স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডায়মান হয়!—কেমন দূর হইতে বিস্মিতনয়নে বিপন্ন ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিতে থাকে!—আশ্চর্য্য! পৃথিবীর গতি বুঝা ভার—আবার হয় ত এক দিনের নিশ্বাসেই সমস্ত পরিসমাপ্ত হইয়া যাইবে,—কে কোথায় থাকিবে কে বলিতে পারে?—জগৎসংসার স্বপ্নবৎ—অলীক ক্রীড়ামাত্র! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

এক্ষণে রাত্রি দুই প্রহর। রজনী ঘোর নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অমানিশা ঘোর মসীনিন্দিত কালিমা বরণে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছে। জগতে কাহারও শব্দমাত্র নাই—দৈনিক জন কোলাহল এক্ষণে অবসৃত হওয়াতে পৃথিবী সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। মনুষ্যের শব্দমাত্র নাই—সকলেই সুষুপ্ত,—সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। এই ঘোর অন্ধকার রজনীর অভ্যন্তরে জাগে কে?—কেহই না; শুদ্ধমাত্র নিশাচর, বনচর ও তস্কর; এই তিন প্রাণিই জগতের প্রশান্তভাবের প্রতিবাদ করিতেছে। এমন সময় আমি অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিলাম—কে যেন আমার জানালায় ঠুক্ ঠুক্ করিয়া শব্দ করিল! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?"—উত্তর নাই। এ সময় গৃহের প্রদীপটী নির্ব্বাপিত, ঘর অন্ধকার। আমি শয্যা হইতে উঠিয়া প্রদীপটী জ্বালিলাম। পুনরায়



জানালায় আঘাত হইল—আমি মনে করিলাম, দাদা। তিনিই হয় ত পিতাকে কারামুক্ত করিবার জন্য এই রাত্রে তাঁহার বন্ধুর নিকট হইতে টাকা আনিয়া থাকিবেন এবং আমার সহিত সে বিষয়ের কোন পরামর্শ করিবার জন্যই ডাকিতেছেন। আমি আস্তে আস্তে দরজাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া খড়ুং করিয়া খিল্‌টী খুলিয়া দিলাম; কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! এক জন খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর পুরুষ আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাহার চুলগুলি কাল—কাফ্রি-দিগের ন্যায় কাল ও কোঁকড়ান, চক্ষুদুটী গোল ও ঘোর রক্তিম বর্ণ, নাসিকার অগ্রভাগ মোটা, কপাল অল্প প্রশস্ত, মুখখানি এরূপ মসীনিন্দিত কাল যে, তাহার চক্ষুর উপরস্থ ভ্রূযুগল অতি

অলক্ষিতভাবে অবস্থিতি করিতেছে। দেহটী সম্পূর্ণরূপ বলিষ্ঠ ও তাহার মধ্যে মধ্যে শিরা সকল উচ্চ হইয়া বলিষ্ঠতার প্রমাণ দিতেছে, বাহুযুগল খর্ব্বাকৃতি বলিয়া ছোট বা অনতিলম্বিত। ইহার গঠন দেখিলে ঠিক কাফ্রিজাতি বলিয়া বোধ হয়, মুখে সুরার দুর্গন্ধ!!

আমি তাহাকে দেখিবামাত্রই ভয়ে স্বভাবতঃই, "ও বাবা গো" বলিয়া চীৎকার করিতে উদ্যত হইলাম, ব্যক্তিটী অকস্মাৎ আসিয়া আমার মুখে হাত দিয়া বাক্‌রোধ করিল। আমি আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি এরূপ অচেতনাভাবে ছিলাম, তাহা আমি জানি না। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া অনুমান করিলাম, যেন আমি সেই দস্যুর স্কন্ধে শায়িত হইয়া একটী নির্জ্জন অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইতেছি। রাত্রি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। একে নৈশ অন্ধকার, তাহাতে অরণ্যের নিবিড় বৃক্ষ লতাদির ঘন পল্লবে আরও অন্ধকার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বনমধ্যে কাহারও শব্দ নাই, কেবলমাত্র বৃক্ষসমূহের শুষ্ক পত্র পতনের শব্দ—আর অরণ্যমধ্যস্থ শুষ্ক পত্রের উপর আমার বাহক দস্যুর পদবিক্ষেপের খস খস ধ্বনি শুনা যাইতেছে। আমি এপর্য্যন্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অচৈতন্য অবস্থায় ছিলাম, এক্ষণে অরণ্যের মৃদু বায়ু সেবনে কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া অকস্মাৎ ভয়ে "ও বাবা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। বনে প্রতিধ্বনি হইল—"ও—বাবা—গো।" বোধ হইল যেন বনদেবীও আমার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন, কিন্তু কে শুনিবে? কেহই শুনিল না—আকাশের শব্দ আকাশেই মিশাইয়া গেল।

পরক্ষণেই আমার বাহক-দস্যু আমাকে তাহার স্কন্ধ হইতে ভূমে সজোরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "দাঁড়া—আমি তোর্ ও বাবা গো' বাহির করিতেছি।" এইরূপ বলিয়া সে আমাকে চিৎ করিয়া শুয়াইয়া আমার বুকে হাঁটু দিয়া সজোরে বস্ত্র দ্বারা আমার মুখ বাঁধিতে লাগিল। আমি পুনরায় সভয়ে অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমি কোথায়?

> Now nought was heard beneath the skies,
> The busy sounds of life were still,
> Save an unhappy lady's sighs.
>
> *Mallet.*

কতক্ষণ পর্য্যন্ত যে, আমি এরূপ অরণ্য মধ্যে দস্যুর কবলে আবদ্ধ ছিলাম, তাহা আমার অচৈতন্যতাপ্রযুক্ত কিছুই জানিতে পারি নাই। কিয়ৎক্ষণের পর আমি আস্তে আস্তে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলাম, আমি যেন একটী অট্টালিকার মধ্যস্থ সুন্দর ও সজ্জিত গৃহের পালঙ্কোপরি শুইয়া আছি। গৃহটীর চতুর্দ্দিকে ছবি ও দেয়ালগিরি, পার্শ্বে একটী মেজের উপর সেজ জ্বলিতেছে। গৃহের একটী কোণে একটী মেহগ্নীকাষ্ঠের আল্‌নার উপর ভাল ভাল নূতন ও বহুমূল্যের বস্ত্রসকল কোঁচান ও স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বে একখানি সুদীর্ঘ দর্পণ গৃহের

দেওয়ালে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দর্পণের সম্মুখে মেজ ও তদুপরে সেজ থাকাতে, সেজের আলোক দর্পণে প্রতিভাতিত হইতেছে। কিন্তু প্রথমতঃ আমি এই সমস্ত দৃষ্টিপাত করিয়া সন্দিহান হইলাম; যেহেতু সে সময় আমার মস্তিষ্কের স্থিরতা ছিল না, অজ্ঞান অবস্থায় চৈতন্য লাভের প্রথম সূত্রপাত বলিয়া যেন এই সমস্ত স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হইল। আমি আরও দেখিলাম যেন আমার গৃহাভ্যন্তরে দুইটী লোক দণ্ডায়মান হইয়া কি কথোপকথন করিতেছে। একটীকে আমার ধৃতকারী দস্যু বলিয়া বোধ হইল, অপরটীকে যেন মন্মথের ন্যায় বিবেচনা করিলাম। মন্মথ দস্যুর হস্তে যেন কতকগুলি টাকা গণিয়া দিতেছে। আমি মনে করিলাম যে, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ইহারা কে, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিব; কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিদ্বয় আমার কিঞ্চিৎ চৈতন্যলাভ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে অবসৃত হইল। আমি তদ্দর্শনে পুনরায় সভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলাম।

কিয়ৎকাল আমাকে শারীরিক সুস্থতা লাভের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। অতঃপর আমি আপনা আপনি শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, আমার গৃহাভ্যন্তরে কেহই নাই—শুদ্ধ সেই মেজটীর উপর সেজ জ্বলিতেছে। আমি পূর্ব্বে যে, এই গৃহটীর সজ্জাগুলি দেখিয়াছিলাম, সে গুলি এক্ষণে যথার্থ বলিয়া স্থির করিলাম, কিন্তু যে মূর্ত্তিদ্বয় আমার গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিল, তাহারা কে? একজনকে ত আমার ধৃতকারী দস্যু বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাকে টাকা দিতেছিল, সে কি যথার্থই মন্মথ? মনে মনে বিস্মিত হইয়া

কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিষয়টী চিন্তা করিতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম, আশ্চর্য্য কি! হয় ত মন্মথ ঐ দস্যুর সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তাহাকে টাকার লোভ দেখাইয়া এইরূপে আমাকে আপনার আয়ত্বাধীন করিল। আবার ভাবিলাম না—তাহা হইলে মন্মথ আমাকে দেখিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাইবে কেন? অবশ্যই এতক্ষণ আমার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইত; অতএব যে মূর্ত্তিটী দস্যুহস্তে টাকা দিতেছিল, সে মন্মথ না হইতে পারে, হয় ত আমার দস্যুহস্তে পতিত হওয়া পর্য্যন্ত মন্মথকেই ইহার কারণ বলিয়া সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছিলাম, সেই জন্যই অপর ব্যক্তিকে দস্যুহস্তে টাকা দিতে দেখিয়া তাহাকেই মন্মথ বলিয়া মনে হইল।

যাহাহউক এক্ষণে আমি, আমার মুখের বন্ধন খুলিয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহটীর সম্মুখে একটী প্রাঙ্গণ, আমি সেই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এখনও রাত্রি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কিন্তু প্রায় অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে। আমি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বাড়ীটীর চতুর্দ্দিক্ দৃষ্টি করিতে লাগিলাম—দেখিলাম, আমি যে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছি, সেই গৃহটী একতলা, কিন্তু উচ্চ ফ্লোরের উপর অবস্থিত থাকায় একতলা অপেক্ষা অনেক উচ্চ বলিয়া বিবেচনা করিলাম। আমার গৃহের সম্মুখে ও প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে আর একটী ক্ষুদ্র গৃহ। এই ঘরের দ্বার ও আমার গৃহের দ্বার পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অবস্থিতি করায় উভয় গৃহের গমনাগমন স্পষ্টই লক্ষিত হইত। প্রাঙ্গণের অপর দুই পার্শ্বে অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে অতি উচ্চ দুইটী ইষ্টকনির্ম্মিত

প্রাচীর। প্রাচীরদ্বয় এরূপ উচ্চ যে, আমি সেই অন্ধকার রাত্রিতে তাহার উচ্চতা দেখিয়া ভীত হইলাম; অনুমান করিলাম যে, এই প্রাচীরদ্বয়ের উচ্চতা দুইতলার অধিক হইবে।

যাহাহউক আমি এই বাটীতে কি জন্য আসিয়াছি—কেনই বা দস্যুকর্ত্তৃক এরূপ ধৃত হইলাম, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু এক্ষণে আমি একাকিনী, বাড়ীতে মনুষ্য নাই, দস্যুকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছি;—ভাবিলাম, এই উত্তম সুযোগ, বাটী হইতে পলায়ন করিবার এই উত্তম অবসর। এইরূপ চিন্তা করিয়া ইহার চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন দিকে কোন সুযোগ পাইলাম না, বাটী হইতে বহির্গমনের পথ নাই—চতুর্দ্দিক বন্ধ—বাড়ীর বহির্গমনের দ্বার বড় বড় দুইটী কুলুপ দিয়া আবদ্ধ। আমি অন্য উপায় দেখিলাম—আমার ঘরের ফ্লোরের নীচে আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, স্থানটী অন্ধকূপ। একবার মনে করিলাম, গৃহাভ্যন্তর হইতে সেজটি আনিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া ইহার ভিতর প্রবেশ করি—কিন্তু আবার ভাবিলাম না—যদি কেহ গুপ্তভাবে এই বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া থাকে, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে, আমি পলায়নের চেষ্টা করিতেছি,—তাহা হইলে হয় ত আমার আরও কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে, সেইজন্য আলোকটী না লইয়া সেই ফ্লোরের নীচে প্রবেশ করিলাম।—আস্তে আস্তে হামা দিয়া বরাবর চলিয়া গেলাম। কিয়ৎক্ষণের পর ফ্লোর অতিক্রম করিয়া একটী প্রকাশ্যস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। স্থানটী প্রকাশ্য বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে প্রাচীর থাকায় পলাইবার উপায় নাই। পার্শ্বে একটী কূপ ও অশুচিগৃহ। আমি ইহার চতুর্দ্দিক্

পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, প্রাচীর সন্নিবেশিত একটী ক্ষুদ্র দ্বার। মনে মনে আশ্বস্ত হইয়া শশব্যস্তে তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম দ্বার বটে—দ্বারে কুলুপ বা কোন খিল নাই। টানিয়া দেখিলাম—দ্বারটী খুলিল না—বাহভাগে আবদ্ধ। আপনা আপনি নৈরাশ হইয়া পুনরায় সেই ফ্লোরের অভ্যন্তর দিয়া আপন গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ও এবারে পালঙ্কের উপরে বসিয়া নৈরাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

এক্ষণে রাত্রি ৩টা; কোথাকার ঘড়ি হইতে ঢন্ ঢন্ করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল—রাত্রি যায়, পলাইবার উপায় দেখিলাম না। পুনরায় আপনাআপনি গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। কিন্তু এক্ষণে আমি ক্ষুধায় কাতর। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে যে, আজ আমি রাত্রে আহার করি নাই: পিতার কারাগমনের পর মনে মনে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া অনাহারে শয়ন করিয়াছিলাম, সেইজন্য ও পথের কষ্টে একান্ত কাতর হইয়া ক্ষুধায় অস্থির হইলাম। কিন্তু কি করি, গৃহটীর চতুর্দ্দিক্ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, আমার পালঙ্কের নীচে একখানি বড় রেকাবের উপর একটা বড় পিত্তলের ঢাকা চাপা দেওয়া আছে। আমি ঢাকাটী খুলিয়া দেখিলাম, ইহার ভিতর বরফী, গুঁজিয়া, প্যাড়া, কচুরী, নিমকী প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী রহিয়াছে, পার্শ্বে একখানি পত্র। পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলাম। ইহাতে লিখিত আছে;——

"যিনি অদ্য রাত্রে এই গৃহে আনীত হইবেন, তাহার জন্যই এই সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত এবং এই গৃহের যে কিছু সামগ্রী আছে,

তিনি ইহার সমস্তেরই অধিকারিণী। ইচ্ছা করিলে তিনি নিজে ইহা সমস্ত ব্যবহার করিতে পারেন, কিম্বা অপরকে দান করিয়া যাইতে পারেন; তাহাতে কেহই কোনরূপ আপত্তি করিবে না। যদি কেহ করে, তাহা হইলে সে বিষয় জানিবার জন্য একমাস পরে, গৃহস্বামিনীকে ডাকযোগে পত্র লেখা যাইবে এবং পরে তাহার প্রতিকার করা যাইবে।"

"দ্বিতীয়তঃ এই গৃহে যে সকল ভোজ্য সামগ্রী উপস্থিত থাকিবে বা পরে আনীত হইবে, তাহা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন ইতর জাতির স্পৃষ্ট নহে। গৃহস্বামিনী অনায়াসে তাহা আহার করিতে পারেন। যদি এ পত্রের আদেশ তাহার বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার জাতীয় প্রায়শ্চিত্তের ব্যয়স্বরূপ এই গৃহের লৌহসিন্দুকে ১০০০৲ টাকা রক্ষিত হইল, তিনি অনায়াসে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। বিছানার উপাধানের নীচে লৌহসিন্দুকের চাবি আছে। ইতি—"

আমি পত্রের নিম্নভাগে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, কাহারও স্বাক্ষর নাই। উভয় পৃষ্ঠা উল্‌টাইয়া দেখিলাম সই নাই—আশ্চর্য্য! এরূপ পত্র কে লিখিল, আর কেই বা এই সমস্ত আয়োজন করিয়া আমাকে এরূপ আবদ্ধ করিল। প্রথমতঃ মনে করিলাম, বোধ হয় মন্মথ; কিন্তু মন্মথ যদি এরূপ ব্যয় করিয়া আমাকে ধৃত করিত, তবে সে আমা হইতে অবসৃত থাকিবে কেন? আমাকে তাহার আশঙ্কা কি, সে ত আমার সম্মুখেই মুক্তকণ্ঠে আমার শত্রু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে এবং তাহাতে গৌরবও করিয়া থাকে। আবার ভাবিলাম, আমার ধৃতকারী দস্যুর কি এই সমস্ত আয়োজন?

কিন্তু দস্যুরা ত লোকের ধন অপহরণ করিয়া থাকে,—কে কোথায় আপনার ধন পরকে বিলাইয়া দেয়?

যাহাহউক, আমি উপস্থিত খাদ্যসামগ্রীর কতক অংশ ভক্ষণ করিয়া পত্রের প্রমাণার্থ শয্যাস্থ উপাধানের নিম্নভাগ হইতে লৌহ-সিন্ধুকের চাবি লইয়া সিন্ধুকটী খুলিলাম—দেখিলাম, ইহার অভ্যন্তরে সত্য সত্যই দশ টাকা করিয়া এক শত খানি ব্যাঙ্ক নোট রহিয়াছে, শুদ্ধ নোট নহে, আরও দেখিলাম, ইহার অভ্যন্তরে আর একটী টিনের বাক্স; তাহার চাবিটী বাক্সতেই সংলগ্ন। আমি বাক্সটীর ডালাখানি তুলিয়া দেখিলাম, ইহার অভ্যন্তরে বহুমূল্যের অলঙ্কার সকল স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। দেখিবামাত্রই আমি বিস্মিত হইলাম ও স্থির করিলাম যে, বোধ করি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি আমাকে হস্তগত করিবার জন্য প্রলোভনস্বরূপ এই সমস্ত টাকা ও বহুমূল্যের অলঙ্কার সকল রাখিয়াছে। ভাবিলাম, আমি যদি এই বাটীতে অবস্থিতি করিয়া এই সকল সামগ্রী ও টাকা গ্রহণ বা কোনরূপে ব্যবহার করি, তাহা হইলে তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং তাহার অসদভিপ্রায়ের একপ্রকার পোষকতা করা হয়। অতএব আমি সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া সিন্ধুকটী আবদ্ধ করিলাম ও পূর্ব্বমত বালিসের নীচে চাবিটী রাখিয়া দিলাম।

পুনরায় (বোধ হয় কোন গির্জার ঘড়ীর লৌহদণ্ডে) ঢন্ ঢন্ করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল। আমি সচকিতে পুনরায় গৃহের বহির্ভাগে আসিয়া পলাইবার উপায় দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথায় যাই—কোন সুযোগ নাই। এবারে আস্তে আস্তে আমার গৃহসম্মুখীন কক্ষটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহা পর্য্যবেক্ষণ

করিতে লাগিলাম। গৃহটী আবদ্ধ। দ্বারের পার্শ্বে চক্ষু সন্নিবেশিত করিয়া রহিলাম—দেখিলাম, গৃহাভ্যন্তরে একটী মৃত্তিকার দীপাধারের উপর একটী প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। ভূমে একটী কদর্য্য শয্যার উপর একজন স্ত্রীলোক শায়িত। ইহার মূর্ত্তি দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। স্ত্রীলোকটী কাল—ঘোর কজ্জলবর্ণের সদৃশ গায়ের রঙ্। দীর্ঘকায়—পা ও তাহার হাতের পল্লবগুলি শরীরের দীর্ঘতা অনুযায়ীক বড় বড়,দেখিলে বোধ হয় যেন কোন রাক্ষসকুলসম্ভূত বন্যজাতি হইবে। মস্তকের কেশরাশি চতুঃপার্শ্বে আলুলায়িত, হাঁ দীর্ঘ, ওষ্ঠদ্বয় প্রশস্ত ও মোটা, উপরের ঠোঁট প্রায় নাসিকারন্ধ্রে গিয়া মিশিয়াছে—চক্ষুদুটী গোল ও নাতিদীর্ঘ, গণ্ডদেশের উপরিভাগ উচ্চ। স্ত্রীলোকটী চিৎ হইয়া শুইয়া আছে—গাঢ়নিদ্রা বলিয়া অঙ্গের কাপড় খুলিয়া গিয়াছে, আমি দেখিলাম, উদরের প্রসারতা নিতান্ত কম নহে—অতিশয় স্থূলাকার। তাহার ঊর্দ্ধভাগে দুইটী বৃহদাকার স্তন নতমুখী হইয়া শয্যায় স্পর্শিত রহিয়াছে।

কি সর্ব্বনাশ! ইহার পার্শ্বে আর এক জন পুরুষাকৃতি কে? বিস্মিতনয়নে দৃষ্টিপাত করিলাম, ইনি সেই ব্যক্তি—যে আমাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। আমি সভয়ে ও দ্রুতপদে আপন গৃহে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিলাম ও অনেকক্ষণ পরে শয্যায় শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

গত সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকায় পর দিন প্রভাতে উঠিতে আমার বিলম্ব হইয়াছিল। এক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখিলাম—গৃহের বাতায়নের পার্শ্ব দিয়া সূর্য্যের আলোক আসিয়াছে। আমি মশারির অভ্যন্তর হইতে দেখিতে লাগিলাম যে, আমি যে গৃহে

শুইয়া আছি, সেটী আমার বাটীর শয়ন গৃহ নহে—যেহেতু আমার শয়নগৃহ এরূপ সজ্জিত নহে। অকস্মাৎ পূর্ব্বরাত্রের ঘটনাগুলি আমার স্মরণ হইল, আমি বিস্মিতমনে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়া আমার পিতা মাতাকে মনে পড়িল। পিতা কোথায়? সেই পীড়িত মাতার শুশ্রূষায় কেই বা নিযুক্ত আছেন। বাবা ত ঋণদায়ে কারাবদ্ধ হইয়াছেন। প্রিয় ভাই তাঁহার কারা-গমন দর্শনে বিষণ্ণ মনে বাটী হইতে বহির্গমন করিয়াছিলেন, হয় ত এখনও ফেরেন নাই। তবে কি মা আমার রোগ শয্যায় একাকিনী শয়ন করিয়া পিতার জন্য এখনও ক্রন্দন করিতেছেন! তাঁহার এ অবস্থায় কে তাঁহার খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রোগশয্যার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিতেছে—কেহ কি তাঁহার নিকটে নাই—মৃত্যু-মুখশায়ী মা কি আমার একাকিনী সহায়শূন্য হইয়া পড়িয়া আছেন? হা বিধাতঃ! তুমি আমায় কোথায় আনিলে? যে গর্ভধারিণীর উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর মুখ দেখিয়াছি—সেই গর্ভধারিণী জননীর শেষ বিদায় কি দেখিতে পাইব না? তাহার সেই স্নেহময়ী নয়নের শেষ অশ্রুজল কি আমার কপোলে পতিত হইবে না?

এইটী বলিয়াই আমি কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগি-লাম। পাঠক! কে শুনিবে, কে আমার দুঃখে দুঃখী হইবে—অবলা নিঃসহায় কামিনীর সুখের ভাগী অনেকেই হইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু দুঃখের সময় অভাগিনী বলিয়া সকলে চলিয়া যায়। সেই জন্য মা আমার, দুরবস্থায় পড়িয়া সর্ব্বদাই "বিপত্তে মধুসূদন" বলিয়া উচ্চারণ করিতেন—আমি একবার এই বিপদের সময় বিপদ-

ভঞ্জন মধুসূদন বলিয়া ডাকি। অকস্মাৎ আমি শয্যার উপর বসিয়া করযোড়ে ও উর্দ্ধমুখে ঈশ্বরের স্তব করিতে লাগিলাম।

"হে জগতের অধিপতি ঈশ্বর! শুনিয়াছি তোমার আকার নাই, কেহ তোমাকে দেখিতে পায় না; কিন্তু তুমি অলক্ষিতভাবে সকল-কেই দেখিতেছ, সকলেরই কথা শুনিতেছ। যদিও আমি বালিকা তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু মার মুখে শুনিয়াছি, তুমি "বিপত্তে মধুসূদন", লোকে বিপদে পড়িলে তুমি তাহাকে উদ্ধার কর। হে জগতের অধিপতি অলক্ষিত দেবতা! আমি বিপন্ন বালিকা, আমার বিপদ, আমার দুঃখ, আমার শোক, তুমি ব্যতীত আর কে জানিবে? আমি তোমার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি-তেছি, হে দেব! তুমি আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর। ঈশ্বর! বাবার মুখে শুনিয়াছি তুমি দয়াময়, তুমি আমার প্রতি দয়া কর, নতুবা তোমার দয়াল নামে কলঙ্ক হইবে। আমি অনাথিনী, তোমাকে অনাথ-নাথ বলিয়া আর কখন কেহ ডাকিবে না, বিপন্ন ব্যক্তি আর কখনও তোমাকে মধুসূদন বলিয়া উল্লেখ করিবে না। অনাথনাথ! আমি একাকিনী--এ গৃহে ত আর কেহ নাই, কিন্তু তুমি যদি এ গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে থাক, তাহা হইলে এক-বার আসিয়া আমাকে দেখা দাও, আমি তোমার শরণাপন্ন হই।"

বলিতে না বলিতে আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া আসিল—কে যেন আমার হৃদয়ে বলিয়া দিল, "ভয় নাই—বিপদে ধৈর্য্য।" আমি সাশ্রুনয়নে কাঁদিতে লাগিলাম; অশ্রুধারা আমার গণ্ডদেশ দিয়া বহিয়া গেল--কিন্তু আমি মনে মনে অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইয়া প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, সেই বৃহদাকার পশ্চিমদিকের প্রাচীরে রৌদ্র আসিয়াছে; উভয়দিকের প্রাচীরই সমভাবে উচ্চ, সুতরাং সূর্য্যদেব আকাশের কিঞ্চিৎ উচ্চসীমায় না উঠিলে পূর্ব্বদিকের প্রাচীর অতিক্রম করিতে পারেন নাই—সেই জন্য বেলা অধিক বলিয়া বোধ হইল। এই সময় কেহ বাটীতে ছিল না। আমি আমার গৃহের সম্মুখীন সেই কক্ষটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, দ্বারে চাবি আবদ্ধ; মনে করিলাম, যদি ইহার অভ্যন্তরে কেহ থাকে। এই ভাবিয়া আস্তে আস্তে দ্বারের সন্নিকট হইলাম ও তাহার পার্শ্ব দিয়া দেখিলাম, গৃহের অভ্যন্তরে কেহ নাই;—পূর্ব্বরাত্রে আমি যে দস্যু ও তাহার সহচরীকে দেখিয়াছিলাম, তাহারা কেহই নাই, এমন কি, যে শয্যাটীতে তাহারা শুইয়া ছিল, সেটী পর্য্যন্তও দেখিতে পাইলাম না। এ সময় আমি অনেকটা আপনাকে স্বাধীন বিবেচনা করিয়া মনে কবিলাম যে, এই অবসরে আমি প্রাসাদোপরি উঠিয়া চীৎকার করি ও প্রতিবাসীদিগকে আপন অবস্থা জানাইয়া দি, তাহা হইলে অবশ্যই কেহ না কেহ আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিবে। এইটী স্থির করিয়া আমি শশব্যস্তে আমার শয়ন গৃহের পার্শ্বস্থ একটী সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর উঠিলাম; কিন্তু কে কোথায়? কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ধান্যক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বের কোনদিকে একখানি সামান্য কুটীর পর্য্যন্তও নাই। চতুর্দ্দিকে মাঠ ধূধূ করিতেছে। সে সময় কার্ত্তিকমাস, মাঠে ধান্যবৃক্ষ সকল শস্যমুখী হইয়া নতভাবে অবস্থিতি

করিতেছে। কি চমৎকার দৃশ্য! একে স্বর্ণ-রঞ্জিত শস্যসমূহের চমৎকার শোভা—তাহে তদুপরি সূর্য্যকিরণ পড়িয়া এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সমবেত শস্যসমূহ বাত্যাহত হইয়া স্থানে স্থানে তরঙ্গবৎ ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। মাঠে জনমানব নাই, কোথাও দুই এক দল ছোট ছোট পাখী ধান খাইয়া ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া যাইতেছে, কোথাও বা ক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ সরু নালার কাছে একটী খৈরীপাখী বসিয়া ঘন ঘন তাহার পুচ্ছ নাচাইতেছে। আমি অনেকদূর পর্য্যন্ত নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম—মাঠ অনন্ত—অসীম—দূরে যে কোন গ্রাম আছে, এরূপ বোধ হইল না—শুদ্ধমাত্র দেখিলাম, বহুদূরে একটী গির্জ্জার চূড়া দেখা যাইতেছে—মনে করিলাম, কাল রাত্রে যে ঘড়ীটীর শব্দ শুনিয়াছিলাম, বোধ হয় সেটী এই গির্জ্জার হইবে। যাহাহউক ছাদের উপর আর অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া আমি নীচে নামিয়া আসিলাম।

যে সময় আমি নীচে আসি, সে সময় আমি সিঁড়ি হইতে দেখিতে পাইলাম, আমার ঘরের দরজার শিকলটী নড়িতেছে। বোধ হইল কে যেন আমার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দ্বারের শিকলটা টানিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি দ্বারের সন্নিকটে আসিয়া দরজাটী খুলিয়া দিলাম, দেখিলাম, গৃহাভ্যন্তরে কেহই নাই—একখানি বড় থালার উপর অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত—সদ্য-রন্ধন বলিয়া অন্ন দিয়া ধোঁয়া উড়িতেছে। কি আশ্চর্য্য! ইহার মধ্যে কে আসিয়া আমার গৃহে ভাত দিয়া গেল, আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না! দ্রুতপদে সদর দরজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম—দেখিলাম, সদর দরজাতেও চাবি বন্ধ।

সে দিবস আর এমন কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই, যাহা আমি পাঠক বা পাঠিকা মহাশয়াদিগকে জ্ঞাত করি। অদ্য আমি আহারাদির পর মধ্যাহ্নে শয়ন করিলাম। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও রাত্রি জাগরণপ্রযুক্ত এরূপ অঘোরে ঘুমাইয়া ছিলাম যে, যখন রাত্রি প্রায় ১১টা, তখন আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম। শয়নকালীন দরজাটী আবদ্ধ করিতেও বিস্মৃত হইয়াছিলাম—ভেজান ছিল মাত্র।

অমাবস্যা বলিয়া অদ্যও রাত্রি অন্ধকার। আমি পালঙ্কের উপর হইতে নামিয়া দেখিলাম, আমার গৃহের সমস্তই পরিষ্কার ও প্রস্তুত। যে কাপড়খানি পরিধান করিয়া স্নান করিয়াছিলাম, সেখানি পর্য্যন্তও শুষ্ক হইয়া আল্‌নায় কোঁচান রহিয়াছে। ঘরটী সংমার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কৃত—উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্রগুলি ধৌত হইয়া গৃহের কানেস্তারায় সজ্জিত রহিয়াছে এবং গৃহের সেই মেজের উপর পূর্ব্বমত একটী সেজ জ্বলিতেছে। আমি মনে করিলাম, বোধ হয় কোন লোক আমার শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত থাকিয়া গোপনে কার্য্য করিতেছে; হয় ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করা তাহার নিষেধ, সেই জন্য সে ব্যক্তি সুযোগমত আমার অগোচরে কার্য্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহাহউক সেই ব্যক্তিটী কে? এ বিষয় আমাকে জানিতে হইবে, হয় ত তাহার দ্বারাই আমি কারামুক্ত হইলে হইতে পারি; এইটী স্থির করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু অদ্য সময় অতীত, যেহেতু ব্যক্তিটী গৃহকার্য্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে।—এমন কি, আমি পালঙ্কের নিম্নভাগে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্ব রাত্রের ন্যায় ইহার নীচে একখানি রেকাবীতে খাদ্যসামগ্রী সকল আনীত হইয়া আচ্ছাদিত রহিয়াছে।

আমি সে বিষয় আর অধিক মনোযোগ না করিয়া গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, আমার সম্মুখস্থ কক্ষটীর দ্বারের পার্শ্ব দিয়া প্রদীপের আলোক আসিয়াছে; আমি সাহসে ভর করিয়া আস্তে আস্তে দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলাম ও পার্শ্ব দিয়া গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম।—দেখিলাম, সেই কাল যমাকৃতি ধৃতকারী দস্যু বসিয়া আছে ও তাহার পার্শ্বে তাহার রূপসী সহচরী মুখ ব্যাদান করিয়া হাসিতেছে ও কি বলিতেছে;—আমি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

দস্যু বলিতেছে, "আ—হা—হা—পোড়ারমুখী আমার, রূপের ডালি নিয়ে বসে আছিস্—আর দাঁত বের করে হাঁস্‌ছিস্। আমি যা বলি, কর্ত্তে পার্‌বি?"

সহচরী। কি বল্ না, পার্‌বো। কিন্তু যার জন্য এত টাকা খুইয়েছি, তাকে ছাড়্‌তে পার্‌বো না। সে যদি এখনও আমার কাছে আসে, তা হ'লে তুই তাকে কিছু বল্‌তে পার্‌বিনে।

দস্যু জিজ্ঞাসা করিল, "তাকে কত টাকা দিয়েছিস্?"

সহচরী। কেন, পরশু রাত্রে আমি তাকে ৩০৲ টাকা দিয়েছিলেম। কিন্তু সে সমস্ত রাত্রি থাক্‌তে চাইলে না—কতক রাত্রির পর আমার গা ঠেলে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বল্লে, "আমি বাড়ী যাই।" আমি জিজ্ঞেস কল্লুম, "কেন?" সে বল্লে, "তুমি যে নাক ডাকাচ্চো, তাতে আমার ভয় হচ্ছে।" তুই ত জানিস্ সে ছেলেমানুষ, একে ত আমি কাল, লোকে সহজেই আমাকে দেখ্‌লে ভয় পায়, তার উপর আবার নাক ডাকা, কাজেই থাক্‌বে কেন—চলে গেল।

দস্যু 'হা হা' করিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল, "ভাল, কাল রাত্রে তোর ঠাঁই কত টাকা নিয়ে গেছে?"

সহচরী বলিল, "৫২৷৵০ আনা। সে বল্লে 'আমার বাবাকে দেনার জন্যে জেলে নিয়ে যায়, যদি তুই আমাকে এই ৫২৷৵০ না দিস্, তা হলে আমি তোর কাছে আর আস্‌ব না।' আমি তার কথায় রাজি হইনি, তাতে সে কোন কথা না বলে আমার কাছে শুয়ে রৈল; পরে যখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি, তখন সে আমার পেট কোঁচড় থেকে ৫২৷৵০ আনা নিয়ে গেছে।"

আমি শুনিবামাত্রই আশ্চর্য্য হইলাম। এ সময় অকস্মাৎ আমার পিতার ঋণের কথা মনে পড়িল;—ভাবিলাম আমার পিতাই ত কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে ৫২৷৵০ আনার জন্য জেলে গিয়াছেন এবং দাদা সেই দণ্ডেই বাটী হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন, তবে কি দাদাই ইহার পেট কাপড় হইতে ৫২৷৵০ চুরি করিয়াছেন! দস্যু-সহচরীর প্রণয়ের পাত্র কি দাদা!! আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য! না—এরূপ হইবে না!—দাদা কখনই এরূপ কদর্য্য প্রকৃতির লোক নহেন। কিন্তু দস্যু-সহচরী আরও বলিল, যে ইহার পূর্ব্বেও সে তাহাকে ৩০৲ টাকা দিয়াছিল, বস্তুতই সেই রাত্রে দাদার দ্বারা আমাদিগের সংসারে ৩০৲ টাকা প্রদত্ত হয়। আশ্চর্য্য! দাদা কি এরূপ নীচ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন? দস্যু-সহচরী কি দাদাকেই উল্লেখ করিয়া বলিতেছিল?—বা অপর কোন ব্যক্তি হইবে—মনে মনে এইরূপ সন্দিহান হইলাম।

দস্যু বলিল, "বেশ হয়েছে, সে যখন তোর পেট্‌কোঁচড় হতে টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে, তখন সে আর তোর কাছে

আস্‌বে না। আমি সেই জন্যে তোকে বল্‌ছিলেম যে, তুই তাকে এখানে আস্‌তে দিতে পার্‌বিনে, কাকেও এ বাটীতে আস্‌তে দিস্ না।”

দস্যু-সহচরী এবারে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল. “কেন? তুই কি আমাকে বিয়ে করে এনেচিস্ যে, তোকে ছাড়া আমি আর কারও সঙ্গে আলাপ কর্‌তে পার্‌ব না। তবে তুই আমার দেশের লোক, দেশ থেকে তোর সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছি, এই বই ত নয়। তাতে তোকে আমার ভয় কি?”

দস্যু। না, সে জন্যে আমি তোকে কিছু বলি নাই, তোর টাকা তুই খরচ কর্‌বি, তোর ছাগল তুই ন্যাজের দিকে কাট্‌বি, তাতে আমার কি? তবে তুই এর ভিতরের কথা কিছুই জানিস্ না,—কাল রাত্রে আমি যাকে এনেছি, সে কে? তুই জানিস?

সহচরী। না।

দস্যু। তোর জান্‌বারও আবিশ্যক নাই—তবে এই পর্য্যন্ত জানা ভাল যে, এ বাড়ীতে আর কারও আস্‌বার কথা নাই। আমি যাকে কাল রাত্রে এখানে এনেছি, তার জন্যে আমরা মাসে ২০৲ টাকা মাইনে পাব। তার সঙ্গে অন্য লোকের দেখা কর্‌বার যো নাই,—এমন কি, তোর কি আমার পর্য্যন্তও দেখা কর্‌বার হুকুম নাই, শুদ্ধ আমরা তাকে রাত্রিতে চৌকি দিব—কোন উপায়ে না পালাতে পারে। যখন আমরা দুজনে ঘুমোব, তখন ফ্লোরের নীচে যে দুটো কুকুর এনেছি, তাদের ছেড়ে দিব, তা হলে বাড়ীতে কোন শব্দ হলেই তারা চীৎকার করে আমাদিগে জাগিয়ে দিবে।

দস্যুসহচরী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল, ওর সঙ্গে আর কারও দেখা কর্‌বার হুকুম নাই কেন?"

দস্যু বলিল, "জানিস্ না, যদি ঐ ছুঁড়িটে টাকার লোভ দেখিয়ে কার সঙ্গে পালিয়ে যায়, সেই জন্য এই বাড়ীতে যে যে লোক ভর্ত্তি হয়েছি, তাদের মধ্যে কেউই ওর সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার্‌বে না।"

আমি এক্ষণে মনে করিলাম, সেইজন্যই যে ব্যক্তি আমাকে খাদ্য সামগ্রী দিয়া যায় ও গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাকে দেখিতে পাই না। যাহাহউক এক্ষণে আমি তথায় আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলাম এবং পালঙ্কের নীচে হইতে খাদ্য সামগ্রী লইয়া আহারাদির পর শয়ন করিলাম।

আজি আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলাম; প্রথমে ভাবিলাম, যদি এ বাটীতে থাকিয়া কাহারও সহিত আমার সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে কিরূপে আমি পলায়ন করিব? আমি ত একাকিনী, তায় স্ত্রীলোক, কোন পুরুষ মানুষের পরামর্শ ও সাহায্য ভিন্ন কিরূপে এই কারাগার হইতে মুক্ত হইব? চতুর্দ্দিক্ আবদ্ধ, বাটীতে এমন একটী ছিদ্র নাই যে, পিপীলিকা প্রবেশ করে; যে লোকটী আমার খাদ্যসামগ্রী রাখিয়া যায়, তাহারত সাক্ষাৎ পাই না। এই সময় অকস্মাৎ দুইটী বিলাতী কুকুরের ভীষণ কণ্ঠরব শুনিতে পাইলাম। কি সর্ব্বনাশ!! বোধ হয় দস্যু ও তাহার সহচরী এইবার শয়ন করিয়াছে, সেইজন্যই তাহারা কুকুর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। আমি জানালা হইতে প্রাঙ্গণে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, দুইটী বড় বড় ভয়ঙ্কর

কুক্কুর প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে ও এক একবার চীৎকার করিতেছে। ঘোর অন্ধকারপ্রযুক্ত কুক্কুরগুলির আকৃতি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না; শুদ্ধ এইমাত্র বোধ হইল, যেন তাহারা দীর্ঘে অতিশয় উচ্চ, তাহাদিগের মুখ সরু ও যার পর নাই ক্ষীণকায়; অনুভবে ইহাদিগকে ডালকুত্তা বলিয়া স্থির করিলাম।

যাহাহউক আমি পুনশ্চ পালঙ্কে শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যে ব্যক্তিটী দস্যু-সহচরীর নিকট হইতে টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে, সে কি আমার দাদা? ভাবিলাম, অবশ্যই দাদা হইবে, নতুবা দস্যু তাহার সহচরীর টাকা চুরির বিষয় শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবে কেন ও অপর কাহাকেও এ বাটীতে আসিতে নিষেধ করিবেই বা কেন? বিশেষতঃ দস্যু এই কথা বলিয়াই তাহার সহচরীকে পুনশ্চ বলিল "গত রাত্রে যাহাকে ধরিয়া আনিয়াছি, সে কে, তাহা কি তুই জানিস্?" তবে কি আমার সহিত সেই ব্যক্তির কোন সম্পর্ক থাকিবে? একবার মনে ভাবিলাম, যদি সেই ব্যক্তি দাদা হয়, তাহা হইলেই উত্তম, যেহেতু দাদা অবশ্যই দস্যুসহচরীর নিকট হইতে টাকা লইয়া বাবাকে কারামুক্ত করিয়াছেন; মনে মনে অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম, কিন্তু দাদার এরূপ চরিত্র ভাবিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। আবার ভাবিলাম, আমি কি নির্ব্বোধ, যে দাদা বাল্যকাল হইতে সচ্চরিত্র, যে দাদা পিতা মাতার অসদাচরণ দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হন ও সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে তিরস্কার করেন, সেই দাদা কি এরূপ একটা সামান্য ও কদাচারী স্ত্রীলোকের সহবাসে লিপ্ত হইবেন ও তাহার নিকট হইতে টাকা চুরি করিয়া লইয়া যাইবেন! কখনই না—স্বপ্নের অগোচর।

সে রাত্রে এইরূপ ও অপরাপর অনেক চিন্তা করিয়া যখন রাত্রি ১টা—গির্জ্জার ঘড়িতে ঢন্ করিয়া শব্দ হইল, তাহার পর আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কৌশল।

"সতীত্ব অমূল্য নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী, এমন রতন॥"
ভারতচন্দ্র।

প্রভাত হইল। প্রভাত হইলে কোকিল ডাকে—কাক ডাকে—দধিমুখী গাছের ডালে বসিয়া শিস্ দেয়—বৌ কথা কও কুলবধূর মান ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হয়। সূর্য্য উঠে—ফুল ফুটে—জল হাসে—মৃগ খেলে, উপন্যাসলেখকমাত্রেই এইরূপ বলিয়া থাকেন—কিন্তু আমার প্রভাতে কোকিল ডাকিল না, দধিমুখী গাছে বসিয়া শিস্ দিল না, বৌ কথা কও কুলবধূর মান ভাঙ্গিল না, সূর্য্য উঠিল বটে, কিন্তু ফুল ফুটিল না, জলও হাসিল না! কে কোথায়? কেহই কোথাও নাই; গৃহের চতুর্দ্দিকে মাঠ, কোকিলও নাই, ফুলও নাই, মৃগও নাই—কেবলমাত্র সেই বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রের বাত্যাহত শব্দ শুনা যাইতেছে। আমি গৃহাভ্যন্তর হইতে হুস্ হুস্ শব্দ শুনিতে লাগিলাম।

যাহাহউক আমি জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম, কিন্তু মনে মনে স্থির করিলাম, যে আজি আমি গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইব না, দেখি কোন্ ব্যক্তি আসিয়া আমার খাদ্য সামগ্রী রাখিয়া যায়। যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাকেই আমার এই গৃহস্থিত যাবতীয় সামগ্রীর প্রলোভন দেখাইয়া আপন উদ্ধারের চেষ্টা করিব; এইটী ভাবিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম। প্রাতঃকাল অতিবাহিত হইয়া প্রায় মধ্যাহ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু কাহারও দর্শনলাভ করিতে পারিলাম না। আমি অতঃপর বিরক্ত হইয়া বাহিরে আসিলাম—দেখিলাম, যে ঘরে দস্যু ও তাহার সহচরী অবস্থিতি করে, সে ঘরটীতে পূর্ব্বমত চাবি বন্ধ। তাহারা উভয়ে চলিয়া গিয়াছে। বুঝিলাম রাত্রিকালেই ইহারা আমার প্রহরীস্বরূপ অবস্থিতি করে, দিনের বেলা চলিয়া যায়। আমি প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিবার জন্য আমার গৃহের পশ্চাদ্দিকস্থিত কূপের দিকে যাইলাম। প্রথম রাত্রে আমি ফ্লোরের নিম্ন দিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু সেটী ইহার প্রকৃত পথ নহে, আমার গৃহের ছাদে উঠিবার যে সিঁড়িটী আছে, তাহার নিম্ন দিয়া এই কূপ ও অশুচিগৃহের দিকে গমন করা যায়; আমি সেই পথ দিয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। যাইবার সময় দেখিতে পাইলাম, ফ্লোরের নীচে দুইটী কুকুর ধূলার উপর কুণ্ডলাকারে শয়ন করিয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই আমি ভীত হইলাম ও নিঃশব্দে কূপের সন্নিকট হইয়া মুখপ্রক্ষালনে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমি যে সময় মুখপ্রক্ষালন করিয়া গায়ের আবরণ খুলিয়া কাপড় কাচিতেছি, সে সময় অকস্মাৎ দেখিলাম, যেন একজন পুরুষাকৃতি সেই কূপের সন্নিকটস্থ প্রাচীরের একটী ঘুলঘুলি দিয়া আমাকে উঁকি মারিতেছে। আমি নচকিতে বলিয়া উঠিলাম, "কে গা?"

ব্যক্তিটী তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইয়া মুখ লুকাইল। আমি পুনঃপুনঃ সেই দিকেই নেত্রপাত করিতে লাগিলাম, কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পরক্ষণেই আমি গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দ্বার ভেজান; পূর্ব্বমত গৃহের দ্বারে শিলকটী নড়িতেছে, কে যেন আমার ঘর হইতে সম্প্রতি চলিয়া গেল। আমি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলাম, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত! বিবেচনা করিলাম, বোধ হয়, ঐ ব্যক্তিই প্রত্যহ আমার খাদ্যসামগ্রী রাখিয়া যায়, হয় ত অদ্য আমাকে গৃহে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া এতক্ষণ আসিতে পারে নাই, সেইজন্য অবসর অনুসন্ধান করিতেছিল।

যাহাহউক এইরূপে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল, এই তিন চারি দিনের মধ্যে আমি এমন একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না যে, তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া আমি এই কারাগার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। প্রত্যহই সন্ধ্যার পর দস্যু ও তাহার সহচরী আসিয়া উপস্থিত হইত এবং প্রত্যহই তাহারা শয়ন করিলে বাড়ীর চারিদিকে কুক্কুর ছাড়া থাকিত। আমি মনে মনে একান্ত নৈরাশ হইলাম। কোন কোন দিন আপনা আপনিই ক্রন্দন করিতাম,—পিতা মাতাকে মনে পড়িত,—দাদাও স্মৃতিপথে পতিত হইতেন,—মার পীড়িতাবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার

জন্য আকুলনয়নে কাঁদিতে থাকিতাম এবং কারামুক্ত হইবার জন্য জগদীশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করিতাম।

একদিন রাত্রি ১১টার পর আমি শয়ন করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় আমার গৃহের একটী বাতায়ন দিয়া দেখিতে পাইলাম কে যেন, বাড়ীটীব সদব দরজাব নিকট দাঁড়াইয়া কপাট খুলিতেছে,—খুড়ুৎ করিয়া খিলটী খুলিবার শব্দ হইল। আমি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, দস্যু সহচরী! পরক্ষণেই একটী লোক বাটীব ভিতর প্রবেশ করিল। অন্ধকারপ্রযুক্ত ইহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু পুরুষ মানুষ বলিয়া বোধ হইল। পরিচ্ছদগুলি সমস্তই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, গায়ে একটা জামা। মাথায় ও মুখে একখানি উড়ানি জড়ান; ব্যক্তিটী আস্তে আস্তে বাটীর ভিতর প্রবেশ কবিল। দেখিবামাত্রই আমাব ভয় হইল, মনে করিলাম, কোন ভদ্রলোক আমার গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য এরূপ গুপ্তভাবে আসিতেছেন, হয় ত ইনিই আমার কারাগৃহে অবস্থিতিব কারণ। এইটী স্মরণ হইবামাত্রই আমি শশব্যস্তে ঘরের জানালা ও দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিলাম ও আপন শয্যায় কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম।

কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু আর কাহারও কোন শব্দ পাইলাম না। ভাবিলাম, ব্যক্তিটী কে? মুখে চাদর জড়ান কেন? দাদার মত খর্ব্বাকৃতি ও মাথায় উচ্চ,—দাদা ত নহে! দাদাই হইবে। আস্তে আস্তে গৃহের দ্বার খুলিলাম ও দস্যু-সহচরীর দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বমত ইহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম।

দাদা নহে। একজন যুবা পুরুষ, দেখিতে উত্তম, রঙ্ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মুখখানি সুশ্রী, অতীব মনোহর, সেইজন্য আমি ইহার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। হঠাৎ মনে হইল, আমি যেন কোথায় ইহাকে দেখিয়া থাকিব। স্থিরচিত্তে স্মরণ করিলাম, হাঁ ঠিক্ সেই ব্যক্তি—যে আজ মধ্যাহ্নে আমাকে কূপের সন্নিকট ঝুলঝুলি দিয়া দেখিতেছিল; ভাবিলাম, কি বলে শুনি, দ্বারের পার্শ্বে উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

ব্যক্তিটী বলিল, "আমার অমন কর্ম্মে আবশ্যক নাই; কে মনিব, তাহা জানি না। কে আমাকে নিযুক্ত করিল, আর কাহার নিকট হইতেই বা টাকা পাইব তাহাও জানি না; প্রথম দিন আমি তোমারই দেশের লোক আমেদের নিকট ৩০৲ টাকা পাইয়াছি মাত্র; সেই ভরসায় কাজ করিতেছি।"

দস্যু-সহচরী বলিল, "সে কথায় তোমার কাজ কি? যেই তোমার মনিব হ'ক না কেন; তোমার ত টাকা পেলেই হ'ল; বরং তুমি আগামী যেমন টাকা লইতেছ, তেম্নি লইও, তাতে তোমার আপত্তি কি?"

"না, আপত্তি আছে; আমি ওরূপ দস্যুর কাছে কর্ম্ম করিতে চাহি না। আগে জানিতাম না যে, মুসলমানের চাকরি করিতে হইবে। মনে করিয়াছিলাম যে, ইহার ভিতর কোন ভদ্রলোক থাকিবে, কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, সে সমস্ত কিছুই নহে, দস্যু আমেদই ইহার কর্ত্তা, আমেদই ইহাকে ধরিয়া আনিয়া বাটীর ভিতর পুরিয়াছে এবং আমেদই ইহার জন্য সমস্তই স্বহস্তে ব্যয় করি-

তেছে, তখন আমেদকেই ইহার কর্ত্তা বলিব না ত কাহাকে বলিব?”

দস্যু-সহচরী বলিল, “আমি কিছুই জানি না, এর ভিতর কে মনিব, আর কে চাকর, তা জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে, আমেদই মধ্যে মধ্যে এরূপ করে থাকে, কোন ভাল মেয়ে মানুষ পেলে, ধরে আনে ও কিছু দিন পরে ছেড়ে দেয়।”

কি সর্ব্বনাশ!! শুনিবামাত্রই আমি ভীত হইলাম, ভাবিলাম—আমি কি এক জন সামান্য দস্যু দ্বারা এরূপ বঞ্চিত হইয়াছি এবং সেই কি আমাকে লাভ করিবার জন্য এখানে আনিয়াছে? আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠিল।

ব্যক্তিটী বলিল, “যেই আনুক, সে কথায় আমার আবশ্যক নাই; তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যদি আমেদ ইহার ভিতরে থাকে, তাহা হইলে আমি কর্ম্ম করিতে চাহি না, আর দ্বিতীয়তঃ ৩০৲ টাকায় আমার পোষায় না। এই টাকার ভিতর একজনকে সায়ং সন্ধ্যা আহার যোগাইতে হইবে ও তাহার জন্য সমস্ত দিন আড়াল হইতে দেখিতে হইবে—কখন সে ব্যক্তি ঘর হইতে অবসৃত হয় এবং কখন আমি অবসর পাই। তবে যদি কেহ আমাকে অগ্রিম এককালীন ১০০৲ টাকা দিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহার জন্য পরিশ্রম করিতে পারি।”

আমি এইটী শুনিবামাত্রই সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম, আস্তে আস্তে নহে—দ্রুতপদে। কোন একটী বিশেষ কর্ম্ম আমার মনে পড়িল; সেইজন্য এরূপ দ্রুতপদে আসিয়াছিলাম যে, ফ্লোরের

নিম্নস্থ দুইটী কুকুর আমার পদশব্দ পাইয়া উচ্চরবে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি গৃহে আসিয়াই দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম।

পরক্ষণেই দস্যু সহচরী আপন গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া কুক্কুর-দিগকে সম্বোধন করিয়া শশব্যস্তে বলিতে লাগিল, "কি রে, কি হয়েছে—তোরা ডাক্‌চিস্ কেন? থাক্—থাক্।" এইরূপ বলিয়া দস্যু-সহচরী প্রদীপহস্তে বাটীর চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল ও জানালার পার্শ্ব দিয়া আমার গৃহে উঁকি মারিয়া গেল। আমি সে সময় আপন শয্যায় শুইয়াছিলাম,—যেন আমি কিছুই জানি না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, দস্যু-সহচরী আপন গৃহে চলিয়া গেলে, আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম ও বালিশের নীচে হইতে চাবি লইয়া সিন্ধুকটী খুলিলাম। দেখিলাম, পূর্ব্বমত নোটগুলি সাজান রহি-য়াছে। আমি তদ্দর্শনে আপনা আপনি বলিলাম, "অর্থ! তুমি যখন মনুষ্যের উপকারে আইস; তখনই 'অর্থ,' কিন্তু যতক্ষণ না তাহা-দিগের কোন কাজে লাগ, অর্থাৎ আপন সিন্ধুকেই অবস্থিতি কর, ততক্ষণ তুমি 'অনর্থ'।" এইরূপ বলিয়া, আমি সিন্ধুক হইতে ১০৲ টাকা করিয়া ১০ খানি নোট তুলিয়া লইলাম ও চাবিটী বন্ধ করিয়া পুনরায় আস্তে আস্তে দস্যু-সহচরীর কক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

দস্যু-সহচরী যুবককে বলিতেছে, "যদি তুমি এখন্ যাও, তা হ'লে এই চাবি লও। আমেদ তোমার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে,—তুমি তাকে চাবি দিয়ে যাও।"

আমি এই কথা শুনিবামাত্রই, সদর দরজার এক পার্শ্বে অতি সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যক্তিটী বাহিরে

আসিল। যখন সে দরজার নিকটবর্ত্তী হইয়া চাবি খুলিতেছিল, তখন আমি তাহার হাত ধরিয়া চুপি চুপি বলিলাম,"এই ১০০৲ টাকা লও কিন্তু আমাকে উদ্ধার কর—তোমার পায়ে পড়ি,—আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" এই বলিয়াই আমি তাহার পা জড়াইয়া ধরিলাম।

যুবক আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "চুপ্—চুপ্! দস্যু আমেদ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে—শুনিতে পাইবে। আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, তুমি ঘরে যাও, কাল রাত্রি ১টার পর তোমার ঘরের জানালায় বসিয়া থাকিও;—আমি ঐ পূর্ব্বদিকের প্রাচীরে উঠিব—দেখিও।"

আমি বলিলাম, "কেন?"

"পরে বলিব, এখনকার কথা নয়—শীঘ্র যাও; আমেদ জানিতে পারিলে উভয়েরই অনিষ্ট হইবে।"

আমি তাহার এরূপ বাক্য শুনিয়া সভয়ে সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম; কিন্তু তাহার টাকা লওয়া দেখিয়া মনে মনে অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম।

ব্যক্তিটী চলিয়া গেলে, পরক্ষণেই আমেদ বাটীতে প্রবেশ করিয়া চাবি বন্ধ করিল। বস্তুতই দস্যু আমেদ দ্বারের বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া ছিল। আমি যুবকের কথা শুনিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, এ কথা মিথ্যা—সে আমাকে প্রতারণা করিল। কিন্তু তাহা নহে। তাহার প্রতিগমনের পর সত্যসত্যই দস্যু আসিয়া বাটীতে প্রবেশ করিল।

আমেদ বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্রই আমার গৃহের ফ্লোরের

নীচে হইতে, কুকুরগুলি ছাড়িয়া দিয়া তাহার মস্তরার ঘরে ঢুকিল। আমিও দরজায় খিল দিয়া শয়ন করিলাম।

আজি মনে মনে কত কি ভাবিলাম, যুবকটীর কথায় অনেক আশা, ভরসা আসিয়া হৃদয়ে উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, যুবক যদি আমাকে কারামুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকে এই গৃহের সিন্ধুকে যত কিছু বহুমূল্যের অলঙ্কার আছে, সমস্তই দিব। ঐ সমস্ত সামগ্রী ও টাকা আমার লইবার অধিকার আছে, যেহেতু গৃহস্বামী পত্রের দ্বারা আমাকে দান করিয়াছেন; অতএব সেগুলি পর-স্ব নহে যে, অপহরণ করিলে অধর্ম্ম হইবে। সে গুলি আমার; ইচ্ছা করিলে আমি অন্যকে বিলাইয়া দিতে পারি। তাহাতে দোষ কি? যে টাকাগুলি আমার জাতীয় প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আছে, সে গুলি আমি লইয়া পিতাকে কারামুক্ত করিব, তাঁহার যাহা কিছু ঋণ আছে, সমস্তই পরিশোধ করিব; মার চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত চিকিৎসক সকল নিযুক্ত করিয়া দিব, দাদাকে ভাল কাপড় ও জুতা কিনিয়া দিব। আহা! দাদা আমার চিরদুঃখী; বাবা ঋণের জন্য সর্ব্বদাই কাতর। মা আমাদিগের সকলের জন্য বিষণ্ণ! তাহাদিগকে স্মরণ হইবামাত্র চক্ষে জল আসিল, দুই বিন্দু অশ্রুধারা কপোল বাহিয়া উপাধানে পড়িয়া গেল। আমি আপন অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলাম।

পুনরায় ভাবিলাম ব্যক্তিটী বলিল, আমি তোমাকে উদ্ধার করিব— কাল রাত্রি ১টার পর আমি আমার ঘরের জানালায় বসিয়া থাকিব, সে প্রাচীরে উঠিবে, আমি তাহাকে দেখিব। ইহার অর্থ কি? প্রাচীরে উঠিয়া আমাকে কি রূপে কারামুক্ত করিবে? প্রাচীর

উচ্চ—অতি উচ্চ—ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে ভয় হয়, সে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া কিরূপে বাটীর ভিতর আসিবে? বিশেষ যে সময় সে আসিবে, সে সময় দুইটী কুক্কুর প্রাঙ্গণে ছাড়া থাকে। প্রাচীর হইতে যদি কোনরূপে অবতীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে কুকুরের শব্দে হয় ত বাড়ীর লোক জাগিয়া উঠিবে—হয় ত দস্যু আমেদ তাহাকে দেখিতে পাইবে, আমি ত সে সময় গৃহের বাহিরে যাইতে পারিব না। তবে কি সে আমার নিকট হইতে স্তোক দিয়া টাকা লইল? মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। অবশেষে স্থির করিলাম, কাল যখন সে আমার জন্য খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিবে, সেই সময় আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্তই জিজ্ঞাসা করিব; কিন্তু সে যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ না করে অর্থাৎ সে যদি আমি গৃহে থাকিলে না আইসে,তাহা হইলে কি হইবে? মনে করিলাম, কাল মধ্যাহ্নে আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পালঙ্কের নীচে লুকাইয়া থাকিব, সে যখন খাবার রাখিতে আসিবে, সেই সময় অকস্মাৎ আমি পালঙ্কের নীচে হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব ও তাহাকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিব। এইটী স্থির করিয়া সে রাত্রি, অনেকক্ষণের পর ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পর দিন প্রভাত হইল, প্রভাতের পর মধ্যাহ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল; আমি মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই আপন পালঙ্কের নীচে লুকাইয়া রহিলাম। অনতিকাল পরে একটী লোক আস্তে আস্তে আমার গৃহে প্রবেশ করিল। ইত্যবসরে অকস্মাৎ আমি পালঙ্কের নীচে হইতে তাহার সম্মুখে বহিষ্কৃত হইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!

এ ব্যক্তি সে নহে, কাল যাহাকে রাত্রে দস্যুসহচরীর গৃহে দেখিয়াছিলাম, তাহার রঙ্ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—যুবা পুরুষ; কিন্তু ইহাকে দেখিতে কাল, লম্বা ও ছিপ্ ছিপে, মস্তকে একটী শিকা আছে, গলায় তুলসীর মালা, গা ঘর্ম্মাক্ত, জানুর উপরিভাগের কাপড় কটিদেশে গোঁজা ও তদুপরি যজ্ঞোপবীত। আমি ইহাকে দেখিয়া পাচক ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থির করিলাম। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি প্রত্যহই আমার জন্য খাবার রাখিয়া যাও?"

লোকটী ভূমে থালা নামাইয়া আপনার দুই কাণে হাত দিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আমি কালা—শুনিতে পাই না।"

কি আশ্চর্য্য! বিধি যার প্রতি বৈমুখ, তার কি কোন দিকেই সুবিধা নাই! আমি মনে মনে বার পর নাই দুঃখিত হইলাম, কিন্তু তাহাকে আপন কারামুক্তের কথা কিছুই বলিলাম না, যেহেতু সে আমার অপরিচিত, কি জানি সে যদি অপর কাহাকে কোন কথা বলিয়া ফেলে, তাহা হইলে পূর্ব্বরাত্রে যাহার সহিত পরামর্শ করিয়াছিলাম, তাহার এবং আমার উভয়েরই অনিষ্ট হইতে পারে। এইটী মনে মনে স্থির করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ব্যক্তিটী আমার মুখের প্রতি কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া অবশেষে আপন ইচ্ছায় গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

আমি একবার মনে করিয়াছিলাম যে, পাচক ব্রাহ্মণ যখন বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, তখন অবশ্যই সদর দরজা খোলা থাকিবে, এই অবসরে তাহার সহিত দৌড়িয়া পলায়ন করি, কিন্তু অকস্মাৎ আমার গৃহের একটী মুক্ত বাতায়ন দিয়া দেখিতে পাইলাম. সদর

দরজা খোলা সত্য, কিন্তু তাহার নিকট দস্যু আমেদ দুইটী কুলুপ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ও পাচক ব্রাহ্মণের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

যাহাহউক আমি এক্ষণে পালঙ্কে বসিয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। কি উপায়ে আমি এই কারাগার হইতে পলায়ন করিতে পারি? যে ব্যক্তিকে কালরাত্রে টাকা দিলাম ও যাহার সহিত পরামর্শ করিলাম, সে কোথায়? সে ব্যক্তি কি আমার খাদ্য সামগ্রী রাখিয়া যাইত না? তবে সে কে? তাহাকে কূপের সন্নিকটে ঘুলঘুলি হইতে দুই এক দিন আমার প্রতি দৃষ্টি করিতে দেখিয়াছি-লাম কেন? তাহার কি মনের ভিতর কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে? সেই ব্যক্তিই কি আমাকে লাভ করিবার জন্য দস্যু কর্ত্তৃক এখানে আনিয়াছে?—না—মনে মনে ভাবিলাম, তাহা হইলে সে পূর্ব্বরাত্রে দস্যু-সহচরীর সহিত ওরূপে কথা কহিবে কেন? সে ব্যক্তিও একজন কর্ম্মচারী সন্দেহ নাই—হয় ত এই পাচক ব্রাহ্মণ তাহারই অধীনস্থ লোক। যাহাহউক, আজি রাত্রে আমি তাহার জন্য গৃহের জানালায় বসিয়া অপেক্ষা করিব। যদি তাহাকে পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের উপর দেখিতে পাই, তাহা হইলে জানিব যে, সে আমাকে কারামুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, নতুবা সমস্তই মিথ্যা—স্তোক দিয়া আমার নিকট হইতে টাকা লইয়া গিয়াছে।

আজি আমি কতক্ষণে রাত্রি আইসে সেইজন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, সমস্ত দিনের মধ্যে এই চিন্তাই আমার অন্তরে আন্দোলিত হইতে লাগিল। কখন রাত্রি হইবে—কখন আমি সেই ব্যক্তির জন্য বাতায়নে বসিয়া থাকিব ইহাই ভাবিতে লাগিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। রাত্রি পূর্ব্বমত নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; পূর্ব্বমত আমার গৃহে কে আসিয়া সেজ জ্বালিয়া রাখিয়াছে ও আর আর কর্ম্ম করিয়া গিয়াছে তাহা আমি জানি না; সে সময় আমি কি জন্য যে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলাম,তাহা আমার স্মরণ নাই। ক্রমে ক্রমে রাত্রি, ৮, ৯, ১০টা হইয়া গেল, আমি ক্রমশই গির্জ্জার ঘড়ির সময় গণিতে লাগিলাম। রাত্রি যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই আমি মনে মনে যার পর নাই অধৈর্য্য হইতে লাগিলাম, এক বার পালঙ্কের উপর যাইয়া বসিলাম, আবার জানালার নিকটবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের উপরিভাগ দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে দুই প্রহর হইল, বাড়ীটী এ সময় নিস্তব্ধ—আস্তে আস্তে আমার গৃহদ্বার ঈষৎ খুলিয়া দেখিলাম—দস্যুর ঘরের দরজা বন্ধ, তাহারা শয়ন করিয়াছে। দরজাটী ঈষৎ খুলিবামাত্রই গৃহের আলোক যাইয়া প্রাঙ্গণে পড়িল; এমন সময় অকস্মাৎ দুইটী কুক্কুর ভয়ানক চীৎকার করিয়া আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল; আমি সভয়ে তৎক্ষণাৎ দরজাটী বন্ধ করিয়া দিলাম।

এবারে গৃহের মধ্যে আসিয়া আমি সেজের আলোক নিবাইয়া দিলাম ও সমস্ত জানালাগুলি বন্ধ করিয়া একটীমাত্র জানালার কপাট ঈষৎ খুলিয়া বসিয়া রহিলাম। পূর্ব্বদিকের প্রাচীরে কেহই নাই, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম, জনমানব দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে একটা বাজিয়া গেল, আমি মনে মনে যার পর নাই অধৈর্য্য হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, একটী মনুষ্যের মস্তক, ছায়ারূপে প্রাচীরের উপরিভাগে অবস্থিতি করিতেছে। বোধ হইল যেন কোন

ব্যক্তি মস্তক অবনত করিয়া বাটীর প্রাঙ্গণটী লক্ষ্য করিতেছে। শরীরের অপর অংশ প্রাচীরের বহির্দ্দেশে। অনুমান হইল প্রাচীরের অপর দিকে কোন মই বা দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে। ব্যক্তিটী তদুপরে দাঁড়াইয়া ও প্রাচীরের উপর আপন বক্ষঃস্থলের ভর দিয়া নিম্নদেশ লক্ষ্য করিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্রেই প্রাঙ্গণস্থিত দুইটী কুক্কুর প্রাচীরের নিম্নে দুইটী পা তুলিয়া উৰ্দ্ধমুখে ক্রমান্বয়ে চীৎকার করিতে লাগিল।

বাড়ীটীর নিস্তব্ধতা ভগ্ন হইল। অকস্মাৎ দস্যু আমেদ ও তাহার সহচরী একটী প্রদীপ লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। আমেদ কুক্কুরদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কিরে কি হয়েছে -কি হয়েছে।"

এই সময় প্রাচীরের উপরস্থ নরমুণ্ড অবসৃত হইল। আমেদ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উৰ্দ্ধমুখে প্রাচীরের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অবশেষে কুক্কুরদ্বয়ের মাথা চাপড়াইয়া বলিল, "থাক্ থাক্—ভয় নাই—ভয় নাই, কেহই না।" এইরূপ বলিয়া তাহারা উভয়েই চলিয়া গেল।

সে রাত্রে আর আমি কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। যে মূর্ত্তি আমি প্রাচীরের উপরিভাগে দেখিয়াছিলাম, সে মূর্ত্তি আর নাই। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া উৰ্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া রহিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে নিরাশ হইয়া আপন শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলাম।

এ সময় পাঠক মহাশয় আমার মনের অবস্থা কিরূপ, তাহা জানিতে পারিবেন; আমি নিরাশ হইয়া অকূল পাথার ভাবিতে

লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু উপায় দেখিলাম না—অবশেষে আপন অবস্থা চিন্তা করিয়া হুতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি এরূপে কাঁদিয়া ছিলাম তাহা জানি না, যেহেতু এ অবস্থায় আমি সময়ের কিছু নিরূপণ কার নাই, সুতরাং কখন যে ঘুমাইয়া ছিলাম, তাহাও বলিতে পারি না।

এক্ষণে বেলা প্রায় ৮টা। জাগ্রত হইয়া দেখিলাম, আমার গৃহের জানালাগুলি পূর্ব্বরাত্রে যেরূপ বন্ধ ছিল সেইরূপই বন্ধ আছে, শুদ্ধমাত্র যে জানালাটীতে বসিয়া আমি প্রাচীরের উপরিভাগ লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহারই কিয়দংশ মুক্ত। সেই মুক্ত বাতায়ন হইতে সূর্য্যের আলো আসিয়া আমাকে প্রাতঃকালের পরিচয় দিল। আমি প্রত্যহই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মশারির ভিতর জগদী-শ্বরকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতাম এবং শয্যা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আমার গৃহস্থ দর্পণের সন্নিকট হইয়া মুখ দেখিতাম।

আজ আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া দর্পণে মুখ দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, আমার পূর্ব্বে যেরূপ সৌন্দর্য্য ছিল, সেরূপ সৌন্দর্য্য নাই। আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক দুর্ব্বল ও মলিন হইয়াছি—দুশ্চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে শ্রীভ্রষ্ট হইতেছি। সেরূপ শ্রী নাই—সেরূপ লাবণ্য নাই, আমার চক্ষের কোণ বসিয়া গিয়াছে, মুখ শুষ্ক হইয়াছে; বিশেষ চুলগুলি অপরিষ্কার, কবরী প্রায় অর্দ্ধমুক্ত; যেহেতু আজ তিন চারি দিন হইল এই কারাগৃহে আসিয়া এক দিনের জন্যও আমি চুল বাঁধিতে বসি নাই। আমার সহৃদয়া পাঠিকা মনে করিবেন যে, হীরাপ্রভা এইবার তাহার রূপের পরিচয় দিতে বসিল, কিন্তু তাহা নহে, হীরা রূপ ভাল বাসে

না, হীরা রূপের গৌরবও করে না, বরং নিন্দা করে; হীরা বলে যে, যে স্ত্রীলোকের রূপ আছে, তাহার পদে পদে বিপদ,—পদে পদে ভয়,—পদে পদে আশঙ্কা।—হীরার বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার দৃষ্টান্তের স্থল।

আমি দর্পণে মুখ দেখিয়া রূপের নিন্দা করিতে লাগিলাম, ভাবিলাম, রূপ! তুমি যদি বিরূপ হইতে, তাহা হইলে কেহ আমাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত না, কেহ আমাকে এরূপ কারাবদ্ধ করিয়া বিপদসাগরে মগ্ন করিত না। তুমি যতই শীঘ্র আমাকে পরিত্যাগ কর ততই শ্রেয়ঃ—ততই উত্তম।

আমি দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনা আপনি এইরূপ বলিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ আমার দর্পণের উপর নিম্নলিখিত কয়েকটী অক্ষর দেখিতে পাইলাম :——

"অদ্য কুক্কুর হত হইবে,—রাত্রি সেই সময় পলায়ন করিও—নতুবা অদ্য রজনীশেষে তোমার সতীত্ব অপহৃত হইবে।"

পড়িবামাত্রই আমি বিস্মিত হইলাম, "সতীত্ব অপহৃত হইবে!!!" আমার বুক শুখাইয়া গেল, হৃদয়ে ঘন ঘন আঘাত হইতে লাগিল! আমি আমার পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, আমার দর্পণ সম্মুখস্থ মুক্ত বাতায়নের বহির্ভাগে ও কূপের সন্নিকট প্রাচীরে একখানি হস্তলিপি বড় বড় অক্ষরে লিখিত হইয়া ঝুলিতেছে। দর্পণখানি মুক্ত বাতায়নের ও তৎপশ্চাতস্থ কূপ ও প্রাচীরের প্রতিকূলে অবস্থিত থাকায় প্রাচীরের ঝুল্যমান হস্তাক্ষর গুলি দর্পণে আসিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। আমি দেখিবামাত্রই দ্রুতপদে সেই প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া হস্ত-

লিপিখানি টানিয়া লইলাম। ইহা উর্দ্ধদেশে একটী সূতার দ্বারা ঝুল্যমান ছিল। যাহাহউক আমি গৃহে আসিয়া সেই হস্তলিপিখানি পড়িবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পড়িতে পারিলাম না, যেহেতু ইহার অক্ষরগুলি সমুদায়ই বিপরীত ছাঁদে লিখিত, সেই জন্য দর্পণে ইহা এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইল। আমি পুনরায় দর্পণের নিকট আসিয়া সেইখানি সেইরূপে ধরিলাম; দর্পণে পুনরায় লক্ষিত হইল,——

"অদ্য কুক্কুর হত হইবে; রাত্রি সেই সময় পলায়ন করিও—নতুবা রজনীশেষে তোমার সতীত্ব অপহৃত হইবে।"

শেষ পংক্তিটী পড়িবামাত্রই আমি অনন্যগতি হইয়া সেই স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক করযোড়ে ঈশ্বরের স্তব কবিতে লাগিলাম।

চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্রই অশ্রুধারা দ্রুতবেগে আসিয়া আমার গণ্ডদেশ অতিবাহিত করিয়া গেল, আমি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। "হে ঈশ্বর! তুমি জগতের অধিপতি, তুমি ধর্ম্মের আবহ, তোমার সহবাসে থাকিয়া আমাকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়—তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে জগতের অধিপতি! তুমি জগতের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র প্রাণী পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকলকেরই রক্ষক, এই অবলা কামিনী কি তোমার শরণাপন্ন হইলে রক্ষা পাইবে না? এ অবলা নিঃসহায় কামিনীকে আর কে রক্ষা করিবে? দয়াময়! তুমি বিপদ-ভঞ্জন! তুমি আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তুমি ত জান যে, স্ত্রীলোকের সতীত্ব ব্যতীত এমন কোন মহারত্ন নাই, যাহা তোমার ঐ পবিত্র চরণে অর্পিত হয়—আমার সতীত্ব রত্ন তোমার

চরণে অর্পিত হইল। দেব! তুমি ইহাকে রক্ষা কর। তুমি জগতের রক্ষক, এই কাঙ্গালিনীর একটীমাত্র রত্ন তোমার কাছে গচ্ছিত হইল। দেখিও, কেহ যেন ইহাকে অপহরণ করিতে না পারে। অধিক কি বলিব আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" এইরূপ বলিয়া আমি আপন অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলাম ও কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি করিয়া মুখ প্রক্ষালনে গমন করিলাম।

অদ্য দিবাভাগে আর এমন কোন ঘটনা হয় নাই, যাহা আমি এস্থলে পাঠক ও পাঠিকাদিগকে জ্ঞাত করি। রাত্রিকালে সেই ১টার পর আমি পুনরায় আপন গৃহের বাতায়নগর্ভে বসিয়া রহিলাম। পূর্ব্বমত আমার সমস্ত জানালা ও গৃহদ্বার আবদ্ধ—ঘরে আলো নাই—অন্ধকার, সেজটী নির্ব্বাপিত, আমি জানালায় বসিয়া এক একবার প্রাচীরের উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বরাত্রের অপেক্ষা আজ আমার হৃদয় আরও অধৈর্য্য হইতে লাগিল—অধিক ব্যস্ত হইলাম! মনে মনে ভয়, আতঙ্ক, নৈরাশ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল,ভাবিলাম, আজ রজনীশেষে আমি পরপুরুষের কবলে পতিত হইব,—আমার সতীত্ব নষ্ট হইবে—দেহ অপবিত্র হইবে; শরীর শিহরিয়া উঠিল—মনে মনে যার পর নাই চিন্তিত হইতে লাগিলাম—বুকের ভিতর কে যেন ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল। আমি আগ্রহের সহিত এক দৃষ্টে সেই প্রাচীরের উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম, রাত্রি ১টা বাজিয়া গেল, ২টাও বাজিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কাহারও দেখা নাই; কাল ১টার পর আমার পরিত্রাণকারী যুবকের দর্শন পাইয়াছিলাম, কিন্তু আজ দুইটা বাজিয়া

গেল, কাহারও দেখা নাই—মন অস্থির হইল, উদ্বিগ্নতায় গৃহের অভ্যন্তরে পাইচারি করিতে লাগিলাম—ঘন ঘন জানালায় আসিয়া বসিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, যদি অদ্য রাত্রে পলাইতে না পারি এবং যদি সেই ব্যক্তি আজ না আইসে, তাহা হইলে আমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে। এই চিন্তাই প্রবল হইতে লাগিল। এমন সময় অকস্মাৎ প্রাচীরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বরাত্রের ন্যায় সেইরূপ একটী মুখাবয়ব দেখা যাইতেছে—হৃদয় আশ্বস্ত হইল। একদৃষ্টে সেই দিকেই চাহিয়া রহিলাম। ব্যক্তিটী প্রাচীরের উপর বক্ষঃস্থল রাখিয়া নিম্নদেশ দৃষ্টি করিতেছে। এমন সময় কুক্কুরদ্বয় উর্দ্ধমুখে চীৎকার করিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার অপনা আপনি নিস্তব্ধ হইল। দস্যু আমেদ এই সময় একবার প্রদীপহস্তে বহির্গত হইয়া কুক্কুরগুলির নিকটবর্ত্তী হইল, দেখিল তাহারা মুখ অবনত করিয়া কি খাইতেছে, সেই জন্য আমেদ সে বিষয় বিশেষ মনোযোগ না করিয়া পুনরায় আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। আমি এখনও একদৃষ্টে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া আছি, দেখিলাম, যে সময় আমেদ গৃহের বাহিরে আসিয়াছিল, সে সময় প্রাচীরের উপরিস্থিত মনুষ্যের মুখাবয়বটী লুক্কায়িত হইয়াছিল—পুনরায় নতমুখে প্রাঙ্গণের দিকে দেখিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রাচীরের উপর হইতে একটী দূরপ্রক্ষেপণ লাণ্ঠনের আলোক আসিয়া কুক্কুরদ্বয়ের শরীরে পতিত হইল। আমি দেখিলাম, কুক্কুর দুটী ভূমিতে পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে। অনুমান করিলাম, বোধ হয় উপর হইতে কুক্কুরের জন্য যে খাদ্যসামগ্রী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে কোনরূপ বিষ মিশ্রিত থাকিবে, সেই জন্যই

ইহারা এরূপ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। যাহাহউক লাঠনের আলোকটী একবার কুক্কুরের উপর পতিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ আবার সরিয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর দেখিতে পাইলাম না, ঊর্দ্ধে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম, ব্যক্তিটী প্রাচীরের উপরিভাগে উবু হইয়া বসিয়া নিম্নদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরেই পুনরায় সেই দূবপ্রক্ষেপণ আলোকটী কুক্কুরদিগের শরীরে পতিত হইল। দেখিলাম, কুক্কুরগুলি মৃত, তাহারা স্পন্দহীন!! দেখিবামাত্রই আমি মনে মনে যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। এই সময় একবার সেই লাঠনের আলোকটী অকস্মাৎ আসিয়া আমার মুখে পড়িল; পুনঃ পুনঃ একবার আমার জানালার নিকট ও একবার ঐ কুক্কুরদিগের শবদেহে পতিত হইতে লাগিল, আমি বুঝিলাম, প্রাচীরের উপরিস্থিত ব্যক্তিটী দূবপ্রক্ষেপণ আলোক দ্বারা আমাকে কুক্কুরের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাত করিতেছে।

পরক্ষণেই আমি সেই দূরপ্রক্ষেপণের আলোক দ্বারা দেখিতে পাইলাম, প্রাচীরের নিম্নদেশে একটী বড় বেতের ঝুড়ি রহিয়াছে, ঝুড়িটী একগাছা লম্বা কাছিতে সংলগ্ন হইয়া প্রাচীরের উপরিস্থিত একটী বড় কপিকলে সংযোজিত রহিয়াছে। ঝুড়িটীর উভয়পার্শ্ব এরূপ কাছি দ্বারা বাঁধা যে, তাহার মধ্যভাগে বসিলে কোনরূপে পড়িবার ভয় নাই। আমি এইটী দেখিবামাত্রই আনন্দিত হইয়া অনতিবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলাম ও উপাধানের নিম্ন হইতে লৌহসিন্দুকের চাবিটী লইয়া সিন্দুক হইতে গহনার বাক্স ও নোটগুলি সংগ্রহ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলাম।

এক্ষণে বাড়ীটী নিস্তব্ধ—কাহারও শব্দমাত্র নাই; আমি আস্তে আস্তে পদবিক্ষেপ করিয়া দস্যু আমেদের গৃহদ্বারে গিয়া কর্ণপাত করিলাম—শুনিলাম, তাহাদিগের নাসিকার শব্দ হইতেছে, ঘোর নিদ্রা। এই সময় দূরপ্রক্ষেপণের আলোক আসিয়া পুনঃ পুনঃ একবার আমার গায়ে, একবার কুক্কুরের শবদেহে ও একবার প্রাচীরের নিম্নস্থ ঝুড়িটীতে পড়িতে লাগিল। আমি আমার পরিত্রাতার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রাচীরের নিম্নদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া আমার ভয় হইল, ভাবিলাম, এই বেতের ঝুড়িটীর উপর বসিয়া কিরূপে প্রাচীর অতিক্রম করিব? যদি হঠাৎ পড়িয়া যাই, তাহা হইলে অপঘাতে মৃত্যু হইবে! কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। পরক্ষণে স্মরণ হইল, অদ্য রজনীশেষে আমার সতীত্ব অপহৃত হইবে!! স্ত্রীজাতির সতীত্বে জলাঞ্জলি দেওয়া অপেক্ষা অপঘাত মৃত্যুই শ্রেয়ঃ! সাহসে ভর করিয়া আমি ঝুড়িটীর উপরে বসিলাম। এই সময় একবার দূরপ্রক্ষেপণ লণ্ঠনের আলোকটী আসিয়া আমার শরীরে পতিত হইল—পরক্ষণেই আমি আস্তে আস্তে প্রাচীরের উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরেই আমি প্রাচীরের শিখরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। আমি যে সময় প্রাচীরের উপর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে সময় আমার উদ্ধারকারী যুবক তথায় ছিল না। সে প্রাচীরের অপরদিকের ভূমিতলে দাঁড়াইয়া নিম্ন হইতে কাছি টানিতেছিল, আমাকে প্রাচীরের উপরিভাগে দেখিয়া একখানি দীর্ঘ বাঁশের মই দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল ও আমার মুখপানে

চাহিয়া আপন অধরের মধ্যদেশে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক ইঙ্গিত করিল, "চুপ্! আস্তে আস্তে বলিল, তুমি এই মই দিয়া নামিতে পারিবে?"

একে সে সময় ভয়ে আমার শরীর কাঁপিতেছিল, তাহাতে প্রাচীরের নিম্নদেশ নিরীক্ষণ কবিয়া আমি আরও ভীত হইলাম, বলিলাম, "না—আমার শরীব কাঁপিতেছে—পড়িয়া যাইব।"

যুবক। "উত্তম, তবে তুমি পুনরায় এই ঝুড়িটীর উপর বোসো, ভয় নাই; আমি নীচে হইতে সজোরে কাছি ধরিয়া থাকিব এবং তুমি ইহাতে উপবেশন করিলে আমি আস্তে আস্তে কাছিটী ছাড়িয়া দিয়া তোমাকে নীচে নামাইয়া লইব।" এইরূপ বলিয়া যুবক প্রাচীরের বহির্ভাগে কপিকলটী সংলগ্ন করিয়া নীচে নামিয়া গেল, আমি পূর্ব্বমত ঝুড়িটীর উপর বসিলাম, ব্যক্তিটী আস্তে আস্তে কাছি ছাড়িয়া দিয়া আমাকে নীচে নামাইতে লাগিল—কিয়ৎক্ষণ পরেই আমি ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলাম।

আমি ঝুড়ি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইবামাত্রই আমার উদ্ধারকারী যুবক বলিল, "চল—আর এখানে অধিকক্ষণ বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখনই দুইজন লোক এই পথ দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবে—তোমার গৃহে যাইবার কথা আছে।

আমি শুনিবামাত্রই শশঙ্কিত হইলাম। যুবক তৎক্ষণাৎ পদতলস্থ কাছিটী ও প্রাচীরসন্নিবেশিত মইখানি নিকটবর্ত্তী ধান্যক্ষেত্রের ভিতর ফেলিয়া দিয়া আমার অগ্রসর হইল—আমিও দ্রুতপদে তাহার অনুগামী হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৃহে।

"This is my home, my native land!
Whose heart hath ne'er within him burned,
As home his footsteps he hath turned?"

Sir. W. Scott.

রাত্রি অবসন্নপ্রায়। ত্রিযামা রজনীর দ্বিযাম গত হইয়াছে—অবশিষ্ট ভাগ আছে। কিন্তু এখনও অন্ধকার—ঘোর নৈশ অন্ধকার।—নিবিড় ঘনঘটায় কালিমাবরণে নিশাদেবী জাগিতেছেন; দেখিলে ভয় হয়—শরীর রোমাঞ্চ হয়—জগতের প্রলয়ভাব মনে হয়! তবে কি প্রলয়?—না—মাথার উপর তারকামণ্ডলী জাগিতেছে—সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আকাশ কোটিচক্ষে দৃষ্টি করিতেছে; দেখিতেছে, নৈশ অন্ধকারের মধ্যে আমি ও আমার সমভিব্যাহারী যুবক একটী বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছি। যুবকের হস্তে দূরপ্রক্ষেপণ লাণ্ঠনের আলোক। আলোকটী দূরে পতিত হইয়া এক একবার আমাদিগকে পদসঞ্চালনের পথ নিরূপণ করিয়া দিতেছে ও এক একবার পার্শ্বস্থ ধান্যক্ষেত্রে গিয়া পড়িতেছে। এ সময় আমরা উভয়েই নীরব—কাহারও মুখে কোন শব্দমাত্র নাই; মনে যাহাই থাক্, কারাগার পশ্চাতে—অদূরবর্ত্তী অট্টালিকার অন্ধতম দৃশ্য এখনও আমাদিগের পশ্চাতে অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং আমরা উভয়েই বাক্‌শূন্য—উভয়েই পলাতক।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা কারাগৃহের অন্যতম দৃশ্য অতিক্রম করিলাম। আমি আমার সমভিব্যাহারী যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "আমি আপনার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। অধিক কি, যদি আমার এই কৃতজ্ঞহৃদয় খুলিয়া দেখাইবার হইত—দেখাইতাম।"

যুবক বলিল, "প্রশংসার আবশ্যক নাই—আমি কাহারও উপকার করি নাই?"

আমি বলিলাম, "কেন?"

যুবক। টাকা লইয়াছি।

আমি বলিলাম, "মহাশয়! অবলা নিঃসহায় কামিনীর যে সতীত্ব রক্ষা করে, তাহার ঋণ কি টাকা দিয়া পরিশোধ করা যায়?"

"যথেষ্ট, আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়! আমার কৃতজ্ঞতার উপরহারস্বরূপ আমি আপনাকে কতকগুলি বহুমূল্যের অলঙ্কার দিতে ইচ্ছা করি, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করেন।"

"না—আবশ্যক নাই।"

"কেন?"

"পরে যদি কোন দায়ে পড়িতে হয়?—পরস্ব গ্রহণ করিব না।"

আমি বলিলাম, "দায় কিছুই নহে—পরস্ব হইলে আমিও গ্রহণ করিতাম না।"

"উত্তম, কিন্তু দায়ে পড়িলে, তোমাকেও বিপদে পড়িতে হইবে। সেই জন্য আরও লইতে ইচ্ছা করি না।"

"আপনি যথার্থই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, সেইজন্য আমি আপনাকে

হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করি—কিন্তু আপনাকে কোন দায়ে পড়িতে হইবে না—সে বিষয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার বিপদ হইলে আমি তজ্জন্য প্রাণ দিতে কাতর নহি।”

যুবক। তোমার স্থায় সচ্চরিত্রা ও ধর্ম্মপরায়ণা কামিনী যে, আমার জন্য প্রাণ দান করে এরূপ সৌভাগ্য আমার নহে, যদি হয়—তাহা হইলে কি এই বহুমূল্যের অলঙ্কারগুলি তদপেক্ষা বাঞ্ছনীয়?

আমি নিস্তব্ধ হইলাম। অকস্মাৎ লজ্জা আসিয়া আমার হৃদয়কে অধিকার করিল। আমি মস্তক অবনত করিয়া রহিলাম। এ সময় আমরা উভয়েই নিস্তব্ধ—উভয়েরই মন যেন আর এক দিকে ধাবিত। যুবকের কোন্ দিকে মনের গতি তাহা আমি জানি নাই। আমার মনের ভাব যে দিকে গিয়াছিল, সে দিকে আমার ন্যায় কুলকামিনীর যাওয়া উচিত নহে। সেইজন্য সে কথা এস্থলে উল্লেখ করিলাম না। লজ্জায় অবনতমুখে যুবকের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দূর যাইয়া যুবক আমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া অকস্মাৎ তাহার হস্তস্থিত আলোকটী আমার মুখে নিক্ষেপ করিল। আমি তাহার দিকে চাহিয়া পুনরায় মস্তক অবনত করিলাম।

যুবক বলিল, “হীরাপ্রভা! তোমার যদি একান্তই ইচ্ছা হয় যে, আমি তোমার অভিপ্রেত অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করি, তাহা হইলে দাও—আমার লইবার আপত্তি নাই।” এইরূপ বলিয়া সে আমার হস্ত হইতে অলঙ্কারের বাক্সটী লইল।

আমি মনে মনে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলাম, “মহাশয়! আমার নিকট আরও ৯০০ ৲টাকার ব্যাঙ্ক নোট আছে,

যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি তাহাও আপনাকে দিতে পারি।”

যুবক বলিল, “তুমি লও—আমার আবশ্যক নাই।”

“কেন?”

“তোমার পিতার ঋণ আছে পরিশোধ করিবে।”

আমি আশ্চর্য্য হইলাম। ভাবিলাম, এ ব্যক্তি আমার পিতার ঋণ কিরূপে জানিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার নাম?”

“রামপ্রসাদ।”

“পদবী কি?”

“বলিব না।”

“কেন?”

“চিনিতে পারিবে।”

“ক্ষতি কি?”

“প্রয়োজনই বা কি?”

আমি আর কোন প্রশ্ন করিলাম না, নিরুত্তরে তাহার সমভিব্যাহারে চলিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যুবক বলিল, “হীরাপ্রভা! তোমার বাড়ী এখনও এক ক্রোশ। তোমাব পথ চলিতে কষ্ট হইতেছে?”

আমি বলিলাম, “না—কিছু না। মহাশয়! আপনি আমাকে চিনেন্।”

“হাঁ—তুমি বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কন্যা, বাড়ী গোবিন্দপুর।”

আমি বলিলাম, “তবে আপনি আমাকে ওরূপ উপায়ে কারামুক্ত করিলেন কেন? আমার বাড়ীতে যাইয়া আমার পিতা ও ভ্রাতাকে

সংবাদ দিলে, তাঁহারা সকলে আসিয়া পুলিসের দ্বারা আমার ধৃত-কারী দস্যু ও আর আর সকলকেই আবদ্ধ করিত এবং আমিও কারামুক্ত হইতাম।”

যুবক বলিল, “বুঝ্‌লে না, তাহা হইলে তোমার দুর্নাম হইত। সকলে জানিত যে, তুমি অপর পুরুষকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তিন চারি দিন অন্যত্রে বাস করিয়াছিলে—সংবাদপত্রেও এ বিষয় লিখিত হইত।”

আমি শুনিবামাত্রই যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলাম, আপনার কাছে আজীবন ঋণী রহিলাম, আপনি যথার্থই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। ভাল, আপনি কি বলিতে পারেন, কে আমাকে এরূপ মন্ত্রণা করিয়া কারাবদ্ধ করিয়াছিল?”

“জানি না—কিছুই জানি না।”

“ভাল, তবে আপনি একজন দস্যুর নিকট কিরূপে পরিচিত হইলেন?”

যুবক বলিল, “সে কথা তুমি কিরূপে জানিলে?”

“আমি আপনাকে একরাত্রি দস্যু-সহচরীর গৃহে দেখিয়াছিলাম।”

যুবক বলিল, “আমি জানিতাম না যে, এ ব্যক্তি দস্যু। কলিকাতা হইতে আসিয়া আমি একটী চাকরীর অনুসন্ধান করিতেছিলাম। আমারই একটী বন্ধু বলিল যে, আমি তোমাকে একটী লোকের নিকট বলিয়া দি. সে যদিও জাতিতে কাফ্রি, কিন্তু তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? সে তোমাকে আপাততঃ ৩০৲ টাকা দিবে, তন্মধ্যে তাহারই কোন কার্য্যের জন্য তোমার ১৫৲ টাকা ব্যয় হইতে পারে, আর ১৫৲ টাকা তোমার নিজের থাকিবে। আমি তাহাতেই সম্মত হইয়া দস্যু আমেদের নিকট পরিচিত হইলাম ও তাহা-

রই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। পূর্ব্বে যদি জানিতাম যে, আমেদ একজন কদাচারী দস্যু—এরূপ একজন স্ত্রীলোককে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে এইরূপই করিয়া থাকে, তাহা হইলে কখনই আমি তাহার কার্য্যে নিযুক্ত হইতাম না।"

আমি মনে করিলাম, তবে আমেদই আমাকে কারাবদ্ধ করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল যে লোকটী আমার গৃহে খাদ্যসামগ্রী রাখিতে আসিত, সে কে?—সে কি যথার্থই কালা?"

যুবক বলিল, "সে আমারই লোক, আমিই তাহাকে তোমার খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমেদের আদেশ অনুযায়ী আমিই তাহাকে এরূপ বধিরের ন্যায় কার্য্য করিতে কহিয়াছিলাম।

আমি তাহার কথা শুনিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলাম, কিন্তু কোন কথা না বলিয়া আপন মনে চিন্তা করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দূর যাইয়া আমার আর একটী গুরুতর বিষয় স্মরণ হইল, আমি তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলাম, "মহাশয়! আর একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন।

"আশ্চর্য্য কি—বলিব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল আপনি কি বলিতে পারেন, দস্যুসহচরীর গৃহে আর একজন যুবা পুরুষ কে আসিত?"

জানি না—"শুনিয়াছি তাহার নাম গিরীশ!" সেই ব্যক্তিই দস্যুসহচরীর নিকট হইতে ৫২৲ টাকা অপহরণ করিয়া পলাইয়াছে।"

শুনিবামাত্রই আমি চমকিত হইলাম। ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ!—গিরীশ!—আমার দাদা!!—না—এরূপ হইবে না! জিজ্ঞাসা করিলাম, "পদবী কি?"

"জানি না।"

"বাড়ী কোথায়?"

"গোবিন্দপুর।"

আরও বিস্মিত হইলাম। মনে মনে ভয় ও সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ভাবিলাম, আমাদিগের গ্রামে আর গিরীশ কে? থাকিতেও পারে—আশ্চর্য্য কি?—আমি কাহাকে চিনি? মনে করিলাম, আমার সমভিব্যাহারী যুবক জানে না যে, আমারই ভ্রাতার নাম গিরীশ, তাহা হইলে সে অবশ্যই বলিত, "তোমারই ভাই দস্যু-সহচরীর টাকা অপহরণ করিয়া আনিয়াছে।" সেইজন্য তাহাকে আর কোন কথা বলিলাম না, আপন মনে চিন্তা করিতে করিতে তাহার সঙ্গে যাইতে লাগিলাম।

এক্ষণে রজনী প্রায় ভোর। নৈশ অন্ধকার অবসন্নপ্রায়। অন্ধকারের মধ্যে প্রাতঃকালের ঈষৎ আলোক আসিয়া মিশিয়াছে। আকাশপট আলোক ও অন্ধকারে মিশ্রিত হইয়া নববিভাকরের শুভাগমনের পূর্ব্বপরিচয় দিতেছে। ঈষৎ আলোক ও অন্ধকার বলিয়া ক্ষেত্রস্থ শস্যবৃক্ষের অবয়ব ছায়ারূপে লক্ষিত হইতেছে। একে কার্ত্তিকমাস, তাহাতে রজনী বিগতপ্রায়; সুতরাং সমীরণ শীতল বলিয়া অনুভব হইতেছে। আমি এইরূপ সময়ে সমভিব্যাহারী যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কতদূর?"

"প্রায় দেড়ক্রোশ আসিয়াছি। গোবিন্দপুর পৌঁছিতে আর অর্দ্ধক্রোশ আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা যে গ্রাম হইতে আসিতেছি, তাহার নাম কি ?"

"খুল্লার গ্রাম।"

"ভাল, গ্রামখানির চারি পার্শ্বে ত ধান্য ক্ষেত্র, কিন্তু ইহা মধ্যে কেবল একখানি অট্টালিকা কেন—যাহাতে আমি কারাবদ্ধ ছিলাম ?"

যুবক বলিল, "পূর্ব্বে এই গ্রামখানি যে ব্যক্তির ছিল, তিনি ঐ বাটীতে আসিয়া কাছারি করিতেন; ইহার অভ্যন্তরে কোষাগার থাকিত, সেইজন্য বাড়ীটী ওরূপ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এক্ষণে ঐ জমিদারিটী কাহার ?"

"নিশ্চয় জানি না, শুনিয়াছি, এক্ষণে তোমাদিগের গ্রামের অবতার বাবুর।"

শুনিবামাত্রই আমি বিস্মিত হইলাম! অবতার বাবুর এই জমিদারী!! তবে কি মন্মথই আমার এরূপ কারাগমনের কারণ ? হয় ত মন্মথই আমাকে ষড়যন্ত্র করিয়া দস্যুকর্তৃক ধৃত করাইয়া থাকিবে! দস্যু সহচরীর গৃহের পার্শ্ব দিয়া এক রাত্রে শুনিয়াছিলাম যে, দস্যু আমেদই মধ্যে মধ্যে এই বাটীতে স্ত্রীলোক আনিয়া উপস্থিত করিত এবং কিছুদিন পরে ছাড়িয়া দিত। তবে কি সে সমস্ত মিথ্যা কথা ? তবে কি মন্মথই দস্যু আমেদের মন্ত্রী ? মন্মথই কি স্ত্রীজাতির সতীত্ব অপহরণ করিবার জন্য এই বাড়ীটী মুক্ত রাখিয়াছে! আশ্চর্য্য কি ? বিস্মিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমি সমভিব্যাহারী যুবককে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। কিয়ৎক্ষণের পর আমরা গোবিন্দপুরে আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রভাত হইল, নবদিবাকর পূর্ব্বদিকে উদয় হইতে লাগিলেন। গোবিন্দপুর অতি সুন্দর গ্রাম; চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ লতাদিতে আচ্ছাদিত, রাস্তার পার্শ্বে কোথাও গৃহস্থদিগের পুষ্করিণী, কোথাও বাগান, কোথাও বা অন্দরমহলের প্রাচীর-বেষ্টন। সূর্য্য-রশ্মি, নির্দ্দোষ পরিপূর্ণ বালকের মুখের ন্যায় গাছের আগায়, পুষ্করিণীর জলে, প্রাচীরের ঊর্দ্ধভাগে পড়িয়া হাস্য করিতেছে। আমি ইতি-পূর্ব্বে কখন বাটী হইতে বহিস্কৃত হই নাই; আমার সমভিব্যাহারী যুবকের মুখে, স্থানটী গোবিন্দপুরের শেষসীমা শুনিয়া বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মাতৃভূমির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন পুলকিত হইল; পথকষ্ট বিস্মৃত হইলাম।

কিয়দ্দূর আসিয়া যুবক বলিল, "হীরা! ঐ তোমাদিগের বাড়ীর ছাদ দেখা যাইতেছে।" আমি শুনিবামাত্রই আহ্লাদে চাহিয়া দেখিলাম, দ্বিতলের উপরকার একটী জানালা খোলা রহিয়াছে। দেখিবামাত্রই পিতা মাতাকে আমার মনে পড়িল; আমি দ্রুতপদে বাটীর দিকে যাইতে লাগিলাম।

আমি এরূপ আগ্রহের সহিত গমন করিতেছিলাম যে, যুবক যে আমার পশ্চাতে আসিতেছিল, তাহা আমার স্মরণ ছিল না;—তাহা হইলে কখনই আমি তাহাকে আমাদিগের বাটীর নিকটবর্ত্তী হইতে বলিতাম না। যেহেতু পাঠক মহাশয় জানিবেন, আজ তিন চারি দিন আমি বাড়ী ছিলাম না; অতএব এই তিন চারি দিনের পর এরূপ প্রাতঃকালে একজন অপরিচিত যুবকের সহিত

বাটীতে প্রবেশ করা নিতান্ত নিন্দনীয়; কোন প্রতিবাসী দেখিলে হয় ত আমার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন।

যে সময় আমি বাটীর নিকটবর্ত্তী হই, সে সময় দিগম্বর বাবুর কনিষ্ঠ ভগিনী তাহাদিগের খিড়কীর পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিতে-ছিলেন, তিনি আমাকে ও আমার সমভিব্যাহারী যুবককে দেখিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

আমি তাহাকে দেখিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া খিড়কীর বাগান দিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিলাম। যে সময় আমি বাটীতে প্রবেশ করি, সে সময় দাদা বহির্দ্দেশ হইতে বাটীর ভিতর যাইতে-ছিলেন, আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা কোথায়? তিনি কি কারামুক্ত হইয়া বাটীতে আসিয়াছেন?"

দাদা অবজ্ঞাভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, সেই রাত্রেই আমি তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া আনিয়াছি;—টাকা আমার সেই বন্ধুর নিকট হইতেই পাইয়াছিলাম।" কিন্তু আমাকে বাটী বহির্গমনের কারণ কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

দাদার এরূপ বাক্য শুনিয়া দস্যু-সহচরীর সহিত রামপ্রসাদের কথোপকথনগুলি আমার মনে পড়িল। ভাবিলাম, সেই রাত্রেই দস্যু-পত্নীর নিকট হইতে ৫২৲ টাকা অপহৃত হয়। পাঠক মহাশয় একথা বিস্মৃত নহেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না, তাহার কারণ এই যে, ঐ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি তচ্ছ্রবণে লজ্জিত হইবেন। আর দ্বিতীয়তঃ তাঁহার প্রণয়সম্বন্ধে, আমার ন্যায় কনিষ্ঠ ভগ্নীর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না।

দাদাও সে বিষয়ের আর কোন কথা না বলিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরা! তুমি বাটী হইতে কোথায় গিয়াছিলে এবং এতদিনই বা কোথায় ছিলে। আমি ও পিতা পর দিন তোমার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। জানি না তোমার গৃহপরিত্যাগের কথা কিরূপে গ্রামে প্রকাশ হইয়াছে; কিন্তু তোমার জন্য গ্রামবাসী-দিগের নিকট আমাদিগের মুখ দেখাইবার যো নাই।"

আমি শুনিবামাত্রেই লজ্জায় অধোবদন হইলাম। কি সর্ব্বনাশ! আমার কলঙ্ক গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছে? গ্রামবাসীরা আমাকে কুলটা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে? আমি ঘৃণায় মরিয়া গেলাম—মনে করিলাম, ইহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কি অপবাদ হইতে পারে! কুলকামিনীর এরূপ অপবাদ শুনা অপেক্ষা অবগাহনে প্রাণত্যাগ করা ভাল;—অকস্মাৎ দুঃখে আমার দুই চক্ষু জলপূর্ণ হইল।

দাদা বলিলেন, "হীরা! তুমি নিরুত্তর রহিলে কেন? এই কয় দিন তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আমি সমস্তই তোমার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি।"

আমি তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্তই বলিলাম। রাত্রে দস্যু আসিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিল, আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম। অরণ্য—বিজন বন, দুরাত্মা আমাকে সেই স্থানে শায়িত করিয়া বলপূর্ব্বক আমার মুখবন্ধন করিল। আমি কারাবদ্ধ হইলাম এবং তথায় তিন দিবস অবস্থিতি করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসি-লাম। ইত্যাদি সমস্তই বলিলাম, দাদাও আগ্রহের সহিত শুনিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি সে সমস্ত কিছুই বিশ্বাস করিলেন না; বরং ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "হীরা! ও সমস্ত উপন্যাসের

কথা; আমি তোমার কাল্পনিক উপন্যাস শুনিতে ইচ্ছা করি না, বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় অনেক উপন্যাস পাঠ করিয়াছি, আর শুনিবার ইচ্ছা নাই।”

আমি তাঁহার মুখে এরূপ বাক্য শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। দাদা আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না, উপন্যাস মনে করিয়া পল্লীবাসীদিগের ন্যায় নিশ্চয়ই আমাকে দুশ্চরিত্রা মনে করিলেন; আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

দাদা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “যাও—যাও, তোমার উপন্যাস তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে শুনাও গিয়া, আমার শুনিবার আবশ্যক নাই।”

আমি তাঁহার কথায় আর কোন উত্তর না করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কি বলিতে পারেন, মা কেমন আছেন?”

“সেইরূপই; তোমার জন্য তিনি অতিশয় কাতর ও উদ্বিগ্ন,—সর্ব্বদাই বিষণ্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।”

মাতৃস্নেহ কি সুন্দর! কি মধুময়!! আমি দাদার কথা শুনিয়া মার প্রতি কৃতজ্ঞ হইলাম ও এবারে তাঁহাকে পিতার ঋণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম।

দাদা বলিলেন, “হীরা! দেখ গিয়া, এতক্ষণ আদালতের লোক আসিয়া আমাদিগের গৃহসামগ্রী নিলাম করিতেছে। বাড়ীটীর চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য। বহির্দ্দেশে নিলামের ঘণ্টা বাজিতেছে। সরিফের পিয়াদা ও প্রতিবাসীসমূহ এবং বাজারের দোকানদারেরা আসিয়া আমাদিগের অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, সমস্তই খরিদ করিয়া লইতেছে। আমি মনে করিয়াছিলাম যে,

বাবাকে কারামুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, আর আমাদিগকে কোন বিপদে পড়িতে হইবে না; কিন্তু যে রাত্রে বাবাকে কারামুক্ত করিয়া আনি, তাহার এক দিবস পরেই আবার এই ব্যক্তি আসিয়া আমাদিগের সমস্ত গৃহসামগ্রী শীল করিয়া গিয়াছিল। এ ব্যক্তি যে কিছুদিন পূর্ব্বে টাকা ডিক্রী করিয়াছিল, বাবার তাহা স্মরণ ছিল না এবং বোধ হয়, তোমারও মনে পড়িবে সেইজন্যই তিনি একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, পক্ষান্তর পর্য্যন্ত আমরা এক প্রকার নিশ্চিন্ত রহিলাম।"

আমি তাঁহার কথায় আর কোন উত্তর না করিয়া বাড়ীর ভিতর আসিলাম। শুনিলাম, বহির্বাটীর দরজায় নিলামকারের ঘণ্টা বাজিতেছে। বাটীতে লোকে লোকারণ্য, দলে দলে লোক আসিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছে; কেহ কেহ বা আমাদিগের গৃহসামগ্রীর ন্যূনতা দেখিয়া উপহাস করত চলিয়া যাইতেছে। আমি যে সময় মাতার গৃহে প্রবেশ করিলাম, সে সময় তথায় কেহ ছিল না, শুদ্ধ পিতা ও মাতা গৃহে উপস্থিত ছিলেন। মাতা স্তব্ধচিত্তে শয্যায় শয়ন করিয়া অবিশ্রান্ত চক্ষের জল ফেলিতেছিলেন। বাবা তাঁহার সন্নিকট একখানি টুলের উপর বসিয়া বিষণ্ণভাবে একদৃষ্টে মার মুখপানে চাহিয়া আছেন। আমি গৃহে প্রবেশমাত্রই মা, আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, বোধ হইল যেন তিনি আমাকে দেখিয়া অধিকতর দুঃখিত হইলেন ও সেইজন্য তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল।

পিতার এক্ষণে সুরাপায়ীর অবস্থা নহে, তিনি আমাকে দেখিবা-

মাত্রই বিস্মিতনয়নে চাহিয়া রহিলেন এবং পরক্ষণেই অকস্মাৎ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

স্নেহপরিপূর্ণ পিতামাতার নয়নে অশ্রুধারা দেখিলে কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়?—কোন্ অকৃতজ্ঞ পুত্র কন্যার হৃদয় না ব্যথিত হয়?—আমি তাঁহাদিগের এরূপ অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম, ও অবশেষে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বলিলাম, "বাবা! আপনি কাঁদিবেন না, আমি আপনার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য টাকা আনিয়াছি, এই লউন।" এইরূপ বলিয়া আমি তাঁহার চরণতলে কারাগার হইতে যে ৯০০৲ টাকা আনিয়াছিলাম, তাহা অর্পণ করিলাম।

পিতা আগ্রহের সহিত নোটগুলি কুড়াইয়া লইলেন, মাতাও বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তৎসমুদায় দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এ সময়ে বোধ হইল, তাঁহারা যেন আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু সে সময় কোন কথা হইল না। যেহেতু নিলামকারী এই সময় কতকগুলি লোকের সহিত সহসা আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিল; সুতরাং তাঁহারা নিরস্ত হইলেন।

ক্রমে ক্রমে গৃহটী জনপূর্ণ হইল। আমি তদ্দর্শনে মাতার শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। গৃহটী যদিও জনতাপূর্ণ বটে, কিন্তু তন্মধ্যে আমাদিগের প্রতিবাসী কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কেবলমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই জনতার মধ্যে আমার এক পূর্ব্বপরিচিত শত্রুকে দেখিতে পাইলাম—ইনি সেই "মন্মথ!" দুরাত্মা আমার প্রতি নেত্রপাত করিবামাত্র যেন বিস্মিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহা গোপন করিয়া জনতার ভিতর মিশাইয়া গেল। আমি মাতার সন্নিকট, সুতরাং মন্মথের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে

পারিলাম না, বরং যাহাতে তাহাকে আর দেখিতে না পাই, সেই জন্য মাতার শয্যার উত্তরদিকে ও আমাদিগের খিড়কীর বাগানের পশ্চাতস্থ একটী মুক্ত বাতায়নে নেত্রপাত করিয়া রহিলাম।

আশ্চর্য্য! অকস্মাৎ আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল!! মুক্ত বাতায়নের অপর পার্শ্বে কে একজন যেন দস্যু-সহচরীর ন্যায় বদাকার স্ত্রীলোক চলিয়া গেল। আমি সভয়ে মাতার সন্নিকট উপবেশন করিয়া খিড়কীর বাগানের দিকে চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। মনে মনে সন্দিহান হইয়া ভাবিলাম, দস্যু-সহচরী কি আমাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে?—না,—দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গুপ্তভাবে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে? আবার মনে উদয় হইল, দাদা কি সেই গিরীশ?—যে গিরীশের কথা আমার পরিত্রাণকারী যুবক বলিয়াছিল।

এই সময় নিলামকারী তাহার সমভিব্যাহারী লোকদিগের সহিত মাতার শয্যার নিকট উপস্থিত হইয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এই পীড়িতা স্ত্রীলোকটীর শয্যা বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন?"

ব্যক্তিটী বলিল, "না—আমার ইচ্ছা নাই।"

আমি তাঁহাকেই পিতার মহাজন বলিয়া স্থির করিলাম, তিনি কৃপা করিয়া মাতার রোগশয্যাটী বিক্রয়ে নিরস্ত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অবসরে দুরাত্মা মন্মথ কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। মহাজন পুনরায় নিলামকারীকে ইঙ্গিত করাতে সে শয্যার

মূল্য ডাকিতে আরম্ভ করিল। আশ্চর্য্য! ভাবিলাম, আমাদিগের এই দরিদ্র সংসারের প্রতি দুরাত্মা মন্মথের কি ভয়ানক শত্রুতা!! আমি এতাবৎ দর্শনে যার পর নাই ব্যথিত হইলাম—দুঃখে অশ্রু-ধারা বহির্গত হইতে লাগিল। আমি মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পিতা তদ্দর্শনে তাঁহার পাওনাদারকে ডাকিয়া তাঁহার অবশিষ্ট যাহা কিছু প্রাপ্য ছিল, চুকাইয়া দিলেন। নিলামকারীর নিলাম বন্ধ হইল।

এক্ষণে বাড়ীটী নিস্তব্ধ। মনুষ্যের জনরব আগন্তুকদিগের প্রত্যাগমনের সহিত চলিয়া গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের বাটীতে এমন একটী জলপাত্র রহিল না, যদ্দ্বারা পিপাসু ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণ হয়। গৃহসামগ্রীর মধ্যে মাতার সেই রোগ শয্যা ব্যতীত আর কিছুই নাই, কিন্তু এ সময় তাঁহারা তদ্বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করিলেন না। মাতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরা! সত্য বল, তুমি আজ কয় দিবস কোথায় গিয়াছিলে? আর কোথা হইতেই বা এই ৯০০৲ টাকা আনিয়া উপস্থিত করিলে? আমি জানি তোমার ন্যায় কুলকামিনী আপন ধর্ম্ম বিক্রয় না করিলে, কেহই এককালীন ওরূপ টাকার অধি-কারিণী হইতে পারে না।" বলিতে না বলিতে তিনি যেন উন্মা-দিনীর ন্যায় অকস্মাৎ শয্যার উপর দণ্ডায়মান হইলেন; একে তাঁহার শরীর নিতান্ত শীর্ণ, তাহাতে অকস্মাৎ শয্যার উপর দণ্ডায়-মান হওয়ায় বোধ হইল, যেন একটী শবদেহ মৃতশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া করযোড়ে বলিতেছে, "হে জগদীশ্বর! আমার এই একমাত্র ধর্ম্মপরায়ণা বালিকাকে যে দুরাত্মা ধর্ম্মভ্রষ্ট করিল,—সে

দুরাত্মা আমার এই নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিল—তুমি তাহার বিচার করিও—তুমি তাহার উচিত মত শাস্তি দিও।” মাতা এইরূপ বলিয়া অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যার উপর পতিত হইলেন।

পিতা তদ্দর্শনে বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন ও বলিতে লাগিলেন, “গুরুদেব! আমি উচিত মত দণ্ডিত হয়েছি—আমি যেমন পাপী, আমি যেমন দুরাচার, আমি যেমন দুষ্কর্ম্মে রত, তদ্রূপ আজ তুমি আমায় শাস্তি দিলে; আজ আমি উচিত মত দণ্ডিত হ'লেম।” এইরূপ বলিয়া তিনি ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, “হীরা! তুই আমার বাড়ী হ'তে চলে যা, আমার সম্মুখ থেকে দূর হ, আমি তোর ন্যায় কুলটার মুখ দর্শন করিতে চাহি না।”

আমি এতাবৎ শ্রবণে কাঁদিতে লাগিলাম ও বলিলাম, “বাবা! আমি অপনাদিগের চরণ স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি যে, আমি কোনরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া টাকা আনি নাই। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আপনাদিগের নিকট নিবেদন করি, আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন।”

পিতা বলিলেন, “না—আর কিছুই শুনিতে চাহি না,—তুই এখনই আমার সম্মুখ হ'তে চলে যা। যখন প্রতিবাসীর নিকট তোর দুর্নাম শুনিতেছি, আর যখন তোর জন্য আমরা কাহারও নিকট মুখ দেখাইতে পারিতেছি না, তখন তোর এবাটীতে আর থাকার আবশ্যক নাই—দূর হ—বেরো—বেরো।”

আমি সজল নয়নে সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম ও মনের দুঃখে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রবাসে।

" Obscurest night involved the sky,
The Altantic billows roared,
When such a destined wretch as I,
Washed head long from on board,
Of friends, of hope, of all bereft,
"My" floating home for ever left."

Cowper.

এক্ষণে কোথায় যাই—কাহারই বা অনুগমন করি? বেলা দুই প্রহর, সূর্য্যদেব মস্তকের উপর প্রখর কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন। নীচে, পল্লীগ্রামস্থ রাজপথের উত্তপ্ত মৃত্তিকায় পদচালনা করা কষ্টসাধ্য। মধ্যাহ্ন বলিয়া পথে মনুষ্য সমাগম নাই, কেবলমাত্র অনতি দূরে দুই একজন কৃষক লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া বাটী গমন করিতেছে। পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষশাখার পল্লবের মধ্যে রৌদ্রতাপ অতিক্রম করিয়া দুই একটী পক্ষী উচ্চরবে চীৎকার করিতেছে—কেহ বা আপন কুলায় বসিয়া সূর্য্যের প্রখর কিরণ অতিক্রম করিতেছে; কিন্তু আমি আবাস-শূন্য, কোথায় যাইতেছি বা কোথায় যাইব, তাহা জানি না। আপন মনেই চলিয়াছি; অনাহারী, নয়নে অশ্রুধারা, মনে উদ্বেগ—হৃদয়ে শোক, নিরাশ। পৃথিবী যেন অন্ধকার। একবার অকস্মাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম দাদা বুঝি আমার অনুগামী হইয়াছেন, কিন্তু কে কোথায়?—কেহই নাই। অভাগিনীর দুঃখে কে দুঃখী হইবে?

কে আমার ক্ষুধার্থ, পরিশ্রান্ত মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিবে? পিতা মাতা বৈরী, আত্মজন বিপক্ষ, অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে ক্লান্ত হইয়া ভাবিলাম, এই স্থানে কোন একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম করি; দেখিলাম, আমার সম্মুখের কিয়দ্দূরে একটী উপবন। বোধ হইল, পূর্ব্বে এই স্থানটী কোন সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থের বাগান ছিল, এক্ষণে ভগ্নাবশেষ হইয়া পড়িয়া আছে। অভ্যন্তরে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ভগ্ন গৃহ। ইহার ছাদের দুই একটী কড়ি দিয়াল হইতে স্খলিত হইয়া নতমুখে গৃহের অভ্যন্তরে পতিত রহিয়াছে। কক্ষটীর দরজা ও জানালা নাই। কেবলমাত্র তাহাদিগের আয়তনের স্থানগুলি গৃহটীর আভ্যন্তরিক অবস্থার পরিচয় দিতেছে। ঘরের ইটগুলি অতি ক্ষুদ্র, দেখিলে বোধ হয়, বহুকালের নির্ম্মিত। যাহাহউক আমি প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম যে, এই ভগ্ন কক্ষের ছায়ায় গিয়া উপবেশন করিব; কিন্তু স্থানটী বৃক্ষ লতায় এরূপ আচ্ছন্ন যে, তথায় যাইতে আমার ভয় হইল, সেই জন্য আমি তাহার অদূরবর্ত্তী একটী বৃক্ষমূলে গিয়া উপবেশন করিলাম।

হায়! এ জগতে আমি পরিত্যক্ত—পথের কাঙ্গালিনী! কেন? এ জগতে আমার কি কেহ নাই? যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে সহায় করিয়া এ পৃথিবীতে বাস করে, পৃথিবী কি তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়?—আত্মজন কি তাহাকে পরিত্যাগ করে?—নিষ্কলঙ্ক পবিত্র জীবন কি এ জগতে দণ্ডনীয়? হা জগদীশ! তোমার রহস্য কে বুঝিবে? তুমি যে রহস্যে এ জগৎসংসারকে পরিচালিত

করিতেছ—যেরূপ রহস্যে আপনাকে পৃথিবী হইতে অপ্রকাশ রাখিয়া জগতের কার্য্য সমাধা করিতেছ—মনুষ্যকে সময়ে সময়ে কত বিপদে ফেলিয়া কতরূপ শিক্ষা দিতেছ—কতরূপ বৈরাগ্য প্রেরণ করিতেছ—কতরূপে হৃদয়কে বলিষ্ঠ করিতেছ—তাহা কে বুঝিতে পারে?—কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে সক্ষম হন? মনুষ্য মনুষ্যের রহস্যই বুঝিতে পারে না, আপনার রহস্যে আপনি অনভিজ্ঞ। ঈশ! তোমার রহস্য কে বুঝিবে? তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছার অভ্যন্তরে কে প্রবেশ করিবে? তুমিই এই রহস্যমূলক বিস্তীর্ণ বিশ্বরূপ মহাপুস্তকে [illegible] তোমার অভেদ্য রহস্য যে বুঝিতে পারে, সেই তোমাকে লাভ করিয়াছে—সেই তোমার মঙ্গল ভাব বুঝিতে পারিয়াছে—সেই নানারূপ বিপদের অভ্যন্তরে পতিত হইয়াও সন্তোষ লাভ করিয়াছে।

আমি এইরূপে একটী বিস্তীর্ণ বৃক্ষমূলে বসিয়া চিন্তা করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম, যেন আমার সম্মুখদৃষ্টির কিছু দূরে জনৈক দীর্ঘকায় কাল স্ত্রীলোক একটী যুবা পুরুষের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে। ভাবে বুঝা গেল, যুবকটীর ইচ্ছা নহে যে, স্ত্রীলোকের অনুগামী হয়; কিন্তু স্ত্রীলোকটী আগ্রহের সহিত তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। দেখিবামাত্রই আমি বিস্মিত হইলাম,—ইহারা কে? প্রথমতঃ দূরবর্ত্তী বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইল না। ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিদ্বয় আমার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; আমি অকস্মাৎ তাহাদিগের উভয়কেই চিনিতে পারিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলাম, "কি সর্ব্বনাশ! দাদা—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিরীশ! ও দস্যু-সহচরী!!"—স্মরণ হইল, আমি যে শুনিয়াছিলাম, গিরীশ



নামক এক ব্যক্তি দস্যু-সহচরীর নিকট হইতে ৫২৲ টাকা অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, সেই গিরীশ কি আমার দাদা? মনে মনে যার পর নাই লজ্জিত হইলাম। অনুমান করিলাম, হয় ত দস্যু-পত্নী দাদাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। ভাবিলাম, এ সময় অকস্মাৎ উঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আবশ্যক নাই, যেহেতু আমি যেটী মনে করিয়াছি, সেটী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হয় ত দাদা আমাকে দেখিয়া লজ্জিত হইতে পারেন, সেইজন্য আমি বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম।

দাদা কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত দস্যু-সহচরীর কবল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে দস্যু-পত্নী তাঁহাকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করত ঊর্দ্ধে তুলিয়া লইল ও সেই উপবনমধ্যস্থ ভগ্ন গৃহটীর দিকে গমন করিতে লাগিল। আমি তদ্দর্শনে ভীত হইলাম! ভাবিলাম, বোধ হয় দস্যু পত্নী দাদাকে কোনরূপ দণ্ড দিবার জন্য লইয়া যাইতেছে! সেইজন্য অতি গুপ্তভাবে তাহাদিগের অনুগমন করিলাম।

স্থানটীর চতুর্দ্দিক্ ঝোপ ও লতা দ্বারা এরূপ বেষ্টিত যে, তাহারা কেহই আমাকে দেখিতে পাইল না। অবশেষে দস্যু-সহচরী দাদাকে লইয়া সেই ভগ্নগৃহে প্রবেশ করিল, আমিও অন্তরালে থাকিয়া তাহাদিগের কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম।

দস্যু সহচরী বলিল, "ভাল, তুমি আমার কাছে আস্‌তে চাওনা কেন? আমি কি তোমাকে কখন কিছু বলেছি?—না—তোমার ভাল বই মন্দ করেছি?"

দাদা এ সময় নিস্তব্ধ। বোধ হইল যেন, তিনি দস্যু-সহচরীর পরাক্রমে পরাস্ত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন।

দস্যু-সহচরী পুনরায় বলিতে লাগিল, "বল না, কেন তুমি আমার কাছে আস্‌তে চাওনা, আমি তোমার কি করেছি ?"

দাদা বলিলেন, "কিছুই না।"

"তবে কেন আস্‌তে চাওনা ?"

"ভয় করে।"

"কেন ?"

"তোমার রূপ দেখে।"

দস্যু-সহচরী কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "যখন তখন তুমি আমার রূপের নিন্দা কর, কিন্তু ভেবে দেখ, এই রূপের জন্য তোমাদের সংসারের অনেক সময় অনেক উপকার হয়েছে, এখন কি সে সকল ভুলে গেলে ?"

দাদা বলিলেন, "কিসে ?"

দস্যু-সহচরী। মনে নাই, যে রাত্রে তুমি আমার কাছে ৩০৲ টাকা পাও, সে শুদ্ধ আমার এই রূপের জন্য। তুমি ত টাকার জন্য রাস্তা দিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যাচ্ছিলে, ভাগ্যিস্ আমি একটী গাছ-তলায় দাঁড়িয়েছিলেম, তাই তুমি আমার রূপ দেখে মূর্চ্ছা গেছ্‌লে। আমি তোমাকে সুন্দর ফুট্‌ফুটেটী দেখে কোলে করে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মুখে জল দিলেম ও তোমাকে চেতন করে বল্লেম, "ভয় নাই, আমি মেয়ে মানুষ, জেতে কাফ্রি, সেই জন্য এত কাল।" তুমি উঠে বসে আবার কাঁদ্‌তে লাগ্‌লে। আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন ? তাতে তুমি বল্লে, আমার বাপের দেনা আছে, যদি

কাল সকালে টাকা না দিতে পারি, তা হলে তাঁকে অপমান হতে হ'বে। সেইজন্যই ত আমি তোমাকে টাকা দিয়েছিলেম।

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাতে তোমার রূপের জন্য কি হলো ?"

দস্যুসহচরী বলিল, "বুঝ্‌লে না, আমি যদি এরূপ কাল না হ'তেম, তা হ'লে কি তুমি আমার রূপ দেখে মূর্চ্ছা যেতে ?—না— তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হ'ত ? সেই দিন হতেই ত তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।"

দাদা বলিলেন, "আমি সে রাত্রে তোমার নিকট টাকা লইতাম না ও তোমার সহিত আলাপও করিতাম না। শুদ্ধ যে বন্ধুর নিকট আমি টাকা আনিতে গিয়াছিলাম, সে বাড়ী ছিল না, সেইজন্য নিরাশ হইয়া বাড়ীতে আসিতেছিলাম।"

দস্যু-সহচরী বলিল, "ভাল সে জন্য কি আমি তোমাকে কোন কথা বলেছি ? না সে রাত্রে তুমি আমার কাছ থেকে যে ৫২৲ টাকা এনেছিলে, তার জন্য আমি তোমাকে পুলিশে দিতে যাচ্ছি।"

দাদা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কেন—পুলিশ কেন ? আমি কি তোমার টাকা অপহরণ করেছি ?"

দস্যুসহচরী। আমি কি সে জন্য তোমাকে কিছু বলছি, বরং তুমি যদি আমার সেই কথায় সম্মত হও, তা হলে আমি তোমাকে আরও ৫০৲ টাকা দিতে পারি, কি বল—এই দেখ, তোমার জন্য আমি টাকা এনেছি।

দাদা সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "না—না, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমার পায়ে পড়ি; আমি তোমার টাকা চাহি না,

আর তোমার কথাতেও কখন সম্মত হইব না, বরং আমি তোমার নিকট হইতে যে টাকা লইয়াছি, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আর কখনই আমাকে এরূপ পীড়ন করিবে না, তাহা হইলে আমি তোমার টাকা ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।"

দস্যু সহচরী বলিল, "টাকা কোথায় পাইবে?"

দাদা বলিলেন, "আমার ভগিনী বাবাকে আজ সকালে ৯০০৲ টাকা দিয়াছে। আমি সেই টাকা হইতেই তোমার ঋণ পরিশোধ করিব।"

দস্যু-সহচরী। হাঁ, সে কথা আমি সমস্তই জানি। শুদ্ধ ৯০০৲ টাকা কেন, তোমার ভগ্নী আরও এক বাক্স গহনা আনিয়াছে।

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে?"

"সে কথা তোমার শুনিবার আবশ্যক নাই।"

দাদা বলিলেন, "হীরাপ্রভাকে কি সত্যসত্যই কোন দস্যু অপহরণ করিয়াছিল?"

দস্যু-সহচরী বলিল, "হাঁ—আমিও সে বাটীতে ছিলাম।" এইরূপ বলিয়া দস্যু-পত্নী তাঁহাকে আমার কারাবাসের কথা সমস্তই বলিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার অপহরণকারীর বা তাহার আনুষঙ্গিক কোন ব্যক্তির নাম কিম্বা ঠিকানা কিছুই বলিল না।

এই সময় অকস্মাৎ আমার পার্শ্ব দিয়া একটী লোক চলিয়া গেল। আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, ব্যক্তিটী আপনার মনেই যাইতেছে, কোন দিকেই তাহার দৃষ্টি নাই, সেইজন্য আমাকে দেখিতে পাইল না। আমি তথায় আর অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

পুনরায় রাজপথ, পুনরায় সেই রৌদ্রের উত্তাপ, পুনরায় আমি পরিশ্রান্ত, সুতরাং পুনরায় একটী বৃক্ষমূল অবলম্বন করিলাম। এ স্থানটী যদিও মনোহর—যদিও প্রাকৃতিক শোভায় সুশোভিত, কিন্তু নিভৃত নহে, প্রকাশ্য রাজপথের পার্শ্বে। আমি বৃক্ষমূলে বসিয়া আপন মনে আমার নির্ব্বাসন চিন্তায় মগ্ন আছি, এমন সময় আমার পশ্চাদ্দেশে কাহার পদশব্দ হইল, আমি সভয়ে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, "দাদা!'

তিনি আমার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "হীরা! তুমি এখানে! আমি তোমারই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি—তুমি বাড়ী চল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

দাদা বলিলেন, "কেন কি?—তুমি বাড়ী যাইবে না! পিতা মাতার অযুক্তি কথা শুনিয়া কি তুমি গৃহ পরিত্যাগ করিবে?"

আমি বলিলাম, "না দাদা! আর আমার বাড়ী যাইবার ইচ্ছা নাই; আমি দোষী—আমি অপরাধিনী,—আমি কলঙ্কিনী।" এইরূপ বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

দাদা বলিলেন, "না হীরা! তুমি দোষী নও; তুমি সচ্চরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা; আমি যে তোমাকে ইতিপূর্ব্বে গৃহপরিত্যাগের জন্য তিরস্কার করিয়াছিলাম, সেটী আমার ভুল, তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার কারাবাসের কথা সমস্তই শুনিয়াছি, প্রথমতঃ আমি তোমার কথা শুনিয়া উপন্যাস মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা নহে, সে গুলি সমস্তই সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য।

আমি নিশ্চয় করিলাম যে, দাদা সম্প্রতি ঐ ভগ্ন কক্ষটীতে গিয়া দস্যু-সহচরীর নিকট সমস্তই শুনিয়াছেন ও সেই জন্যই আমাকে

এরূপ বলিতেছেন। যাহাহউক আমি তাঁহাকে সে বিষয়ের আর কোন কথা উল্লেখ করিলাম না, যেহেতু তিনি আমার দাদা ও সম্মানের পাত্র।

আমি তাঁহাকে বলিলাম,"দাদা! আপনি অবশ্যই কাহারও মুখে আমার কারাবাসের কথা শুনিয়া চরিত্রের বিষয় সন্দিহান হইতে না পারেন; কিন্তু পিতা মাতা সে সমস্ত কথা বিশ্বাস করিবেন না।"

দাদা এবারে আগ্রহের সহিত বলিলেন, "কেন করিবেন না—অবশ্যই করিবেন। যাহাতে তাঁহারা বিশ্বাস করেন, সে বিষয় আমি চেষ্টা করিব, কিন্তু তোমাকে আমার সহিত বাড়ী যাইতে হইবে।"

আমি তাঁহার এরূপ আগ্রহ দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলাম, পরে বলিলাম, "না দাদা! আমি আর বাড়ী যাইব না। তাহার প্রথম কারণ এই যে, যদি তুমি আমার কারাগমনের কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া থাক, তাহা হইলে অবশ্যই অনুমান করিবে যে, আমাদিগের গ্রামেরই কোন লোক এরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে লইয়া গিয়াছিল। যদিও সে ব্যক্তি কে, তাহা আমি জানি না, কিন্তু যে গ্রামে আমার এরূপ শত্রু বাস করে, সে গ্রাম পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্বিতীয়তঃ আমার বাটী হইতে অবসৃত হওয়ায় প্রতিবাসীমণ্ডলে দুর্নাম হইয়াছে, সুতরাং আমি এক্ষণে বাড়ীতে গিয়া অবস্থান করিলে, আমার অপবাদের জন্য প্রতিবাসীদিগের নিকট পিতা মাতাকে সর্ব্বদাই লজ্জিত থাকিতে হইবে, এমন কি, তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিতেও ত্রুটি করিবে না। তৃতীয়তঃ আমিও প্রতিবাসীর নিকট আর মুখ দেখাইতে পারিব না। অধিক কি, যে সময়

আমি বাড়ীতে প্রবেশ করি, সে সময় দিগম্বর বাবুর ভগ্নী আমাকে দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন।"

দাদা আর কোন উত্তর করিলেন না, কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি কোথায় যাইবে?"

আমি উত্তর করিলাম, "যেখানে দুই চক্ষু যায়।"

দাদা। কিন্তু আমি তোমাকে এরূপ অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারি না।

আমি বলিলাম, "দাদা! আমি যদি নিজে সুরক্ষিত হইতে পারি এবং ঈশ্বর যদি আমার সহায় থাকেন, তাহা হইলে অপর কাহারও রক্ষণাবেক্ষণের প্রত্যাশা করি না।"

"সত্য হীরা! তোমার এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু তুমি এখন কোথায় যাইতে মনস্থ করিয়াছ?—চল, আমি তোমাকে মাসীর বাড়ী রাখিয়া আসি,—সেখানে থাকিলে তুমি সুখে থাকিবে।"

আমি বলিলাম, "সেখানে আর আমরা কোন্ মুখে যাইব? তোমার কি স্মরণ নাই যে, আমাদিগের মাতা পিতা কিরূপ প্রতারণা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলেন? মাতৃস্বসৃপতি যদি শুনিয়া থাকেন যে, বাবা এখনও বর্ত্তমান আছেন এবং মা প্রতারণা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে টাকা লইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি মনে করিবেন?"

দাদা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে চল, তোমাকে আমি মাতার এক মাতুলালয়ে রাখিয়া আসি, তিনিও অতিশয় সজ্জন।"

আমি বলিলাম, "তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কিন্তু সেখানে কখন যাই নাই এবং তিনিও হয় ত আমাকে চিনেন না।"

"তিনি আমাকে চিনেন, আমি চাকরির অনুসন্ধানে তাঁহার নিকট তিন চারিবার গিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে যথেষ্ট যত্নও করিয়াছিলেন। যদিও তিনি মার সহোদর-মাতুল নহেন।"

আমি বলিলাম, "ক্ষতি কি ?—কিন্তু একটী কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার বাড়ীতে কি অপর কোন পুরুষ মানুষ আছেন ?"

দাদা বলিলেন, "না—অপর কেহই নাই, শুদ্ধ তাঁহার এক মাত্র বিধবা কন্যা। তাঁহার যে পুত্রটী ছিল, সেটী সম্প্রতি কোথায় বিবাগী হইয়া গিয়াছে।"

আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া বলিলাম, "তবে চল, কিন্তু আমি অতিশয় ক্লান্ত—সে কতদূর ?"

দাদা। বৈকুণ্ঠপুর। এখান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ হইবে। যাহাহউক আমি তোমার জন্য একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিতেছি, তাহা হইলে আমরা শীঘ্রই যাইব।" এইরূপ বলিয়া দাদা নিকটস্থ কোন স্থান হইতে একখানি শকট আনয়ন করিলেন। আমরা উভয়েই তথায় যাত্রা করিলাম।

গাড়ীখানি ঘুরিতে লাগিল। সময়ের চাকা যেরূপ মনুষ্যের জীবনপথে দ্রুতগমনে চলিয়া যায়, গাড়ীর চাকাও তদ্রূপ সময়ের অনুগামী হইয়া দ্রুতবেগে যাইতে লাগিল। আমি দেখিলাম, গাড়ীর চাকার যদ্রূপ নাভিদেশ অর দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়া রাজপথ দিয়া গমন করে, তদ্রূপ আমার এই যৌবনরূপ মহাচক্রের মধ্যভাগ যেন নানা দুর্ঘটনারূপ অর দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়া

জীবনপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাবিলাম, একে অবলা কামিনী, তাহাতে অদৃষ্টক্রমে অল্পবয়সে পিতামাতার স্নেহপাশ হইতে ছিন্ন হইলাম;—না জানি আমাকে কত বিপদে পড়িতে হইবে—কত অধার্ম্মিক দুশ্চরিত্র পুরুষের কবলে পতিত হইয়া কত সময়ে আমাকে সাবধান হইতে হইবে—কত সময় এই ভয়াবহ যৌবনের জন্য ব্যথিত হইয়া বিপদভরে কাঁদিতে হইবে। মনে মনে এই-রূপ কত ভাবিতে লাগিলাম, কত অনর্থক চিন্তায় চিন্তিত হইতে লাগিলাম। এমন সময় অকস্মাৎ গাড়ীখানি কতকগুলি খাদ্যকারের দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্থানটী শকটচালকদিগের বিশ্রাম-স্থান। ইহার সন্নিকট বা রাজপথের অপর পার্শ্বে দুই চারি খানি গাড়ী অবস্থিতি করিতেছে। আরোহীগণ শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিকটস্থ দোকানগুলিতে বসিয়া খাদ্যসামগ্রী আহার করিতেছে, কেহ বা হুঁকাহস্তে কলি-কায় ফুৎকার দিতেছে। দোকানের সম্মুখে কতকগুলি উচ্ছিষ্ট নারি-কেল ও শালপত্র ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, কোথাও বা অশ্বচালক তাহার শকটের উচ্চাসনে হেলান দিয়া পা ছড়াইয়া গান ধরিয়াছে, কেহ বা আপন অশ্বদিগের মুখে তৃণগুচ্ছ গুঁজিয়া দিতেছে। এরূপ স্থানে দাদা অশ্বচালককে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন ও আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হীরা! এইখানে একটু অপেক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করি। তুমি ত জান, আমি এখনও অনাহারী।"

আমি বলিলাম, "আমিও কি আহার করিয়াছি?"

দাদা বলিলেন, "না—সেই জন্যই ত আমি বলিতেছি যে,

তোমাকে খাবার এইখানে আনিয়া দি, তুমি গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া আহার কর। আর আমি দোকানে গিয়া আহার করিয়া আসি।” এইরূপ বলিয়া দাদা তথায় গাড়ীখানি অবস্থিতি করাইয়া দোকান হইতে কতকগুলি খাদ্যসামগ্রী ও পয়সা আমাকে দিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি গাড়ীখানির যে দিকের দ্বার দোকানের সম্মুখে ছিল, তাহা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া অপর দিকের দ্বারটীর কিয়দংশ মুক্ত করিয়া দিলাম, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, একজন ভদ্র-লোক-বেশ-ধারী যুবা পুরুষ আমার গাড়ীর দিকে আসিতেছে। ব্যক্তিটী অঙ্গহীন; ইহার দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ পদের অর্দ্ধাংশ নাই। গায়ে যে জামাটী আছে, তাহার হাতা দক্ষিণ বাহুর অর্দ্ধাংশে আবরিত, অপরার্দ্ধ নিম্নদেশে ঝুলিতেছে। দক্ষিণদিকের জানুর অর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত বসনদ্বারা এরূপ আচ্ছাদিত যে,তাহা সহজে দৃষ্টিগোচর হইবার নহে। বামহস্তে এক গাছি যষ্টি। লোকটী ঐ লাঠির উপর ভর দিয়া বক্র ভাবে আমার গাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। আহা! তাহাকে দেখিবামাত্রই আমার দয়া হইল,—ভাবিলাম, ইহাকে একটী পয়সা দিই। দেখিতে দেখিতে ব্যক্তিটী আমার গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইল ও বামহস্ত উত্তোলন করিয়া বলিল, “ভিক্ষা।” আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটী পয়সা দিলাম।

খঞ্জ বলিল, “মা! আপনি কোথায় যাইবেন?

“বৈকুণ্ঠপুর।”

পরক্ষণেই খঞ্জ আর কোন কথা না বলিয়া দক্ষিণ বাহুটী সম্পূর্ণ বাহির করিল এবং উভয় পায়ে ভর দিয়া সমানে দণ্ডায়মান হইল।

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। দুষ্ট তৎক্ষণাৎ তাহার জামার পাকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির করিয়া আপন মুখ মুছিয়া ফেলিল ও অকস্মাৎ আমার দিকে দৃষ্টি করত মুখব্যাদান করিয়া হাস্য করিল। আমি দেখিবামাত্রই ভয় ও বিস্ময়ে অধৈর্য্য হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম;—"ও—বাবা—গো!—সেই দস্যু!!"

আমার চীৎকার শুনিবামাত্রই দাদা গাড়ীর দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুরাত্মা ইত্যবসরে পার্শ্বস্থ একটী জঙ্গলের ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিল।

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হীরা!—কি হয়েছে?"

আমি বলিলাম, "সেই দস্যু!—যে দুরাত্মা আমাকে বাটী হইতে অপহরণ করিয়াছিল।"

দেখিতে দেখিতে সে স্থানটী লোকে লোকারণ্য হইল। পল্লীগ্রামের পথ প্রায়ই জনতাশূন্য, কিন্তু সে স্থানটী শকটচালকদিগের বিশ্রামস্থান বলিয়া এবং দুই একখানি দোকান থাকায় প্রায়ই জনপূর্ণ থাকিত; সেইজন্য আমার গাড়ীর সন্নিকট লোকের সমাগম হইল। দাদা তদ্দর্শনে শকটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গাড়ীখানি চালাইতে আদেশ করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা মাতার মাতুলালয়ের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মনোরমা।

"Alas, the heavy day!—why do you weep
Am I the occasion of these tears?"

Shakespere.

বাড়ীটীর অবস্থা দেখিয়া ইহাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন সমৃদ্ধিশালীর বাটী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ইহার সম্মুখে বৃহদাকার চারিটী স্তম্ভের সারি। তাহাদিগের গায়ে অর্থাৎ থামের প্রায় অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত চেয়াড়ীর কারুকার্য্যের উপর একটী বিস্তীর্ণ বিলাতী পুষ্পের লতা। লতাটীর অভ্যন্তরে বা স্থানে স্থানে রক্তিম বর্ণের পুষ্পগুচ্ছ সকল অবনত মুখে অবস্থিতি করিতেছে। স্তম্ভসমূহের পশ্চাৎদিকে গাড়ীবারেণ্ডা, সম্মুখে পুষ্পবন। পুষ্পবনের শেষসীমায় অর্থাৎ রাজপথের সম্যক্ পার্শ্বে একটী সুদৃশ্য লৌহবারেণ্ডা উভয় পার্শ্বস্থ দুইটী সুদীর্ঘ মৃণ্ময় সিংহমূর্ত্তিধারী ফটকে সন্নিবেশিত হইয়া অট্টালিকার সম্মুখ সীমা নিরূপণ করিতেছে। আমাদিগের গাড়ীখানি সেই ফটক দিয়া দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইল। শকটখানি থামিবামাত্রই দুই তিন জন দ্বারবান সসম্ভ্রমে দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দাদা শকট হইতে অবতীর্ণ হইলেন, আমিও অবগুণ্ঠনে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দ্বারবানেরা আমাদিগকে দেখিয়া কোন কথা কহিল না, শুদ্ধ পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল, আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

সদর বাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র সম্মুখেই পূজার একটী বিস্তীর্ণ দালান ও প্রাঙ্গণ দৃষ্টিগোচর হইল। প্রাঙ্গণটীর চারি ধারে বড় বড় জোড়াথাম উপর ও নিচেকার গৃহ-বারেণ্ডার অবলম্বনস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। আমি বাড়ীটীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

দাদা বলিলেন, "হীরা! চল, আমরা উপরে যাইয়া দাদা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আইসি।"

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "না—বৈঠকখানায় যাইবার আমার আবশ্যক নাই, অপর কেহ থাকিতে পারে। তুমি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আইস।" এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে দাদা আমাকে তথায় অবস্থিতি করিতে আদেশ করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন, আমি একটী থামের অন্তরালে অবগুণ্ঠনে দণ্ডায়মান রহিলাম।

এক্ষণে আমি একাকিনী, অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে চারি দিক্ দৃষ্টি করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, আমারই পশ্চাৎ দিকের একটী নীচেকার ঘরে কতকগুলি লোক একখানি প্রশস্ত তক্তাপোষে বসিয়া খাতা লিখিতেছে। তাহাদিগের পার্শ্বে কতকগুলি স্তূপাকার হিসাবের খাতা রহিয়াছে: লোকগুলিকে দেখিবামাত্রই আমি সঙ্কুচিত হইলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বিস্মিতনয়নে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথাকার প্রজা গা?—তোমার কি কোন খাজনা বাকি আছে?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "না।"

ব্যক্তিটী চলিয়া গেল। আমি মনে করিলাম, হয় ত ইনি গৃহ-

স্বামীর জমিদারী সংক্রান্ত কোন কর্ম্মচারী হইবেন, সেইজন্য আমি কাছারী গৃহের সম্মুখে থাকাতে আমাকে প্রজা মনে করিয়াছেন।

যাহাহউক কিয়ৎক্ষণের পর একজন অর্দ্ধবয়স্কা পরিচারিকা আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্যের মেয়ে?—গোবিন্দপুর হইতে আসিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

পরিচারিকা বলিল, "দিদি ঠাকুরাণী তোমাকে ডাকিতেছেন, তুমি আমার সহিত বাটীর ভিতর চল।"

আমি মনে করিলাম, হয় ত গৃহস্বামী দাদার প্রমুখাৎ আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বাটীর ভিতর সংবাদ পাঠাইয়া থাকিবেন; সেইজন্যই পরিচারিকা আসিয়া আমাকে ডাকিতেছে। আমি তচ্ছ্রবণে তাহার সহিত গমন করিলাম।

যে গৃহটীতে গিয়া প্রথমে আমি উপস্থিত হই, তথায় একটী স্ত্রীলোক বসিয়াছিলেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম আন্দাজ ১৭ বা ১৮ বৎসর হইবে।—দেখিতে অতি পরিপাটী সুন্দর; রঙ্ ইহুদীজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় ধপ্‌ধপে; ঠোঁট দুখানি যেন অলক্তরঞ্জিত; মুখখানির অল্পায়তনের মধ্যে পরিমাণানুযায়ী চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা অতি সুন্দররূপে ন্যস্ত রহিয়াছে; বিশেষতঃ সম্মুখের কাল ও কোঁকড়ান চুলগুলি, মোমের ন্যায় শুভ্র ও ক্ষুদ্রকপালের ঊর্দ্ধভাগে পড়িয়া মুখখানির সৌন্দর্য্য যেন আরও বৃদ্ধি করিতেছে; এইরূপ সুন্দর মুখখানির উপর যোড়া ভ্রূ ও বিলোলদৃষ্টি থাকিলে যেরূপ সুশ্রী হয়, সৌন্দর্য্যপ্রিয় পাঠক ও পাঠিকা তাহা বুঝিয়া লইবেন, আমি তাহার মুখখানি দেখিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

সুন্দরী একখানি কেদারার উপর বসিয়া আছেন, বোধ হয় আমারই আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার সন্নিকট একখানি কেদারায় বসিতে আদেশ করিলেন। স্পষ্ট বলিতে কি আমি ইতিপূর্ব্বে কখন কেদারায় বসি নাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, কুশাসন বা সামান্য কাষ্ঠাসন ব্যতীত আর কিছুই ব্যবহার করিতাম না, কিন্তু পাছে তাঁহার অবমাননা হয় বা তিনি কিছু মনে করেন, সেইজন্য তাঁহার আদেশমত কেদারাখানিতে বসিতে বাধ্য হইলাম; মনে করিলাম, আজ কাল সঙ্গতিপন্ন লোকের স্ত্রীলোকেরাও কেদারা ও টেবিলের ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছেন। আমি সেই হেতু একবার গৃহটীর চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে অধিকাংশই ইংরাজী আসবাবের আধিক্যতা। বস্তুতই গৃহটীর একপার্শ্বে একটী পরিষ্কার নূতন টেবিল ও তদুপরি একখানি বড় চলামান দর্পণ সংলগ্ন রহিয়াছে। দর্পণের সন্নিকট ও টেবিলের উপর চিরুণী, বুরুষ, পমেটম ইত্যাদি নানাপ্রকার সুগন্ধির শিশি স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে। টেবিলের পার্শ্বে তিন চারি খানি নূতন ও পরিষ্কার কেদারার সারি। গৃহটীর অপর পার্শ্বে যোড়া খাট, তদুপরি একটী সুন্দর ও পরিষ্কার বিছানা এবং দেয়ালের চারি ধারে তৈল রঞ্জিত ছবি সকল সাজান রহিয়াছে।

সুন্দরী আমাকে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরা! আমি তোমার কে হই জান?"

আমি মনে করিলাম, হয় ত ইনিই গৃহস্বামীর সেই বিধবা কন্যা—ইহাঁরই কথা দাদা আমাকে পথিমধ্যে বলিয়াছিলেন। সেই

হেতু আমি তাঁহাকে উত্তর দিলাম, "আপনি আমার মাসী—মার কনিষ্ঠা ভগিনী।"

"—না—আমাকে মাসী বলিয়া ডাকিও না, আমার নাম মনোরমা; তোমার সমবয়স্কা বলিয়া আমাকে ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিও।"

আমি তাঁহার এরূপ বাক্যে প্রীতিলাভ করিয়া বলিলাম, "আমি আপনার কথায় সন্তুষ্ট হইলাম।"

মনোরমা বলিলেন, "হীরা!—তোমার মাতাঠাকুরাণী শারীরিক কেমন আছেন?"

আমি এরূপ প্রশ্নে নিস্তব্ধ হইলাম, ভাবিলাম, ইহাঁকে কি উত্তর দিই—যদি বলি মা আমার ভাল আছেন, তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলা হয়; আবার সত্য বলিলে তাঁহাকে আমার বাটী পরিত্যাগের কারণ জ্ঞাত করিতে হয়। সেইজন্য আমি ইতিকর্ত্তব্যশূন্যা হইয়া নিরুত্তরে রহিলাম।

মনোরমা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরা! তুমি নিস্তব্ধ রহিলে কেন? তিনি কি শারীরিক অসুস্থ আছেন?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, তিনি একান্ত পীড়িত, এমন কি, মৃত্যু শয্যায় অবস্থিতি করিতেছেন।"

মনোরমা শুনিবামাত্রই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি তাঁহাকে এ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া আসিলে কেন?"

আমি বলিলাম, "আমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করি নাই, তাঁহারাই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

মনোরমা আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ! তাঁহারা

তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? তুমি বয়স্কা কন্যা, কোথায় তাঁহারা তোমাকে আপনাদিগের চক্ষের উপর রাখিবেন, না—বাটী হইতে তোমাকে বিদায় করিয়াছেন!"

আমি বলিলাম, "সে সমস্ত কথা আর আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না, বলিতে গেলে আমার চক্ষে জল আইসে।" এইরূপ বলিয়া আমি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলাম।

মনোরমা বলিলেন, "না হীরা! তুমি কাঁদিও না, আমি তোমার ক্রন্দনের কারণ হইতে ইচ্ছা করি না, বরং যদি তুমি আমাকে তোমার সমস্ত কথা বল, তাহা হইলে যাহাতে তোমার এরূপ নির্ব্বাসনের প্রতিকার হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিব। আজ হইতে আমি তোমার বন্ধু হইলাম, নিশ্চয় জানিও, তোমার কোন গোপন কথা থাকিলে আমার দ্বারা প্রকাশ হইবে না।" এইরূপ বলিয়া তিনি গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

আমি বলিলাম, "দ্বার বন্ধ করিলেন কেন? আমার এমন কোন গোপন কথা নাই, যাহা আপনার নিকট অপ্রকাশ রাখি; তবে যদি আপনি আমার কথাগুলি সমস্ত বিশ্বাস করিয়া আমাকে অসচ্চরিত্রা মনে না করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে বলিতে পারি।"

মনোরমা বলিলেন, "কেন বিশ্বাস করিব না? আমি জানি, বিধবা বা অবিবাহিতা কন্যা বয়স্কা হইলে পিতা মাতা সর্ব্বদাই তাহাদিগের চরিত্রের উপর সন্দিহান হইয়া থাকেন। আমাকেও সেই জন্য সময়ে সময়ে কষ্ট পাইতে হয়। যাহাহউক বল, কি কারণে তুমি গৃহ হইতে পরিত্যক্ত হইলে?"

আমি তাঁহাকে সমস্তই বলিলাম। কিন্তু সেইগুলি পুনরুক্তি দোষে এস্থলে উল্লেখ করিলাম না, তবে আমার বলিবার সময় যে যে স্থানে মনোরমা জিজ্ঞাসু ও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, সেইগুলি বলিতে বাধ্য হইলাম।

আমি বলিলাম,"একজন লোক আমার মুখ চাপা দিয়া আমাকে গৃহ হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, তাহার নাম 'আমেদ'।"

বলিতে না বলিতে মনোরমা যেন শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "হাঁ, তাহাকে দেখিতে অতিশয় কাল, কোঁকড়ান চুল! জেতে কাফ্রি—না?"

আমি তচ্ছ্রবণে যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলাম,—ভাবিলাম, মনোরমা দস্যু আমেদকে কি করিয়া জানিল!

মনোরমা বলিলেন, "কোন প্রশ্ন করিও না—বলিয়া যাও।"

আমি পুনরায় বলিতে লাগিলাম, "পরে দুরাত্মা আমাকে একটী অট্টালিকায় লইয়া গিয়া কারাবদ্ধ করিল, সে বাটীতে দিবসে কেহই থাকিত না, রাত্রে দস্যু আমেদ ও তাহার দেশীয় কোন স্ত্রীলোক বাস করিত।"

আমার কথায় মনোরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে বাড়ীটী কোথায়?"

আমি বলিলাম, "খুল্লার গ্রাম।"

শুনিবামাত্রই মনোরমার চক্ষু জলপূর্ণ হইল, অবিরল অশ্রুধারা পতিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল;—এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই মনোরমা অকস্মাৎ অচৈতন্য হইলেন—কেদারার পৃষ্ঠদেশে তাঁহার গ্রীবা লুটাইয়া পড়িল।

আশ্চর্য্য! ইহার অর্থ কি? আমি শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া নিকটস্থ অপর একটী কক্ষে সংবাদ দিতে গমন করিলাম; দেখিলাম, পার্শ্বস্থ গৃহে যে পরিচারিকাটী আমাকে বাটীর ভিতর লইয়া আসিয়াছিল, সে জানুদ্বয় বিস্তারিত করিয়া উর্দ্ধমুখে মুখব্যাদানপূর্ব্বক একটী তাম্বূল গ্রাস করিতেছে। আমি তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলাম, "শীঘ্র আইস,—মনোরমা কিরূপ করিতেছেন।"

শুনিবামাত্রই পরিচারিকা আমার সহিত দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা দেখিলাম, এখনও মনোরমা পূর্ব্ববৎ অচৈতন্য রহিয়াছে;—পরিচারিকা শশব্যস্তে একটী জলপাত্র লইয়া তাহার মুখে জলের আঘাত করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণের পর মনোরমা একবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন। আমরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নিকটস্থ শয্যাটীতে শুয়াইয়া দিলাম। পরিচারিকা কাছে বসিয়া ব্যজন করিতে লাগিল, আমিও তাঁহার নিকট বসিয়া রহিলাম।

পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছিল?"

আমি বলিলাম, "কিছুই না।"

"কখনই না—অবশ্যই কোন কথা বা কাহারও নাম হইয়া থাকিবে।"

আমি বলিলাম, "নামের মধ্যে শুদ্ধ 'দস্যু আমেদ ও খুল্লার গ্রাম।' এইটী বলিয়াছিলাম।"

পরিচারিকাও তচ্ছ্রবণে বিস্মিত হইয়া আমার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, বোধ হইল যেন, সে মনে মনে কি ভাবিতেছে। কিয়ৎক্ষণের পর বলিল, "গ্রামের নামটীতে এরূপ আঘাত লাগিয়া

থাকিবে। যাহা বলিয়াছিলে, তাহা আর কখন বলিও না। এবং ইনি যে এরূপ মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, এ কথাও কাহাকে বলিবার আবশ্যক নাই।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

পরিচারিকা বলিল, "তোমার জানিবার আবশ্যক নাই।"

আমি আশ্চর্য্য হইলাম, এ কথার অর্থ কি?—শুল্রাবগ্রাম নামটী এতই কি শোচনীয়, যাহা শ্রবণমাত্রেই মনোরমার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে! যাহাহউক, আমি সে সময় আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না, অপ্রতিভ হইয়া মনোরমার নিকট বসিয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণের পর মনোরমা চৈতন্য লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন ও একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আমিই আপনার এরূপ কষ্টের কারণ হইলাম।"

মনোরমা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না হীরা, কিছুই নহে—তুমি আমার কষ্টের কারণ নহ; তবে তুমি যে গ্রামটীর নাম করিয়াছিলে, সে গ্রামটী পূর্ব্বে আমারই পিতার ছিল, তথায় কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় আমাকে কোন আত্মজন হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। সেই সকল স্মরণ করিয়া আমি ওরূপ অধৈর্য্য হইয়াছিলাম। যাহাহউক তুমি আমার মূর্চ্ছার কথা কাহাকেও বলিও না।"

আমি বলিলাম, "না—আমার কোন কথায় থাকিবার আবশ্যক নাই।"

এইরূপ কথোপকথনের পর মনোরমা তাঁহার পরিচারিকাকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মঙ্গলা! তুই হীরাকে আমার ভ্রাতার শয়নগৃহে লইয়া যা, যত দিন না দাদা বাটীতে আইসেন, ততদিন হীরা তাঁহারই গৃহে অবস্থিতি করুক, পরে বাবাকে বলিয়া তাহার স্বতন্ত্র ঘর ও শয্যা স্থির করিয়া দিব। হীরা! তুমি এক্ষণে আমার পার্শ্বস্থ গৃহে অবস্থিতি কর, কাল প্রাতে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এক্ষণে আমার শরীর অসুস্থ।"

আমি তাহাতে সম্মত হইয়া পরিচারিকার সহিত অপর গৃহে গমন করিলাম। গৃহটী মনোরমার কক্ষের ঠিক পার্শ্বে, মধ্যে একটী উভয় গৃহের গমনাগমনের দ্বার আছে, দ্বারটী আবদ্ধ। যাহাহউক আমি গৃহটীতে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলাম, এটীও মনোরমার গৃহের ন্যায় সজ্জিত, অধিকন্তু ইহার অভ্যন্তরে একটী বৃহৎ কাঁচের আলমারীর ভিতর বহুসংখ্যক ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক সজ্জিত আছে। তাহার অপর পার্শ্বে একটী লিখিবার টেবিল ও তদুপরি কতকগুলি পুস্তক অযত্নপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আমি দেখিবামাত্র গৃহটীকে মনোরমার ভ্রাতার পাঠ্যগৃহ বলিয়া স্থির করিলাম; কিন্তু এমন সচ্ছন্দতা থাকিতেও অতুল ঐশ্বর্য্যশালীর পুত্র হইয়া মনোরমার ভ্রাতা বিরাগী হইল কেন? এইটী একবার আপন মনে চিন্তা করিলাম।

পরিচারিকা চলিয়া গেলে আমি কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত টেবিলের পার্শ্বস্থ একখানি কেদারায় বসিয়া দুই একখানি পুস্তক দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনখানি ভাল লাগিল না। মনে অসুখ—যাহার নিকট আসিলাম, প্রথম কথোপকথনেই তাহাকে মনকষ্ট দিলাম, এই চিন্তাই মনে প্রবল হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হইল। আকাশের চাঁদখানি আধখানি হইয়া উঠিতে লাগিল; চতুর্দ্দিক্ জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত। আমি গবাক্ষ খুলিয়া দেখিলাম, আমার গৃহের উত্তর দিকে একটী বিস্তীর্ণ উপবন, তাহার অভ্যন্তরে বড় বড় আম্র ও নিচু বৃক্ষের সারি। বৃক্ষগুলি এরূপ ঘন ঘন স্থান ব্যাপিয়া প্রোথিত হইয়াছে যে, তাহার অভ্যন্তরে জ্যোৎস্নালোক অতি কষ্টে প্রবেশ করিয়া অল্প অল্প আলোক প্রদান করিতেছে। সুতরাং স্থানটী আলোক ও অন্ধকারে মিশ্রিত। এমন সময়ে আমি অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম, ইহার অভ্যন্তরে যেন, একজন অদ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ মানুষ দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছে। আমি কাহাকে চিনি যে, চিনিতে পারিব? সুতরাং নিরাকরণ করিতে না পারিয়া তাহাদিগের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু স্ত্রীলোকটী যে মনোরমা নহে, তাহা আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইল; যেহেতু মনোরমার আকৃতি দীর্ঘাকার নহে, উপস্থিত স্ত্রীলোকটী দীর্ঘকায়। কিয়ৎক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটী চলিয়া গেলে পুরুষ মানুষটী যেন আস্তে আস্তে অতি চৌরভাবে আমাদিগের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। ইনি কে?—একবার জ্যোৎস্নালোকে তাহার অবয়বটী দেখিতে পাইলাম;—অবয়ব নাতিদীর্ঘ, মধ্যবিৎ, শ্যামবর্ণ, বয়ঃক্রম আন্দাজ ৪০ বৎসর হইবে। আমি মনে করিলাম, বোধ হয় দাদা মহাশয়ের কাছারির কোন আমলা হইবে। হয় ত কোন স্ত্রীলোকের সহিত অসদভিপ্রায়ে কথোপকথন করিতে আসিয়াছিল। যাহাহউক, তাহারা চলিয়া গেলে আমি গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দিলাম ও সে রাত্রে আহারাদির পর শয়ন করিলাম।

স্থান পরিবর্ত্তনের জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক প্রথম রজনীতেই আমার শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা হইল না; আমি মনোরমার অকস্মাৎ মূর্চ্ছার বিষয়টী চিন্তা করিতে লাগিলাম।—ভাবিলাম, মনোরমা বলিলেন যে, খুল্লার গ্রাম তাঁহার পিতার জমিদারীর অন্তর্গত ছিল,সেই গ্রামে কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় মনোরমার কোন একটী আত্মীয় লোকের মৃত্যু হয়, তজ্জন্যই তিনি তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া অচৈতন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মনোরমা সেই দুর্ঘটনা আমার নিকট গোপন করিবেন কেন এবং তাঁহার মূর্চ্ছার বিষয়ই বা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিবেন কেন? শুদ্ধ মনোরমা কেন, এ কথাটী তাঁহার পরিচারিকা পর্য্যন্ত কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিল! ইহার অর্থ কি?—খুল্লার গ্রামের নামে এমন কি রহস্য আছে যে.তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করিবার নহে? তবে কি মনোরমাও আমার ন্যায় দস্যু আমেদ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন? আশ্চর্য্য কি! এক রাত্রি আমি দস্যু-সহচরীর গৃহের অন্তরাল হইতে শুনিয়াছিলাম যে, দুরাত্মা আমেদই মধ্যে মধ্যে ঐ বাটীতে স্ত্রীলোক লইয়া যাইত এবং কিছুদিন পরে ছাড়িয়া দিত; মনোরমা কি সেই অপবিত্র বাটীর ফেরৎ? কিন্তু খুল্লার গ্রাম এখান হইতে অনেক দূর, এরূপ দূরবর্ত্তী থাকিয়া দুরাত্মা আমেদ কিরূপে মনোরমার অনুসন্ধান পাইল? এইরূপ ও অপরাপর অনেক চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং অবশেষে আমার কারামুক্তি,পরিত্রাণকারী রামপ্রসাদ,বাটী প্রত্যাগমন ইত্যাদি অনেক বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

আজি রজনীশেষে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমার কারামুক্ত-কারী যুবক রামপ্রসাদ, আমার উপাধানের নিকট দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "হীরা! তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে, আমার জন্য প্রাণ দিবে—কিন্তু কৈ দিলে না? এই দেখ, আমি তোমার সন্নিধানে দাঁড়াইয়া তোমার নিকট প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি। যদি কোন মনুষ্যকে প্রাণদান করা তোমার ব্রত হয়, যদি উপকারীর প্রত্যুপকার করা তোমার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে তোমার পবিত্র প্রণয়রূপ অভেদ্য শৃঙ্খলে আমাকে বদ্ধ কর। হীরা! সত্য বল, তোমার ন্যায় সচ্চরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোকের কি আমি প্রণয়ভাজন হইবার যোগ্য?"

আমি যেন বলিলাম, "কেন? যে দিন হইতে তুমি আমাকে কারামুক্ত করিলে,—যে দিন হইতে তুমি আমার করস্পর্শ করিয়া প্রাচীর হইতে উত্তীর্ণ করিলে, সেই দিন হইতেই ত আমি স্ব-ইচ্ছায় তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি, সেই দিন হইতেই ত আমি মনে মনে জগদীশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি; কিন্তু আমার দোষ কি? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি? তুমি বলিলে রামপ্রসাদ, পদবী বলিলে না, সুতরাং আমি তোমার ঠিকানা পাইলাম না। কিন্তু যখন তুমি আমার হৃদয়ের গুপ্তবহ্নি জ্বালিয়া দিলে, তখন আর আমা হইতে লুক্কায়িত থাকিও না—আর আমাকে প্রবঞ্চনা করিও না—বল কে তুমি, কোথা যাইলে তোমার সাক্ষাৎ পাইব?"

রামপ্রসাদ যেন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "—না—হীরা! তোমার ন্যায় ঈশ্বরপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীর সামান্য মনুষ্য-প্রণয়ে

আসক্ত হওয়া উচিত নহে। যে পৃথিবীতে জন্ম ও মৃত্যু নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে—যে পৃথিবীতে সুখ হইলেই দুঃখ, প্রণয় হইলেই বিচ্ছেদ, সে পৃথিবীতে প্রকৃত প্রেম কোথায়? যদি প্রেম চাও—যদি হৃদয়ের ভালবাসা কাহাকেও দিতে ইচ্ছা কর, তবে উদ্ধে দৃষ্টি কর, প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে।"

আমি যেন তাহাকে বলিলাম, "সত্য, কিন্তু তোমার ন্যায় প্রেমিকের শরণাপন্ন হইলে, হৃদ্গত ঈশ্বর প্রেমের বৃদ্ধি হইবে; সেই জন্য আমি তোমার চরণ ধরিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে তোমার সহধর্ম্মিণী করিয়া লও, দুইজনে এক হৃদয়ে সেই প্রেমাধারের পূজা করিব, একবৃন্তে দুইটী গোলাপ তুলিয়া, তাঁহার পবিত্র চরণে অর্পণ করিব।" এইরূপ বলিয়া যেন আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, অকস্মাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

এ দিকে ভোর হইল; গাত্রোত্থান করিয়া দেখি, আমার গৃহের সার্সী দিয়া সূর্য্যের আলোক আসিয়াছে। আমি শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করত শয্যার উপর বসিয়া জগদীশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম; কিন্তু মনটা স্থির হইল না, চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র গত রাত্রের স্বপ্নবৃত্তান্তটী আমার মনে পড়িল, পুনশ্চ যেন রামপ্রসাদের সেই কমনীয় মূর্ত্তিটী আমার মানসপটে চিত্রিত হইল; আমি মনে করিলাম, পতিই স্ত্রীজাতির পূজ্য, যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তাঁহাকেই ঈশ্বরচিন্তা করিয়া প্রণাম করিলাম, তাহাতেই বা দোষ কি?

যাহাহউক পরক্ষণে আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মশারিটী তুলিতেছি, এমন সময় মনোরমা আসিয়া আমার গৃহে উপস্থিত

হইলেন। মনোরমা আমাকে দেখিয়া আগ্রহের সহিত বলিলেন, হীরা! তুমি গৃহকার্য্য করিতেছ কেন? আমার বাটীতে চারি পাঁচজন পরিচারিকা, তাহাদিগের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া আমি শুদ্ধ তোমারই কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া দিব।” এইরূপ বলিয়া তিনি একজন পরিচারিকাকে ডাকিয়া আমার গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন ও বলিলেন, “আইস—আমরা আমার গৃহে গিয়া গল্প করি, তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে।” পরক্ষণেই আমরা তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম।

আজি আমি প্রাতঃকালে মনোরমার সহিত বসিয়া অনেক কথা কহিলাম। মনোরমা আমাকে তাঁহার মৃত পতির কথা বলিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থকিবে, মনোরমা বাল্যবিধবা; দাদা আমাকে এই বিষয়টী পথিমধ্যে বলিয়াছিলেন। তাঁহার পতি গৃহ-জামাতা ছিলেন, মনোরমা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী লোকের কন্যা, সুতরাং তাঁহার পিতা তাঁহাকে একটী সুপাত্র দেখিয়া বিবাহ দিয়া আপনার গৃহে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরমা তাঁহার স্বামীকে দেখিতে পারিতেন না; কেন তাহা মনোরমাই বলিতে পারেন। মনোরমা বলিলেন, “হীরা! তোমার কাছে বলিতে কি, আমার পতির মৃত্যু হওয়াতে আমি যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছি; বস্তুতই, হীরা! স্ত্রীজাতি যতই স্বাধীনতা লাভ করে, ততই সুখের হয়; সেইজন্যই ত আমাদিগের দেশের নব্যসম্প্রদায় স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া আজ কাল এত ব্যস্ত।”

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া মনে করিলাম, হাঁ ঠিক, স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য যে স্ত্রীলোক পতির মৃত্যুকামনা করে, সে স্বাধীন-

তার অপর নাম ব্যভিচার। বস্তুতই আমি মনোরমার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া তাঁহার মানসপটে যেন একটী কালির রেখা দেখিতে পাইলাম; ভাবিলাম, মনোরমার চরিত্র কি দূষণীয়?

মনোরমা পুনরায় বলিলেন, "দেখ হীরা! আজ কাল আমাদিগের দেশ যতই সভ্যতাশ্রেণীতে পদার্পণ করিবে, ততই স্ত্রী-স্বাধীনতার বৃদ্ধি হইবে।"

আমি বলিলাম, "ইহার ঠিক্ বিপরীত, আমার বিবেচনায়, আমাদিগের দেশে যতই স্ত্রী-স্বাধীনতা বৃদ্ধি হইবে,ততই দেশ উৎসন্ন যাইবে—ততই পাপ, ব্যভিচার, আসিয়া সমাজে প্রবেশ করিবে; আমার মতে স্ত্রীজাতি যত দিন না আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা করে, অর্থাৎ যতদিন না সে প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম্মজীবন অবলম্বন করিতে পাবে, ততদিন তাহাদিগকে স্বাধীনতা দান করা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।"

মনোরমা বলিলেন, "তবে তোমার মতে পুরুষ মানুষও আত্মরক্ষা শিক্ষা করিতে না পারিলে, রাজপথে তাহাকে অবগুণ্ঠনে গমন করা বিধেয়।"

আমি বলিলাম,"অবশ্যই—এ কথার প্রমাণস্বরূপ ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি—পূর্ব্বে ইহুদীজাতির স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই রাজপথে অবগুণ্ঠনে গমন করিত।"

মনোরমা আর কোন কথা কহিলেন না, যেহেতু এই সময় তাঁহার এক পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, "দিদিবাবু! কর্ত্তা মহাশয় আহার করিতে আসিয়াছেন, তিনি হীরাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিলেন।"

মনোরমা বলিলেন, "চল হীরা! বাবার নিকট গমন করি, তিনি বাটীর ভিতর আহার করিতে আসিয়াছেন।"

যদিও আমি হঠাৎ কোন পুরুষ মানুষের সম্মুখে যাইতে ভাল বাসিতাম না, তথাচ ভাবিলাম, মনোরমার পিতা আমার মাতামহ, (মার মাতুল) অতএব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া দূষণীয় নহে; বিশেষতঃ তিনি যখন আমাকে ডাকিয়াছেন, তখন তাঁহার বাক্য অবহেলা করা আমার উচিত নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি মনোরমার সহিত তাঁহার পিতার সমীপে উপস্থিত হইলাম।

স্থানটী একটী বড় গৃহ। ঐই গৃহে অপর কোন সামগ্রী নাই; কেবলমাত্র কতকগুলি ভোজ্যপাত্র ও দুইটী কুঁজা রহিয়াছে। দেখিবামাত্রই ইহাকে ভোজ্যগৃহ বলিয়া স্থির করিলাম; মনোরমার পিতা তথায় বসিয়া আহার করিতেছিলেন। পার্শ্বে একটী পিত্তলের ছিলিমচি রহিয়াছে; মনোরমা তথায় উপস্থিত হইবামাত্রই একখানি তালবৃন্ত লইয়া তাঁহার পিতাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার আসনের কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান রহিলাম।

আশ্চর্য্য! আমি কি দেখিলাম? অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিবামাত্রই আমার অন্তরে বিস্ময় ও সন্দেহ উপস্থিত হইল, বোধ হইল যেন আমি ইহাঁকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি; সেইরূপ অর্দ্ধবয়স্ক, সেইরূপ খর্ব্বাকৃতি, সেইরূপ শ্যামবর্ণ পুরুষ! ইনি কি সেই? যাহাকে কাল রাত্রে আমি বাটীর পার্শ্বস্থ উপবনে কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করিতে দেখিয়াছিলাম? ইনিই না তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া আস্তে আস্তে চোরভাবে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছিলেন? মনে মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল; কিন্তু একথা বলিবার নহে, সেইজন্য বলিলাম না।

মনোরমার পিতা আমার প্রতি দুই তিন বার দৃষ্টি করিলেন, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। বয়সের প্রাধান্য হেতু তাঁহার ভাব গম্ভীর; তিনি নিস্তব্ধভাবে আপন মনে আহার করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া, তাঁহাকে একজন ভক্তিভাজন ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিলাম, সুতরাং গত কল্য যে ইহাঁকেই কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করিতে দেখিয়াছিলাম, এ বিশ্বাসটী তখন আমার অন্তর হইতে চলিয়া গেল।

মনোরমাও পিতার সহিত কোন কথা কহিলেন না; মৌন-ভাবাবলম্বনপূর্ব্বক আপন মনে তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। আমি এতাবৎ দর্শনে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া আস্তে আস্তে সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

নূতন রহস্য।

"Tis here the folly of the wise
Through all his art we view,
And while his tongue the charge denies,
His conscience owns it true."

Cowper.

এইরূপে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল; যে কালের দুরন্ত কবলে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই অবস্থিতি করিতেছে,— যে কালের করাল অস্ত্রে মনুষ্যের পরমায়ু, পার্থিব প্রণয়ের ক্ষণস্থায়ী

ভাব, পুত্রকলত্রের দৃঢ়বদ্ধ মায়া ছিন্ন হইতেছে; যে কালের পলকমধ্যে মনুষ্যের গর্ব্ব, ঐশ্বর্য্যের গরিমা, সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বিলীন হইতেছে; সেই কালের দুরন্ত কবলে সময় কাটিতে লাগিল, সেই কাল হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, সেই কাল চৌরভাবে আসিয়া ঘড়ির কাঁটা সরাইতে লাগিল; লহমার পর লহমা, দণ্ডের পর দণ্ড, দিনের পর দিন, যাইতে লাগিল; মনুষ্য তাহা দেখিল না, বা দেখিয়াও দেখিতে পাইল না; আশ্চর্য্য! তাহার দুইটী দিব্য চক্ষু মায়া ও অজ্ঞানরূপ দুইটী জালে আবদ্ধ রহিয়াছে—কে ঘুচাইবে? কোন্ বিজ্ঞ চিকিৎসক তাহার তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা মুক্ত করিবে? সুতরাং মনুষ্য তাহার জীবনের ৫০ বৎসর অতিক্রম করিয়াও তাহার শত্রুর মুখে ছাই দিল, বলিল ৫০ বৎসর হইল, "যাইল না।"

আমার এই ভয়াবহ জীবন-রহস্য যত শীঘ্র হ্রাস হয় ততই উত্তম, সেই জন্য বলিলাম, "আজ তিন চারি দিন কাটিয়া গেল।" এই তিন চারি দিনের মধ্যে আমার মাতামহের সংসারে এমন কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই, যাহা পাঠক ও পাঠিকাদিগকে জ্ঞাত করি। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমার এ বাটীতে আগমনপর্য্যন্ত মনোরমা আমার সহিত অতি সৌহার্দ্দভাবে ব্যবহার করিতেন। যদিও আমি সময়ে সময়ে তাঁহার মনের ভিতর যেন কোন একটী গূঢ় মানসিক চিন্তার অনুভব করিতাম ও তন্নিবন্ধন তাঁহার মুখাবয়বে যেন কোন মর্ম্মান্তিক দুঃখেরও পরিচয় পাইতাম, কিন্তু মনোরমা তাহা আমার নিকট গোপন করিয়া কপট সৌহার্দ্দভাবে কখন কখন আমার সহিত কথা কহিতেন। আমি ইহার গূঢ়

রহস্য এ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিয়া শেষ করিতে পারি নাই, বোধ করি আমি যে প্রথম দিবসে তাঁহার নিকট 'দস্যু আমেদ ও খুল্লার গ্রাম' এই দুইটী নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম, হয় ত মনোরমা তাহাই স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে এরূপ দুঃখিত হইতেন।

মনোরমার পিতাও, তাঁহার কন্যার ন্যায় আমাকে যত্ন করিতেন; মনোরমার গৃহে যে যে গন্ধদ্রব্য ছিল—মনোরমা যেরূপ কাপড় ব্যবহার করিতেন,সেইরূপ সমস্তই তিনি আমাকে আনাইয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি একদিন কোন পরিচারিকা দ্বারা আমাকে বলিয়া পাঠান যে, আমার যদি কোন স্বর্ণালঙ্কারের প্রয়োজন থাকে, তাহাও তিনি আমাকে দিতে পারেন। আমি তাঁহার এরূপ বাক্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমার ন্যায় পরাধীন কামিনীর স্বর্ণালঙ্কার দেখিলে লোকে আমাকে উপহাস করিবে, এমন কি আমার চরিত্র বিষয়েও দোষা-রোপ করিতে পারে। এইরূপ বলিয়া আমি তাঁহাকে সে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম।

যাহাহউক আজি আমি মনোরমার গৃহে একাকিনী বসিয়া আছি। মনোরমা কোন কর্ম্মোপলক্ষে নীচে নামিয়া গেছে, এমন সময় বহির্ব্বাটী হইতে জনৈক কর্ম্মচারী একখানি হিসাবের খাতা হস্তে করিয়া মনোরমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, যে দিন আমি প্রথমে এই বাটীতে পদার্পণ করি, সেই দিন এই ব্যক্তিই আমাকে বহির্ব্বাটীতে বাকী খাজনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ইহাকে দেখিতে কাল, মধ্যবিৎ আকৃতি, বয়ঃক্রম আন্দাজ ৩০ বৎসর হইবে, মুখে অল্প

অল্প গোঁপ আছে, চক্ষু দুটী ছোট ছোট, দৃষ্টি এরূপ কুটিল যে, দেখিলে বোধ হয়, ইহার অন্তর সর্ব্বদাই পরের অনিষ্ট সাধনের জন্য কুমন্ত্রণার কল্পনা করিতেছে। মনটা অনুসন্ধানী ও ছম্‌ছমে; পাছে কেহ তাহার মন্ত্রণা বুঝিতে পারে, সেই জন্যই যেন সর্ব্বদা সাবধান।

ব্যক্তিটী অকস্মাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মনোরমা কোথায়?"

আমি বলিলাম, "নীচে।"

কর্ম্মচারী বলিল, "তাঁহার সহিত সংসারের কোন হিসাব চুকাইতে হইবে, সেই জন্যই আমি আসিয়াছি।" এইরূপ বলিয়া সে পার্শ্বস্থ একখানি কেদারায় ঠেসান দিয়া বসিল।

আমি তাহাকে এরূপে উপবেশন করিতে দেখিয়া মনে করিলাম, আশ্চর্য্য! সামান্য একজন কর্ম্মচারী হইয়া তাহার প্রভুর কন্যার গৃহে এরূপ প্রশ্রয় গ্রহণ করে, ইহার তাৎপর্য্য কি? কিন্তু সে সময় তাহাকে কোন কথা বলিলাম না, যেহেতু আমি জানিতাম, কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে এই ব্যক্তিরই বাটীর ভিতর আসিবার অধিকার ছিল।

ব্যক্তিটী আমার প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করত বলিল, "হীরা! তিন চারিদিন কোথায় গিয়া মজা করিয়া আসিলে?"

আমি শুনিবামাত্রই ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, তোমার কি?—আমি যেথায় যাই না কেন?"

ব্যক্তিটী পুনরায় হাস্য করিয়া বলিল, "আমার কিছুই না, তোমার সহিত আমার কোন বিশেষ কথা আছে বলিব, সেই জন্যই আমি এই সময় তোমার নিকট আসিয়াছি।"

আমি তাহার মনোগত কু অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিবার উপক্রম করিলাম, এমন কি গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছি, এমন সময় দুরাত্মা অকস্মাৎ আসিয়া আমার গতিরোধ করিল।

আমি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "আমাকে ছাড়িয়া দাও, নচেৎ এখনই আমি চীৎকার করিব।"

দুরাত্মা তচ্ছ্রবণে সভয়ে ও দ্রুতপদে বহির্দ্দেশে চলিয়া গেল।

আমি তাহার এরূপ ব্যবহার দেখিয়া ভীত হইলাম—হৃদয়ে ঘন ঘন আঘাত হইতে লাগিল, সেইজন্য আমি পুনরায় গৃহের অভ্যন্তরে গিয়া একখানি কেদারার উপরে বসিলাম ও কিয়ৎক্ষণের পর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ভাবিলাম, ইহার অর্থ কি? আমার কারাগমনের কথা এ ব্যক্তি কিরূপে জানিতে পারিল? আমি ত সে বিষয় মনোরমা ব্যতীত আর কাহাকেও বলি নাই; বস্তুতই এ বাটীতে আমি ও মনোরমা ব্যতীত সে কথা কেহই জানে না। তবে কি মনোরমার সহিত ইহার কোন গোপনীয় সম্বন্ধ আছে? আশ্চর্য্য কি, মনোরমার যেরূপ মনোগত ভাব, তাহাতে বোধ হয় তাহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ় রহস্য থাকিবে! হয় ত সে কথা এখনও এ সংসারে প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে বলি, এ ব্যক্তি ত প্রায়ই বাটীর ভিতর আসিয়া মনোরমার সহিত কথোপকথন করিয়া থাকে, তাহাতে ত কোনরূপ দূষ্যভাব দেখিতে পাই নাই। আবার ভাবিলাম, যদি দাদা আমাকে রাখিয়া যাইবার সময় কর্ত্তা মহাশয়কে আমার বাটী পরিত্যাগের কারণ বলিয়া গিয়া থাকেন, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহা হইলেও দাদা মহাশয়ই বা সে কথা তাহার এক-

জন সামান্য কর্ম্মচারীকে বলিবেন কেন? তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ও পূজ্যব্যক্তি, অতএব সামান্য কর্ম্মচারীর সমক্ষে একজন অবলা কামিনীর কারাগমনের কথা বলিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ ও অপরাপর অনেক চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময় মনোরমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোরমা গৃহে প্রবেশমাত্রই বলিলেন, "হীরা! তুমি আমার সহিত কাল বৈকালে নিমন্ত্রণ যাইবে? আমার খুড়ী মা তাঁহার বোন্‌ঝির সাধভক্ষণ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন, এই মাত্র তাঁহাদিগের বাটীর লোক আসিয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "যাইব, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি?"

মনোরমা বলিলেন, "কি?"

আমি বলিলাম, "তোমাদিগের বাটীতে থাকিয়া যদি কেহ আমার অপমান করে, তাহা হইলে কি তুমি তাহাকে কোন কথা বল না?"

মনোরমা বলিলেন, "কেন?—কি হইয়াছে?"

আমি বলিলাম, "তুমি নীচে নামিয়া গেলে, তোমাদিগেরই একজন কর্ম্মচারী আসিয়া আমার অবমাননা করিয়াছে।" এইরূপ বলিয়া আমি তাঁহাকে উপস্থিত ঘটনাটীর আদ্যোপান্ত সমস্তই বলিলাম ও এ কথা তাঁহার পিতাঠাকুরের কর্ণগোচর করিতে আদেশ করিলাম।

মনোরমা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হীরা! এই সমস্ত কথা কি আমার পিতার নিকট বলিবার যোগ্য? তুমিই এ বিষয় বিবেচনা কর না কেন—

আমি তাঁহার উপযুক্ত কন্যা। দ্বিতীয়তঃ এ কথা অপর কাহার দ্বারা তাঁহার গোচর করাইলেও তিনি মনোযোগ করিবেন না, যেহেতু আমি বিলক্ষণ জানি যে, তিনি নবকুমারকে যথেষ্ট ভাল বাসেন; এমন কি তাহার দোষ শুনিলে, সে কথা বিশ্বাস করেন না; ইহার কারণ আর কিছুই নহে, শুদ্ধ নবকুমার আমাদিগের বাটীতে অনেক দিন পর্য্যন্ত আছে,—কেহই তাহার কখন কোন দোষ দেখিতে পায় নাই।"

আমি তাঁহার কথায় আর কোন উত্তর করিলাম না; মনে করিলাম যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে দুরাত্মা হয় ত আবার কোন দিন আসিয়া আমার প্রতি অত্যাচার করিবে, অতএব এরূপ স্থানে অবস্থান করা আমার পক্ষে উচিত নহে; সেই জন্য আমি স্থির করিলাম, যদি কখন কাহারও বাটীতে চাকরি পাই, তাহা হইলে সেই খানেই নিযুক্ত হইব, কিন্তু এরূপ স্থানে থাকিব না।

মনোরমা বলিলেন, "হীরা! তুমি কিছু মনে করিও না, এবারে যে দিন সে পুনরায় তোমাকে কোন কথা বলিবে, সে দিন আমি তাহাকে নিষেধ করিয়া দিব, তাহা হইলেই সে ক্ষান্ত হইবে।"

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল যদি তোমাকে এরূপ করিত, তাহা হইলে তুমি কি করিতে?"

মনোরমা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আমার কিছুই ক্ষতি হইত না।"

আমি তাঁহাকে আর কোন কথা বলিলাম না, মনে মনে যার পর নাই বিরক্ত হইলাম, কিন্তু পাছে তিনি কিছু মনে করেন,

সেই জন্য সে স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ না আসিয়া কিয়ৎক্ষণের পর উঠিয়া আসিলাম।

পরক্ষণে সন্ধ্যা হইল; আজি সন্ধ্যার প্রাক্কালেই চাঁদ উঠিল না। আমি যে ইতিপূর্ব্বে আমার গৃহবাতায়নে দাঁড়াইয়া পার্শ্বস্থ আম্রবনে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে আর সেরূপ দেখিতে পাইলাম না, বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলাম, আম্রবনের আর সেরূপ সৌন্দর্য্য নাই; সেই বৃক্ষপত্রভেদী জ্যোৎস্নালোকের ইতস্ততঃ শোভা অবসৃত, সুতরাং ভূমিতল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। একে সন্ধ্যা সমাগমে নৈশ অন্ধকার, তাহাতে দীর্ঘায়তন চূতবৃক্ষ সমূহের বিস্তারিত ছায়ায় আম্রক্ষেত্র আরও অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইতেছে। কেবলমাত্র আম্রবৃক্ষগুলির অব-কাশস্থল অর্দ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, খদ্যোৎগণ মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বাতায়নে দণ্ডায়মান থাকিয়া একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

এইরূপ সময় অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম, যেন পূর্ব্বমত অদ্যও একজন পুরুষমানুষ সেই আম্রবনের অন্ধকারের মধ্য দিয়া গমন করিতেছে; তাহার সমভিব্যাহারী অপর একজন স্ত্রীলোক অতি সঙ্কুচিত ভাবে আস্তে আস্তে যাইতেছে। আমি মনে করিলাম, ইহারা কে?—প্রায়ই এইরূপ মধ্যে মধ্যে আম্রবন দিয়া গমন করে; দেখি ইহারা কোথায় যায়? সেইজন্য একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু অল্পক্ষণমধ্যেই তাহারা আম্রবৃক্ষসমূহের অন্ধকার ছায়ায় মিশিয়া গেল।

আমি মনে করিলাম, অবশ্যই ইহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ় রহস্য থাকিবে, আজি ইহার অনুসন্ধান করিব; কিন্তু ভাবিলাম, এই

সংসারের মধ্যে মনোরমা ব্যতীত আর এমন কে আছে যাহাকে এই রহস্যের কারণ বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে; আমার বোধ হয়, মনোরমাই হয় ত কোন পুরুষের সহিত এরূপ সময়ে কোথাও গমন করিতেছে!—কিন্তু কোথায়? আমি ত এইমাত্র মনোরমাকে তাহার গৃহে দেখিয়া আসিলাম, ইহার মধ্যে কি সে বাটী-হইতে বহিষ্কৃত হইল? ভাবিলাম, ভাল অগ্রে মনোরমার গৃহে গিয়া দেখিয়া আসি সে কি করিতেছে; পরে আম্রক্ষেত্রে গিয়া ইহার সবিশেষ তদন্ত করিব। যদি মনোরমা গৃহে থাকে, তাহা হইলে আমার এ বিষয় তত্ত্বানুসন্ধান করিবার আবশ্যক নাই, কারণ যদি নবকুমারকে ঐ আম্রবনে দেখিতে পাই, তাহা হইলে হয় ত আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইতে পারে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি আস্তে আস্তে মনোরমার গৃহ-দ্বারে গিয়া উঁকি মারিলাম; মনোরমা গৃহে নাই, তাহার গৃহের টেবিলের উপর একটী শেজ জ্বলিতেছে,শেজের সন্নিকট চিঠি লিখিবার উপকরণ ও একখানি অৰ্দ্ধসমাপ্ত পত্র পড়িয়া আছে। আমি তদ্দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। একবার মনে করিলাম,অপরের চিঠি আমার পাঠ করা উচিত নহে, কিন্তু আবার ভাবিলাম,—না, এ সংসারের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে না পারিলে, আমি এখানে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। সেই জন্য আমি টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া চিঠিখানি পাঠ করিতে লাগিলাম। পাঠক মহাশয় যদি এই পত্র খানি দেখিতে অভিলাষ করেন তাহা হইলে নিম্নে পাঠ করিবেন, কিন্তু মনোরমাকে এ কথা বলিবেন না। পত্রখানি এই——

"প্রাণনাথ!

আমি তোমাকে চিনিয়াছি, তুমি যেরূপ প্রকৃতির লোক তাহা আমি হীরার মুখে সমস্তই শুনিয়াছি—আমার নিকট লুকাইলে আর কোন কথা খাটিবে না। তুমি হীরাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু হীরা তোমার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়াছে; এক্ষণে হীরা তোমার নহে, আমার; তোমার হীরাকে আর পাইবে না। বস্তুতই হীরা যেরূপ সচ্চরিত্রা ও ধর্ম্মপরায়ণা, তাহাতে বোধ হয়, হীরার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলে আমাদিগের সমস্ত পাপ কাটিয়া যায়, অধিক কি বলিব আমেদ——"

পত্রখানিতে এই পর্য্যন্ত লিখিত ছিল এবং আমিও এই পর্য্যন্তই পড়িলাম, কিন্তু সে সময় ইহার আদ্যোপান্ত চিন্তা করিবার অবসর পাইলাম না; যেহেতু আমাকে পার্শ্বস্থ আম্রবনে যাইতে হইবে। অনুমান করিলাম, মনোরমা সেই খানেই গিয়াছে, দেখি, মনোরমার সমভিব্যাহারী পুরুষটি কে? এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি বাটীর খিড়কীর দ্বার দিয়া সেই আম্রক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

পাঠক মহাশয় জানিবেন, এই আম্রবনটী মনোরমার পিতার খিড়কীর বাগান। ইহার অভ্যন্তরে এক সুদীর্ঘ পুষ্করিণী ছিল এবং চারি পার্শ্বে প্রায় দুই বিঘা জমি ব্যাপিয়া আম্র ও নিচু বৃক্ষের সারি; এতদ্ব্যতীত ইহাতে কতকগুলি নারিকেল বৃক্ষ ছিল। বাগানের চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা সীমাবদ্ধ, কেবলমাত্র প্রাচীরের প্রান্তভাগে একটী ক্ষুদ্র প্রবেশ-দ্বার আছে। আমি বরাবর সেই ক্ষুদ্র দ্বারটীর সন্নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, শুদ্ধ যে ব্যক্তিদ্বয় বাগানের ভিতর প্রবেশ

করিল, তাহারা ঐ প্রবেশ দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়াছে কি না। দেখিলাম—না, দ্বারটী আবদ্ধ—সেই জন্য স্থির করিলাম, ব্যক্তিদ্বয় উপবনের মধ্যেই আছে। কিন্তু কোথায়? ঘোর অন্ধকার প্রযুক্ত কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; একবার মনে করিলাম, বাটীতে ফিরিয়া যাই, অনর্থক এরূপ স্থানে একাকিনী অবস্থিতি করা উচিত নহে। আবার ভাবিলাম, না—যখন আসিয়াছি, তখন কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া যাই। মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ শুনিলাম, যেন অদূরে একটী রমণীকণ্ঠ কথা কহিতেছে। স্থানটী যদিও আম্রবৃক্ষের মূলদেশ, তথাচ আবরিত; বাগানে যে সকল শুষ্ক নারিকেল ডাল পড়িয়াছিল, মালাকারগণ সেই সমস্ত লইয়া ঐ বৃক্ষমূলে একটী ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের ন্যায় সাজাইয়া রাখিয়াছে। ইহারই অভ্যন্তরে দুইটী লোক ফুস্ ফুস্ করিয়া কি কথা কহিতেছে। আমি সেই কুটীরের বহির্দ্দেশ হইতে কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলাম।

রমণীকণ্ঠস্বর বটে, কিন্তু আমি যাহাকে ভাবিয়া আসিয়াছি, সে নহে—মনোরমার কণ্ঠস্বর এরূপ নহে, তাহার স্বর অতি মৃদু ও মধুর। আমি ভাবিলাম, আমাদিগের বাটীর কোন পরিচারিকা হইবে, কিন্তু তাহাও নহে—কাহারও এরূপ স্বর নাই;—মনে মনে বিস্মিত হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

রমণী বলিল, "কেন, তুমি নবকুমারকে এ কাজ করিতে বল না, সে তোমার ত অতিশয় অনুগত।"

পুরুষকণ্ঠ। বুঝ্‌লে না, সে তোমার ন্যায় চতুর নহে, তাহাকে এক কাজ বলিলে অপর কাজ করিয়া আইসে; আজ তাহাকে

কোন কাজের জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতে সে সমস্তই গোল করিয়া আসিয়াছে। আর বিশেষ স্ত্রীলোক, পুরুষ মানুষের সহিত ওরূপ রাত্রে আসিতে চাহিবে কেন? হীরা তাহাকে চিনে, তাহা হইলে মনোরমাও সে কথা শুনিবে।" এইরূপ বলিয়া ব্যক্তিটী কি অস্পষ্টস্বরে ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিতে লাগিল, আমি শুনিতে পাইলাম না, শুদ্ধমাত্র শুনিলাম, "তরঙ্গিণী, তরঙ্গিণী——"

রমণী বলিল,"সে যদি কোনরূপে শুনিতে পায় যে, আমি ইহার ভিতর আছি, তাহা হইলে আমি যার পর নাই লজ্জিত হইব, আজ আমি বিশ বৎসর তাহাদিগের বাটীতে আছি।"

পুরুষটী বলিল, "তাহাতে কি? যদি তোমার চাকরী যায়, তাহা হইলে আমি যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমাকে বেতন দিব, কিন্তু কালই রাত্রে এ কাজ করিতে হইবে; নচেৎ আর সুবিধা নাই; এই লও—তোমার এক বৎসরের বেতন দিতেছি।" এইরূপ বলিয়া ব্যক্তিটী তাহার হাতে কতকগুলি টাকা গণিয়া দিল, আমি অর্থের শব্দ পাইলাম।

স্ত্রীলোকটী এই সময় ফুস্ ফুস্ করিয়া কি বলিতে লাগিল, তাহা আমার শ্রুতিগোচর হইল না। পরক্ষণেই শুনিলাম, "এখন আমি যাই, অনেকক্ষণ আসিয়াছি।"

পুরুষটী বলিল, "না—না, শুন আর একটী কথা আছে, এই সময় বলিয়া রাখি।"

আমি এই পর্য্যন্ত শুনিলাম, আর শুনিলাম না; তাহাদিগকে গমনোদ্যত দেখিয়া পূর্ব্বাহ্লেই সে স্থান হইতে আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম ও কিয়ৎক্ষণের পর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

আমি যে সময় মনোরমার গৃহের দ্বারের সম্মুখ দিয়া আপনার গৃহে আগমন করি, সে সময় মনোরমার গৃহের দ্বার খোলা ছিল, প্রত্যাগমনকালীন দেখিলাম, মনোরমা শেজের নিকট বসিয়া সেই চিঠিখানির চতুষ্পার্শ্বে গালা দিয়া মোহর করিতেছে, এরূপ একাগ্রমনে মনোরমা আপনকার্য্যে নিযুক্ত ছিল যে, সে আমার প্রত্যাগমনটী দেখিতে পাইল না।

এই সময় আমি গৃহে উপস্থিত হইয়া ব্যক্তিটীর আগমন প্রতীক্ষায় বাতায়নের একটা খড়্‌খড়ী খুলিয়া গোপন ভাবে বসিয়া রহিলাম, ভাবিলাম, দেখি পূর্ব্বদিনের মত কেহ আমাদিগের বাটীতে আসিয়া প্রবেশ করে কি না। সেইজন্য কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণের পর দেখিতে পাইলাম, একটী লোক পূর্ব্ববৎ অতি চোরভাবে আমাদিগের বাটীতে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু রজনী অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া অদ্য আমি তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না—অনেকটা সেইরূপ বলিয়াই বোধ হইল।

যাহাহউক আজি আমি শয্যায় শয়ন করিয়া অনেক কথা ভাবিতে লাগিলাম। প্রথমতঃ মনোরমার পত্রের বিষয়টী আমার স্মৃতিপথে পতিত হইল—ভাবিলাম, মনোরমা বাল্যবিধবা হইয়া "প্রাণনাথ" বলিয়া কাহাকে পত্র লিখিতেছিল? মনোরমা লিখিয়াছে, "প্রাণনাথ! তুমি যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি হীরার মুখে শুনিয়াছি, তুমি তাহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলে, কিন্তু সে তোমার নিকট হইতে পলাইয়াছে।" এ কথার অর্থ কি? আজ মধ্যাহ্নে ত দুরাত্মা নবকুমারই আমার গতিরোধ করিয়াছিল; আমি তাহারই নিকট হইতে পলাইয়াছিলাম;

তবে কি মনোরমার সহিত নবকুমারের কোন সম্বন্ধ আছে? কিন্তু তাহা হইলে মনোরমা চিঠিখানিতে গালা দিয়া মোহর করিতেছিল কেন? আমি সে সময় দেখিয়াছিলাম, তাহার অর্দ্ধসমাপ্ত পত্রখানির নিকট একখানি ডাকের টিকিট পড়িয়াছিল; মনোরমা কি ডাকযোগে নবকুমারকে পত্র লিখিতেছিল? এ কথারই বা অর্থ কি? যদি নবকুমারের সহিত মনোরমার কোন গুপ্ত সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে সে ডাকযোগেই বা নবকুমারকে পত্র লিখিবে কেন? গোপনে নবকুমারকে ডাকিয়া কি আমার বিষয় বলিতে পারিত না? বিশেষতঃ মনোরমার পত্রের শেষ পংক্তিতে আমি দস্যু আমেদের নাম পাঠ করিলাম। মনোরমা শেষ পংক্তিতে লিখিয়াছে, "অধিক কি বলিব আমেদ—" ইহারই বা অর্থ কি? যদি নবকুমারই মনোরমার অভিলষিত ব্যক্তি হয়, তবে আমেদকেই বা সম্বোধন করিবে কেন? আমেদ কি মনোরমার প্রাণনাথ? সেই অনুপম রূপরাশির কি একমাত্র ঈশ্বর দস্যু আমেদ!—ছি ছি কি ঘৃণা!! পত্র সম্বন্ধে এইরূপ ও অপরাপর অনেক চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ইহার গূঢ় রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আবার স্মরণ হইল, আম্রবনে যে দুইজন লোকের কথোপকথন শুনিয়া আসিলাম, তাহারা কে? ইহাদিগের মধ্যে যে, একজন পুরুষ ও অপর জন স্ত্রীলোক, তাহা কণ্ঠস্বরে স্পষ্টই জানা গেল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদিগের মধ্যে একজনেরও কণ্ঠস্বর আমার পরিচিত নহে। প্রথম যে স্ত্রীলোকটী কথা কহিতেছিল; সে ত এই বাটীর কেহই না, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার কণ্ঠস্বরে চিনিতে পারিতাম, কিন্তু যে ব্যক্তি গুপ্তভাবে আসিয়া

আমাদিগের বাটীতে প্রবেশ করিল, তাহারই বা কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিলাম না কেন? সে ব্যক্তিও কি এ বাটীর কেহই নহে? তবে যদি বহির্ব্বাটীর কোন কর্ম্মচারী হয়েন, বলিতে পারি না; যেহেতু আজ ৫।৭ দিবস এ বাটীতে আসিয়া পর্য্যন্ত আমি নবকুমার ব্যতীত অপর কোন পুরুষ মানুষেরই কণ্ঠস্বর শুনি নাই; এমন কি দাদামহাশয়ের কণ্ঠস্বরও এ পর্য্যন্ত আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। এক দিনমাত্র আমি মনোরমার সহিত তাহার ভোজনগৃহে গমন করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে দেখিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু কোন কথা কহেন নাই।

যাহাহউক মোট কথা এই যে, যে ব্যক্তি আম্রবনে কথোপকথন করিতেছিল, সে কোন স্ত্রীলোককে হস্তগত করিবার জন্যই অপর একজন স্ত্রীলোকের সহিত পরামর্শ করিতেছিল এবং সেই জন্যই পুরুষ মানুষটী তাহার হাতে টাকা দিল। কিন্তু যাহাকে অপহরণ করা হইবে সে কে? ব্যক্তিটীর কথোপকথনে বুঝা গেল যে, আমি ও মনোরমা এ বিষয় যাহাতে জানিতে না পারি ইহাই তাহার অভিপ্রায়। কিন্তু আমাদিগের পরিচিত এমন স্ত্রীলোক কে আছে, যাহাকে অপহরণ করিবার পরামর্শ হইতেছিল?—পুরুষমানুষটী চুপি চুপি বলিল, “তরঙ্গিণী—তরঙ্গিণী!”—তরঙ্গিণী কে? তরঙ্গিণীই কি তাহার অভিলষিত বস্তু? আমি এ কথারও কোন রহস্য বুঝিতে পারিলাম না; সেই হেতু স্থির করিলাম যে, কাল প্রত্যূষে উঠিয়াই মনোরমাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিব।

দশম পরিচ্ছেদ।

গোপন-কথা।

"————————Ah, woe is me,
To have seen what I have seen, to see what I see."
Shakespere.

পরদিন আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই প্রথমতঃ মনোরমার গৃহে গমন করিলাম। মনোরমা প্রায়ই আমার উঠিবার পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিত, আমি যে সময় তাহার নিকট উপস্থিত হই, সে সময় সে আপন কক্ষে অবস্থিতি করিয়া তাহার পরিচারিকা মঙ্গলাকে কি বলিতেছিল, আমি তাহার শেষভাগ শুনিতে পাইলাম মাত্র। মনোরমা বলিতেছে, "আজ তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার কথা আছে, কিন্তু যদি সে আজ না আইসে, তাহা হইলে তুমি যাইও।" এইরূপ বলিয়া মনোরমা মঙ্গলার হাতে একখানি চিঠি দিল। আমি মনে করিলাম, বোধ হয় এখানি পূর্ব্বরাত্রের পত্র, যে খানিতে মনোরমা গালা দিয়া মোহর করিতেছিল। আমাকে দেখিবামাত্রই মনোরমা শশব্যস্তে মঙ্গলার হস্তে পত্রখানি দিল, মঙ্গলাও অকস্মাৎ আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিহ্বা কাটিয়া তাহা আপন বস্ত্রমধ্যে লুকায়িত করিল। আমি তদ্দর্শনে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

মনোরমা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হীরা! মঙ্গলা

আমাদিগের অনেক দিনের লোক, সেই জন্য আমি উহার সহিত গোপনে অনেক বিষয়ের পরামর্শ করিয়া থাকি, তুমি সে সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধানী হইও না।"

আমি বলিলাম, "আবশ্যক নাই, কাহারও কোন কথায় থাকিবার আমার প্রয়োজন কি?"

এইরূপ কথোপকথনের পর মঙ্গলা গৃহ হইতে চলিয়া গেলে আমি মনোরমাকে বলিলাম, "আমারও একটী বিশেষ কথা আছে; সেটী তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব, যদি অনুগ্রহ করিয়া উত্তর দাও, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিও না।"

মনোরমা বলিল, "কি?"

আমি বলিলাম, "তরঙ্গিণী কাহার নাম?"

মনোরমা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

আমি একবার মনে করিলাম, তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত ভাঙ্গিয়া বলি, কিন্তু আবার ভাবিলাম, না—যদি তরঙ্গিণী মনোরমার কোন পরিচিত বা গুরুজন হয়, তাহা হইলে হয় ত সে লজ্জিত হইবে: সেই জন্য আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি যখন আমাকে তোমার গুপ্তবিষয়ে অনুসন্ধানী হইতে নিষেধ করিলে, তখন আমার বিষয় জিজ্ঞাসু হইতেছ কেন?"

মনোরমা আর কোন উত্তর করিল না। আমার মুখপানে কিয়ৎক্ষণ অনন্যমনে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "হীরা! তোমার নিকট বলিতে কি, তরঙ্গিণী আমার খুড়ী হন, তাঁহারই বাড়ীতে আজ আমরা নিমন্ত্রণ যাইব।—কিন্তু তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না,—তিনি গুরু লোক।"

আমি তাঁহাকে আর কোন কথা বলিলাম না, জানিলাম তর‌ঙ্গিণী মনোরমার খুড়ী ও দুশ্চরিত্রা।

মনোরমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,"হীরা! তুমি আজ বৈকালে আমার সহিত তাহার বাড়ীতে যাইবে? আমি তোমাকে আজ অলঙ্কার পরাইয়া সাজাইয়া দিব, তুমি যেমন সুন্দরী, তেমনি সাজে সাজাইব।"

এরূপ পরাধীন অবস্থায় কাহারও বাটীতে নিমন্ত্রণ যাওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না, শুদ্ধ তরঙ্গিণীকে দেখিবার অভিপ্রায়ে আমি তাহার সহিত যাইতে সম্মত হইলাম ও বলিলাম, "আমার যাইবার বাধা নাই, কিন্তু আমি কাহারও বাড়ীতে রাত্রিবাস করিতে ভাল বাসি না; তুমি যদি এরূপ স্বীকার করিতে পার যে, আজ রাত্রেই আমাকে বাটীতে পাঠাইয়া দিবে, তাহা হইলে আমি যাইতে পারি।"

মনোরমা বলিল, "আমিও তথায় রাত্রি বাস করিব না—তবে যদি খুড়ীমা বিশেষ অনুরোধ করেন বলিতে পারি না, কিম্বা যদি—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মনোরমা আর কোন কথা বলিল না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিম্বা যদি—কি?"

মনোরমা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "কিছুই নহে—আমার আসিবার স্থিরতা নাই, আমি যদি আসিতে না পারি, তত্রাচ তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"

যে সময় এই পর্য্যন্ত কথা হইল, এমন সময় একজন পাচিকা আসিয়া সংবাদ দিল, দিদিবাবু! "তোমাদিগের ভাত রাখিয়া আসিলাম, আহার কর গিয়া।" আমি ও মনোরমা তচ্ছ্রবণে

পূর্ব্বোল্লিখিত ভোজন গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং উভয়ে আহার করিতে বসিলাম।

আহারকালীন মনোরমা আমাকে বলিতে লাগিল, "হীরা!—তুমি তরঙ্গিণী কে তাহা জান না, তিনি আমার খুড়ী হন; বোধ হয় তুমি তোমার মার মুখে শুনিয়া থাকিবে, আমার পিতামহের দুই পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে আমার পিতাই জ্যেষ্ঠ। তরঙ্গিণী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী। তরঙ্গিণীর কোন পুত্রসন্তান হয় নাই বলিয়া আমার খুল্লতাত পুনশ্চ পাণিগ্রহণে মনস্থ করিয়াছিলেন। বস্তুতই বলিতে কি, আমার খুল্লতাত কিছু স্বার্থপর লোক ছিলেন। পৈতৃক বিষয়ের সমস্ত অংশ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে অর্শাইবে বলিয়া তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে সম্মত হয়েন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে দিন তিনি বিবাহ করিতে যাইবেন, তাহার পূর্ব্ব-রাত্রে তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার খুড়ী মা এ বাটীতে অবস্থিতি করেন না কেন?"

মনোরমা বলিল, "জানি না, তিনি তাহার স্বামীর মৃত্যুর পরই খোরাকীর জন্য আমার পিতার নামে নালিশ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি আর এখানে থাকেন না এবং আমার পিতাও তাঁহার আর কোন উদ্দেশ করিতেন না। বলিতে পারি না, কি উদ্দেশে তিনি এবারে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং পিতাই বা কেন আমাদিগকে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।"

আমি মনে করিলাম, অবশ্যই ইহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ় রহস্য থাকিবে; নচেৎ যাহার সহিত এ সংসারের এত বিবাদ, তাহার সহিত আবার এত ঘনিষ্ঠতা কেন এবং তাহার নামই বা আম্রবনে শুনিলাম কেন?

যাহাহউক আমি মনোরমাকে আর কোন কথা উল্লেখ করিলাম না। আহারান্তে আমরা উভয়েই মনোরমার গৃহে উপস্থিত হইলাম; মনোরমা নিমন্ত্রণ গমনে একান্ত উৎসুক হইয়া পূর্ব্বাহ্ণেই চুল বাঁধিতে বসিল। এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হীরা! তুমি আমার চুল বাঁধিয়া দাও।"

মনোরমা সম্মুখে একখানি দর্পণ রাখিয়া ভূমিতলে উপবেশন করিল, আমি তাহার পশ্চাদ্দেশে জানু পাতিয়া কবরী বন্ধন করিতে লাগিলাম। দর্পণে উভয়ের মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হইল; মনোরমা বলিল, "হীরা! তুমি আমা অপেক্ষা অধিক সুন্দর।"

আমি বলিলাম, "আমার সৌন্দর্য্যে কাজ নাই—আমার রূপ তুমি লও।"

মনোরমা হাসিয়া বলিল, "কেন?"

আমি বলিলাম, "স্ত্রীলোকের রূপ থাকিলেই নানা বিপদ।"

মনোরমা। বিপরীত বলিলে—নানা সম্পদ।

আমি আর তাহাকে কোন উত্তর করিলাম না; মনোরমা অতঃপর দর্পণে মুখ দেখিয়া বলিল, "ওরূপ করিয়া কবরী বাঁধিলে কেন?—পেটে পাড়িয়া দাও।"

আমি মনে মনে হাসিলাম—ভাবিলাম, পোড়া কপাল! বিধবার আবার পেটে পাড়া কেন? যাহার চরিত্র দূষণীয় হয়, তাহারই

বৈধব্যসময়ে বেশভূষা ভাল লাগে। মনোরমার এরূপ বিপরীত ভাব কেন? যাহাহউক, আমি তাহার আদেশমত পেটে পাড়িয়া কবরী বাঁধিয়া দিলাম।

মনোরমা আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল, "দেখ দেখি, কেমন দেখাইতেছে—বিধবা বলিয়া কি আমার কোন সাধ নাই?" এইরূপ বলিয়া মনোরমা তাহার টেবিলের উপর হইতে পমেটমের বাটী লইয়া আপন চুলে মাখাইতে লাগিল এবং তাহা সমাধা হইলে একটী কৌটা খুলিয়া আপনার মুখে পাউডার মাখিতে লাগিল। আমি তদ্দর্শনে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না, কিন্তু মনোরমা সম্মুখস্থ দর্পণে তাহা দেখিতে পাইয়াছে ভাবিয়া বলিলাম, "বাঃ—বেশ হইয়াছে—এইবার অতি সুন্দর হইয়াছে।"

মনোরমা বলিল, "এখনও হয় নাই, এইবার অলঙ্কার পরাইয়া দাও, কিন্তু—না—আইস হীরা! অগ্রে তোমায় পরাইয়া দি; আমার তিন সেট গহনা আছে,এক সেট্ তোমাকে পরাইয়া দিব।"

আমি বলিলাম, "না, আমার অলঙ্কারের আবশ্যক নাই, তুমি ত জান, অলঙ্কারের প্রয়োজন থাকিলে আমি আমার কারাগৃহ হইতে অনেক অলঙ্কার আনিতে পারিতাম। পরের ঐশ্বর্য্যে আপনাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া পরিচয় দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে—বিশেষতঃ যদি অনবধানতা বশতঃ আমি তোমার দুই এক খানি গহনা কোন স্থানে ফেলিয়া দি, তাহা হইলে আমাকে যার পর নাই অপ্রতিভ হইতে হইবে।"

মনোরমা বলিল, "কোন আশঙ্কা নাই,—তুমি পর; অন্ততঃ আমার দৈনিক ব্যবহার্য্য অলঙ্কারগুলি পরিধান কর।" এইরূপ

বলিয়া মনোরমা তাহার গাত্র হইতে বালা, অনন্ত ও একগাছি হার খুলিয়া আমাকে পরাইয়া দিল এবং আপনিও অলঙ্কারের বাক্স বাহির করিয়া সজ্জিত হইতে লাগিল। কতক আমি পরাইয়া দিলাম, কতক বা মনোরমা নিজে পরিল।

এইরূপে অলঙ্কার পরিধান করা হইলে মঙ্গলা আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দিদি বাবু! শীঘ্র আইস—পাল্কী আসিয়াছে—কর্ত্তা আমাকে তোমাদিগের সঙ্গে যাইতে বলিলেন।" আমি এই সময় দেখিলাম, মঙ্গলা এক খানি তসরের কাপড় পরিধান করিয়া আসিয়াছে।

মনোরমা বলিল, "হীরা! তুমি কাপড় পরিধান করিয়া আইস, আমিও ইত্যবসরে বসন পরিত্যাগ করি।" এইরূপ বলিয়া মনোরমা একখানা অতি সুন্দর বারাণসী কাপড় পড়িল! কাপড়খানির বর্ণনা করিতে গেলে লেখনী লজ্জা পায়, কিন্তু মনোরমাকে তাহার পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করাতে মনোরমা বলিল, "তোমার নব্যসম্প্রদায়ীদিগের সভ্যতার মস্তকে ঝাড়ু মার; আমার পিতামহী ঐরূপ কাপড় পরিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি কি দোষ করিলাম!"

আমি তাহাকে আর কোন প্রত্যুত্তর করিলাম না, আপন গৃহ হইতে এক খানা মোটা অথচ পরিস্কার কাপড় পরিধান করিয়া তাহার সহিত পাল্কীতে উঠিলাম। যে সময় আমরা দুইজনে পাল্কীতে উঠি, সে সময় মনোরমার পিতা বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি আমাকে দেখিবামাত্র ঈষৎ হাস্য করিলেন, আমি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার নিকট নবকুমার

দাঁড়াইয়া ছিল বলিয়া অনুমান করিলাম, বোধ হয় তিনি নব-কুমারের সহিত কথোপকথন করত এরূপ হাস্য করিলেন।

যাহাহউক পরক্ষণেই বাহকেরা রাজপথে বহিস্কৃত হইয়া যাইতে লাগিল। পাল্কীর এক পার্শ্বে দ্বারবান্, অপর পার্শ্বে পরিচারিকা মঙ্গলা; তাহারা উভয়েই আমাদিগের পাল্কীর সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিল। আমরা দুইজনে গল্প করিতে লাগিলাম।

আশ্চর্য্যের কথা! পাল্কীখানি রাজপথের কিয়দ্দূর আসিয়াছে এমন সময় মনোরমা আমার প্রতি দৃষ্টি করত ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "হীরা! তরঙ্গিণী কে জান?—তোমাদিগের গ্রামের অবতার বাবুর শ্যালিকা, মন্মথের মাসী, হয় ত মন্মথও আসিতে পারে।"

আমি শুনিবামাত্রই ভীত হইলাম,—বলিলাম, "তুমি এ কথা আমাকে অগ্রে বলিলে না কেন? তাহা হইলে আমি কখনই তোমার সহিত আসিতাম না। তুমি কি জান না যে, মন্মথ আমার শত্রু, কোন সময়ে সে আমার মাতার পীড়ার শয্যাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করাইতে চেষ্টা পাইয়াছিল—আমি কি এক দিবস তোমাকে সে সমস্ত কথা বলি নাই?"

মনোরমা বলিল, "বলিয়াছ সত্য, কিন্তু হীরা! তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি থাকিতে কেহই তোমার কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না—মন্মথ তোমার শত্রু, কিন্তু আমি ত তোমার শত্রু নহি?"

আমি তাহার এরূপ বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মন্মথেরই বা এই কর্ম্মে উপস্থিত হইবার কারণ কি? স্ত্রীলোকের নিমন্ত্রণে কি কখন পুরুষ মানুষ আসিয়া থাকে?"

মনোরমা বলিল, "না—কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এই কর্ম্মটী হইতেছে, সে মন্মথের সহোদরা ভগ্নী—আমার খুড়ীমার ভগ্নীর কন্যা; সেইজন্য তিনি তাঁহার বোন্‌ঝিকে নিজ বাটীতে আনিয়া সাধ দিতেছেন। খুড়ীমার এমন কোন লোক বল নাই যে, উদ্যোগ করিয়া, এই বৃহৎ কর্ম্মটী সমাধা করাইয়া দেয়, সেইজন্য কোন কর্ম্ম পড়িলে, আমার খুড়ীঠাকুরাণী পূর্ব্বাহ্লেই মন্মথকে সংবাদ দিয়া থাকেন; কিন্তু এবারে মন্মথ আসিয়াছে কি না, সে কথা আমি নিশ্চয় জানি না।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে পাল্কীথানি একটী দ্বিতল অট্টালিকার দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় কতকগুলি শূন্য পাল্কী ও উড়ে বেহারা দাঁড়াইয়া গোলযোগ করিতেছিল এবং সদর দরজার সম্মুখীন একখানি বেঞ্চির উপর কতকগুলি ভদ্রলোক সারি দিয়া বসিয়াছিলেন। মনোরমা পাল্কীর দ্বার কিয়ৎপরিমাণে মুক্ত করিয়া বলিল, "হীরা! ঐ দেখ মন্মথ বসিয়া আছে।"

আমি শুনিবামাত্র স্বহস্তে পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। মনোরমা আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "আইস, এই খানেই আমরা অবতরণ করি।" এইরূপ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে মঙ্গলাকে পাল্কী নামাইতে আদেশ করিল।

আমি শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলাম, "বাটীর ভিতর থাকিতে এই-খানে কেন?

মনোরমা কোন উত্তর করিল না, আমার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই বাহকেরা সেইথানেই পাল্কী নামাইল। আমি এরূপ প্রস্তা-বের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পুরুষমণ্ডলীর সম্মুখ দিয়া

যাইতে হইবে বলিয়া আমি অবগুণ্ঠনে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। আমরা যে সময় বাটীর ভিতর প্রবেশ করি, সে সময় সদর দরজা ভেজান ছিল, মঙ্গলা স্পর্শ করিবামাত্র তাহা খুলিয়া গেল। আমি সর্ব্বাগ্রে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম, মনোরমা আমার পশ্চাৎ আগমন করিল। প্রবেশকালীন মন্মথ আমাকে দেখিয়াছিল কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না, যেহেতু সে সময় আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া পুরুষমানুষদিগের প্রতি দৃষ্টি করি নাই। মনোরমা দৃষ্টি করিয়াছিল কি না তাহা জানি না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আবার সেই!

Thou art a soul in bliss: but I am bound
Upon a wheel of fire, that mine own tears
Do scold like molten lead.

Shakespeare.

কর্ম্মবাটীতে সদর দরজা ভেজান ছিল কেন, তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝি নাই। বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলাম, বাড়ীটী "রমণীর হাট"—চারিদিকেই স্ত্রীলোক। বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী সকলেই প্রাঙ্গণের ইতস্ততঃ বসিয়া আহ্লাদে হাস্য করিতেছে। মধ্যে একজন উৎকলবেশধারী গোপ দুগ্ধভার স্কন্ধে লইয়া তাহার গোপিনী খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার কৃত্রিম গোঁপ কালীর রেখায় অঙ্কিত, কপালে ও নাসিকায় চুণের তিলক ও টিপ, কাণে একটী

সালপত্র পরিবেষ্টিত লম্বা চুরাট। উৎকলবেশধারী গোপ সেই হাটের মাঝে তাহার গোপিনী হারা হইয়া কপালে করাঘাত করিতেছে; ইহাই রমণীমণ্ডলীর হাস্যের কারণ। অমানিশার মধ্যভাগে যেরূপ শত তারা হাস্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই কালীয়বরণ উৎকলবেশধারী গোপকে দেখিয়া রমণীমণ্ডল হাস্য করিতেছে। এদিকে দুই এক জন প্রৌঢ়া সভাস্থ হইয়া গোলাপদান হস্তে শরতের মেঘের ন্যায় মধ্যে মধ্যে বারি বর্ষণ করিয়া যাইতেছে; কোথাও বা কোন সুন্দরী যৌবনভারে অবনত হইয়া মৃদুমন্দ গমনে পুষ্পের তোড়া বিতরণ করিতেছে; লুচিপ্রিয় পাঠিকাদিগের মধ্যে যদি কেহ কখন এরূপ সভায় সভাস্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে মেয়ে পাঁচালী হইতেছিল, সেই জন্য সদর দ্বার অবরুদ্ধ।

আমরা বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্রই একজন অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক সভা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আমাদিগের হাঁত ধরিয়া লইয়া গেলেন ও সেই সভার মধ্যভাগে বসাইয়া অন্যত্রে গমন করিলেম। আমি ইহাকে পূর্ব্বে চিনিতাম না, মনোরমার মুখে শুনিলাম,ইহারই নাম "তরঙ্গিণী"—যে তরঙ্গিণীর কথা আমি পূর্ব্বে আম্রবনে শুনিয়াছিলাম এবং যাহাকে দেখিবার জন্যই আমি এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছি।

ইহাকে দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে, বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর হইবে; রঙ্ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখখানির নিম্নভাগ বা চিবুকদেশ কিঞ্চিৎ সরু, কপালখানি অপ্রশস্ত, চক্ষু দুটী বড় বড় অথচ টানা; ভ্রূযুগল প্রশস্ত, গ্রীবা দীর্ঘতাবশতঃ ঈষৎ বঙ্কিম, মস্তকের কেশরাশি কাল ও কুঞ্চিত; দেখিলে বোধ হয় বয়সকালে ইনিও একজন



তরঙ্গিণী।

সুন্দরী বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং এখনও সেই সৌন্দর্য্যের প্রতিভা, সময়াতীত গোলাপ পুষ্পের ন্যায় ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে অবস্থিতি করিতেছে।

পরক্ষণেই উৎকলবেশধারী গোপ তাহার গোপিনীকে অনুসন্ধান করিয়া লইয়া গেল, পাঁচালী সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল, ইত্যবসরে মঙ্গলা কোথা হইতে আসিয়া মনোরমার হস্তে গোপনে কতকগুলি পানের দোনা দিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিতে লাগিল, আমি তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম না, শুদ্ধ এইমাত্র শুনিলাম যে, মঙ্গলা যেন তাহাকে বলিল, "মন্মথ বাবু তোমাদিগের এই দোনাগুলি পাঠাইয়া দিলেন—লও।"

কি আশ্চর্য্য! আমি শুনিবামাত্রই বিস্মিত হইলাম। মন্মথ মনোরমাকে গোপনে পানের দোনা পাঠাইল কেন? দুরাত্মা মন্মথের কি মনোরমার সহিত কোন অসৎ সম্বন্ধ আছে?—না আমাকেই উদ্দেশ করিয়া এইরূপ পানের দোনা পাঠাইয়া দিল! স্পষ্ট বলিতে কি, আমি এতাবৎ দর্শনে যার পর নাই ভীত হইলাম, যেহেতু সহৃদয় পাঠক মহাশয় জ্ঞাত আছেন যে, দুরাত্মা মন্মথই আমার পরিচিত শত্রু, সেই জন্য ভাবিলাম, হয় ত দুষ্টমতি কোন কু অভিপ্রায়ে আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছে।

মনোরমা আমার মুখপানে দৃষ্টি করত আহ্লাদে হাস্য করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, হীরা! "তোমার মন্মথ তোমাকে পানের দোনা পাঠাইয়াছে—এই লও।" এইরূপ বলিয়া মনোরমা আমার হস্তে রূপার পাতমোড়া একটী পানের দোনা দিতে আসিল। আমি

শুনিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইলাম, কিন্তু পাছে আমার পার্শ্বস্থ স্ত্রীলোকেরা আমাদিগের কথোপকথন শুনিতে পায়, সেই আশঙ্কায় কোন কথা বলিলাম না; মনোরমার হাত হইতে ক্রোধভরে পানের দোনাটি লইয়া পাঁচালী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। মনোরমা তদ্দর্শনে আমার মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণের পর পাঁচালী ভাঙ্গিয়া গেল; কামিনীগণ সভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দলে দলে অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে লাগিল, ইত্যবসরে আমি মনোরমাকে হারাইলাম, মনোরমা আমার নিকট হইতে অকস্মাৎ কোথায় সরিয়া গেল, তাহা দেখিতে পাইলাম না, মঙ্গলাও আমার নিকটে নাই, আমি চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া কোথাও তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না। আশ্চর্য্য! মনোরমা কোথায় গেল;—ভাবিলাম, যদি মঙ্গলাকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম।

কিয়ৎক্ষণের পর রমণীমণ্ডলী বাটীর ভিতর চলিয়া গেলে, আমি দেখিলাম, মঙ্গলা বহির্ব্বাটীর কোন নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া মন্মথের সহিত কি পরামর্শ করিতেছে, পাছে মন্মথ আমাকে দেখিতে পায়, সেই ভয়ে আমি অকস্মাৎ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

এদিকে অন্দরমহলের প্রাসাদোপরি রমণীর সারি বসিয়া গেছে; তাহাদিগের সম্মুখে ভোজ্যপাত্র ও মৃণ্ময় আধারে বহুবিধ মিষ্টান্ন ও পানীয় দ্রব্য: ছাদের উপরিস্থ সামিয়ানার চারি ধারে কাক ও চিল উড়িয়া বেড়াইতেছে। আমি তত্তাবৎ বিশেষ নিরীক্ষণ না করিয়া মনোরমার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু সেখানেও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি নীচে নামিয়া আসিতেছি, এমন সময় শুনিলাম, সিঁড়ির পার্শ্বস্থ একটী ক্ষুদ্রগৃহের অভ্যন্তরে মনোরমার ন্যায় কে যেন কথা কহিতেছে। গৃহটীর বহির্ভাগে একটী ক্ষুদ্র বাতায়ন ছিল, তাহা আবদ্ধ। আমি বাতায়নের পার্শ্ব দিয়া দেখিলাম, মনোরমাই গৃহের অভ্যন্তরে, তাহার সম্মুখে মন্মথ! ইহারা উভয়ে সম্মুখীন হইয়া অতি মৃদুস্বরে কি কথোপকথন করিতেছে। ইহাদিগের উভয়েরই মুখাবয়বে বিষাদের চিহ্ন, উভয়েই গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান। বাতায়নটী প্রকাশ্যস্থানে থাকা প্রযুক্ত আমি তথায় অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলাম না; তাহার কারণ এই যে, যদি আমি সেই প্রকাশ্য স্থানে অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিয়া গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি করি, তাহা হইলে হয় ত আমার দৃষ্টান্তানুযায়ী অপরাপর স্ত্রীলোকেরাও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইবে এবং মনোরমাকে অপর পুরুষের সহিত কথোপকথন করিতে দেখিয়া হয় ত তাহারা মনোরমার চরিত্রে দোষারোপ করিতে পারে। এই আশঙ্কায় আমি সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আমি কি মনোরমাকে কোনরূপ দুশ্চরিত্রা বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম?—না—কখনই না—যদিও আমি তাহার কথোপকথনে ও বেশভূষা পরিধানের পরিপাটী দেখিয়া অনেকটা তাহার চরিত্রবিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আপাততঃ যে মনোরমা মন্মথের সহিত এরূপ স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছে, তদ্দর্শনে আমি কিছুমাত্র সন্দিহান হই নাই, তাহার কারণ এই যে, মনোরমা আমাকে আসিবার সময় পাল্কীর অভ্যন্তরে বলিয়াছিল যে, তাহার সহিত

মন্মথের পারিবারিক সম্বন্ধ আছে; মন্মথ তরঙ্গিণীর ভগিনীর পুত্র এবং তরঙ্গিণী মনোরমার খুড়ী, সুতরাং ইহারা উভয়েই প্রকাশ্য ভাই ও ভগিনী; অতএব ইহাদিগের মধ্যে যে কোন দূষণীয়ভাব থাকিবে, এটী কথনই সম্ভবপর নহে।

এস্থলে আরও একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি মন্মথ মনোরমার ভাই হয়, আর যদি তাহার সহিত মনোরমার কোন দূষণীয় ভাব না থাকিবে, তাহা হইলে উহারা ওরূপ নিভৃত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছিল কেন?—তাহারা কি কোন প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে পারিত না? এ কথার উত্তর কি দিব, যদি এটী দূষণীয় হয়, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদিগের পাঠিকাবৃন্দের মধ্যে মনোরমার ন্যায় অনেক ভগ্নী এরূপ গোপনে তাঁহাদিগের ভ্রাতার সহিত কথোপকথন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই সেটীও দূষণীয় হইতে পারে;—প্রণয়ের কথোপকথন ব্যতীত অপর কোন কি গোপনীয় কথা নাই, যাহা আবশ্যকমতে ভাই ও ভগ্নী এরূপ নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতে পারেন? যদি পাঠিকা এরূপ স্থানে মনোরমাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া নিশ্চয় করেন, তাহা হইলে মনোরমারও তাঁহাকে সে সম্বন্ধে দোষারোপ করিবার সম্যক্ অধিকার আছে। যাহাহউক এ বিষয়ের মতামত আমি এস্থলে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করি না, তবে সবিশেষ জ্ঞাত না হইয়া প্রথমতই লোকের অসদ্ভাব গ্রহণ করা কোন কালেই আমার অভ্যাস নহে, সেই জন্য আমি সে বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া অপর দিকে চলিয়া গেলাম।

মনোরমার নিকট হইতে যাইয়া আমি প্রথমতঃ যে গৃহটীতে

প্রবেশ করিলাম, সে গৃহে তরঙ্গিণী একাকী একটী শয্যার উপর শয়ন করিয়াছিলেন। গৃহটী কোন বিধবা কামিনীর শয়নগৃহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ইহার অভ্যন্তরে অর্থাৎ দেয়ালের চারি ধারে বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ছবি, একখানিতে রাধারমণ তাঁহার প্রণয়িণীর দক্ষিণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বংশী ধ্বনি করিতেছেন, অপর খানিতে ব্রজনাথ গোষ্ঠে গরুরপাল লইয়া দণ্ডহস্তে গাভিবৃন্দের লাঙ্গুল মর্দ্দন করত গমন করিতেছেন। কোন খানিতে বা গোপীনাথ রাধিকা-প্রণয়ে বন্দী হইয়া আপন অপরাধ বশতঃ প্রণয়িনীর মান-ভঞ্জন করিতেছেন।

এদিকে একটী বাঁশের আন্‌লায় কতকগুলি কুঞ্চিত সরু ফিন্‌ফিনে সাদা ধুতি ঝুলিতেছে। তাহার পার্শ্বস্থ একটী পেরেকে হরিনামের মালা ও কুঁড়াজালী। তরঙ্গিণী গৃহস্থিত একখানি তক্তাপোষে শুইয়া আছেন, তাঁহার সমীপবর্ত্তী একজন পরিচারিকা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। আমি বহির্ব্বাটীতে তরঙ্গিণীর নাসিকাগ্রে দুইটী দীর্ঘ ও উর্দ্ধগামী তিলক দেখিয়া ইহাঁকে বৈষ্ণবতন্ত্রের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম এবং সেই জন্য এক্ষণে এই গৃহটীকে তরঙ্গিণীর শয়নগৃহ বলিয়া স্থির করিলাম।

আমি গৃহে প্রবেশমাত্রই তরঙ্গিণী আমার প্রতি বিস্মিতভাবে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "তুমি না মনোরমার সহিত আসিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, আমারই নাম হীরাপ্রভা।"

"হীরাপ্রভা!" এইরূপ বিস্ময়সূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়া তরঙ্গিণী কিয়ৎক্ষণ আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আমাকে চিনেন্ ?"

"বিলক্ষণ চিনি; তুমি না বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কন্যা? বাড়ী গোবিন্দপুর?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

তরঙ্গিণী বলিল, "তোমারই কথা সে দিবস আমার কনিষ্ঠ ভগ্নী বলিতেছিল; তাহারও শ্বশুরবাড়ী গোবিন্দপুর, বোধ হয় তুমি জানিয়া থাকিবে, তিনি মন্মথের মা ও আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী।"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, সে কথা আমি মনোরমার মুখে শুনিয়াছি।"

তরঙ্গিণী বলিল, "শুনিলাম, তোমারই জন্য গ্রামে তোমার পিতা মাতাকে জাত্যন্তর করিবার ঘোঁট হইতেছে; যাহাহউক, মনোরমার উচিত হয় নাই যে, তোমাকে সঙ্গে করিয়া এই নিমন্ত্রণ বাড়ীতে উপস্থিত হয়।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?—আপনি একথা বলিলেন কেন?"

তরঙ্গিণী বলিল, "তোমার ন্যায় দুশ্চরিত্রা কামিনীর, সমাজে মিশ্রিত হওয়া উচিত নহে।"

আমি শুনিবামাত্র যার পর নাই দুঃখিত হইলাম, স্পষ্ট বলিতে কি আমার চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইল।

তরঙ্গিণী তদ্দর্শনে বলিল, "না হীরা! তুমি কিছু মনে করিও না; এখানে কেহই নাই, সেই জন্য আমি তোমাকে এই রূপ কথা বলিলাম।"

আমি তরঙ্গিণীকে বলিলাম, "যদি লোকাপবাদ বিশ্বাস করিয়া কোন লোকের চরিত্রের উপর দোষারোপ করিতে হয়, তাহা হইলে আমিও আপনাকে বলিতে পারি যে, আপনিও দুশ্চরিত্রা।"

শুনিবামাত্রই তরঙ্গিণী বিস্মিতনয়নে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল, তাঁহার মুখখানি শুকাইয়া গেল,—হৃদয়ের অভ্যন্তরে যেন লোকাপবাদভয় উপস্থিত হইল। তরঙ্গিণী বলিল, "কেন হীরা! তুমি একথা বলিলে, তুমি কি কাহারও নিকট আমার কোন কথা শুনিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "শুনিয়াছি, কিন্তু কাহার নিকট তাহা আমি আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করি না। ইহা ব্যতীত কাল রাত্রেই আমি আমাদিগের খিড়কীর বাগানে কোন পুরুষ মানুষের মুখে আপনার নাম করিয়া গোপনে পরামর্শ করিতে শুনিয়াছিলাম।"

শুনিবামাত্রই তরঙ্গিণী বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার কথা?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।" এইরূপ বলিয়া আমি তাঁহার পরিচারিকার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলাম; আমার ইচ্ছা, পরিচারিকা তথা হইতে উঠিয়া যায়, কারণ কাহারও গোপনকথা অপর কাহারও সম্মুখে প্রকাশ করা আমার ইচ্ছা নহে; সেইজন্য আমি সেইসময় পরিচারিকার মুখের প্রতি চাহিয়াছিলাম, দেখিলাম, পরিচারিকাও আম্রবনের কথা শুনিবামাত্রই যেন শিহরিয়া উঠিল এবং আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অকস্মাৎ কোন কর্ম্মের ভান করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

তরঙ্গিণী ইত্যবসরে আস্তে আস্তে বলিল, "কি কথা বল দেখি শুনি।"

আমি বলিলাম, "কথাগুলি যে কি, তাহার গূঢ় রহস্য আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই এবং যে ব্যক্তি তথায় থাকিয়া পরামর্শ করিতেছিল তাহাদিগকেও আমি চিনি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বোধ হয় যেন তাহারা আপনাকেই কোন স্থানে লইয়া যাইবার পরামর্শ করিতেছিল।" এই কথাগুলি বলিয়া আমি তাঁহাকে পূর্ব্বরাত্রে আম্রবনে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই বলিলাম।

তরঙ্গিণী শুনিলেন—অনন্যমনা হইয়া আগ্রহের সহিত সমুদায় শুনিয়া শেষ করিলেন। আমি দেখিলাম, শুনিবার সময় তরঙ্গিণীর মুখখানি ক্রমে ক্রমে বিষাদিত হইয়া আসিল, তিনি মনে মনে যারপর নাই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার তাহা গোপন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন ও কপটভাবে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিল, "হীরা! তুমিও যেমন পাগল, আমার নাম কে করিবে, তুমি কি জান না, এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে কেহই চাহিবে না; কিন্তু তুমি সাবধান! আমি জানি ঐ আঁব বাগানে একটা বুড় দৈত্য আছে; তোমার মত কচী মেয়ে দেখিলে আগে পাইয়া বসে। সেই জন্য আমি তোমার মত বয়স হইতেই ও বাটী হইতে চলিয়া আসিয়াছি।"

আমি তাঁহার এরূপ বাক্যের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, ভাবিলাম, বোধ হয় তিনি আমার বাক্যে উপহাস করিলেন।

এইরূপ সময়ে মনোরমা আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোরমা তরঙ্গিণীকে কর্ম্মের বাটীতে এরূপ শয়ন করিতে দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তরঙ্গিণী বলিল, "আমি সমস্ত দিন পরিশ্রম

করিয়া ক্লান্ত হইয়াছি—সেই জন্য একটু বিশ্রাম করিতেছি। যাহাহউক মনোরমা! রামপ্রসাদ কোথায় বলিতে পার? তাহার কি কোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে? রামপ্রসাদ তোমাকে বড় ভাল বাসিত।”

রামপ্রসাদের নাম শুনিবামাত্রই আমার হৃদয় চমকিয়া উঠিল, ভাবিলাম, রামপ্রসাদ কে? যে রামপ্রসাদকে আমি সে দিবস রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, ইনি কি সেই রামপ্রসাদ?—না মনোরমার অপর কোন রামপ্রসাদ আছে? এই প্রশ্নটী আমার হৃদয়ের অতি গূঢ়তম স্থান হইতে উত্থিত হইল এবং আপনা হইতেই আবার তাহা বিলীন হইয়া গেল,—কেহ তাহার উত্তর দিল না। আমি একবার মনে করিলাম, মনোরমাকে একথা জিজ্ঞাসা করি, আবার ভাবিলাম, না—আবশ্যক নাই; বিশেষতঃ আমি যে রামপ্রসাদকে উদ্দেশ করিয়া সন্দিহান হইতেছি, সে রামপ্রসাদের ত পদবী জানিনা; সুতরাং শুদ্ধ রামপ্রসাদ বলিলে হয় ত মনোরমা তাহাকে চিনিতে পারিবে না।

যাহাহউক, মনোরমা তরঙ্গিণীর বাক্যের উত্তর দিল, “তাহার সংবাদ আমি কিছুই জানি না, তাহাকে মনে পড়িলে আমার হৃদয় অতিশয় কাতর হয়।” এইরূপ বলিয়া মনোরমা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি ভাবিলাম, রামপ্রসাদের নাম শুনিয়া মনোরমা কাঁদিল কেন? পুরুষ মানুষের নামোল্লেখে স্ত্রীলোকের প্রাণ কাঁদে কেন? তবে কি রামপ্রসাদের সহিত মনোরমার কোন প্রণয়সম্বন্ধ আছে?—আবার ভাবিলাম—না, তরঙ্গিণী মনোরমার খুড়ী, অতএব যদি রামপ্রসাদের সহিত তাহার কোনরূপ দূষণীয় ভাব থাকিবে,

তাহা হইলে তরঙ্গিণীই বা তাহাকে একথা জিজ্ঞাসা করিবে কেন? এইটী চিন্তা করিয়া আমি পুনরায় মনে করিলাম যে, মনোরমাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু পাছে মনোরমা আমার এরূপ প্রশ্নে পূর্ব্বোল্লিখিত—খুল্নার গ্রাম ও দস্যু আমেদের নাম শ্রবণের ন্যায় অধৈর্য্য হইয়া পড়ে, সেইজন্য আমি তাহাকে সে বিষয়ের আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

কিয়ৎক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হইল। আহুত রমণীমণ্ডলী আহারাদি করিয়া আপন আপন বাটী প্রতিগমন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বাড়ীটি নিস্তব্ধ হইল। তরঙ্গিণীর বাড়ীতে অপর কেহ আত্মীয় কুটুম্ব থাকিত না, শুদ্ধ তরঙ্গিণী ও তাহার কতকগুলি দাসদাসী থাকিত মাত্র, সুতরাং সকলে চলিয়া গেলে বাড়ীর স্ত্রীলোকের মধ্যে, তরঙ্গিণী ও তাহার ভগ্নীর দুহিতা এবং নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে আমি ও মনোরমা রহিলাম।

আমাদিগের আহারাদির পর তরঙ্গিণী মনোরমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মনোরমা! অধিক রাত্রি হইয়াছে—প্রায় ১০ টা হইবে; অতএব আজ তোমরা বাটী যাইও না; কাল বৈকালে আমি তোমাদিগকে পাঠাইয়া দিব।"

মনোরমা প্রথমতঃ তাহার পিতার অজ্ঞাতসারে তথায় রাত্রিবাস করিতে ইচ্ছুক হইল না; পরে তরঙ্গিণী তাহার পিতাকে সংবাদ পাঠাইবার কথা জ্ঞাপন করিলে, মনোরমা আহ্লাদের সহিত তাঁহার বাক্যে সম্মত হইল।

আমি মনোরমার এরূপ মত পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, যেহেতু, পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, মনোরমা

পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছিল যে, আমরা কেহই এ বাটীতে রাত্রিবাস করিব না; কিন্তু এসময় তাহার বিপরীত ইচ্ছা শ্রবণ করিয়া আমার মনে কোন বিষয়ের সন্দেহ উপস্থিত হইল, ভাবিলাম মন্মথের সহিত মনোরমা যে নিভৃতস্থানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল, সে গুলি কিসের কথা?—আবার ভাবিলাম—না,—অনধিকার চর্চ্চা, মন্মথ মনোরমার সম্পর্কে ভাই হয়, ওরূপ সন্দেহ করা উচিত নহে।

এই সময়ে আমি মনোরমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কাহারও বাটীতে রাত্রিবাস করা আমার ইচ্ছা নহে, অতএব যদি তুমি এখানে থাক, তাহা হইলে আমাকে পাঠাইয়া দাও।"

মনোরমা এইরূপ সময়ে আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল, "তুমি যাহার জন্য থাকিতে ভয় করিতেছ, আমি থাকিতে সে তোমার কিছুই করিতে পারিবে না; বিশেষ মন্মথ আমার খুড়ীমাকে যথেষ্ট ভয় করে।"

আমি বলিলাম, "না, আবশ্যক নাই, আমাকে এখনই পাঠাইয়া দাও।"

আমার এরূপ অসম্মতি দেখিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "হীরা! তুমি যদি একান্তই বাড়ী যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যাইতে পার, আমি তোমাকে এখনই পাল্কী ডাকাইয়া আমার কোন পরিচারিকার সহিত পাঠাইয়া দিতেছি, তজ্জন্য আর চিন্তা কি?" এইরূপ বলিয়া তরঙ্গিণী আমার সহিত নীচে নামিয়া গেল এবং বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া একখানি পাল্কীতে আমাকে উঠাইয়া দিল। যাত্রাকালীন তরঙ্গিণী আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

হীরা! তোমার সহিত আমার অনেক কথা ছিল, কিন্তু কর্ম্মের বাড়ী বলিয়া সমস্ত বলিতে পারিলাম না; যদি সুবিধা পাই, তাহা হইলে অপর একদিন তোমাকে লইয়া আসিব। কিন্তু যদি ইতি-মধ্যে মনোরমার বাটীতে থাকিয়া তোমাকে কোনরূপে বিপদে পড়িতে হয়, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট আসিতে পার, আমি তোমাকে অন্যত্রে রাখাইয়া দিব।"

আমি তাহার এরূপ বাক্যের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না এবং তখন সে বিষয়ের কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না; যেহেতু ইতিমধ্যে তরঙ্গিণীর একজন পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা ঠাকুরাণী, আপনি কি আমা-কেই পাল্কীর সঙ্গে যাইতে বলিতেছেন?"

তরঙ্গিণী বলিল, "হাঁ তুই যা; কিন্তু শীঘ্রই রাখিয়া আসিস্, আর কর্ত্তাকে বলিয়া আসিস্ যে, মনোরমা আজ রাত্রি আমার কাছে রহিল।"

আমি পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া বাটী হইতে বহির্গমন করিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিপদ।

"সরমে নরে না কথা দিতে পরিচয়,
কত ভাবে আলোড়িত অভাগা-হৃদয়।"

উদাসিনী।

একণে রাত্রি ১০টা অতীত; একে পল্লিগ্রামের পথ সন্ধ্যার প্রাক্‌কালেই জন মানব শূন্য হইয়া যায়, তায় এরূপ সময়ে পাল্কী-খানি রাজপথে বহিষ্কৃত হইল। তরঙ্গিণীর বাটী হইতে পাল্কী আরোহণ করিয়া পর্য্যন্ত আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দন করিতেছিল,—কেন? তাহা আমি জানি না, সে সময় একবার আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আমি সেই ক্ষণেই পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া তরঙ্গিণীর বাটী-তেই রাত্রি বাস করি; কিন্তু দুরাত্মা মন্মথ তথায় রাত্রিবাস করিবে জানিয়া আমি আর থাকিতে সাহস করিলাম না। যাহাহউক এই ঘোর নিশীথ সময়ে আমি একাকিনী একখানি পাল্কীর অভ্যন্তরে থাকিয়া রাজপথ দিয়া গমন করিতে লাগিলাম, সঙ্গে তরঙ্গিণীর এক-জন মাত্র ঝি। পাল্কীর দ্বার কিয়ৎপরিমাণে মুক্ত করিয়া দেখিলাম, পরি-চারিকা আমার পাল্কীর সমভিব্যাহারে আসিতেছে; তাহাকে দেখিয়া আমার কিঞ্চিৎ সাহস হইল, সেইজন্য আমি অনন্যমনে চিন্তা করিতে করিতে যাইতে লাগিলাম।

আমি প্রথমতঃ ভাবিলাম, তরঙ্গিণীকে আম্র ক্ষেত্রের কথা

জ্ঞাপন করাতে, সে আমাকে বলিল যে, "সেখানে একটী বুড়দৈত্য আছে; আমার মত কচী মেয়ে দেখিলে তাহাকে পাইয়া বসে, তরঙ্গিণী সেই ভয়ে আমার মত বয়সে দাদামহাশয়ের বাটী হইতে চলিয়া আসিয়াছে।" এ কথার অর্থ কি? আমি এক দিবস মনোরমার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তরঙ্গিণী তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর খোরাকীর জন্য দাদামহাশয়ের নামে নালিশ করে ও সেই জন্য তরঙ্গিণী বাটী হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্রে বাটী ভাড়া করে। একথা কি সত্য? না—তরঙ্গিণী কোন দুষ্টলোকের উৎপীড়নে দাদামহাশয়ের বাটী পরিত্যাগ করিয়াছে? যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে তরঙ্গিণীর উল্লিখিত বুড়দৈত্যটী কে?—সেই ব্যক্তিই কি তরঙ্গিণীর নাম উল্লেখ করিয়া অপর একটী স্ত্রীলোকের সহিত আম্রবনে পরামর্শ করিতেছিল?—না তরঙ্গিণী উপহাস করিয়া এরূপ বলিল।

আবার ভাবিলাম, তরঙ্গিণী আমাকে পাল্কীতে উঠাইবার সময় বলিল, আমার সহিত তাহার অনেক কথা আছে, কর্ম্মের বাড়ী বলিয়া সে আমাকে সমস্ত কথা বলিতে পারিল না এবং সেইজন্য সে স্বতন্ত্র একদিন আমাকে তাহার বাটীতে লইয়া যাইবে, ইহারই বা মর্ম্ম কি? আমার সহিত তরঙ্গিণীর এমন কি বিশেষ কথা যে, সে আমাকে তজ্জন্য আর একদিন নিমন্ত্রণ করিবে; তরঙ্গিণী আরও বলিল যে, মনোরমার বাটীতে থাকিয়া যদি কোনরূপে কাহার দ্বারা আমি উৎপীড়িত হই, তাহা হইলে আমি তাহাকে সে বিষয় জ্ঞাত করিব, এবং সে আমাকে অন্যত্রে রাখাইয়া দিবে। কেন? তরঙ্গিণী কি জানিয়াছে যে, দাদামহাশয়ের বাড়ীটী

আমার ন্যায় স্বল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের থাকিবার যোগ্য নহে, বা থাকিলে অপর কোন কদাচারী পুরুষ কর্তৃক উৎপীড়িত হইতে হইবে; তরঙ্গিণী কি নিজে এই বাটীতে থাকিয়া তাহার প্রমাণ পাইয়াছে?

আমি অনন্যমনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলাম, বলিতে কি, আমি এরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া চিন্তা করিতে-ছিলাম যে, সে সময় আমি পাল্কীতে যাইতেছিলাম কি অন্যত্রে বসিয়া ছিলাম তাহা কিছুই আমার জ্ঞান ছিল না; কিয়ৎক্ষণ পরে আমি অকস্মাৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া মনে করিলাম আমি যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পাল্কীতে যাইতেছি, কৈ?—যে সময় আমি মনো-রমার সহিত তরঙ্গিণীর বাড়ীতে গমন করি, সে সময় তথায় যাইতে আমাদিগের এরূপ বিলম্ব হয় নাই! তবে বাহকেরা আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছে, এইরূপ মনে করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ পাল্কীর দ্বার ঈষৎ মুক্ত করিয়া দেখিলাম সম্মুখে একটী লৌহবারেণ্ডা পরিবেষ্টিত উপবন ও অট্টালিকা। আমি তদ্দর্শনে বাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোরা আমাকে কোথায় লইয়া যাস্—সে ত এ পথ নয়।"

বেহারাদিগের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল "না—মাঠাকুরাণী, আমাদিগের পথ ভুল হইয়াছে, সেই জন্য এত বিলম্ব হইল, এইবারে আমরা ঠিক পথ পাইয়াছি।" এইরূপ বলিয়া তাহারা পুনরায় যাইতে লাগিল।

যদিও বাহকদিগের পথভ্রম প্রযুক্ত বিলম্বের কারণ আমাকে কিয়ৎপরিমাণে বিরক্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের এরূপ

বাক্যে আমি অনেকটা নিঃশঙ্ক হইলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমার সমভি-ব্যাহারী পরিচারিকাটী বেহারাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওরে ঐ বাড়ীতে লইয়া যা।"

পরিচারিকার এইরূপ কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্রই আমি বিস্মিত হইলাম, ভাবিলাম, তরঙ্গিণী আমার সহিত যে পরিচারিকাকে পাঠা-ইয়া ছিল, তাহার ত এরূপ কণ্ঠস্বর নহে। তবে এ ব্যক্তি কে? অনেকটা বোধ হইল যেন ইহার কণ্ঠস্বর আমি পূর্ব্বে কোথায় শুনিয়াছিলাম!! কিন্তু কোথায়?—সে সময় আমি তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না।

কিয়ৎক্ষণ পরেই পাল্কীখানি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল এবং বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে একজন বাহক আসিয়া আমার পাল্কীর দ্বার খুলিয়া দিল। আমি পাল্কী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, এ সে বাটী নহে; দাদামহা-শয়ের বহির্ব্বাটীর ন্যায় ইহার চতুর্দ্দিকে থাম বা চকবন্দী প্রাঙ্গন নাই; ইহার উঠানটী অল্প প্রশস্ত ও চারিধারে একতল গৃহ। আমি দেখিবামাত্রই বিস্মিত হইয়া বাহকদিগকে বলিলাম, "তোদের বাড়ী ভুল হইয়াছে, এ ত সে বাড়ী নয়।"

বেহারারা বলিল, "সে কি মাঠাকুরাণী, তোমার লোক সঙ্গে আসিয়া আমাদিগকে এই বাড়ী দেখাইয়া দিল, তোমার কোন্ বাড়ী তাহা ত আমরা জানি না।"

আমি পরিচারিকার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, যে ব্যক্তি আমার পাল্কীর সঙ্গে আসিতেছিল, এ সে নহে। তাহাকে দেখিতে ক্ষীণকায় ও গৌরবর্ণ; উপস্থিত পরিচারিকাটী স্থূল ও কাল।

আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি ত আমার সঙ্গে আইস নাই,—যে আমার সহিত আসিয়াছিল, সে কোথায় ?"

পরিচারিকা আমার মুখ পানে চাহিয়া হা-হা করিয়া হাস্য করত বলিল, "আবার কি তোমার বাতিকের ব্যারাম বৃদ্ধি হইয়াছে ?—এই যে তোমার বাড়ী; আমি তোমাকে যে, এই বাড়ী হইতেই লইয়া গিয়াছিলাম।"

বাহকেরা তচ্ছ্রবণে পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল; পরিচারিকা এই সময়ে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোরা চলিয়া যা—দেখিতেছিস্ না—বৌঠাকুরাণী পাগল——ঐ দেখ্ দ্বারবান্ সদর দরজায় চাবি বন্ধ করিল। যে সময় ইহার বাতিকের ব্যারাম বৃদ্ধি হয়, সেই সময় ইনি বাড়ী হইতে পলায়ন করেন। সেই জন্যই দ্বারবান্‌কে হুকুম হইয়াছে যে, পাল্কী বাড়ীতে আসিলে সদর দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া দিবে।"

বস্তুতই আমি এইরূপ সময়ে দেখিলাম, একজন কাল ও খর্ব্বাকৃতি দ্বারবান্ দরজায় চাবি বন্ধ করিতেছে। বাহকেরা তদ্দর্শনে আমাকে নিশ্চয়ই পাগল মনে করিয়া পাল্কীখানি স্কন্ধে লইয়া সদর দ্বারে উপস্থিত হইল। শুনিলাম, দ্বারবান্ও বেহারাদিগকে আমার পীড়িতাবস্থার কথা জ্ঞাত করত অতি সতর্কতার সহিত পাল্কীখানি বাহির করিতে আদেশ করিল ও দ্বারের কিয়দংশ মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিল। আমি এতাবৎ দর্শনে অবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম।

আমি যে সময় এই বাটীতে উপস্থিত হই, সে সময় শুদ্ধ

একজন পরিচারিকা ও দ্বারবান্ সদর বাটীতে উপস্থিত ছিল, এক্ষণে দেখিলাম, আরও একজন পরিচারিকা আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলাম, "আমি এখানে থাকি না এবং এ বাটী গোবিন্দবাবুর নহে; তোমরা কেন আমাকে এখানে লইয়া আসিলে? আমাকে ছাড়িয়া দাও।" এইরূপ বলিয়া আমি সদর দ্বারের দিকে ধাবিত হইলাম।

আগন্তুক পরিচারিকা আমার বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "কেন বৃথা আপনি যাইতেছেন, সে পাল্কী চলিয়া গিয়াছে এবং সদরদ্বারেও চাবি পড়িয়াছে।"

আমি এতাবৎ শুনিবামাত্রই প্রাঙ্গণের ভূমিতলে বসিয়া পড়িলাম;—ভয় ও বিস্ময়ে আমার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল, নিশ্চয় করিলাম, আবার কোন দুষ্টলোক আমাকে তাহার কুমন্ত্রণাচক্রে ফেলিয়াছে। কিন্তু এ সময় নিতান্ত ভীরু-স্বভাব না হইয়া আমি অকস্মাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বলিলাম, "যদি তোমরা নিজের মঙ্গল চাও, তবে এখনই আমাকে দ্বার খুলিয়া দাও, আমি চলিয়া যাই—নতুবা তোমাদিগকে যার পর নাই বিপদে পড়িতে হইবে।"

এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমার সমভিব্যাহারী পরিচারিকা বলিল, "স্পষ্ট বলিতে কি, মাঠাকুরাণি! আপনি এক্ষণে কারাবদ্ধ হইয়াছেন এবং আপনার ওরূপ ভয় দেখানতে আমরা আপনাকে ছাড়িয়া দিব না। আমাদিগের আদেশ, আমরা আপনার সহিত সদ্ব্যবহার করিব এবং তাহা করিতেও আমরা প্রস্তুত আছি; যদি ভাল চান ত বাড়ীর ভিতর গিয়া সচ্ছন্দে অবস্থান করুন, আজ

রাত্রের মধ্যে কোন লোক আসিয়া আপনার এরূপ অবস্থিতির কারণ জ্ঞাত করিবে, তজ্জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।”

আমি তাহার এরূপ বাক্যে নিরাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ বাড়ীটী কাহার? আমি জানিতে ইচ্ছা করি।”

পরিচারিকা বলিল, “সে কথার উত্তর আর অল্পক্ষণ পরেই জানিতে পারিবেন। আমাদিগের আজ্ঞা আপনাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না; তবে যাহাতে আপনি এ বাটী হইতে না পলাইতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক থাকিব।”

আমি পুনরায় নিরাশ হইলাম—ভাবিলাম কে আমাকে এরূপ স্থানে আনয়ন করিল এবং এই বাড়ীটীই বা কাহার? কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; এইরূপ সময়ে অকস্মাৎ একটী সন্দেহ আসিয়া আমার মনে উদয় হইল, আমি ভাবিলাম, বোধ হয়, দুরাত্মা মন্মথই আমাকে মঙ্গলার সহযোগে এখানে আনিয়া থাকিবে। যেহেতু তরঙ্গিণীর বাটীতে যে সময় পাঁচালী ভাঙ্গিয়া যায়, সে সময় আমি মঙ্গলাকে মন্মথের সহিত পরামর্শ করিতে দেখিয়াছিলাম, বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের তাহা স্মরণ থাকিবে। অথবা তরঙ্গিণীই তাহার পরিচারিকার সহিত পরামর্শ করিয়া কোন দুষ্টাভিপ্রায় বশতঃ আমাকে এরূপ স্থলে আনাইয়াছে, কিন্তু তরঙ্গিণী যে পরিচারিকাকে আমার পাল্কীর সমভিব্যাহারে পাঠাইয়াছিল, সে কি তাহার ঝি,—না আর কে? ফলে যাহাই হউক না কেন, তরঙ্গিণীর এরূপ করিবার কারণ কি তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে স্থির করিলাম যে, এই সকল সামান্য দাস দাসীদিগের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া যদি

আমি ধৈর্য্য ও বিবেচনার সহিত কর্ম্ম করি, তাহা হইলে অনায়াসেই এই স্থান হইতে পলায়ন করিতে পারিব; এইরূপ স্থির করিয়া আমি পরিচারিকাদিগকে বলিলাম, "চল—কোন্ ঘরে আমি থাকিব—দেখাইয়া দাও? আমি তথায় যাইতে প্রস্তুত আছি।"

আমার বাক্য শেষ হইতে না হইতে দুইজন পরিচারিকা আমার অগ্রসর হইয়া বাটীর ভিতর যাইতে লাগিল, আমি তাহাদিগের অনুগমন করিলাম।

বাড়ীর ভিতরটী দ্বিতল, কিন্তু অতি সঙ্কীর্ণ স্থানব্যাপী। প্রাঙ্গণটীর আয়তন অতি স্বল্প ও সঙ্কীর্ণ, ইহার চারিধারের ফ্লোরের উপর চক্‌বন্দি থাম ও গৃহ বারেণ্ডা। থামগুলিতে সমস্তই পঙ্কের কারুকার্য্য; কিন্তু বহুকাল অসংস্কৃত থাকায় কিয়ৎ পরিমাণে বর্ণহীন হইয়া গিয়াছে। পরিচারিকাদ্বয় আমাকে যে গৃহে লইয়া উপস্থিত করিল, সে গৃহটী অতি প্রশস্ত ও পরিপাটীরূপে সজ্জিত। ইহার চারিধারে তৈলরঞ্জিত ছবি ও মধ্যে মধ্যে খড়ীর পতুল সকল ব্র্যাকেটের উপর সজ্জিত রহিয়াছে। কোথাও বা অৰ্দ্ধ উলঙ্গ পরী অসাবধানতা প্রযুক্ত বস্ত্র স্খলিত হওয়ায় শশব্যস্তে তাহার বক্ষঃস্থল আবরণ করিতেছে, আবার কোথাও বা কোন সুন্দরী তাহার সহচরীর মস্তকে আদরের সহিত পুষ্পমুকুট পরাইয়া দিতেছে। গৃহের মধ্যস্থ কড়িকাষ্ঠের মধ্যভাগে একটী বৃহৎ ঝাড় বস্ত্রাবৃত রহিয়াছে। নিম্নদেশে একখানি বিস্তীর্ণ সুন্দর গালিচা ভূমিতলের চারিসীমায় পরিব্যাপ্ত এবং তদুপরি কৌচ, কেদারা, লিখিবার টেবিল, আলমারী ও দেরাজ প্রভৃতি অবস্থা-

নোপযোগী গৃহসামগ্রী সকল সজ্জিত রহিয়াছে। গৃহভিত্তির এক-দিকে একটী ক্ষুদ্র দ্বার আবদ্ধ রহিয়াছে।

আমি পরিচারিকাদিগের সহিত গৃহে প্রবেশ মাত্রই এতাবৎ দর্শনে চমৎকৃত হইলাম; কিন্তু তাহাদিগকে কোন কথা বলিলাম না। উহারা চলিয়া গেলে আমি সক্রোধে গৃহ দ্বার বন্ধ করিয়া একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগি-লাম। এক একবার মনে মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম, কত কি ভাবিতে লাগিলাম. কে আমাকে এখানে লইয়া আসিল? না জানি কে আমাকে এই বিপদে ফেলিল" এই কথা আপনা আপনিই বারংবার বলিতে লাগিলাম ও অবিরলধারে অশ্রুধারা ফেলিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মনের উদ্বেগে গৃহা-ভ্যন্তরে ইতস্ততঃ পাইচারি করিতে লাগিলাম, স্থির করিলাম, আজ আমি রাত্রে নিদ্রা যাইব না এবং পাছে নিদ্রাকর্ষণ হয়, সেই-জন্য শয্যায় শয়ন না করিয়া একখানি কেদারার উপর বসিয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমি প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম যে, মন্মথই, মনোরমা ও তাহার পরিচারিকার সাহায্যে আমাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছে, যেহেতু তরঙ্গিণীর বাটীতে আমি ইহাদিগের দুই জনকেই সময়ে সময়ে মন্মথের সহিত পরামর্শ করিতে দেখিয়াছিলাম এবং পাঠক মহাশয়ও জ্ঞাত আছেন যে, মন্মথই আমার পূর্ব্বপরিচিত শত্রু; কিন্তু আবার ভাবিলাম, যদি উহারা তিনজনে মন্ত্রণা করিয়া আমাকে এই স্থানে লইয়া আসিবে, তাহা হইলে তরঙ্গিণীর ঝি আমার পাল্কীর

সহিত আসিবে কেন এবং সেই বা আমাকে এ বাটীতে রাখিয়া যাইবে কেন? যে ব্যক্তি আমার পাল্কীর সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল, সে যে তরঙ্গিণীর ঝি—তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, যেহেতু তরঙ্গিণী নিজে তাহাকে সঙ্গে দিয়া আমাকে পাল্কীতে উঠাইয়াছিল। যদিও আমি তরঙ্গিণীর সহিত কথোপকথনপ্রযুক্ত সে সময় তাহাকে বিশেষ নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই; কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে আমার পাল্কীর সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, বাহকেরাও তাহা বাটীতে উপস্থিত হইয়া আমাকে জ্ঞাত করিয়াছিল। তবে কি তরঙ্গিণী মন্মথের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার পরিচারিকার সহিত আমাকে এস্থানে আনয়ন করিল?

মনে মনে এই চিন্তাই প্রবল হইতে লাগিল। আবার ভাবিলাম, তরঙ্গিণী মন্মথের আপনার মাসী; অতএব মন্মথ যে গুরুজনের সহিত পরামর্শ করিয়া এরূপ নিন্দনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা ত কখনই সম্ভবপর নহে; বোধ হয় তরঙ্গিণীই আমাকে কোন অসদভিপ্রায় সাধনের জন্য এই স্থানে আনিয়া থাকবে। যাহাহউক এইরূপ স্থির করিয়া আমি কতক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলাম; তাহার কারণ এই যে, তরঙ্গিণীর যত প্রকার অসদভিপ্রায় থাকুক না কেন, সে স্ত্রীলোক, সুতরাং স্ত্রীলোক হইয়া স্ত্রীলোকের প্রাণ পর্য্যন্ত অনিষ্ট করিতে পারে, কিন্তু সতীত্বরূপ মহারত্ন অপহরণ করিতে পারে না।

আমি এইরূপ ও অপরাপর অনেক চিন্তা করিলাম; রাত্রিও ক্রমে অধিক হইল। এক্ষণে আমি একবার গৃহের একটী বাতায়ন উন্মোচন করিয়া দেখিলাম, আমি কিরূপ স্থানে আসিয়াছি,

অর্থাৎ আমার গৃহটীর চতুষ্পার্শে কোন প্রতিবাসীর আবাস স্থান আছে কি না, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না; চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার। পাঠক মহাশয় জানিবেন, এক্ষণে কর্ত্তিকমাস অতীত, আজি অগ্রহায়ণ মাসের একাদশ দিবস; একে রজনী ঘোর নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহাতে প্রবল কুজ্ঝটিকায় রাত্রি আরও অন্ধকার বলিয়া বোধ হইতেছে; কোন দিকে কোন প্রাণি-রই শব্দমাত্র নাই, কেবলমাত্র অদূরস্থ একটী উপবনের অন্ধকার ঝোপের ভিতর হইতে দুই একটী গ্রাম্য কুক্কুর এক একবার শব্দ করিতেছে। আমি এতাবৎ শ্রবণে বাতায়ন বন্ধ করিয়া পুনরায় গৃহের অভ্যন্তরে আসিলাম।

এইরূপ সময়ে আমার অকস্মাৎ মনে হইল, আমি মনোরমার গহনা পরিয়া আসিয়াছি; কি জানি রাত্রের মধ্যে যদি কোন দস্যু আসিয়া আমার গহনাগুলি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমি মনোরমাকে কি বলিব! এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি সভয়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিকটস্থ একটী আলমারির নিভৃত স্থানে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া রাখিলাম। যে সময় আমি অলঙ্কারগুলি লুকাইয়া রাখি, সে সময় দেখিতে পাইলাম, সেই আলমারির দেরাজে কতকগুলি লিখিত ও ছিন্ন কাগজ রহি-য়াছে; ভাবিলাম, এই পত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, হয় ত আমি আবদ্ধকারীর নাম বা এই বাড়ীটী কাহার তাহা জানিতে পারিব, সেইজন্য আমি তৎসমুদায় সংগ্রহ করিয়া আলোক সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

দুঃখের বিষয় এই যে, এতাবৎগুলির মধ্যে একখানিও

আমি পূর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাইলাম না, সমস্তগুলিই ছিন্ন। কাহারও উপরিভাগ নাই, কাহারও বা স্বাক্ষরকারীর স্থান কুইপোকার উদরগত। প্রথমখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, এখানি জনৈক মুসলমানের স্বাক্ষরিত রসিদ, ইহাতে অশ্ববৃন্দের আহারীয় সামগ্রীগুলি উল্লিখিত হইয়া মোট টাকা লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তিকে রসিদ দেওয়া হইতেছে, তাহার নাম নাই;—সে স্থানটী ছিন্ন। অপরখানি ইংরাজী 'বিল' যদিও এখানির অবস্থা অপেক্ষাকৃত উত্তম, কিন্তু বিভিন্ন ভাষা বলিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনুমানে বোধ করিলাম যে, কোন ডাক্তারের ঔষধের বিল হইবে; যেহেতু ইদানীন্তন ডাক্তারেরা যেরূপ ঔষধের তালিকার সহিত বিল পাঠাইয়া থাকেন, ইহাতে সেইরূপ কতকগুলি তালিকা সন্নিবেশিত ছিল; শেষখানি জনৈক স্ত্রীলোকের লেখনী প্রসূত বলিয়া নিশ্চয় করিলাম। এই পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি যার পর নাই বিস্মিত হইলাম, পাঠক মহাশয় যদি ইহার প্রাপ্ত অংশ পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নিম্নে পাঠ করিবেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই রহস্য মূলক পত্রখানির প্রেরক ও গৃহীতার নাম কুই পোকায় নষ্ট করিয়াছে। পত্রখানা এই——

"তোমার ন্যায় অবিশ্বাসী লোকের প্রণয়ে মুগ্ধ হওয়া কি শোচনীয় কর্ম্ম! দুরাত্মা—ইন্দ্রিয় চরিতার্থকারী পিশাচ! তোর ন্যায় পাপাত্মার মুখ দর্শন করিলে নরকেও স্থান হয় না। তুই অবলা কামিনীগণকে তোর মোহিনী শক্তি দ্বারা মুগ্ধ করিয়া শেষে অঙ্গারময় হৃদয়যন্ত্রণায় দগ্ধ করিস্!—তোর কুহকে একবার যে অবলা ভুলিয়াছে—তোর মিষ্ট বাক্যে একবার যে রমণী বিশ্বাস করিয়াছে—

তাহার ইহকাল ও পরকাল নাই, সে ইহকালে সমাজচ্যুত—বিষয় হইতে বঞ্চিত এবং পরকালে নরক হইতেও পরিত্যক্ত! ওঃ! কি পরিতাপ! কি দুঃখ! তোর কুহকে পড়িয়া আমি কি পর্য্যন্ত না দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এক্ষণে সে সমস্ত স্মরণ হইলে হৃদয় কম্পিত হয়—অন্তরাত্মা শোক সাগরে নিমগ্ন হয়—তোর ভালবাসায় মোহিত হ'য়ে আমি আমার অতুল ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হ'য়েছি, তোর কুহকে ভুলে আমি দুষ্কর্ম্মের পরাকাষ্ঠারূপ নরহত্যা করিতেও ক্রটি করি নাই!! হায়! আমার পরিণামে কি হ'বে তাহা জানি না—আমার ন্যায় পাপিয়সী আর কতদিন জীবন ধারণ কর্‌বে, তাহা কে বলিতে পারে?—ওঃ! নিদারুণ হৃদয় যন্ত্রণায় প্রাণ যায়!—নরক! তুমি কি ইহা অপেক্ষাও কষ্টদায়ক!!—আমি কি আত্মহত্যা কর্‌বো! এখনই করি?—না—এখন নয়, অগ্রে তোর প্রাণসংহার কর্‌বো—পরে তুই যার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করেছিস্—তাকে বিনাশ কর্‌বো, পরে আত্মহত্যা হ'য়ে এ পৃথিবী হ'তে বিদায় হবো—এই আমার সঙ্কল্প।"

আমি প্রাপ্ত পত্রখানির এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ভয় ও বিস্ময়ে অধৈর্য্য হইলাম,—ভাবিলাম, এ পত্রখানি কাহার এবং কাহার দ্বারাই বা লিখিত? কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মনে করিলাম, ইহারা যেই হউক না কেন, এই বাটীর সম্পর্কীয় কোন লোক তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং আমি এইরূপ ভয়ঙ্কর স্থানে আনীত হইয়াছি! এইটী স্মরণ হইবামাত্র ভয়ে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল—মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল। আমি এ সময় একবার আমার গৃহটীর চারিদিকে দৃষ্টি করিলাম, দেখিলাম—ইহার আর

সেই পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নাই—যেন একটী অন্ধকারময় কূপ!! অকস্মাৎ বোধ হইল, যেন কেহ আমার প্রাণ সংহার করিবার জন্য আমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে!!—গাত্র শিহরিয়া উঠিল, আমি সভয়ে বলিয়া উঠিলাম, "ঈশ্বর! আমায় রক্ষা কর—তুমি এই অবলা নিঃসহায় কামিনীর একমাত্র রক্ষক।"এইরূপ বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আমি আপনা আপনিই এক-খানি কেদারার উপরে উপবেশন করিলাম—কত কি ভাবিতে লাগিলাম, তাহা আমার মনে নাই। অল্পক্ষণ পরেই আমার নিদ্রা আকর্ষণ হইতে লাগিল,রাত্রির আধিক্যতা প্রযুক্তই হউক আর যে কোন কারণেই হউক, আমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া কেদারাখানির উপর ঢুলিতে লাগিলাম ও পরিশেষে কাষ্ঠাসনের পৃষ্ঠদেশে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি এরূপ ভাবে নিদ্রিত ছিলাম,তাহা জানি না—অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া দেখিলাম, আমার গৃহের আলোকটী নির্ব্বাপিত, সুতরাং গৃহটী সম্পূর্ণ রূপ অন্ধকার।

এমন সময় দেখিতে পাইলাম, আমার সেই অন্ধকার গৃহের অভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্র আলোক প্রবেশ করিয়াছে, ভাবিলাম—প্রদীপ ত নির্ব্বাপিত, তবে অকস্মাৎ এই আলোক কোথা হইতে আসিল! কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলাম, কিন্তু আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, পরক্ষণেই আলোকটী কম্পিত হইয়া কোথায় সরিয়া গেল। মনে মনে যার পর নাই বিস্মিত হইলাম, ভাবিলাম—ইহারই বা মর্ম্ম কি, গৃহে প্রদীপ

নাই—অথচ একটী আলোক আসিয়া অকস্মাৎ সরিয়া গেল, বোধ হয় বহির্দ্দেশে কেহ প্রদীপ হস্তে চলিয়া গিয়া থাকিবে, সেই জন্য গৃহের অবকাশ স্থান দিয়া ঐ আলোক আসিয়াছিল। এমন সময় পুনরায় সেইরূপ আলোক গৃহের অভ্যন্তরে পতিত হইল—এবারে আলোকটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও গোলাকার; আমি অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম, আমার সেই গৃহসন্নিবেশিত ক্ষুদ্র দ্বারটীর চাবির ছিদ্র দিয়া এই আলোকটী প্রবেশ করিয়াছে; দেখিবামাত্রই আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল—ভাবিলাম, অবশ্যই ইহার পার্শ্বভাগে কোন ক্ষুদ্রগৃহ থাকিবে এবং সেই গৃহে হয় ত কোন লোক আমার অনুসন্ধানে চোরভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; আমি সেই জন্য সভয়ে ও শশব্যস্তে দ্বারটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া চাবির ছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিলাম।

আশ্চর্য্য!! অকস্মাৎ ভয়ে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল—হৃদয়ে ঘন ঘন আঘাত হইতে লাগিল। দেখিলাম—একটী লোক একখানি কাল বনাতের দ্বারা আপাদ মস্তক আবরিত করিয়া নিস্তব্ধভাবে একখানি কেদারার উপর বসিয়া আছে। ইহার মুখে ও মস্তকে একখানি চাদর পরিবেষ্টিত—ব্যক্তিটী যেন একমনে আমার গৃহের দিকে কর্ণপাত করিয়া আছে!!

বস্তুতই পূর্ব্বে জানিতাম না যে, আমার এই গৃহ সন্নিবেশিত ক্ষুদ্র দ্বারের অপর পার্শ্বে আর একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে। এতদ্ব্যতীত কক্ষস্থিত-আলোক প্রবেশদ্বার অতিবাহিত হইয়া পড়াতে দেখিতে পাইলাম, ইহার বহির্ভাগেও অল্প প্রশস্ত একটী বারেণ্ডা ও তাহার পার্শ্বে একখানি কাষ্ঠের সিঁড়ি রহিয়াছে; ভাবিলাম, বোধ হয়

ব্যক্তিটী এই সিঁড়ি দ্বারা উঠিয়া আমার এই পার্শ্বস্থ কক্ষটীতে আসিয়া থাকিবে! বোধ হয় পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, এ সময় আমার হৃদয়ে ভয় ও উদ্বেগ কিরূপ!! আমি এতাবৎ দৃষ্টি করিয়াই প্রথমতঃ আমার গৃহের দিকে যে শিকলটী ক্ষুদ্র দ্বারে সন্নিবেশিত ছিল, তাহা সভয়ে টানিয়া দিলাম এবং কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত আপন মনে চাবির ছিদ্র দিয়া ব্যক্তিটীর প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলাম; কিন্তু ব্যক্তিটী কে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; ভাবিলাম, যেই হউক না কেন, যখন ওরূপ আবরিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে, তখন অবশ্যই আমার পরিচিত কোন লোক, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দেখিতে না দেখিতে গৃহের অভ্যন্তরে এই অট্টালিকার একজন পরিচারিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহাকে দেখিতে খর্ব্বাকৃতি ও কাল, বোধ হয় পাঠক মহাশয় চিনিতে পারিবেন, এই পরিচারিকাই আমার পাল্কীর সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল; আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে, এ লোকটীকে আমি ইতিপূর্ব্বে তরঙ্গিণীর বাড়ীতে দেখি নাই—এবং তাহার বাড়ীতে অবস্থিতি কাল মধ্যে আমি ঐ বাটীর সকল পরিচারিকা গুলিকে লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু ইহার মত কাহারও আকৃতি নাই—তবে অকস্মাৎ এই ব্যক্তিই বা আমার পাল্কীর সমভিব্যাহারে কোথা হইতে আসিল। অথচ যে সময় আমি এই বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই, সে সময় আমি ইহার কথা শ্রবণ মাত্রই ইহাকে যেন পরিচিত বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম, ইহারই বা কারণ কি? পরিচারিকাটী গৃহে প্রবেশমাত্রেই তাহাকে দেখিয়া আমার এতাবৎ বিষয় স্মরণ

হইল, কিন্তু সে সময় এই রহস্যটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলাম না।

বসনাবৃত উপবিষ্ট ব্যক্তি, পরিচারিকাকে দেখিবামাত্রই মৃদুস্বরে বলিল, "এই যে, এসেছ—সংবাদ কি?—আমি তোমারই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি।"

আশ্চর্য্য! ব্যক্তিটীর কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্রই আমি বিস্মিত হইলাম—ভাবিলাম, আমি এই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর পূর্ব্বে কোথাও শুনিয়া থাকিব! কিন্তু কোথায়?—অকস্মাৎ স্মরণ হইল, আমার দাদা-মহাশয়ের আম্রবনে! ভাবিবামাত্রই আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল! ঠিক্! ইহারা উভয়েই সে দিবস রাত্রে আম্রবনে থাকিয়া চুপি চুপি কি পরামর্শ করিতেছিল, তখন ঐ নবাগত রমণীকণ্ঠও আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। পাঠক! এতদিনের পর আম্রবনের সেই গুপ্ত রহস্যটী ভেদ হইয়া গেল! আমি পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, তরঙ্গিণী নামক কোন রমণীকে অপহরণ করিবার জন্য এইরূপ পরামর্শ হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে; তাহাদিগের লক্ষ্য আমি—এই নিঃসহায় পিতামাতা পরিত্যক্ত অভাগিনী! আশ্চর্য্য! জগতের কুটিল লোকের মন্ত্রণা কে বুঝিয়া শেষ করিতে পারে? ইতিপূর্ব্বে মন্মথ বা তাহার খুড়ী তরঙ্গিণীকেই আমার এই কারাবন্ধের হেতু বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কি; তাহা নহে, এই বসনাবৃত দুরাত্মাই আমার একমাত্র অনিষ্টকারী—এ ব্যক্তি কে? যদি মন্মথ ও তাহার খুড়ী হইত, তাহা হইলে উহারা বসনাবৃত হইয়া থাকিলেও আমি উহাদিগের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চিনিতে পারিতাম। যাহাহউক এই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর আমি

আম্রবন ব্যতীত আর কোথাও শুনি নাই। আবার ভাবিলাম, এই ব্যক্তিটী যদি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত হইবে, তাহা হইলে ওরূপভাবে মুখে আচ্ছাদন দিয়া আসিবে কেন? এই সময় অকস্মাৎ আমার স্মরণ হইল, আমি যে ইতিপূর্ব্বে আম্রবনে তরঙ্গিণীর নামোল্লেখ শুনিয়াছিলাম, তাহারই বা কারণ কি? তরঙ্গিণী কি এই কুটিল মন্ত্রণার অভ্যন্তরে আছে?

আমি এইরূপ ও অপরাপর চিন্তা করিয়া সেই দ্বার সন্নিবেশিত চাবির ছিদ্র দিয়া দৃষ্টি করিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, যেন একজন শ্মশ্রুধারী যমাকৃতি কাল পুরুষ দ্রুতপদে আসিয়া আমার পার্শ্বস্থ সেই ক্ষুদ্র গৃহটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, তাহাকে দেখিবামাত্রই আমার ভয় হইল—আগন্তুক পরিচারিকাও সভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ব্যক্তিটী গৃহে প্রবেশমাত্রেই অকস্মাৎ আলোকটী নির্ব্বাপিত করিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "পাপাত্মা—বৃদ্ধ বয়সে তোর এরূপ ব্যভিচার—জানিস্ না, এই পৃথিবীতে তোর প্রাণসংহারক শত্রু জীবিত রহিয়াছে?" এইরূপ সম্বোধনের পর ভীষণ প্রহারের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পরক্ষণেই কাষ্ঠনির্ম্মিত সিঁড়িতে দ্রুতগমনের পদশব্দ শুনা গেল, বোধ হইল যেন সেই দস্যু কাহাকে খুন করিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিতেছে।

আমি এতাবৎ দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইলাম—শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; বোধ হয়, যদি আমি ভয়েও সেই দ্বারস্থিত হাতলটী সজোরে ধরিয়া না থাকিতাম, তাহা হইলে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতাম।

কিয়ৎক্ষণের পর আমি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শুনিলাম, যেন ঐ

গৃহের অভ্যন্তরে এক প্রকার মৃত্যুসূচক গোঁ গোঁ শব্দ হইতেছে, অনুমান করিলাম, হয় ত ঐ দুরাত্মা দস্যু গৃহের অভ্যন্তরস্থ কোন ব্যক্তিকে গলা টিপিয়া মারিয়া থাকিবে, সেই জন্যই ওরূপ গোঙারব হইতেছে। আমি তচ্ছ্রবণে যার পর নাই ভীত হইলাম ও সাহসে ভর করিয়া আমার গৃহের দীপাধারের নিকট হইতে "দেশলাই" লইয়া প্রদীপ জ্বালিলাম। প্রথম উদ্যমেই আমি আমার পার্শ্বস্থ কক্ষটীতে প্রবেশ করিতে সাহস করিলাম না, ভাবিলাম, যদি ঐ হত্যাকারী এখনও গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে হয় ত আমাকেও খুন করিয়া যাইতে পারে; সেই আশঙ্কায় আমি প্রদীপ লইয়া আস্তে আস্তে সেই চাবির ছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু দ্বারস্থ ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া দীপালোক সামান্যভাবে প্রবেশ করাতে, আমি গৃহের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিছুই নিরীক্ষণ করিতে পারিলাম না।

ক্রমশই গোঙারব বৃদ্ধি হইতে লাগিল! আমি তচ্ছ্রবণে আর অধিক বিলম্ব করিতে না পারিয়া অকস্মাৎ দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক পার্শ্বস্থ গৃহটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কি সর্ব্বনাশ! কি দেখিলাম? পাঠক! অনুধাবন করুন, কক্ষটীর ভূমিতলে সেই আগন্তুক পরিচারিকা মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়া আছে! আর তাহার পার্শ্বে আমার দাদা মহাশয়—মনোরমার পূজনীয় পিতাঠাকুর!! আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্রই যার পর নাই বিস্মিত হইলাম—ভাবিলাম, দাদামহাশয়ের এরূপ স্থানে অবস্থান কেন? কিন্তু সে সময় আমি এতাবৎ চিন্তা করিবার অধিকক্ষণ সময় পাইলাম না। কারণ দেখিতে পাইলাম, তাঁহার গলদেশে উত্তরীয় বসন সংলগ্ন হইয়া ফাঁসি

লাগিয়া গিয়াছে ; এমন কি,বোধ হয় আর অল্পক্ষণ থাকিলেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন ; বস্তুতই আমি দেখিলাম, তাঁহার জিহ্বা লোল—চক্ষু রক্তবর্ণ—কলেবর ঘর্ম্মাক্ত। তিনি মৃত্যুযাতনায় অধৈর্য্য হইয়া কক্ষভূমে ছট্‌ফট্ ও মধ্যে মধ্যে গোঙারব করিতেছেন। আমি এতাবৎ দর্শনে স্থির করিলাম যে, হয়ত আগন্তুক দস্যু দাদামহাশয়ের মুখাচ্ছাদিত বসন দ্বারা তাঁহার গলদেশে ফাঁসি সংলগ্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সময়ে আমি একবার চিন্তা করিলাম, 'দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল হাতে হাতে!" যে ব্যক্তি আমার রক্ষক, সেই আমার ভক্ষকস্বরূপ হইয়া এরূপ স্থানে আনয়ন করিয়াছে—আশ্চর্য্য! পৃথিবীর দুষ্টলোকদিগের, এইরূপ শাস্তি হওয়াই প্রার্থনীয়। কিন্তু কি করি, শত্রু হইলেও তাহার সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত, এইটী চিন্তা করিয়া আমি শশব্যস্তে তাঁহার গলার বন্ধনটী খুলিয়া দিলাম ; বন্ধন মোচনমাত্রেই তাঁহার জিহ্বা মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং তিনি যেন পরক্ষণেই আরাম বোধ করিলেন, কিন্তু এখনও যন্ত্রণার শান্তি নাই,এখনও অধৈর্য্য—এখনও সেই মৃত্যুসূচক গোঙাবব! আমি এতাবৎদৃষ্টে লোকবল প্রাপ্ত্যাশায় নীচে নামিয়া গেলাম।

রাত্রি এক্ষণে প্রায় ২টা হইবে। দেখিলাম, নীচে অপর কেহ নাই, শুদ্ধ একজন পরিচারিকা একখানি তক্তাপোষের উপর শয়ন পূর্ব্বক হাঁ করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। আমি তাহার গা ঠেলিয়া বলিলাম, "শীঘ্র উঠ—বাড়ীতে একজন খুন হইতেছে!"

পরিচারিকা শশব্যস্তে জাগ্রত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বলিল, "অ্যাঁ—কি কয়্‌ব্ গা?"

আমি বলিলাম,—"তুমি শীঘ্র উপরে এক কলসী জল লইয়া আইস।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই পরিচারিকা জল আনয়ন করিলে, আমি দাদামহাশয়ের মস্তকে অনবরত জল সেচন করিতে লাগিলাম; এমন কি ক্রমান্বয়ে একঘণ্টা কাল জলসেচন দ্বারা তাঁহার যাতনার উপশম ও মৃত্যুসূচক গোঙারব নিবারণ হইল,ইত্যবসরে মূর্চ্ছিতা স্ত্রীলোকটী দাদামহাশয়ের মস্তকনিক্ষিপ্ত জলের আঘাত পাইয়া সংজ্ঞালাভ করত নীচে নামিয়া গেলে আমি ও আমার আদিষ্ট পরিচারিকা দুই জনে ধরাধরি করিয়া দাদামহাশয়কে আমার কারাকক্ষে লইয়া আসিলাম ও একটী শয্যার উপর শয়ন করাইলাম। এই সময় আমি দাদামহাশয়ের শিরোদেশে বসিয়া তাঁহার মুখাবলোকন করিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণের পর দাদামহাশয় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায়?"

আমি বলিলাম, "আপনিই জানেন।"

"তুমি কোথায়?"

"তাহাও আপনি জানেন।"

দাদামহাশয় আর কোন উত্তর করিলেন না, পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার গণ্ডদেশ দিয়া অনবরত অশ্রুধারা পতিত হইতেছে, কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত, অনুমান করিলাম, তিনি মনে মনে কি চিন্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি করযোড়পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,"হীরা! আমি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার মুখে তোমার খুল্লার

গ্রামের অবস্থিতির কথা শ্রবণ করিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, তুমি আপন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছ এবং সেই জন্যই আমি তোমাকে লাভ করিবার আশায় এই স্থানে আনয়ন করিয়াছি—কিন্তু হীরা! তোমার চরিত্র—তোমার সততা—তোমার ধর্ম্মভাব—অতীব রমণীয়! এই সমস্ত চিন্তা করিলে কোনক্রমেই তোমাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। দেখ, আমি তোমার রক্ষক স্বরূপ হইয়া তোমাকেই ধর্ম্মচ্যুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম এবং সেই জন্যই আমার এই শাস্তি! যাহাই হউক, হীরা! আমি প্রীত হইলাম যে, তুমি তোমার অসামান্য সততা ও উদারতা প্রযুক্ত তোমার সেই পরম শত্রুকেও মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিলে! হীরা! কুঠারাঘাতলব্ধ চন্দন বৃক্ষ যদ্রূপ তাহার নিকটস্থ কুঠারধারীকে সদ্গন্ধ প্রদান করে, তদ্রূপ অদ্য তুমি আমাকে তোমার উদার চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিলে—আমি তোমার সতীত্বরূপ চন্দনতরুর মূলদেশে কুঠারাঘাত করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি তোমার আপন উদারস্বভাব বশতঃ আজ আমাকে পরাজয় করিলে, অধিক কি, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে।”

আমি তাঁহার এইরূপ বাক্যে মনোযোগী না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাল আপনি কি আপনার ভৃত্য নবকুমারকে আমার কারাগমনের কথা কিছু বলিয়াছিলেন?”

গোবিন্দবাবু বলিলেন, “হাঁ—আমিই একদিন তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে তোমার নিকট আমার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আদেশ করি এবং সেই জন্যই সে, এক দিবস তোমার হাত ধরিতে গিয়াছিল।”

আমি এতাবৎ শ্রবণমাত্রেই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "আমি আর আপনার বাটীতে থাকিব না—আপনি আমাকে আমার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিন্।"

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "না হীরা! তাহা হইলে তোমার পিতা মাতা তোমার এরূপ প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তুমি তাঁহাদিগকে কি বলিবে? তুমি এই সমস্ত কথা কাহাকেও বলিও না—তাহা হইলে আমারও দুর্নাম হইবে; বরং আমি তোমাকে কিছু টাকা পুরস্কার দিব, না—আমার ইচ্ছা যদি তুমি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত আমার একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিব, তুমি ত জান, আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং আমার আর দ্বিতীয় পুত্র নাই, যদি তুমি আমার পুত্রকে বিবাহ কর, তাহা হইলে তুমিও সেই সমুদায় ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারিণী হইবে।"

আমি বলিলাম, "আমি আপনার নিকট টাকাও চাহি না, আর আপনার পুত্রকে বিবাহ করিতেও ইচ্ছা করি না, যদি আপনি আমার সম্মুখে সত্য করেন যে, আর কখন আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার করিবেন না, তাহা হইলে আমি আপনার এই সমস্ত কথা প্রকাশ করিব না।"

বলিতে না বলিতে গোবিন্দবাবু বলিলেন, "না হীরা, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার জীবন সত্বে আর কখন তোমার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিব না—তুমি আজ আমার প্রাণদান করিয়া মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিলে।"

আমরা এইরূপ কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম

যেন, তিন চারি জন লোক আমার কক্ষের পার্শ্বস্থ সেই কাষ্ঠের সিঁড়ি দিয়া দুম্ দুম্ শব্দ করিয়া উঠিতেছে। অকস্মাৎ দেখিলাম, ইহাদিগের মধ্যে একজন সাহেব! তাহার হস্তে একটী লান্ঠান ও অপর দুই তিন জন পুলীশের কর্ম্মচারী, ইহাদিগের সমভিব্যাহারে অপর একজন কে? তাহাকে আমি চিনিতে পারিলাম না। ইহাকে দেখিতে ভদ্রলোকের মত, পরিধেয় বস্ত্রগুলিও ভদ্রলোকের ন্যায়, কিন্তু মুখখানিতে যেন আন্তরিক কুটিলতার ভাব প্রকাশ পাইতেছে, —দেখিলে বোধ হয়,যেন পরের অনিষ্ট সাধন করাই ইহার জীবনের একমাত্র ব্রত। ব্যক্তিটী তাহার সমভিব্যাহারী সাহেব ও পুলীশ কর্ম্মচারিদ্বয়ের সহিত আমাদিগের গৃহে প্রবেশমাত্রই বলিল, "এই স্ত্রীলোকটীকে গ্রেপ্তার কর—ইহার নামেই পরওয়ানা আছে।"

এইরূপ বলিতে না বলিতে একজন পুলিশ-প্রহরী আসিয়া অকস্মাৎ আমার হাত ধরিল,আমি বিস্মিত ও বাক্‌শূন্য হইয়া তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলাম।

আগন্তুক সাহেবটী আমার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "তোমার নাম হীরাপ্রভা?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

সাহেব। চল, তোমাকে আমাদিগের সহিত পুলিশে যাইতে হইবে, তোমার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা আছে। তোমার সন্ধান জন্য আমরা তোমার দেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম,তোমাকে পাই নাই।

আমি ভয় ও বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন আমি তোমাদিগের কি করিয়াছি?"

সাহেব বলিল, "সে কথা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বলিতে পারেন—

আমরা বলিতে পারি না। তুমি যদি বিশ্বাস না কর—তবে এই দেখ তোমার নামের পরওয়ানা।" এইরূপ বলিয়া সাহেবটী তাহার বক্ষঃস্থলের পাকেট হইতে একখানি শাদা ছাপার কাগজ লইয়া দাদামহাশয়ের হস্তে দিল।

আমি ইতিপূর্ব্বে জানিতাম যে, দাদামহাশয় ইংরাজী পড়িতে জানিতেন না। কিন্তু এক্ষণে আশ্চর্য্য হইলাম যে, তিনি পরওয়ানাখানি হস্তে করিয়া কপটভাবে বলিলেন, "হাঁ হীরা! এখানি পুলীশের পরওয়ানা—তোমাকে এখনই যাইতে হইবে।"

শ্রবণমাত্রেই আমার চক্ষে জল আসিল; আমি সাহেবকে বলিলাম, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই পুলিশের লোককে আমার হাত ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করুন,—আমি আপনাদিগের সঙ্গে যাইতেছি। কখনই পলায়ন করিব না।"

সাহেবের আজ্ঞামাত্রেই পুলিশ কর্ম্মচারী আমার হাত ছাড়িয়া দিল। গোবিন্দবাবু এতাবৎ দর্শনে অবাক্ হইয়া রহিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নানা ঘটনা।

"আসন্ন সময় হেরি, হর্ষ বিষাদে,
অন্তর প্রফুল্ল কভু, কভু প্রাণ কাঁদে।"

উদাসিনী।

এক্ষণে রজনী প্রভাত, চতুর্দ্দিক্ কুজঝটিকায় আচ্ছন্ন; প্রভাতকালীন শীতলসমীরণ প্রবাহিত। নবোদিত সূর্য্যের রক্তিম কিরণ-

রাজি কুজ্ঝটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পৃথিবীকে নব রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াছে। নবদুর্ব্বাদলের নীহারবিন্দু, তরুশাখার শিশিরকণা মৃদু বায়ুহিল্লোলে দুলিতেছে—পড়িতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন, নবোদিত সূর্য্যের শুভাগমন দর্শনে তাহারা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। কোথাও বা দুই একটী পক্ষী ডালে বসিয়া আহারান্বেষণের উপায় দেখিতেছে। কিন্তু কে দেখে?—আমি এতাবৎ কিছুই দেখিতে পাইলাম না—আমার ন্যায় অভাগিনীর জগতের সৌন্দর্য্য দেখিবার নহে। যাহার পদে পদে বিপদ, যাহার পদে পদে শত্রু, তাহার আবার এ জগতে সুখ কোথায়?—এরূপ সৌন্দর্য্যে মনোনিবেশ করিবার অবসর কোথায়?—আমি এইরূপ সময়ে আমার সমভিব্যাহারী সাহেব, পাহারাওয়ালা এবং সেই পরিচিত ভদ্রলোকটীর সহিত একখানি গাড়ীতে উঠিলাম। সাহেব ও বাবুটী শকটখানির সম্মুখে উপবেশন করিলেন, আমি পশ্চাতে—গাড়ীখানি চলিতে লাগিল।

বাবুটী কে? তাহা জানি না, গাড়ীখানি কোথায় যাইতেছে, তাহাও জানি না এবং কি জন্যই বা আমি পুলিশ কর্ম্মচারির হস্তে আবদ্ধ হইলাম, তাহাতেও অনভিজ্ঞ। একবার মনে করিলাম, বোধ হয় যে ব্যক্তি গোবিন্দবাবুকে আহত করিয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তিই হয় ত আপনাকে নিরপরাধী প্রমাণ করিবার জন্য,আমাকে পুলিশের হস্তে এরূপে আবদ্ধ করিল—আমি এই সময় আমার সমভিব্যাহারী ভদ্রলোকটীর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলাম—দেখিলাম, ইহাকেও দেখিতে সেইরূপ কাল,দীর্ঘকায় ও ইহার চক্ষু দুইটীও সেইরূপ গোলাকার, কিন্তু ইহার শ্মশ্রু নাই; ভাবিলাম, হয় ত এই ব্যক্তি

সে সময় ছদ্মশ্মশ্রু করিয়া থাকিবে? আবার ভাবিলাম, আমি যে ঐ বাটীতে স্ত্রীলোকের লেখনীনিঃসৃত একখানি অসম্পূর্ণ পত্র পাঠ করিয়াছিলাম, সেখানি কি? সেই পত্রলেখক ত ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া আমাকে এরূপ পুলিশের হস্তে নিক্ষেপ করিবে না? পত্রপ্রেরক তাহার শেষ পংক্তিতে লিখিয়াছে যে, "অগ্রে সে তাহার প্রণয়াভিলাষী ব্যক্তিকে হত্যা করিবে, পরে সেই ব্যক্তি যাহার জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছে, তাহাকে বিনষ্ট করিবে এবং অবশেষে নিজে আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।" এই সমস্ত ঈর্ষ্যা পরিপূর্ণ কথাগুলি স্মরণ করিয়া আমি নিশ্চয় করিলাম যে, সেই দুষ্টা পত্রপ্রেরিতাই আমার এরূপ অসম্ভাবনীয় বিপদের কারণ—তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

যাহাহউক গাড়ীর অভ্যন্তরস্থিত ব্যক্তিদ্বয় আমার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না এবং আমি যে কোথায় যাইতেছি এবং কি জন্যই বা এরূপে তাহাদিগের হস্তে পতিত হইলাম, তাহাও আমাকে কোন কথা বলিল না;—তাহারা আপনাআপনিই ইংরাজী ভাষায় কি কথোপকথন করিতে লাগিল, ভাষায় অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ীখানি একটী পুলিশ বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; বাড়ীটী চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর বেষ্টিত একখানি সামান্য পর্ণকুটীর মাত্র, ইহার দ্বারদেশসন্নিবেশিত কাষ্ঠফলকে ইন্স্পেক্টার সাহেবের নাম ও পুলিশ বিভাগের সাঙ্কেতিক বর্ণ লিখিত আছে। অভ্যন্তরে কতকগুলি প্রহরীর খাটিয়া ও সাহেবের একটী টেবিল ও দুইখানি কেদারা রহিয়াছে। আমি সেই টেবিলের সম্মুখে

দণ্ডায়মান হইবামাত্র আমার সমভিব্যাহারী ইন্‌স্পেক্টার সাহেব একখানি খাতা খুলিয়া আমার নাম ও হালসাকিম লিখিয়া লইলেন, বলিলেন, "তোমাকে আগামী সোমবার দিবসে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছারীতে হাজির হইতে হইবে, সেইজন্য তোমার নামে পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল; এক্ষণে যদি তুমি কোন পাট্টাওয়ালা লোককে জামিন দিতে পার, তাহা হইলে পুলিশ তোমাকে আপাততঃ ছাড়িয়া দিতে পারে, তোমার কি কোন পরিচিত বর্দ্ধিষ্ঠ লোক নাই, যিনি তোমার জামিন হইতে পারেন?

আমি বলিলাম, "আমার আর এখানে কে আছে যে, জামিন হইয়া আমাকে খালাস করিয়া দেন? কিন্তু আমি জামিন দিবার পূর্ব্বে জানিতে ইচ্ছা করি যে, কোন্ অপরাধে এই স্থানে আনীত হইলাম।"

ব্যক্তিটী সক্রোধে বলিয়া উঠিল "সে বিচার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব করিবেন, এক্ষণে তুমি জামিন দিতে পার কি না?"

আমি বলিলাম, "না।"

ব্যক্তিটী বলিল, "হাজত।"

বলিতে না বলিতে একজন প্রহরী আসিয়া আমার হাত ধরিল ও নিকটস্থ একটী লৌহকবাটবিশিষ্ট অট্টালিকায় লইয়া গেল।—আমি এতাবৎ দর্শনে অবাক্ হইয়া রহিলাম।

আমি এইরূপে রাজকীয় কারাগারে আবদ্ধ হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম, ভাবিলাম, আমি কি সত্য সত্যই কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হইলাম?—না, কোন দুষ্ট-লোক আমাকে কষ্ট দিবার জন্য কোনরূপে পুলিশকে উৎকোচ

দিয়া আমাকে আবদ্ধ করিল!—কেন? আমি কাহার কি করিয়াছি?—এ জগতে একালপর্য্যন্ত আমি ত কাহারও ইষ্ট ব্যতীত কোন অনিষ্ট করি নাই এবং আমার জ্ঞানেও ত কখন রাজআইনের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হই নাই—তবে আমি কারাবদ্ধ হইলাম কেন?

আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া আমার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বলিল, "কোন বাবু আসিয়া তোমার জামিন হইয়াছেন, সেই জন্য ইনস্পেক্টার সাহেব তোমাকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম দিলেন, তুমি বাড়ী চলিয়া যাও।"

আমি শুনিবামাত্রই যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। যে সময় আমি তথা হইতে আসিয়া পুলিশের দ্বারে উপস্থিত হই, সে সময় দেখিতে পাইলাম, দ্বারদেশে একখানি শকট আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—ইহার অভ্যন্তরে নবকুমার ও দাদামহাশয়ের বাটীর একজন পরিচারক বসিয়া আছে। ইহারা আমাকে দেখিবামাত্রই বলিল, "আইস—আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।"

আমি নবকুমারকে দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইলাম। যেহেতু নবকুমার যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে এক দিবস মনোরমার গৃহে থাকিয়া জানিয়াছি। বোধ হয় পাঠক মহাশয়েরও সে বিষয় স্মরণ থাকিতে পারে; আমি সেই জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন?"

নবকুমার বলিল, "গোবিন্দবাবুর ইচ্ছা, তুমি তাঁহার বাটীতে গমন কর; জানি না তুমি কি জন্য পুলিশের হস্তে আবদ্ধ

হইয়াছিলে, আর কেই বা তোমাকে এইরূপে আবদ্ধ করিল; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আজ প্রত্যুষেই গোবিন্দবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হীরা কাল রাত্রে পুলিশে আবদ্ধ হইয়াছে, তুমি তথায় যাও এবং এই ৫০০৲ টাকা তাহার জামিন স্বরূপ রাখিয়া তাহাকে খালাস করিয়া আন।"

গোবিন্দবাবুর বাটীতে প্রত্যাগমনের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলাম। ভাবিলাম, যে দুরাত্মা বৃদ্ধবয়সে কদাচারী এবং যে ব্যক্তি শরণাগত জনের প্রতি শত্রুতাচরণ করে, তাহার বাটীতে প্রতিগমন করা কখনই যুক্তিসম্মত নহে, সেই জন্য আমি নবকুমারকে বলিলাম, "তুমি আমাকে যে রূপই বল না কেন, আমি তাঁহার বাটীতে আর যাইব না।"

নবকুমার বলিল, "কেন?"

আমি বলিলাম, "সে কথা তোমার শুনিবার আবশ্যক নাই— আমার জন্য তাঁহাকে জামিনের টাকা দিতে হইবে না—আমার বিবেচনায় তাঁহার বাটীতে অবস্থান অপেক্ষা এই রাজকীয় কারাগারে থাকাই উচিত।"

নবকুমার বলিল, "হীরা—তুমি বুঝিলে না—তোমার কোন বিবেচনা নাই; তোমার ন্যায় কামিনীর কি এই পুলিশে রাত্রিবাস করা উচিত? বিশেষ তুমি কি জান না যে, পুলিশ কর্ম্মচারীরা কিরূপ ধর্ম্মশূন্য লোক?"

"সত্য, কিন্তু যাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্য তুমি আমাকে প্রস্তাব করিতেছ, তিনিও একজন কদাচারী লোক ব্যতীত আর কিছুই নহেন এবং তুমিই তাহার অসদাচরণের একমাত্র মন্ত্রী।"

আমার বাক্য শুনিয়া নবকুমার ঈষৎ হাস্য করিল। আমি তদ্দর্শনে অনুমান করিলাম যে, তাহার প্রভু তাহাকে আমার কারাবাসের কথা সমস্তই বলিয়া থাকিবেন। যাহাহউক নবকুমার বলিল, "ভাল সে সমস্ত কথা এখন ছাড়িয়া দাও, তোমার কি স্মরণ নাই যে, তিনি গতরাত্রে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাঁহার জীবন সত্ত্বে আর কখনও তোমার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না; যেহেতু তুমি তাঁহার জীবন দান করিয়াছ।

আমি বুঝিলাম, গোবিন্দবাবু তাহার প্রিয় ভৃত্য নবকুমারকে আমার পূর্ব্বরাত্রের ঘটনাগুলি সমস্তই বলিয়াছেন; এইটী মনে করিয়া যার পর নাই লজ্জিত হইলাম; কিন্তু নবকুমারের পুনঃ পুনঃ আকিঞ্চনে ও আমার আধুনিক অবস্থা চিন্তা করিয়া অগত্যা তাহার সহিত গমন করিতে সম্মত হইলাম। ভাবিলাম, যে ব্যক্তির ঈশ্বর সহায় এবং এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বিচরণ করে, সাক্ষাৎ ধর্ম্মই তাহাকে রক্ষা করেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি গাড়ীতে উঠিলাম। নবকুমার ও তাহার সমভিব্যাহারী শকটের বহির্দ্দেশে গমন করিল, আমি অভ্যন্তরে যাইতে লাগিলাম।

আশ্চর্য্যের কথা!! আমি গাড়ীতে উঠিলাম, গাড়ীখানিও চলিতে লাগিল, এমন সময় দেখিলাম, আমার পূর্ব্বপরিচিত শত্রু মন্মথ রাজপথের পার্শ্বস্থ একটী বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিকরত হাস্য করিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্রই আমার ভয় হইল, আমি ভাবিলাম, বোধ হয় এই ব্যক্তিই নবকুমারের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে!! কিন্তু তাহা নহে—পরক্ষণেই

দেখিলাম, মন্মথ সে স্থান হইতে অনন্যমনে চলিয়া গেল। কারণ কি? এই দুরাত্মাই কি আমাকে কষ্ট দিবার জন্য অজ্ঞাতভাবে পুলিশের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল?—এই ব্যক্তিই কি গতরাত্রে গোবিন্দ-বাবুকে আহত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল? মন্মথ কি আমাকে অন্যের হস্তগত দেখিয়া তাহার প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? অকস্মাৎ এই চিন্তাগুলি আমার মনে উদয় হইতে লাগিল। ভাবিলাম আশ্চর্য্য কি! ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি তাহার অভিলষিত বস্তুকে পরহস্তগত দেখিলে হিংসাপরবশ হইয়া তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়, বস্তুতই দেখিতে পাওয়া যায় স্ত্রীজাতিই নরহত্যার একমাত্র কারণ। কিন্তু আবার ভাবিলাম, যে ব্যক্তিকে আমি গোবিন্দবাবুর গুপ্ত বাটীতে দেখিয়াছিলাম, তাহার গুম্ফ ও শ্মশ্রু ছিল, মন্মথের ত সে সমস্ত নাই। সে ব্যক্তি কাল—মন্মথ ত কাল নয়?—আশ্চর্য্য কি! মন্মথ কি ছদ্ম শ্মশ্রু করিয়া তথায় যাইতে পারে না?—না মন্মথ বহুরূপ সাজিয়া তথায় উপস্থিত হইতে অপারক? মনে মনে মন্মথের ছদ্মবেশই সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম এবং পূর্ব্বরাত্রের তাহার সমুদায় আকার মনে করিয়া পুনশ্চ ভীত হইলাম—শরীর অকস্মাৎ রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ীখানি দাদামহাশয়ের অট্টালিকার দ্বারস্থ হইল। আমি বাটীর ভিতর প্রবেশকালীন দেখিতে পাইলাম, দ্বার-বানেরা আমার মুখপানে চাহিয়া শূন্যনয়নে কটাক্ষ করিতেছে। বোধ হইল যেন তাহারা আমার এরূপ অকস্মাৎ শকটারোহণে পুরুষকর্ম্মচারীদিগের সহিত আগমন করিতে দেখিয়া মনে মনে

সন্দিহান হইয়াছিল ; যাহাই হউক আমি তাহাদিগকে বিশেষ নিরীক্ষণ না করিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

যে সময় আমি অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া দ্বিতলে গমন করি, সে সময় মনোরমা বাটীতে আইসে নাই ; পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে—মনোরমা এখনও তরঙ্গিণীর নিমন্ত্রিত বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে। ভাবিলাম, হয় ত মনোরমা আহারাদির পর আসিয়া উপস্থিত হইবে—তরঙ্গিণীর অনুরোধে প্রাতে আসিতে পারে নাই।

এইরূপ স্থির করিয়া আমি আপন গৃহের দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম ; কিন্তু আজ আমি সন্তুষ্টচিত্তে গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিলাম না ; দাদামহাশয়ের পূর্ব্বরাত্রের ব্যবহারটী স্মরণ করিয়া এ বাটীতে যে পুনরাগমন করিব, এরূপ ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং বিষণ্নমনে গৃহে প্রবেশ করিলাম। এরূপ অবস্থায় গৃহে প্রবেশ মাত্রেই আমার পিতৃগৃহ মনে পড়িল—পীড়িত মাতা এবং সুরাপায়ী পিতার অবস্থা স্মরণ করিয়া অন্তর যার পর নাই ব্যথিত হইতে লাগিল। আমি সেই জন্য দাদার শিরোনাম দিয়া তাঁহাদিগকে একখানি পত্র লিখিলাম ; দাদামহাশয়ের কথা কিছুই লিখিলাম না, শুদ্ধ আমার এ বাটীতে অবস্থানের অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া এবং মাতাপিতার শারীরিক অবস্থা জ্ঞাপনের নিবেদন জানাইয়া পত্র লিখিলাম, পাঠক মহাশয় যদি পত্রখানি দেখিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নে দৃষ্টি করুন। পত্রখানি এই——

"প্রিয় দাদা !

বহুদিবস হইল তোমাদিগের কোন সংবাদ পাই নাই, মাতার

পীড়া ও পিতার অবস্থা কিরূপ তাহাও এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। জানি না তুমি কিরূপে তোমার এই একমাত্র দুঃখিনী ভগ্নীকে ভুলিয়া নিশ্চিন্ত আছ; ভাই! তুমি ত আমার গৃহ পরিত্যাগের কারণ সমস্তই জান—তুমি ত জানিয়াছ যে, আমি কিরূপে দৈবঘটনা বশতঃ পিতা মাতার কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছি এবং কেনই বা তাঁহাদিগের দ্বারা অন্যায়রূপে পরিত্যক্ত হইয়া পরের দ্বারস্থ হইলাম, অতএব তুমি কেমন করিয়া আমাকে ভুলিয়া রহিলে? ভাই! এ জগতে যে ধর্ম্মকে সহায় করিয়া চলে, তাহাকে আত্মজন পরিত্যাগ করে, পিতা মাতাও কুলটা বলিয়া বিদায় করিয়া দেয়, ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত আমিই হইলাম। যাহাহউক তুমি কৃপা করিয়া আমাকে এই পত্রের উত্তর লিখিয়া বাধিত করিবে। আমার ইচ্ছা নাই যে আমি আর একদণ্ডও এই বাটীতে অবস্থান করি—কি বলিব তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, নতুবা ইহার কারণ আমি তোমাকে সমস্তই জ্ঞাত করিতাম। এক্ষণে কোন সুযোগে যদি পিতা মাতাকে প্রস্তাব করিয়া আমার বাটী প্রত্যাগমনের মত করাইতে পার, তাহা হইলেই শ্রেয়ঃ; নতুবা এ বয়সে অন্যের বাড়ীতে অবস্থান করা কখনই উচিত নহে।

উপসংহারকালে নিবেদন এই যে, তুমি এই পত্রের প্রত্যুত্তর আমাকে ডাকযোগে পাঠাইবে না। যেহেতু তাহা হইলে দাদামহাশয়ের হস্তে পড়িতে পারে এবং তিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক দেখিতেছি, তাহাতে হয় ত কৌতূহল পরবশ হইয়া পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে পারেন, আমার ইচ্ছা নহে, তিনি কোন প্রকারে জানিতে পারেন যে,আমি তোমাকে পত্র লিখিয়াছি।

অতএব তুমি নিজে তাঁহার বাটীতে না আসিয়া বরং লোক দ্বারা কোন সুযোগে গোপনে আমাকে বাটী প্রত্যাগমনের কথা সংবাদ দিলেই আমি তাহার সহিত যাত্রা করিব—অধিক কি লিখিব আমি শারীরিক ভাল আছি, তুমি কিরূপ আছ লিখিবে।"

বশম্বদা

শ্রীমতী হীরাপ্রভা দেবী।

আমি বাটী প্রত্যাগমনের জন্য আমার ভ্রাতাকে পত্র লিখিলাম, কিন্তু এ সংবাদ দাদামহাশয়ের অগোচর, ইহার কারণ বোধ হয় পাঠকমহাশয় বুঝিয়াছেন। আমি গতরাত্রে দাদামহাশয়ের নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে, তাঁহার এইরূপ আচরণের কথা কাহাকেও বলিব না; অতএব বাটীতে পত্র লিখিবার কথা কোনরূপে তিনি জানিতে পারিলে, মনে মনে সন্দিহান হইবেন, সেই জন্য আমার ভ্রাতাকে ডাকযোগে পত্রোত্তর পাঠাইতে নিষেধ করিলাম ও মনে করিলাম যে, মনোরমা আসিলে তাহাকেই পত্র খানি ডাকযোগে পাঠাইতে অনুরোধ করিব। এই প্রকার স্থির করিয়া আমি পত্রখানির শিরোনাম লিখিতেছি, এমন সময় মনোরমা আসিয়া আমার গৃহে উপস্থিত হইল—মনোরমা আমার গৃহে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহার সহিত আর একটী স্ত্রীলোক যেন অকস্মাৎ অবগুণ্ঠনে আমার দ্বারদেশ দিয়া অপসৃত হইল, এরূপ সঙ্কুচিতভাবে চলিয়া গেল যে, আমি তাহাকে বিশেষ রূপ দেখিতে পাইলাম না এবং পাছে আমি তাহাকে দেখিতে পাই,সেই জন্য মনোরমাও যেন সে সময় আমাকে অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। আমি সন্দিহান হইয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ ব্যক্তি কে?"

মনোরমা প্রথমতঃ গোপন করিবার সঙ্কল্প করিয়া বলিল, "কৈ— কেহই ত নয়।"

আমি বলিলাম, "হাঁ—ঐ যে আমার দ্বারদেশ দিয়া চলিয়া গেল—আমি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছি।"

মনোরমা তখন পূর্ব্বভাব গোপন করিবার জন্ত বলিল, "ওঃ যে ব্যক্তি এক্ষণে আমার সহিত আসিয়াছিল ?—সে আমার বাল্য-কালের খেলুড়ী, আমি বালিকা অবস্থায় উহার সহিত "একপ্রাণ" পাতাইয়া ছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উনিও কি তোমার সহিত তরঙ্গিণীর বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন ?"

মনোরমা বলিল, "হাঁ—আমরা এক সঙ্গেই আসিয়াছি। পাল্কীতে উঠিবার সময় 'একপ্রাণ' বলিল, 'চল বাটী প্রত্যাগমন কালীন তোমাদিগের বাটী হইয়া যাইব—অনেক দিন তোমাদিগের বাটী যাই নাই'।"

আমি তাহার বাক্যে আর কোন উত্তর না করিয়া বলিলাম, "মনোরমা ! তুমি যদি আমার এই পত্রখানি ডাকযোগে পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে উপকৃত হই।" এইরূপ বলিয়া আমি মনোরমার হস্তে পত্রখানি দিয়া বলিলাম, "চল তোমার 'একপ্রাণের' সহিত আলাপ করিয়া আসি ; তোমার যে 'একপ্রাণ', সে আমারও 'একপ্রাণ' তাহার সহিত আলাপ করিতে আমার বাধা কি !

মনোরমা বলিল, "তুমি যদি তাহার সহিত একান্ত আলাপ করিতে ইচ্ছা কর, আইস আমি তোমাকে তাহার নিকট লইয়া যাই।" এইরূপ বলিয়া মনোরমা আমাকে তাহার গৃহে লইয়া গেল।

কিন্তু কে কোথায়? কেহই নাই—আমি চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া দেখি, গৃহটী ভোঁ—ভাঁ; মনোরমা আমাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দ্বার বন্ধ করিল ও উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "এই দেখ আমার ঘরে কেহই নাই—তোমার ভ্রম, আমার সহিত কেহই আইসে নাই।"

মনোরমার এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি মনে মনে সন্দিহান হইয়া ভাবিলাম, মনোরমা আমাকে গোপন করিতেছে কেন? আমি যে এই মাত্র স্বচক্ষে দেখিলাম, যেন একজন স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে মনোরমার গৃহে প্রবেশ করিল, তবে সে কোথায়? আর মনোরমাই বা আমাকে সে কথা গোপন করিতেছে কেন? যদি সে মনোরমার বাটী দেখিবার জন্যই আসিয়া থাকিবে, তবে তাহারই বা এত শীঘ্র চলিয়া যাইবার কারণ কি?

আমি এইরূপ চিন্তা করিবামাত্রই মনোরমা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হীরা—এক্ষণে আমি গহনাগুলি উন্মোচন করিয়া রাখিব, তুমি তোমার গৃহে গিয়া তোমারও সমস্ত গহনাগুলি আনিয়া দাও—একত্রে রাখিয়া দিব।"

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, আমি গোবিন্দবাবুর গুপ্তবাটীতে গিয়া অপহরণ ভয়ে সেই সমস্ত অলঙ্কার লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু যে সময় আমাকে পুলিশের লোকে আবদ্ধ করে, সে সময় আমি সেগুলি সঙ্গে লইয়াছিলাম এবং বাটীতে আসিয়া আপন উপাধানের নীচে রাখিয়াছিলাম। মনোরমার আদেশমাত্র সেই গুলি আনিতে গেলাম।

আমি গৃহ পরিত্যাগ করিবামাত্রই মনোরমা অকস্মাৎ

তাহার গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিল—বোধ করিলাম, যেন সে আমার গৃহ পরিত্যাগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল; সেই জন্য মনে মনে যার পর নাই সন্দিহান হইয়া আমার গৃহমধ্যস্থ দ্বারের ছিদ্র দিয়া মনোরমার গৃহের অভ্যন্তর দৃষ্টি করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের কথা! আমি দেখিলাম মনোরমার পালঙ্কের নিম্ন হইতে একটী স্ত্রীলোক বহিষ্কৃত হইল!! স্ত্রীলোকটী এখনও অবগুণ্ঠনাবৃত, সেই জন্য তাহার মুখখানি দেখিতে পাইলাম না। প্রথমতঃ মনে করিলাম, হয় ত স্ত্রীবেশধারী কোন পুরুষ মানুষ হইবে, কিন্তু তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব, হস্ত পদাদির গঠন এবং গমনের ভাব দেখিয়া তাহাকে স্ত্রীলোক ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না। মনোরমা তাহার হস্তধারণ করিয়া তাহাকে গৃহস্থিত একটী বড় সিন্দুকের ভিতর পুরিয়া চাবি বন্ধ করিল।

আমি এতাবৎ দেখিয়া মনে মনে যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং সন্দিহান হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি যাহাকে চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম, হয় ত পাঠক-মহাশয়ও চিন্তা করিলে তাহাকেই স্থির করিতে পারিবেন। কিন্তু সন্দিহান হইয়া কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসম্মত নহে। আমি যাহাকে স্থির করিয়াছি, হয় ত সে ব্যক্তি না হইতে পারে; হয় ত ইহার অভ্যন্তরে অপর কোন নূতন রহস্য থাকিতে পারে; এই ভাবিয়া আমি মনোরমাকে সে দিবস কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না, বিশেষতঃ মনোরমা যখন আমাকে গোপন করিল, তখন উপযাচিকা হইয়া তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও যুক্তি-সম্মত নহে, আমি সেই জন্য মনোরমা দরজা খুলিলে তাহাকে কোন

কথা না বলিয়া তাহার অলঙ্কারগুলি দিয়া আপন গৃহে উপস্থিত হইলাম।

এইরূপে সে দিন প্রাতঃকাল গত হইল। মধ্যাহ্ন আসিলে, আমি আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছি, এমন সময় কামিনী আসিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিল। পাঠক-মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, আমি যে সময় এই বাটীতে আসিয়াছিলাম, সেই সময় মনোরমা এই লোককে আমার গৃহের পরিচারিকাস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছিল। আমি কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কামিনী, তুমি বলিতে পার মনোরমার সহিত কেহ আসিয়াছে কি না?"

কামিনী বলিল, "কৈ—আমি কাহাকেও দেখি নাই।"

আমি বলিলাম, "আমি দেখিয়াছি।" এই রূপ বলিয়া তাহাকে চুপি চুপি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলাম ও বলিলাম, "মনোরমা সেই ব্যক্তিকে একটী সিন্দুকে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিল।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে কামিনী শশব্যস্তে হস্তাভিনয় করিয়া বলিল, "চুপ্—আমার মাথা খাও তুমি যদি কাহাকেও কোন কথা না বল, তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্তই বলিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "না—আমি কাহাকেও তোমার কথা বলিব না; তুমি নির্ভয়ে বলিয়া যাও।"

কামিনী বলিল, "তুমি কি জান না যে, দিদিবাবু নবকুমারের সঙ্গে আছে।"

আমি শুনিবামাত্রই বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "নবকুমারের সঙ্গে!—"ঐ রমণীবেশধারী কুলবধূ কি নবকুমার?"

কামিনী। আমার মাথা খাও—যেন এ কথা প্রকাশ না হয়।

"না—কিন্তু নবকুমারের ওরূপ ছদ্মবেশ করিয়া আসিবার আবশ্যক কি? সে কি রাত্রে গোপনে আসিতে পারিত না?"

কামিনী বলিল, "সে কথা ভগবান্ জানেন, কিন্তু আমি বিশেষ জানি যে, নবকুমারই দিদিবাবুর প্রণয়ের পাত্র। তুমি যদি এ কথার প্রমাণ চাও, তাহা হইলে একদিন গোপনে আমার কুটিরে যাইও—আমি তোমাকে দেখাইব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি দেখাইবে?"

"আমার মরামুখ দেখিবে যদি এ কথা কাহাকেও বলিবে?"

আমি বলিলাম, "না।"

কামিনী। দিদিবাবুর গর্ভজাত সন্তান।

"গর্ভজাত সন্তান!!—মনোরমা না বাল্যবিধবা?" আমি শুনিবামাত্র যার পর নাই বিস্মিত হইলাম।

কামিনী বলিল, "দিদিমণি! তুমি যদি একবার তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি কর, তাহা হইলে তাহাকে নবকুমারের ঔরসজাত ব্যতীত আর কিছুই স্থির করিতে পারিবে না, তাহার মুখখানি যেন ঠিক নবকুমারের মুখখানি বসাইয়া রাখিয়াছে।" এই কথা বলিবামাত্রই কামিনী কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার নয়ন-কমলে অশ্রুবিন্দু নির্গত হইল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কাঁদিলে কেন?—তোমার তাহাতে কি?"

কামিনী আর কোন উত্তর না করিয়া অবিরলধারে কাঁদিতে লাগিল। আমি বিস্মিত ও অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "কামিনি! আমি কি তোমার ক্রন্দনের কারণ?"

কামিনী বলিল, "না—তুমি আমার দুঃখের কারণ নহ, সেই হতভাগ্য সন্তানই আমার যত অনিষ্টের মূল; আমি তাহার জন্যই পরের দ্বারে দাসত্ব করিয়া উদর পূরণ করিতেছি।" এইরূপ বলিয়া কামিনী তাহার দুঃখের কথা বলিতে লাগিল।

কামিনী বলিল, "দিদিমণি! আমিও তোমার ন্যায় কোন সামান্য গৃহস্থের কন্যা ছিলাম। আমরা জাতিতে পরামাণিক; আমার পিতা জাতিব্যবসা করিতেন না, তিনি ভদ্রলোকের ন্যায় আফিস কর্ম্ম করিতেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে হঠাৎ নীচ জাতি বলিয়া জানিতে পারিত না। যাহাহউক কিছু দিনের পর তাঁহার মৃত্যু হইলে আমাদিগের সংসারের কষ্ট হইল। যেহেতু আমাদিগের সংসারের মধ্যে আর কেহই ছিলনা,যাহার দ্বারা আমাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। এ সময় মাতা বৃদ্ধা এবং আমি পূর্ণযৌবনা ও তাঁহার বিধবা কন্যা; সুতরাং এরূপ দুরবস্থায় পড়িলেও তিনি আমাকে কাহার দ্বারস্থ হইতে দিতেন না এবং আমি জাতিব্যবসার জন্য সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেও, তিনি তাহাতে সম্মত হইতেন না, সুতরাং আমাদিগের কষ্টের সীমা রহিল না।

কিয়দ্দিন পরে আমার মাতাঠাকুরাণী পীড়িতা হইলেন। দুরবস্থার নির্য্যাতন ও স্বামীবিয়োগজনিত মনকষ্টে বৃদ্ধ শরীর আর কতদিন বহমান হইয়া থাকে? সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তিনি শীঘ্রই এরূপ জীর্ণ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার উত্থানশক্তি একেবারে রহিত হইল। দিদিবাবু! বলিতে কি, এরূপ অবস্থায় তুমি আমার মনকষ্ট

কিরূপ, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পার। মাতা একে বৃদ্ধা, তাহাতে আহার ও পথ্যের অভাব, সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত না হইয়া তাঁহার অগোচরে আপন জাতিব্যবসা আরম্ভ করিলাম এবং প্রতিবাসী-মণ্ডলে যাইয়া বাড়ী বাড়ী আলতা পরাইয়া যৎসামান্য উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ—তাহার পর?"

কামিনী বলিল. "এইরূপে পাঁচ সাত দিন কাটিয়া গেল। এক দিবস সন্ধ্যার পর আমি আপন কুটীরে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক একখানি কাল বনাত মুড়ি দিয়া আমাদিগের বাটীতে প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে চিনিতাম না এবং কোথাও দেখি নাই, সেই জন্য ভীত হইয়া তাহার এরূপ আকস্মিক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "কামিনি! শুনিলাম, তোমাদিগের সংসারের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে, তুমি যদি একটী কর্ম্ম করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের সংসারের মাসিক ১০৲ টাকা আয় করিয়া দিতে পারি।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি উপায়ে?"

স্ত্রীলোকটী প্রথমতঃ কোন উত্তর না করিয়া তাহার বনাতের ভিতর হইতে একটী সদ্যপ্রসূত সন্তান বাহির করিয়া বলিল, "এই দেখ, এই ছেলেটী তোমার জন্য আনিয়াছি, তুমি যদি ইহাকে লালন পালন কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে মাসিক ১০৲ হিঃ দিয়া যাইব—বরং আমাকে যদি তুমি অপরিচিত বলিয়া বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে এই লও, আমি তোমাকে আগামী দুই মাসের

টাকা দিয়া যাইতেছি।” এইরূপ বলিয়া স্ত্রীলোকটী একখানি ২০৲ টাকার নোট বাহির করিল।

“দিদিবাবু! বলিতে কি, টাকা লওয়া দূরে থাক্, ছেলেটীর সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া আমি তাহাকে কোলে লইলাম; বিশেষতঃ ইহার ছয় মাস পূর্ব্বে আমি এইরূপ একটী আপন গর্ভজাত সন্তানকে হারাইয়াছি।” কামিনী এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম, “কামিনি! তুমি কাঁদিও না, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তজ্জন্য বৃথা শোক করিলে কি হইবে?—তাহার পর বলিয়া যাও।”

কামিনী বলিল, “যদিও আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ছেলেটী কাহারও পাপপ্রসূত হইবে, তত্রাচ সে সময় পুত্রহারা হইয়াছিলাম বলিয়া আমি তাহার লালন পালনের ভার লইলাম ও জিজ্ঞাসা করিলাম, “এটী কাহার সন্তান?”

স্ত্রীলোকটী বলিল, “যাহারই হউক না কেন? সে কথায় তোমার প্রয়োজন কি? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সন্তানটী কোন ধনাঢ্য লোকের অন্যায়প্রসূত, সেই জন্য তাহাদিগের নাম বা ঠিকানা আমি তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না, তোমার যাহা প্রাপ্য, তাহা তুমি ডাকযোগে অগ্রিম পাইবে।”

“আমি তাহার এরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হইলাম এবং তাহার সহিত সন্তানটীকে কোলে লইয়া মার নিকট যাইলাম, মাও আমার আধুনিক পুত্রবিয়োগ ও আমাদিগের দুরবস্থা নিবন্ধন পুত্রটীকে লইতে সম্মত হইলেন।

এইরূপে প্রথম ও দ্বিতীয় মাস কাটিয়া গেল, যদিও সুখে নহে,

কিন্তু সচ্ছন্দে। আমি গোপনে জাতিব্যবসা করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতাম, তাহা দ্বারা আমাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত এবং যে ২০৲ টাকা সন্তানের লালন পালনের জন্য পাওয়া গেল, তদ্দ্বারা মাতার পীড়ারও প্রতিকার হইতে লাগিল।

কিন্তু দুরবস্থা একাকী আইসে না, দিদিবাবু! বলিতে কি, এই দুই মাস অতিবাহিত হইলে বর্ষা আরম্ভ হইল; এই সময়ে আমার মাতার জ্বর ও কাশরোগের দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এমন কি, তিনি তৃতীয়মাসের শেষমাসে পরলোক গমন করিলেন।” কামিনী এই বলিয়া আপন অঞ্চল দ্বারা তাহার অশ্রুবারি মুছিল।

আমি বলিলাম, “কামিনি! বলিয়া যাও—কাঁদিও না।”

কামিনী বলিল, “দিদিবাবু! এইরূপ সময়ে আমার জাতিব্যবসাও বন্ধ হইয়া গেল। আমি যে কয় বাটীতে আলতা পরাইতে যাইতাম, তাহারা ঐ সন্তানটীকে আমারই পাপপ্রসূত মনে করিয়া পরস্পর কাণাকাণি করিতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে সকলেই আমাকে দুশ্চরিত্রা মনে করিয়া তাহাদিগের বাটী যাইতে নিষেধ করিল। সুতরাং আমার জাতিব্যবসাও বন্ধ হইয়া গেল।

এদিকে যে স্ত্রীলোকটী আসিয়া আমাকে সন্তানের ভার দিয়াছিল এবং প্রতি মাসে অগ্রিম টাকা দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহাকেও আর দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে ক্রমে তিন চারি মাস অতিবাহিত হইল, কাহারও সাক্ষাৎ নাই; সেই ব্যক্তি যে ডাকযোগে টাকা পাঠাইবে বলিয়াছিল, তাহারও কোন সংবাদ পাইলাম না।

আমি এই সমস্ত দেখিয়া মনে মনে যার পর নাই চিন্তিত হই

লাম। ভাবিলাম, কি করি—কি উপায়েই বা সন্তানটীকে মানুষ করি এবং কি রূপেই বা আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করি, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ সন্তানটীর সুন্দর মুখশ্রী এবং তাহাকে আমার একান্ত অনুগত দেখিয়া আমিও যার পর নাই তাহার মায়ায় পড়িয়া গেলাম, সেই জন্য আমার যাহা কিছু ছিল, এমন কি আমার গৃহের ভোজ্য পাত্র পর্য্যন্তও বিক্রয় করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে লাগিলাম। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই আমি এরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িলাম যে, আমার আর দিনপাত করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।”

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “সন্তানটী কি পুত্রসন্তান না কন্যা?”

কামিনী বলিল, “কন্যা, এক্ষণে তাহার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইবে,—আমি আজ ৫ বৎসর এ বাটীতে কর্ম্ম করিতেছি। যাহা হউক আমি সংক্ষেপে বলিয়া যাই।”

এইরূপ বলিয়া কামিনী পুনরায় বলিতে লাগিল, “আমি একদিন বৈকালে বসিয়া আছি, এমন সময় ডাকযোগে একখানি পত্র আসিয়া পৌঁছিল। আমি মনে মনে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পত্রখানি উন্মোচন করিলাম, ভাবিয়াছিলাম, হয় ত পত্রখানির ভিতর আমার প্রাপ্য টাকা থাকিতে পারে; কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি, পত্রখানির অভ্যন্তরে কিছুই ছিল না, শুদ্ধমাত্র একখানি চিঠি, তাহাতে লেখকের নাম পর্য্যন্তও নাই। তবে আমার পালিত পুত্রের পিতা মাতার নাম ও এই বাটীর ঠিকানা ছিল। আমি সেই পর্য্যন্ত এই বাটীতে আসিয়াছি। বলিতে কি, আমি পত্রখানি পাঠ করিয়া নিশ্চয় করিলাম যে, এই বাটীর কোন শত্রুপক্ষ ইহার

অপকলঙ্ক রটাইবার জন্য প্রকাশ্যরূপে সন্তানটী কোলে লইয়া এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল।”

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি ঐ পুত্রটীকে নবকুমারের পুত্র বলিয়া কি রূপে জানিলে?”

কামিনী বলিল, “তাহাও কি আবার বিশেষ করিয়া বলিতে হয়, পিতা পুত্রের মুখ দেখিলেই জানা যায়।”

আমরা এইরূপ কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ মনোরমা আসিয়া আমাদিগের গৃহে উপস্থিত হইল। কামিনী অকস্মাৎ তাহার কথা গোপন করিয়া নীচে নামিয়া গেল,—আমিও মনোরমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহার সহিত প্রাসাদোপরি গমন করিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রমণী কে?

“The roses of love glad the garden of life,
Though nurtured 'mid weeds dropping pestilent dew,
Till time crops the leaves with unmerciful knife,
Or prunes them for ever, in love's last adieu!”

Byron.

এক্ষণে সন্ধ্যার প্রাক্কাল,—ফাল্গুন মাস। দক্ষিণ দিক্ হইতে মৃদুবায়ু-হিল্লোল হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যাইতেছে; সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্ণ বলিয়া আকাশে তারকামণ্ডলী তাদৃশ দৃশ্যমান নহে। মধ্যে মধ্যে দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে। নিম্নে নীলাকাশের

অধতলে একখানি শুভ্র মেঘ চলিয়া গেল,—কোথায় গেল, তাহা কে বলিতে পারে?—ধীরে ধীরে,—আস্তে আস্তে—চলিতে চলিতে আকাশের মেঘ আকাশেই মিশাইয়া গেল। যে দুই চারিটী তারা ডুবিয়া ছিল, তাহারাও একে একে দেখা দিল। মনোরমা আমার সঙ্গে—মলয় মারুত সেবনে মনোরমা আজি গুন্ গুন্ স্বরে কি গান গাইতে লাগিল, আমি তাহা সম্পূর্ণ শুনিতে পাইলাম না; শুদ্ধমাত্র শুনিলাম, "জানি না যে কেন ভালবাসি—" মনোরমা এইটী বলিয়া তাহার অপরাংশ অস্পষ্টস্বরে গাইতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, মনোরমার আজি প্রফুল্ল হৃদয়,—কেন? বিধবা কুলবালার বসন্ত সমীরণে এত স্ফূর্ত্তি কেন? অকস্মাৎ সেই সিন্ধুক লুক্কায়িত রমণীকে মনে পড়িল। আমি মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মনোরমা! তুমি কাহাকে ভালবাস?"

মনোরমা বলিল, "তুমি যাহা ভালবাস না, আমি তাহাই ভালবাসি।"

আমি এ কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মনোরমা আমাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হীরা! তুমি কাহাকে ভাল বাস?"

আমি উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলাম।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে,—মেঘকে?"

আমি বলিলাম, "না।"

"তবে কাহাকে?"

"জানি না।"

"তাহার বাড়ী কোথায়?"

"তাহাও জানি না।" এইরূপ বলিবামাত্রই সেই অদৃশ্যমান মেঘমালাকে আমার মনে পড়িল। ভাবিলাম, আমি যাহাকে ভালবাসি, ঐ মেঘের ন্যায় তাহার দৃশ্য ও গতি। ঐ মেঘ যেমন একবার আমার নয়ন সম্মুখে আসিয়া চলিয়া গেল—এবং কোথায় গেল, তাহা জানিলাম না, তদ্রূপ আমার ভালবাসার বস্তু আমার জীবন সত্ত্বে একবার মাত্র আমাকে দেখা দিয়াছিল, পরে কোথায় গেল, তাহা আমি জানি না। এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র আমার চক্ষে জল আসিল—আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। এ সময় অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, সেই জন্য মনোরমা তাহা দেখিতে পাইল না।

অতঃপর মনোরমা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হীরা! চল, গৃহে যাই—সন্ধ্যা হইয়াছে। এখানে আর অধিকক্ষণ থাকিবার প্রয়োজন কি? তোমার মেঘ ত চলিয়া গেল, আর কাহাকে দেখিবে?"

আমি আর কোন উত্তর করিলাম না, মনোরমার সহিত নীচে আসিয়া আহারাদির পর আপন গৃহে শয়ন করিলাম। এ সময় আমি একাকিনী দ্বার বন্ধ করিয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পাঠক! নীলাকাশে শূন্য মেঘমালাকে অদৃশ্যমান দেখিলে চাতক যেমন ঊর্দ্ধনয়নে কাঁদিতে থাকে, তদ্রূপ আমার হৃদয়াকাশে রামপ্রসাদের কমনীয় মূর্ত্তি ও তাঁহার সহিত অসম্ভবনীয় পুনর্ম্মিলন স্মরণ করিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। বস্তুতই আকাশের মেঘমালা যেমন একবার আমার নয়নপথে দৃশ্যমান হইয়া পরে কোথায় গেল দেখিতে পাইলাম না; তদ্রূপ আমার জীবন সত্ত্বে সেই দস্যু আমেদের কারাগৃহ হইতে পলায়নকালীন আমি

রামপ্রসাদকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। পরে তিনি কোথায় গেলেন, বা কোথায় গেলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব, তাহা এ পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারিলাম না। যদিও আমি মধ্যে মধ্যে রাম-প্রসাদকে এইরূপ মনে করিতাম এবং তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলন অসম্ভবনীয় বলিয়া নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতাম, কিন্তু পাঠিকা বা পাঠক মহাশয়দিগকে এ কথা সে সময় আমি জ্ঞাত করি নাই; তাহার কারণ এই যে, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে হয় ত নির্লজ্জা বলিয়া ঘৃণা করিতেন।

বলিতে কি, আমি কেবলমাত্র রামপ্রসাদের অদর্শন জন্যই কাঁদি নাই,মনে মনে তাঁহার জন্য কত কি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, পথের প্রণয় যে হৃদয়ের হইবে, তাহা ত আগে জানিতাম না, জানিলে অবশ্যই আমি রামপ্রসাদের সন্ধান লইতাম—অবশ্যই কোথায় গেলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতাম। এই রূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম, রামপ্রসাদ কি আমাকে ভালবাসেন? আমার মন রামপ্রসাদের জন্য যেরূপ কাতর, তাঁহার মনও কি আমার জন্য সেইরূপ?—না—তিনি আমার জন্য কাতর নহেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাকে পত্র লিখিতেন, যেহেতু তিনি আমার বাটীর ঠিকানা জানেন।

আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ মনোরমার গৃহ হইতে যেন কিসের শব্দ পাইলাম। এক্ষণে রাত্রিও অধিক হইয়াছে, বাড়ীটী নিস্তব্ধ—দাস দাসীরাও গৃহকার্য্য করিয়া শয়ন করিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ আমার স্মরণ হইল, বোধ হয়

মনোরমা তাহার সিন্ধুক খুলিয়া নবকুমারকে বাহির করিতেছে, অকস্মাৎ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আস্তে আস্তে পদসঞ্চালন পূর্ব্বক আমার গৃহমধ্যস্থ দ্বারের ছিদ্র দিয়া মনোরমার গৃহের অভ্যন্তর দেখিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, মনোরমা সিন্ধুকের ডালাটী উদ্ঘাটন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহার অভ্যন্তরস্থ অবগুণ্ঠনাবৃত স্ত্রীলোকটী আস্তে আস্তে সিন্ধুক হইতে অবতীর্ণ হইলে মনোরমা অতি মৃদু স্বরে তাহাকে একখানি কেদারায় বসিতে আদেশ করিল এবং সিন্ধুকের তল-দেশের মধ্য হইতে অল্পপ্রশস্ত একখানি কাষ্ঠফলক উত্তোলন করিয়া আপন করপল্লবে ধারণ করিল। আমি দেখিলাম, সেই কাষ্ঠ-ফলকখানির চারি দিকে বড় বড় গোলাকার ছিদ্র। মনোরমা সেই খানি লইয়া আপন শয্যার নীচে লুকাইয়া রাখিল এবং তথা হইতে অপর একখানি ছিদ্রশূন্য কাষ্ঠফলক লইয়া সিন্ধুকের তলদেশে সন্নি-বেশিত করিয়া ডালাখানি চাপা দিল। আমি বুঝিলাম, মনোরমা প্রথমতঃ যে ছিদ্রবিশিষ্ট কাষ্ঠফলকখানি সিন্ধুকের তলদেশ হইতে উত্তোলন করিয়াছিল, তদ্দ্বারা সিন্ধুকস্থিত ব্যক্তির নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা হইয়াছিল; নতুবা একাল পর্য্যন্ত সেই অবগুণ্ঠনধারী সিন্ধু-কের অভ্যন্তরে থাকিলে বায়ুর পরিবর্ত্তন অভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করিত। মনোরমার সিন্ধুকের কারুকার্য্য দেখিয়া আমি তাহার চতুরতার পরিচয় পাইলাম।

অতঃপর মনোরমা সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট বসিয়া তাহার অল-ঙ্কারগুলি উন্মোচন করিতে লাগিল। আমি দেখিতে পাইলাম, মনোরমা একে একে সমস্তই উন্মোচন করিয়া দিল এবং মধ্যে মধ্যে

তাহার সহিত অতি অস্পষ্টস্বরে কি কথা কহিতে লাগিল, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনোরমা তাহার বক্ষঃস্থলের আবরণ, মাথার ছদ্মকেশ ও কবরী খুলিয়া ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিল, "বল দেখি তোমার হীরা কোন্ রূপ দেখিতে ভালবাসে? এই রূপ,--কি পূর্ব্বের রূপ?"

আমি মনোরমার সহচরের এই পুরুষমূর্ত্তি দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম; যেহেতু পাঠক মহাশয় জানিবেন, এই পুরুষমূর্ত্তি কামিনীর পূর্ব্বোল্লিখিত নবকুমার নহে—আমার পরিচিত শক্র মন্মথ!! আমি তাহাকে মনোরমার গৃহে গোপনে আসিতে দেখিয়া আপনা আপনি লজ্জিত হইলাম।

মন্মথ বলিল, "মনোরমা! তুমি কি বলিলে? হীরা আমার কোন্ রূপ দেখিতে ভালবাসে? কেন,—হীরার সহিত আমার কিসের সম্বন্ধ?"

"কিসের সম্বন্ধ তাহা তুমিই জান, আর তোমার হীরাই জানে।" এই রূপ বলিয়া মনোরমা অকস্মাৎ অঞ্চলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মন্মথ বলিল, "কি আশ্চর্য্য! মনোরমা তুমি কাঁদিলে কেন?—আমি তোমার কি করিলাম, তুমি কি জান না যে, আমি তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানি না--তুমি যে আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব।"

মনোরমার এখনও উত্তর নাই, সে এখনও আপন মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতেছে।

মন্মথ তাহার এরূপ ভাবে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আঃ!—কি বিপদেই পড়িলাম, মনোরমা! তুমি বল—আমি তোমার কি

করিলাম; আমি কি তোমাকে কাঁদাইবার জন্যই এই খানে আসিলাম।"

মনোরমা বলিল, "না—তুমি আমাকে কাঁদাইবে কেন—ভগবান্ আমাকে কাঁদাইতেছেন, সেই জন্যই আমি কাঁদিতেছি।"

মন্মথ। কেন ভাই তুমি এ কথা বল্লে; আমি কি হীরার সঙ্গে কোন দিন কোন কথা ক'য়েছি যে, তুমি ওরূপ দুঃখ কচ্চো। না আমি তোমাকে কোন রূপ অযত্ন ক'রেছি।

মনোরমা। না, তুমি আমাকে অযত্ন কর্‌বে কেন? আমিই হয় ত কোন দিন তোমাকে অযত্ন করে থাক্‌বো, সেই জন্যই তুমি হীরার নিকট যত্ন পাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলে এবং সেই জন্যই তাহাকে পাবার জন্য এখনও নানারূপ কৌশল করে বেড়াচ্চো। যাহাহউক ভাই! দেখিও আমাকে যেমন নরকে পতিত ক'রে মনকষ্ট দিচ্চো, হীরাকে যেন সেরূপ দিও না। হীরা অবলা—কিছুই জানে না।"

মন্মথ বলিল, "আমি তোমাকে কিরূপে নরকে পতিত ক'ল্লেম, তুমিই ত একদিন আমাকে দেখে আমার প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে ছিলে, সেই জন্যই ত আমি মঙ্গলাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম ও তোমার সহিত আলাপ কর্‌বার জন্য যার পর নাই চেষ্টা পেয়েছিলাম, এতে কি আমি তোমাকে নরকে পতিত কল্লেম?"

মনোরমা বলিল, "কেন—তুমি কি সে কথা এখন ভুলে গেলে! তোমার কি মনে নাই, আমি তোমার জন্য ভ্রূণহত্যা পর্য্যন্তও করেছি! আমার কি নরকে স্থান আছে! এখন তুমি আমাকে সেই সকলের প্রতিফল দিচ্ছো।" এইরূপ বলিয়া মনোরমা পুনরায় কাঁদিতে লাগিল।

মন্মথ বলিল, "মনোরমা! তুমি কেঁদো না—কেঁদো না; আমি তোমার কাছে শপথ ক'রে বল্‌ছি, আমি একদিনের জন্যও হীরাকে লাভ কর্‌বার চেষ্টা করি নাই। তুমি হয় ত আমার কোন শত্রুপক্ষের নিকট এ কথা শুনেছ, তোমার সহিত আমার বিবাদের জন্যই সে এরূপ বলে থাক্‌বে।"

মনোরমা বলিল, "না—আমি তোমার শত্রুপক্ষের কাছে শুনিব কেন? আমি হীরার নিকট শুনেছি যে, তুমিই তাহাকে দস্যু আমেদের দ্বারা কারাবদ্ধ করেছিলে; শেষে সে কোন সুযোগে পলাইয়া আসিয়াছে।"

মন্মথ বলিল, "এ কথার সমস্তই মিথ্যা; কৈ—হীরা আমার সম্মুখে স্বীকার কর্‌তে পারে যে, আমাকে সে এক দিনের জন্যও সে বাটীতে দেখিয়াছে, বা কোন লোকের মুখে শুনিয়াছে যে, আমিই তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়াছিলাম?—কখনই না। মনোরমা! আমি ঈশ্বরের শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, এ বিষয়ের বাষ্পও জানি না। তবে আমি এই পর্য্যন্ত জানি যে, তোমারই ভাই রামপ্রসাদ সেই বাটীতে যাতায়াত করিত এবং সেই রামপ্রসাদই দুই চারি দিনের পর হীরাকে সঙ্গে করিয়া তাহাদিগের বাটীতে রাখিতে গিয়াছিল।"

এই কথা শুনিবামাত্র আমি যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, রামপ্রসাদ কি মনোরমার সহোদর?—যে রামপ্রসাদ আমাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, যে রামপ্রসাদকে আমি জীবন মন সমস্তই সমর্পণ ক'রেছি এবং যাহার সহিত মনো-

রমার পিতা আমার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন,—এ কি সেই রামপ্রসাদ ?—হৃদয়কন্দর হইতে যেন একটী আশারূপ অনন্ত জলস্রোত বহমান হইতে লাগিল, আমি ভাবিলাম, সেই রামপ্রসাদ এখন কোথায় ?

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ?"

মন্মথ বলিল, "হাঁ, সে এক দিবস অকস্মাৎ মধ্যাহ্নসময়ে আমাদিগের বাটীতে গিয়া বলিল, "মন্মথ ! আমি বাটী হইতে তাড়িত হইয়াছি, তুমি আমাকে একটী চাকৃরী ঠিক্ করিয়া দাও আমি এই গ্রামে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া, শেষে দেশ ভ্রমণের জন্য যাত্রা করিব ; আমার হাতে কোনরূপ পাথেয় নাই।"

মনোরমা এই কথা শ্রবণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "দাদা এত ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন, এ কথা স্বপ্নেও জানিতাম না। কিন্তু মন্মথ ! দাদা যে এরূপ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। কারণ যিনি ধর্ম্মের জন্য অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি যে সামান্য কদাচারী পুরুষের ন্যায় অবলা কামিনীর ধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইবেন, এ কথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। মন্মথ ! তুমি কি জান না যে, আমার দাদা, একেশ্বরবাদী এবং পৌত্তলিক ধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিদ্বেষী বলিয়া পিতা তাঁহাকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন। আহা ! তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দেখিলে তাঁহাকে একজন প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা বলিয়া জ্ঞান হয়।

মনোরমার মুখে রামপ্রসাদের এরূপ সাধুতা ও ধর্ম্মজীবনের পরিচয় পাইয়া আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম; যদিও আমি পূর্ব্বে তাঁহার পরোপকারিতার পরিচয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কথা শুনি নাই; শুদ্ধমাত্র আমি এক দিবস স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম যেন, রামপ্রসাদ আমায় বলিতেছে, "হীরা! যে পৃথিবীতে জন্ম ও মৃত্যু নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, যে পৃথিবীতে সুখ হইলে দুঃখ—প্রণয় হইলে বিচ্ছেদ—সে পৃথিবীতে প্রকৃত প্রেম কোথায়? যদি প্রেম চাও—যদি হৃদয়ের ভালবাসা কাহাকেও দিতে ইচ্ছা কর, তবে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি কর, প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে, বুঝিতে পারিবে।" বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের এই কথাগুলি স্মরণ থাকিতে পারে।

মনোরমা বলিল, "যাহা হউক ভাই, তবে তুমি হীরার অভিলাষী নহ?"

মন্মথ বলিল, "না—কখনই না।"

মনোরমা। ভাল, আমি যদি হীরার কোনরূপ অনিষ্টসাধনে চেষ্টা করি, তাহা হইলে তুমি কি অসন্তুষ্ট হইবে?

"না—আমার অসন্তোষের কারণ কিছুই নাই, বরং তুমি যদি হীরার কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে পার, তাহা হইলে আমি সুখী হইব।"

মনোরমা বলিল, "সেই কথাই বলিতেছিলাম, আমার ইচ্ছা যে কোন উপায়ে হীরার প্রাণ বিনাশ করি, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে হীরাই আমার প্রণয়-উদ্যানের একমাত্র কণ্টক।"

আমি এই কথা শুনিবামাত্র যার পর নাই ভীত হইলাম—

আতঙ্কে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ হইল। ভাবিলাম, মনোরমা! অবলা কামিনীর প্রাণসংহার করিলে যদি তুমি নিষ্কণ্টক হও, তাহা হইলে আমার প্রাণ সংহার করিও, ক্ষতি নাই; কিন্তু আমাকে যেন ওরূপ কদাচারী যুবার হস্তে জীবন সমর্পণ করিতে না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।

মন্মথ, মনোরমার এরূপ বাক্য শুনিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল, তুমি হীরার জীবন কিরূপে নষ্ট করিবার সংকল্প করিয়াছ?"

মনোরমা বলিল, "কেন—মঙ্গলার দ্বারা বিষ আনাইয়া উহার খাদ্যসামগ্রীতে মিশাইয়া রাখিব, তাহা হইলেই আমার শত্রু নিপাত হইবে।"

আমি শুনিবামাত্র ভয় ও বিস্ময়ে অধৈর্য্য হইলাম; ভাবিলাম, অসচ্চরিত্রা কামিনীরা তাহাদিগের প্রণয় রক্ষা করিবার জন্য আপন উদরজাত সন্তানেরও প্রাণ সংহার করিয়া থাকে; অতএব আমি যে মনোরমার এরূপ ঈর্ষ্যানলে পতিত হইব, তাহাতে আর বিচিত্র কি?—যাহা হউক, মনে মনে স্থির করিলাম, কল্য প্রত্যূষে উঠিয়াই এ বাটী হইতে পলায়ন করিব, এরূপ স্থানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নহে।

মন্মথ বলিল, "না, হীরা এ বাটীতে থাকিলে উহার প্রাণ সংহার করিবার চেষ্টা করিও না; তাহা হইলে তোমরা সকলেই বিপদে পড়িবে; এমন কি, তোমার পিতাঠাকুরকেও পুলিশের দ্বারা উৎপীড়িত হইতে হইবে, অতএব ও বিষয়ের ভার বরং আমাকে দাও, আমি যেরূপে পারি উহাকে বিনষ্ট করিব।"

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপে ?"

মন্মথ। কেন, দস্যু আমেদের দ্বারা। সে কল্পনাটী পরে করিব, তুমি নিজ হস্তে কিছুই করিও না। কিন্তু মনোরমা! আমারও একটী কথা আছে, তোমাকে তাহা করিতে হইবে; তুমি যেমন আমাকে হীরার প্রতি সন্দেহ কর, তদ্রূপ আমিও তোমার সহিত কোন লোকের সংঘটন সন্দেহ করিয়া থাকি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহারই ঔরসজাত সেই কন্যাটী এ পর্য্যন্ত কামিনীর গৃহে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।"

মনোরমা বলিল, "হাঁ, তোমার বিশ্বাস যে সেটী নবকুমারের ঔরসজাত আমার কন্যা, এবং সেই জন্যই তুমি কামিনীকে আমাদিগের বাটীতে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলে। মন্মথ! আমি তোমার বিশ্বাসের জন্য কতবার শপথ ক'রে বলেছি, কিন্তু এখনও কি তোমার সে সন্দেহ দূর হয় নাই?"

"হইবেও না, যত দিন না তুমি স্বহস্তে নবকুমারের প্রাণ বিনাশ করিবে, তত দিন আমার হৃদয়ে সে সন্দেহ বদ্ধমূল থাকিবে।"

মনোরমা বলিল, "আমি সেটী পারিব না, তুমি আমাকে আর নরহত্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিও না; দেখ আমি একবার ভ্রূণহত্যা করিয়াছি, হয় ত আবার ছয় মাস পরেই আমাকে পুনরায় সেই পাপে লিপ্ত হইতে হইবে।"

আমি এইটী শুনিবামাত্র যার পর নাই বিস্মিত হইলাম, ভাবিলাম, মনোরমা কি গর্ভবতী? কি সর্ব্বনাশ!

মন্মথ বলিল, "তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? আমার ত খুল্লার গ্রামের কাছারী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং দস্যু আমেদ এখনও

সেই বাড়ীতে নিযুক্ত, সে অনায়াসে পূর্ব্বের ন্যায় তোমার ছেলে-টীকে বিনাশ করিতে পারিবে।"

মন্মথের এইরূপ বাক্যে মনোরমা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, "ওঃ!—কি নিষ্ঠুর কর্ম্ম!!——" বলিতে না বলিতে মনোরমা মন্মথের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ শূন্যনয়নে চাহিয়া অকস্মাৎ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, আমি প্রথম দিন আসিয়া যে সময় মনোরমাকে আমার কারাগমনের কথা বলি, সে সময় মনোরমা এইরূপে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। এই সমস্ত দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে, হয় ত সে সময় মনোরমার খুল্লার গ্রাম ও দস্যু আমেদের নাম শুনিয়া তাহার পুত্রের নিষ্ঠুর প্রাণ বিয়োগ স্মরণ হইয়া থাকিবে। সেই জন্য সেই দিবস মনোরমা আমাকে বলিয়াছিল যে, "ঐ খুল্লার গ্রামে আমার কোন আত্মীয় জনের প্রাণ বিয়োগ হয় এবং সেই জন্যই সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া এইরূপ অধৈর্য্য হইয়াছিলাম।"

যাহাহউক আমি তাহাদিগের কথোপকথনের এই পর্য্যন্ত শুনি-লাম, আর অধিক শুনিলাম না। যেহেতু আমি ইতিপূর্ব্বে যে মনো-রমার মুখে আমার প্রাণ বিনাশের কথা শুনিয়াছিলাম, সেই চিন্তাই আমার অন্তরে জাগিতে লাগিল এবং সেই চিন্তার কারণেই আমি যার পর নাই বিষাদিত হইয়া আপন শয্যায় শয়ন করিলাম। কিয়ৎকাল মন্মথ ও মনোরমার কথোপকথনগুলি চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

———

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আত্ম-রক্ষা।

"Doubtless, sweet girl! the hissing lead,
Wafting destruction o'er thy charms,
And hurtling o'er thy lovely head,
Has fill'd that breast with fond alarms."

Byron.

এইরূপে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। কালের স্রোত স্রোতস্বতী প্রবাহিণীর ন্যায় দ্রুতগমনে যাইতে লাগিল। ঐ অনন্ত ও অতুল বেগবতী স্রোতে কত কি ভাসিয়া গেল, তাহা কে গণিতে পারে? প্রাণীর প্রাণ, যুবতীর যৌবন, ঐশ্বর্য্যের গরিমা, মানীর মান, খ্যাতির যশ, সকলই স্রোতপতিত তৃণরাশির ন্যায় কোথায় চলিয়া গেল, মনুষ্য তাহার কূলে দাঁড়াইয়া কিরূপে নিরূপণ করিবে? মস্তকের সূর্য্য তাহাকে বলিয়া দিল, "আমি কালের দুরন্ত গমনের সঙ্গে সঙ্গে অস্তমিত হইতে চলিলাম, মনুষ্য! আমাকে দৃষ্টি কর", মনুষ্য তাহা দেখিল না। পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর, তাহাকে বলিয়া দিল, "মনুষ্য! আমিও কালস্রোতে ভাসিয়া চলিলাম", আমাকে দৃষ্টি কর", মনুষ্য তাহা দেখিল না। জলপ্লাবন বা ভীষণ ভূমিকম্প আসিয়া রাজবিভবপরিপূর্ণ নগরকে অতল সাগরগর্ভে ডুবাইয়া বলিল, "মনুষ্য! তোমারও পরিবর্ত্তন সন্নিকট", মনুষ্য তাহা দেখিল না। দুরন্ত ভূমিকম্প, সাগরকে উচ্চ পর্ব্বতাকারে মৃৎপিণ্ডের সমাধি করিয়া বলিল, "সময়ের পরিবর্ত্তন", মনুষ্য তাহা দেখিল না।

প্রখর উল্কাপাত আসিয়া গ্রাম ও নগরকে অগ্নিশিখায় সমাচ্ছন্ন করিয়া বলিল,"মনুষ্য! তোমারও শরীর চিতানলে ভস্ম হইবে", মনুষ্য তাহা দেখিল না। কালের দুরন্ত গতি বা সময়ের পরিবর্ত্তন কে দেখিবে? কেহই দেখিতে পাইল না; সুতরাং আমিও এই তিন চারি দিনের মধ্যে আপন অবস্থার পরিবর্ত্তন কিছুই দেখিলাম না। যদিও আমি জানিতাম, আমার চিরপরিচিত শত্রু মন্মথ আমার জীবনের পরিবর্ত্তন বা এককালীন বিনাশ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু আমি এই তিন চারিদিনের মধ্যে সে বিষয়ের কিছুই জানিতে পারিলাম না।

এইরূপে তিন চারি দিনের পর এক দিবস আমি মধ্যাহ্ন সময়ে আপন গৃহে বসিয়া আছি, এমন সময় কামিনী আসিয়া বলিল, "দিদিমণি! আজ আমি তোমাকে একটী আশ্চর্য্যের কথা বলিব।—পোড়া মঙ্গলা আমার কাছে শয়ন করিয়া থাকে, কিন্তু হতভাগিনী যে দিবস যাহার সহিত কোন গোপন কথা কহিয়া আসে, সে দিবস রাত্রিকালে অঘোরে ঘুমাইয়া সেই সমস্ত আপন মুখে বলিতে থাকে। কাল রাত্রে আমি তাহার মুখে যেরূপ ভয়ানক পরামর্শের কথা শুনিলাম, তাহা এক্ষণে স্মরণ করিলেও আমার হৃৎকম্প হয়।"

আমি কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি গোপন কথা?"

কামিনী বলিল, "পাপিষ্ঠা মঙ্গলা নবকুমারের প্রাণসংহার করিবার জন্য কাহার সহিত পরামর্শ করিয়া থাকিবে। সে আপন শয্যায় অঘোরে ঘুমাইতে ঘুমাইতে বলিতেছিল, 'আমিই নবকুমারকে বিষ খাওয়াইব, তাহাতে আর তোমার চিন্তা কি'?"

আমি মঙ্গলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপে?"

মঙ্গলা ঘুমের ঘোরে উত্তর দিল, "কেন তাহারই মেয়ের দ্বারা। নবকুমার যখন কাল এলোকেশীকে দেখিতে যাইবে, তখন আমি তাহার হাত দিয়া নবকুমারকে খাবার পাঠাইয়া দিব, এবং সেই খাবারে বিষ থাকিবে।"

আমি তাহাকে বলিলাম, "পরে তোমার দশা কি হবে, তোমাকেও যে মরিতে হইবে।"

মঙ্গলা বলিল, "কেন, কে বিষ দিয়াছে, তাহা কে জানিতে পারিবে? সে মেয়েটীও কিছু আমাকে চিনে না; আমি তাহাকে কামিনীর নাম করিয়া বলিব যে, তোমার মা তোমার বাবাকে এই খাবারগুলি খাইতে দিয়াছে, দিও।" এইরূপ বলিয়া আমি চলিয়া আসিব।

কামিনী বলিল, "দিদিবাবু! মঙ্গলা কি সত্য সত্যই কাহার সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়াছিল—না স্বপ্নাবস্থায় আমার সহিত কথোপকথন করিল?"

আমি বলিলাম, "না—স্বপ্নাবস্থায় নহে,—আমার বোধ হইতেছে যে, কোন লোক তাহাকে এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকিবে।"

কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ লোক?"

আমি বলিলাম, "সে কথা তোমার শুনিবার আবশ্যক নাই, তুমি কেন নবকুমারকে নিষেধ করিয়া আইস না যে, সে যেন আজ তাহার কন্যাকে দেখিতে না যায়।"

কামিনী বলিল, "নবকুমার এ বাটীতে নাই। তিনি কর্ত্তা মহাশয়ের জমিদারী তদারকে গিয়াছেন, হয় ত আজ আসিবার সময় তাহার মেয়েটীকে দেখিয়া আসিতে পারেন।"

আমি ভীত হইয়া কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি নবকুমার আজই জমিদারী হইতে ফিরিয়া আসিবে এবং আজই কি তোমার পালিত কন্যাটীকে দেখিতে যাইবে?"

কামিনী বলিল, "আজ আসিবে কি না, সে কথা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে, নবকুমার সন্ধ্যার পর প্রতি রবিবারেই আমাদিগের গ্রামে গিয়া তাহার মেয়েটীকে দেখিয়া আইসে।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদিগের গ্রাম কোথায় এবং তোমার পালিত মেয়েটীকেই বা কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ?"

কামিনী বলিল, "আমাদিগের গ্রাম এখান হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ;—তথায় প্রসন্ন নামে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আছে, আমি তাহারই নিকট এলোকেশীকে রাখিয়া আসিয়াছি। শুনিয়াছি, নবকুমারও তাহাকে দেখিতে যায়, কিন্তু তাহার খরচের কিছুই সাহায্য করে না। আমি এখান হইতে যে বেতন পাই, সেই বেতনই তাহার খোরাকীর স্বরূপ পাঠাইয়া দিই। আহা! এলোকেশী আমার বড় দুঃখী!" এইরূপ বলিয়া কামিনী কাঁদিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "কামিনি! তুমি কাঁদিও না—এলোকেশীর কিম্বা নবকুমারের জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। যাহাতে তাহাদিগের কোন বিপদ না ঘটে, সে বিষয়ের জন্য আমি চেষ্টা করিব।" অতঃপর কামিনী গৃহকর্ম্ম করিতে নীচে নামিয়া গেল—আমি একাকী রহিলাম।

আজ রবিবার। পাঠক! আমি কামিনীর আদ্যোপান্ত কথোপ-

কথন স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম; মঙ্গলা যে নবকুমারের প্রাণ বিনাশের কল্পনা করিয়াছে, সেটী নিদ্রার অলীক স্বপ্ন নহে। যেহেতু আমি সে রাত্রে মনোরমার গৃহে মন্মথকে এরূপ প্রস্তাব করিতে শুনিয়াছিলাম।—মন্মথ মনোরমাকে স্বহস্তে নবকুমারের প্রাণ সংহারের জন্য অনুরোধ করিতেছিল, কিন্তু ভাবিলাম, হয় ত মনোরমা সে রাত্রে তাহাতে সম্মত না হওয়াতে দুরাত্মা মন্মথ নিজেই মঙ্গলাব সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়া থাকিবে। সেই জন্য মঙ্গলা স্বপ্নাবস্থায় তাহাদিগের দৈনিক গুপ্ত পরামর্শগুলি আপনা আপনি বলিতেছিল। যাহাহউক, এক্ষণে উপায় কি?—নবকুমার যদি বাটীতে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে কামিনীর দ্বারাই তাহাকে মঙ্গলার স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইতাম, কিন্তু সে যখন বাটীতে নাই এবং এই সমস্ত বিষয়ের কিছুই অবগত নহে, তখন সে যদি অকস্মাৎ তাহার কন্যাটীকে দেখিতে যায়, তাহা হইলে অনায়াসেই হয় ত মঙ্গলার প্রদত্ত বিষমিশ্রিত খাদ্য সামগ্রী খাইবা প্রাণত্যাগ করিতে পারে। বেলাও এক্ষণে অতিবাহিত প্রায় এবং কামিনীর দেশও এখান হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ হইবে, অতএব আমি একাকিনী কিরূপে তথায় যাইব!

আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় মঙ্গলা অতি সাবধানে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "হীরা! তোমায় কোন লোক অতি সঙ্গোপনে এই চিঠিখানি দিতে বলিল,—এই লও। আমি ঐ ব্যক্তিকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়া থাকিব। বোধ হয় যে দিবস তুমি প্রথমে এ বাড়ীতে আসিয়াছিলে, সেই ব্যক্তিই তোমার সঙ্গে আসিয়া থাকিবে।"

আমি শুনিবামাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কে—দাদা!—তিনি কোথায়?"

মঙ্গলা বলিল, "এখন কোথায়, তাহা আমি জানি না; আজ যখন আমি বাজারে যাই, তখন সে আমাকে দূর হইতে হাত দিয়া ডাকিয়া বলিল, "তুমি না গোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে চাকরি কর?"

আমি বলিলাল, "হাঁ।"

ব্যক্তিটী বলিল, "তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই চিঠিখানি হীরাপ্রভার হাতে দাও।"

আমি বলিলাম, "দাও।" এইরূপ বলিয়া মঙ্গলা আমাকে পত্রখানি দিয়া চলিয়া গেল।

পত্রখানি আমার হাতে পতিত হইবামাত্র আমি বোধ করিলাম যে, হয় ত দাদা আমাকে এইখানি পাঠাইয়া থাকিবেন। যেহেতু আমি ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের বাটীতে দাদার শিরোনাম দিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে দাদা মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে ইহার প্রত্যুত্তর ডাকযোগে পাঠাইতে অনুরোধ না করিয়া নিজে আমার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলাম। আমি সেই জন্য শশব্যস্তে পত্রখানি উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে লাগিলাম।

"প্রিয় ভগ্নি!

আমি তোমার বাটী প্রত্যাগমনের বিষয় পিতা মাতার সম্মুখে নিবেদন করিয়াছিলাম, তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু আমি নিজে পীড়িত, এমন কি, আজ অষ্টাহ অনাহারী, সেইজন্ত তোমার নিকট যাইতে পারিলাম না। যে ব্যক্তিকে পাঠাইতেছি,

ইনি আমার পরম বন্ধু ও সচ্চরিত্র, তুমি অনায়াসেই ইহার সহিত আসিতে পার। আমি ইহাকে গোবিন্দ বাবুর বাটীর সন্নিকট উত্তর পাড়ার বাজারে অবস্থিতি করিতে বলিয়াছি, তুমি ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ইনি তোমাকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন; অধিক কি,—বাটীতে পৌঁছিলে সমস্ত শুভাশুভ জ্ঞাত হইবে।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আমি পত্রখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলাম, যেহেতু আমি ইতিপূর্ব্বে ভাবিতেছিলাম যে, একাকিনী কামিনীর দেশে গিয়া কিরূপে নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং কিরূপেই বা মঙ্গলার স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিব, এক্ষণে সে বিষয় হইতে নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিলাম,—বাটীতে প্রতিগমনের সময় সেই পত্রবাহকের সহিত অনায়াসেই তথায় উপস্থিত হইতে পারিব। কিন্তু পত্রবাহক যে আমার অপরিচিত!—না, অপরিচিতই বা কিরূপে বলিব? যখন দাদা তাহাকে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহার বন্ধু বলিয়া ইহাকে পরিচয় দিয়াছেন, তখন ঐ ব্যক্তির সহিত যাইবার বাধা কি? আমি এতাবৎ চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলাম।

কিন্তু কোথায় যাই? এক্ষণে বেলা অতীতপ্রায়, আর দুই তিন ঘণ্টা পরেই দিনমণি অস্তমিত হইবেন। অবলা কামিনী একাকিনী রাজপথ দিয়া কিরূপে গমন করিব? বিশেষ বাজার,—যেখানে

আমার ভ্রাতার বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, সে স্থান প্রকাশ্য গ্রাম্য বাজার; লোকে আমাকে দেখিলেই বা কি মনে করিবে? এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এদিকে এ বাটীতে অবস্থিতি করাও কোনক্রমেই উচিত নহে, কারণ সে দিবস রাত্রে মনোরমার সহিত মন্মথের পরামর্শ স্মরণ করিয়া আমি ভীত হইলাম,—শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। মন্মথ আমার প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প হইয়াছে!—মনোরমাও সে কার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ নহে—আশ্চর্য্য!! নিরপরাধিনী অবলা কামিনীর প্রাণসংহার করিলে কি উহারা সুখী হইবে?—এই প্রাণ কি—এই অমূল্য মনুষ্যজন্ম কি—সামান্য কদাচারী যুবক যুবতীর হস্তে বিনষ্ট হইবে? না—কখনই না, আত্মরক্ষাই বিধেয়। এইমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া পালঙ্কে বসিয়াছিলাম, আবার উঠিলাম,—ভাবিলাম, কামিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া পলায়ন করিব।

এমন সময় ঈশ্বর ইচ্ছায় কামিনীও আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল; আমি তাহাকে চুপি চুপি ডাকিয়া বলিলাম, "কামিনি! আমি এ বাটী হইতে পলায়ন করিব, তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?"

কামিনী বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "সে কি দিদিবাবু! তুমি কোথায় যাইবে?"

আমি বলিলাম, "আমাদিগের বাটী;—আপাততঃ তোমার সহিত বাজারে যাইব। আমার দাদার কোন বন্ধু আমাকে লইতে আসিয়াছেন, তিনি বাজারে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তোমার সহিত তথায় গিয়া তাহার সমভিব্যাহারে এস্থান হইতে পলায়ন করিব।"

কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?—এরূপ গোপনে পলাইবার কারণ কি?"

আমি বলিলাম, "কারণ অনেক আছে।" এইরূপ বলিয়া আমি কামিনীকে গত রাত্রের মন্মথ ও মনোরমার সহিত আমার প্রাণ-সংহারের কথা সমস্তই বলিলাম।

কামিনী তচ্ছ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি দিদিবাবু! তবে তোমার আজই এস্থান হইতে পলায়ন করা উচিত; কিন্তু একটী কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—তবে কি আমার পালিত কন্যা এলোকেশী মনোরমার গর্ভজাত নহে?"

আমি বলিলাম, "না—বা হইতেও পারে, সে কথা আমি জানি না; কিন্তু তুমি যেরূপ এলোকেশীর মুখের অবয়ব বর্ণন করিলে, তাহাতে যে সে নবকুমারের ঔরসজাত, সে বিষয়ে আর কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে চল, আমার জন্য একখানি পাল্কী ডাকিয়া আন, আমি খিড়কীর দরজা দিয়া পলায়ন করি।"

কামিনী বলিল, "কেন, তুমি যদি পিতা মাতার কাছে যাইবে, তবে ওরূপ গোপনে যাইবার আবশ্যক কি? কর্ত্তা মহাশয়কে এ বিষয় জ্ঞাত করিলে, তিনি তাঁহারই লোকের দ্বারা তোমাকে পাঠাইয়া দিবেন।"

আমি বলিলাম, "না, সে বিষয়েরও অনেক কথা আছে। আমি দাদা মহাশয়েরও অগোচরে যাইতে ইচ্ছা করি; নতুবা অন্যত্রে আমার বাড়ীর লোক আসিয়া অপেক্ষা করিবে কেন?"

কামিনী যেন আমার এইরূপ কথা শুনিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ করিতেছিল; বোধ হইল, যেন সে স্থির করিয়াছে যে,

আমি হয় ত কোন অসদভিপ্রায়ে কর্ত্তা মহাশয়ের অগোচরে গমন করিতেছি।

কামিনী বলিল, "না দিদিবাবু! আমি সেটী পারিব না, কর্ত্তা যদি জানিতে পারেন যে, তুমি অন্য কোন পুরুষ মানুষের সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছ এবং আমিই তাহাতে সহযোগী হইয়া তোমাকে লইয়া গিয়াছি, তাহা হইলে আমার আর মাথা থাকিবে না। দিদিবাবু! বলিতে কি, মনোরমা এইরূপ মধ্যে মধ্যে কোথায় চলিয়া যাইত, সেই জন্য কর্ত্তা মহাশয় সে বিষয়ে সতর্ক আছেন, তুমি যাইলে অবশ্যই তিনি জানিতে পারিবেন।"

আমি কামিনীর এইরূপ অসম্মতি দেখিয়া মনে মনে যার পর নাই নৈরাশ হইলাম,—ভাবিলাম, যদি আমি তাহাকে আমার এরূপ অজ্ঞাত পলায়নের কথা জ্ঞাত করি, তাহা হইলে আমাকে দাদা মহাশয়ের গুপ্ত অট্টালিকার বৃত্তান্তগুলি সমস্তই বলিতে হয় এবং আমি দাদা মহাশয়ের নিকট প্রতিশ্রুত আছি, যে "তাঁহার অসদাচরণের বিষয় কাহার নিকট প্রকাশ করিব না।" কামিনীকে সেকথা বলিলে আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষে দূষিত হইতে হয়।

আমি বলিলাম, "কামিনি! আমি দাদা মহাশয়ের অগোচরে কেন বাড়ী যাইতেছি, সে কথা আমি তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না, বলিলে তাঁহারই এক প্রকার অপবাদ করা হয়। যাহা হউক, আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতেছি, তুমি আমাকে আমার সেই দেশস্থ লোকটীর কাছে লইয়া চল।"

কামিনী টাকা প্রাপ্তির কথা শুনিবামাত্র আহ্লাদে হাস্য করিয়া বলিল, "তুমি টাকা কোথায় পাইবে?"

আমি বলিলাম, "কেন, তুমি কি জান না যে, তোমার কর্ত্তা মহাশয় তাঁহার কন্যা মনোরমাকে যেরূপ জলপানি স্বরূপ মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দিতেন, আমাকেও সেইরূপ দিয়া আসিয়াছেন; আমার যে কিছু টাকা জমিয়াছে, সমস্তই তোমাকে দিয়া যাইব।"

কামিনী আহ্লাদে হাস্য করিয়া বলিল, "তবে আমি এখনই তোমার জন্য একখানি পাল্কী ডাকিয়া আনিতেছি, কিন্তু পাল্কীখানি আম বাগানের খিড়কীতে অবস্থিতি করিবে, তুমি তথায় উপস্থিত থাকিও, আর আমার মাথা খাও, আমি যে তোমাকে বাটী হইতে লইয়া যাইতেছি, এ কথা কাহাকেও বলিও না।"

আমি বলিলাম, "না—কখনই না, কিন্তু তুমি শীঘ্র যাও—আর বিলম্ব করিও না।"

কামিনী তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। আমি ইত্যবসরে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহস্থিত একটী আলমারি হইতে আমার সঞ্চিত কয়েকটী টাকা লইয়া গণনা করিতে লাগিলাম।

আমি যে সময় টাকা কয়েকটী গণনা করিতেছি, সে সময় তাহার অভ্যন্তরে একখানি চিঠি দেখিতে পাইলাম—সুতরাং আমি বিস্মিত হইয়া সেইখানি পাঠ করিলাম, তাহাতে কাহারও সাক্ষর নাই। চিঠিখানি এই :—

"যিনি অদ্য রাত্রে এই গৃহে আনীত হইবেন, তাঁহার জন্যই এই সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত এবং এই গৃহে যে কিছু সামগ্রী আছে, তিনি ইহার সমস্তেরই অধিকারিণী, ইচ্ছা করিলে তিনি নিজে ইহা ব্যয় করিতে পারেন, কিম্বা অপরকে দান করিয়া যাইতে পারেন।"

আমি পত্রখানির এই পর্য্যন্ত পাঠ করিলাম—আর পড়িলাম না; যেহেতু আমার স্মরণ হইল যে,আমি এই পত্রখানি দস্যু আমেদের বাটী হইতে আনিয়াছিলাম এবং সেই পর্য্যন্তই এখানি আমার নিকটে রহিয়াছে, আমি পত্রখানি সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, আমার প্রথম পদচালনার স্থান সেই আম্রবন;—যে বনে এক রাত্রে আমি দুইটী লোককে পরামর্শ করিতে শুনিয়াছিলাম এবং যাহার সমস্ত রহস্য আমি দাদামহাশয়ের গুপ্তবাটীতে গিয়া জানিয়াছি। যাহাহউক আমি একাকিনী সেই উদ্যানের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। এ সময় বাগানে কেহই ছিল না, ভাগ্যক্রমে যে কয়েকটী মালী তথায় নিযুক্ত ছিল, তাহারাও কোন কার্য্যবশতঃ কোথায় গমন করিয়াছে, সেইজন্য কেহই আমাকে দেখিতে পাইল না—আমি নিরাপদে বাগানটী অতিক্রম করিয়া খিড়কীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি দেখিলাম, তথায় একখানি পাল্কী আর চারি জন বাহক উপস্থিত। কামিনীর আদেশানুযায়ী বাহকদিগের মুখে কোন শব্দ নাই; আমি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র কামিনী মৃদুস্বরে বলিল, "পাল্কীতে উপবেশন কর, বিলম্ব করিও না।"

আমিও আর অপেক্ষা না করিয়া পাল্কীতে উপবেশন করিলাম, কিন্তু অকস্মাৎ আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দন করিয়া উঠিল—অন্তর যেন কোন অমঙ্গলকামনায় ব্যথিত হইতে লাগিল—কেন?—ভাবিলাম, ইহার কারণ কি? মাতাকে পীড়িতা দেখিয়া আমি

যাছি, তিনি কি জীবিত নাই? এইরূপ চিন্তা করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম এবং বাটী গমনের জন্য ব্যগ্র হইয়া বাহকদিগকে শীঘ্র গমন করিতে বলিলাম।

একে দিনমান, তাহাতে বাজারের পথ, সুতরাং লোকে লোকারণ্য; বিশেষ আমরা যতই বাজারের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই লোকের সমাগম অধিক দেখিতে পাইলাম, সেইজন্য আমি পাল্কীর দ্বার সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিলাম—কামিনী আমার সমভিব্যাহারে চলিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কামিনী বাহকদিগকে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিয়া আমার পাল্কীর দ্বার কিঞ্চিৎ খুলিয়া বলিল, "দিদিবাবু! এই ত বাজারে আসিয়াছি,—তোমার দেশস্থ লোক কোথায়?"

আমি বলিলাম, "জানি না,—দেখ, এই খানে কোন ভদ্র লোক অপেক্ষা করিতেছেন কি না।"

কামিনী বলিল, "হাঁ—অদূরে ঐ একটী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন।"

আমি ইত্যবসরে দেখিলাম, ভদ্রলোকটী হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া কামিনীকে ডাকিতেছে। আমি বলিলাম, "কামিনি! যাও, ঐ দেখ ভদ্রলোকটী তোমাকে ডাকিতেছে। আমি অনুমান করিতেছি, যে, ঐ ব্যক্তিই আমাদিগের দেশস্থ হইবে—কিন্তু আমি উহাকে কখন দেখি নাই;—তুমি প্রথমতঃ গিয়া কোন বিষয় উল্লেখ করিও না, উহার কি অভিপ্রায় জানিয়া আইস। ঐ ব্যক্তি যদি বলে আমি গোবিন্দপুর হইতে গিরীশ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাহার ভগ্নীকে লইতে আসিয়াছি, তাহা হইলে তুমি বলিও

যে, তিনি এখানে আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি তোমাকে চিনেন না—সেই জন্য তোমার সহিত যাইতেও ইচ্ছুক নহেন—তবে যদি কোনরূপে তাহাকে প্রমাণ দিতে পার যে, তুমি সত্য সত্যই উহার ভ্রাতার দ্বারা প্রেরিত, তাহা হইলে তিনি তোমার সহিত যাইতে পারেন।”

কামিনী আমার বাক্যে সম্মত হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল এবং সেই ভদ্রলোকটীর সন্নিকট গিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, ভদ্রলোকটী দেখিতে অতি সুন্দর—মুখশ্রী উজ্জ্বল ও গৌরবর্ণ, অঙ্গসৌষ্ঠব বলিষ্ঠ ও খর্ব্বাকৃতি, এবং পরিচ্ছদও ভদ্রলোকের ন্যায়। দূর হইতে যত দূর তাহাকে দেখিতে পাইলাম, তাহাতে বোধ হইল যেন, তিনি অতি বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কামিনীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, ভাবিলাম—এরূপ ভদ্রলোকের সমভিব্যাহারে যাইতে আমার বাধা কি?”

কিয়ৎক্ষণ পরে কামিনী আমার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, “দিদিমণি! ঐ ভদ্রলোকটী সত্য সত্যই তোমাদিগের বাটী হইতে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, যদি আমার সহিত গমন করিতে হীরার কোন বাধা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে এই পত্রখানি দেখাইও।” এইরূপ বলিয়া কামিনী আমার হস্তে একখানি পত্র দিল।

আমি এই চিঠিখানি প্রাপ্তিমাত্রেই দেখিতে পাইলাম, ইহার শিরোনামে আমারই লেখনীপ্রসূত গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নাম লেখা। ডাকযোগে প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার মাসুলের

টিকিটের উপর কদর্য্যভাবে একটী মোহর মুদ্রিত রহিয়াছে। আমি পত্রখানি উন্মোচন করত উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইলাম যে, আমি ইতিপূর্ব্বে বাটী প্রতিগমনের জন্য দাদাকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলাম, এখানি সেই পত্র। আমি পত্রপ্রাপ্তে মনে মনে যার পর নাই বিশ্বস্ত হইয়া বলিলাম, "কামিনি! আর অবিশ্বাসের কারণ কিছুই দেখিতেছি না—এক্ষণে এই পাল্কীখানি বাজারের সম্মুখে না নামাইয়া ইহার পার্শ্বস্থ কোন নিভৃতস্থানে লইয়া যাইতে আদেশ কর; আমি তথায় গিয়া উহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

কামিনী আমার আদেশানুসারে, বাহকদিগকে বাজার হইতে কিয়দ্দূরে লইয়া যাইতে লাগিল। পাল্কীখানি যে দিকে গমন করিল, আগন্তুক ভদ্রলোকটীও সেই দিকে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিয়ৎক্ষণের পর আমরা একটী নির্জ্জন স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম; এ স্থান যদিও গ্রামের মধ্যবর্ত্তী নহে, কিন্তু ইহার প্রান্তভাগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সেইজন্য লোকের সমাগমও তাদৃশ দেখিতে পাইলাম না। ইহার পার্শ্বে একটী বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র অবস্থিতি করিতেছে। স্থানটী জনতাশূন্য বলিয়া আমি বাহকদিগকে সেইখানেই পাল্কী নামাইতে আদেশ করিলাম এবং আমার নিকট যাহা কিছু ছিল, সমস্তই কামিনীকে দিয়া বলিলাম, "কামিনি! যদিও সামান্য পুরস্কার তোমার প্রত্যুপকারের যোগ্য নহে, তথাপি তুমি ইহার মধ্য হইতে বাহকদিগকে ভাড়া দিয়া যাহা কিছু থাকিবে, সমস্তই লইও।"

কামিনী বলিল, "সে কি দিদিবাবু! তুমি অকারণে ভীত হইয়া

তোমার দাদামহাশয়ের বাটী হইতে চলিয়া আসিলে,আমরা থাকিতে কে তোমার প্রাণ বিনাশ করিত ? যাহাহউক, এক্ষণে আমি বিদায় হই—বিলম্ব হইলে আমায় খোঁজ পড়িবে।"

আমি বলিলাম, "হাঁ—যাও, তোমার এরূপ উপকারের জন্ত আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।"

কামিনীর সহিত এইরূপ কথোপকথনের পর আমি তাহাকে ও বাহকদিগকে বিদায় দিয়া আমার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে ঠিকাগাড়ী কোথায় পাওয়া যায় ? আমি ত পদব্রজে এতদূর গমন করিতে পারিব না—বরং বাড়ী পৌছিলে তাহাকে ভাড়া দিব।"

ব্যক্তিটী বলিল, "এখানে গাড়ী পাইবার সম্ভাবনা নাই, তবে যদি তুমি আমার সহিত এই মাঠ পার হইয়া ইহার অপর পার্শ্বস্থ গ্রামটীতে পৌছিতে পার, তাহা হইলে আমরা সেইখান হইতে গাড়ী করিব।"

আমি বলিলাম, "উত্তম—তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।" এইরূপ বলিয়া আমি তাহার সহিত গমন করিতে লাগিলাম।

এক্ষণে ফাল্গুন মাস—বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া যদি কখন কোন পাঠক বা পাঠিকা গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জানিবেন, এই সময়ে ক্ষেত্রে কৃষকদিগের তাদৃশ সমাগম নাই। শুদ্ধমাত্র পল্লীগ্রামবাসী দুই এক জন লোক গ্রামান্তর গমন করিবার সময় এরূপ মাঠের উপর দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে; সুতরাং মাঠের প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রকৃতিই দেখিয়া থাকেন। আমি দেখিলাম,

মাঠে জনমানব নাই, চতুর্দ্দিক্ শূন্যাকার। ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত ধান্য-বৃক্ষ অনুপম সৌন্দর্য্যের সহিত ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছিল, এক্ষণে তাহারা ছিন্নমূল হইয়া মানবজীবনের প্রাণধারণজন্য অপসৃত হইয়াছে; কেবলমাত্র তাহাদিগের মূলভাগ সূর্য্যকিরণে শুষ্ক হইয়া ক্ষেত্রের বক্ষঃস্থলে নিহিত রহিয়াছে। এক্ষণে সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্ন বলিয়া অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ রক্তিম বরণে মাঠের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিতেছে। মাঠে অপর কেহ নাই, শুদ্ধ দুই একটি গাভী ইতস্ততঃ আহারান্বেষণার্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। আমরা এইরূপ সময়ে সেই ধান্যক্ষেত্র অতিক্রম করিবার জন্য পদচালনা করিলাম।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া আমি আমার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিকে সম্বোধন করত বলিলাম, "মহাশয়! আপনি যে আমার ভ্রাতার বন্ধুত্বের অনুরোধে এরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আপনার নিকট যার পর নাই বাধ্য রহিলাম।"

ব্যক্তিটী আমার কথায় আর কোন সৌজন্যতা প্রকাশ না করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "হুম্।"

আমি তাহার এরূপ হুম্‌কার শুনিবামাত্র বিস্মিত হইলাম। আমার মনে যেন এক প্রকার সন্দেহ হইল—ভাবিলাম,—ব্যক্তিটী কে? পাঠক মহাশয় জানিবেন, আমি যে ইতিপূর্ব্বে ইহার সহিত দুই একটী কথোপকথন করিয়াছিলাম, সে সময় স্ত্রীস্বভাব-সুলভ লজ্জার অনুরোধে আমি তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি করি নাই। এক্ষণে অতি সংগোপনে তাহার মুখখানি দেখিতে লাগিলাম—দেখিলাম, তাহার মুখখানি যেন রঞ্জিত। সূর্য্যের কিরণ তদুপরে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, সেই সমস্ত রঞ্জিত তৈল বিগলিত

হইয়া মুখের চিক্কণতা প্রকাশ করিতেছে। বলিতে কি, ভয়ে আমার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল!! কিন্তু আবার ভাবিলাম—না, আমার আশঙ্কার বিষয় কিছুই নাই—ইনি যে আমার দাদার প্রেরিত তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, যেহেতু তাহা না হইলে আমার প্রেরিত ডাকযোগের পত্রখানি কিরূপে ইহার হস্তে পতিত হইবে? হয় ত, পথশ্রান্ত হেতু ঘর্ম্মাক্ত হইয়া থাকিবে, তদুপরি সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়াতে মুখের ওরূপ চিক্কণতা লক্ষিত হইতেছে। এইটী স্থির করিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি পথ শ্রান্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত হইতেছেন?"

ব্যক্তিটী পুনশ্চ বলিল, "হুম্!!" এইটী বলিবামাত্রই সে অকস্মাৎ তাহার জামার পাকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির করিয়া তদ্দণ্ডেই আপন মুখখানি মুছিয়া ফেলিল ও সজোরে আমার দক্ষিণ বাহু আকর্ষণ করিয়া বলিল, "আমি বড় ঘামিয়াছি,—মুখখানি মুছিয়া ফেলিলাম।"

আমি তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম ও বলিলাম, "ও বাবা—কে গো।"

ব্যক্তিটী বলিল, "আমি তোমার সেই!—যে খঞ্জরূপে তোমার গাড়ীর নিকট যাইয়া এক সময় ভিক্ষা চাহিয়াছিল, মনে পড়ে!"

আমি তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিবামাত্র ভয় ও বিস্ময়ে এরূপ অধৈর্য্য হইয়াছিলাম যে, বোধ হয় যদি সে সময় ঐ দুরাত্মা দস্যু আমার হাত ধরিয়া না থাকিত, তাহা হইলে আমি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইতাম! যাহাহউক, আমি সভয়ে কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখপানে বাক্শূন্য হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

দুরাত্মা দস্যু তদ্দৃষ্টে আমাকে বলিল, "তুমি কি এখনও আমাকে চিনিতে পার নাই? আমি সেই—যাহার বাড়ী হইতে তুমি রামপ্রসাদের সহিত রাত্রিকালে পলায়ন করিয়াছিলে।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি তোমাকে চিনিয়াছি; তুমি দস্যু আমেদ, আমাকে এরূপ স্থানে কেন লইয়া আসিলে?"

"তোমাকে খুন করিবার জন্য।" এইরূপ বলিয়াই দুরাত্মা দস্যু অকস্মাৎ তাহার জামার পাকেট হইতে একটী পিস্তল বাহির করিয়া বলিল, "প্রস্তুত হও—আমি তোমাকে খুন করি।"

তাহার এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণমাত্র যেন আমি পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিলাম ও সজোরে তাহার হস্ত ছিন্ন করিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলাম।

দস্যু আমেদও সেইখানে বসিল ও বলিল, "আমি তোমার নিকট হইতে দুইটী প্রার্থনা করি—হয় তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ কর—না হয় আমি তোমাকে সংহার করি। স্পষ্ট বলিতে কি, যদি তুমি আমাকে তোমার এই সৌন্দর্য্যপরিপূর্ণ রূপরাশি অর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি লোকের অনুরোধে বা অর্থের লোভে তোমার এই সুন্দর প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নহি।"

আমি তাহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া মনে করিলাম, বোধ হয় দুরাত্মা মন্মথ ইতিপূর্ব্বে যে মনোরমার সহিত আমার প্রাণসংহারের পরামর্শ করিয়াছিল, হয় ত দস্যু আমেদ, তাহারই উৎকোচ গ্রহণ করিয়া আমাকে বিনাশ করিবার জন্য এখানে আনয়ন করিয়াছে।

যাহা হউক, এরূপ অবস্থায় নিতান্ত ভীত হইয়া অবস্থান করা যুক্তিসম্মত নহে, এইটী বিবেচনা করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, "ভাল, যে ব্যক্তির নিকট হইতে তুমি টাকা লইয়া আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছ, আমি যদি তাহার অপেক্ষা তোমাকে অধিক টাকা দিই, তাহা হইলে তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিতে পার কি না ?"

দস্যু বলিল, "না—কখনই না। তাহার নিকট আমি অনেক প্রকারে বাধ্য আছি ; তবে যদি তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ কর, তাহা হইলে আমি তাহার টাকা অপেক্ষা অধিক পাইলাম বলিয়া স্বীকার করিব।—বস্তুতঃই হীরা ! তুমি এখন কেমন বড় ষড়ট হ'য়েছ, দিন দিন যেন তোমার রূপ ফেটে পড়ছে—তোমাকে দেখ্‌লে কখনই ইচ্ছা হয় না যে, তোমার প্রাণ নষ্ট করি।—এখন উপায় কি ?—আমি তোমায় দেখে যার পর নাই অধৈর্য্য হয়েছি।"

আমি তাহার এরূপ বাক্যে সক্রোধে বলিয়া উঠিলাম— "দুরাত্মা ! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, তুই আমাকে এরূপে সম্ভাষণ করিস্ ?"

দস্যু আমেদ পুনরায় তাহার হস্তস্থিত পিস্তলটী প্রসারিত করিয়া বলিল, "এখনও বল—নচেৎ এই দণ্ডেই তোমার প্রাণসংহার করিব।"

আমি দেখিলাম, এ সময়ে তাহার চক্ষু ক্রমে ক্রমে রক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছে—মুখাবয়বে সাক্ষাৎ ক্রোধ ও নরহত্যারূপ হিংসার বিকটমূর্ত্তি বর্ত্তমান ! আমি তজ্জন্য মনে মনে ক্রুদ্ধ হই-

রাও আপনাআপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিলাম ও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলাম, "দেখ আমেদ! ভজনা দুই প্রকার। কেহ ভক্তিতে ভজে, কেহ বা ভয়ে ভজে।—তুমি কি আমাকে ভয়ে ভজাইতে চাহ?"

আমেদ বলিল, "কেন—এ কথা বলিলে?"

আমি বলিলাম, "তা বই কি?—তুমি আমাকে যেরূপ ভয় দেখাইতেছ, তাহাতে তোমার উপর আমার কিরূপে অনুরাগ হইতে পারে? জানিও, প্রণয় বিনয়ের—ভয়ের নহে, ভয় দেখাইলে কি স্ত্রীলোকের ভালবাসা পাওয়া যায়?"

দুরাত্মা দস্যু আমার এরূপ বাক্যে যেন কথঞ্চিৎ প্রলোভিত হইয়া দন্তবিস্তারপূর্ব্বক হাস্য করিয়া বলিল, "না—আমি কি তোমার প্রাণ সংহার করিতে পারি? তোমাকে ভয় দেখাইয়া তোমার মন বুঝিতেছিলাম। এই লও, আমি তোমার সম্মুখেই পিস্তলটী ভূতলে রাখিয়া দিলাম।" এইরূপ বলিয়া দস্যু আমেদ তাহার হস্তস্থিত পিস্তলটী সন্নিকট স্থানে রাখিয়া বলিল, "এক্ষণে বল—কিরূপে তোমার মনস্তুষ্টি করিতে হইবে?—হীরা! আমি সামান্য অর্থের লোভে তোমার ঐ কোমল অথচ কমনীয় শরীরটীকে নষ্ট করিতে পারিব না, বরং যদি তুমি আমার হও, তাহা হইলে আমিও তোমার হইব।"

আমি তাহার এইরূপ প্রশ্রয়বাক্যে সে সময় ক্রুদ্ধ না হইয়া বলিলাম, "তোমাকে আমার মনস্তুষ্টি করিতে হইবে না; শুদ্ধ আমি তোমাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।"

দস্যু আমেদ ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, "কি বল—আমি এখনই তোমার বাক্যের উত্তর দিতেছি।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, বল দেখি, তুমি আমার প্রেরিত ডাকযোগের এই পত্রখানি কোথায় পাইলে? দাদা কি তোমাকে এখানি দিয়াছিলেন?"

আমেদ বলিল, "না, মূলে এই চিঠিখানি ডাকযোগে তোমার দাদাকে প্রেরিত হয় নাই। যে ব্যক্তি আমাকে এখানি দিয়াছিল, সে ইহার টিকিটের উপর একটী অপর মোহর করিয়াছিল, তুমি স্ত্রীলোক, ইংরাজী জান না,—সুতরাং উহার জাল মোহরকে ডাকঘরের মোহর মনে করিয়া তোমার দাদারই পুনঃপ্রেরিত ভাবিয়া আমার সঙ্গে আসিয়াছ।" এইরূপ বলিয়া দস্যু আমেদ হা হা করিয়া হাস্য করিল।

আমি তাহার এরূপ বাক্যে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে ব্যক্তি কি মনোরমা?—আমি ত তাহাকেই, তাহার কোন লোক দিয়া চিঠিখানি ডাকে ফেলিতে দিয়াছিলাম।"

দস্যু বলিল, "সে ব্যক্তি যে কে, তাহা আমি তোমাকে বলিব না, যেহেতু আমি তাহার টাকা খাইয়া শপথ করিয়াছি যে, তোমাকে খুন করিলে তাহার নাম আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না এবং আমাদের এরূপ ধর্ম্মও নহে; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সে ব্যক্তি মনোরমা নহে। হইতে পারে, তুমি মনোরমাকে এই পত্রখানি ডাকযোগে পাঠাইতে আদেশ করিয়া থাকিবে, কিন্তু মনোরমা যাহাকে দিয়া এই চিঠিখানি ডাকঘরে ফেলিতে দিয়াছিল, সে ব্যক্তি পুরুষ মানুষ এবং সেই আমাকে তোমার প্রাণসংহার

করিবার জন্য এই চিঠি দেখাইয়া এখানে আনিতে পরামর্শ দিয়াছে।”

আমি তাহাকে পুনশ্চ বলিলাম, “ভাল—আর একটী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, অনুগ্রহ করিয়া ইহার উত্তর দাও। মনোরমার সহিত তোমার কি কোন প্রণয়সম্বন্ধ আছে? আমি একদিবস মনোরমার একখানি অসম্পূর্ণ পত্রে দেখিয়াছিলাম, সে তোমাকে সেই সম্বন্ধে কোন পত্র লিখিতেছিল,—সে খানির মর্ম্ম কি?”

আমেদ যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, “কৈ—কি পত্র আমি ত কিছুই পাই নাই, আর মনোরমাই বা আমাকে পত্র লিখিবে কেন? তাহার সহিত আমার অপর কোন সম্বন্ধ নাই; তবে যাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে, আমি সেই ব্যক্তিরই বেতনভোগী এবং সেইজন্য মনোরমার সহিত মধ্যে মধ্যে গোপনে দেখা করিলে, সে আমাকে পারিতোষিক স্বরূপ কিছু কিছু দিয়া থাকে।”

আমি তাহার এরূপ বাক্যে মনে মনে চিন্তা করিলাম, তবে সেখানি কিসের পত্র!—যেখানি আমি একরাত্রে আম্রবনে যাইবার সময় মনোরমার গৃহের টেবিলের উপর দেখিয়াছিলাম!!—সেখানি কাহাকে সম্বোধন করিয়া মনোরমা লিখিতেছিল? যাহাহউক, আমি সে বিষয়ের আর অধিক চিন্তা না করিয়া আমেদকে বলিলাম, “আমেদ! মনোরমার সহিত যাহার প্রণয়সম্বন্ধ আছে, তাহাকে আমি চিনি. তাহার নাম মন্মথ—এবং সেই দুরাত্মাই আমার প্রাণ সংহার করিবার জন্য এই থানে আনাইয়াছে।”

আমেদ সে বিষয়ে আর কোন উত্তর না করিয়া বলিল,

"হীরা! যেই আমাকে তোমার বিনাশের জন্য পরামর্শ দিউক্ না কেন—আমি এখন তাহার নহে—তোমারই ; বল, কিরূপে আমি তোমাকে লাভ করিব—তোমার জন্য আমি একান্ত অধৈর্য্য হইয়াছি।" এইরূপ বলিয়া দুরাত্মা ক্রমশই আমার নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া অকস্মাৎ দ্রুতগমনে তাহার সমীপবর্ত্তী পিস্তলটী আপন আয়ত্বাধীন করিয়া বলিলাম, "দুরাত্মা! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা যে, তুই আমাকে এইরূপে সম্ভাষণ করিস্?— জানিস্ না, জগতে অবলা কামিনীরা তাহাদের সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। এই দেখ্, আমি তোরই সম্মুখে তোরই পিস্তল ধারণ করিলাম, দুষ্ট! যদি আর একটুমাত্র অগ্রসর হ'স্, তাহা হইলে এখনই তোর প্রাণসংহার করিব।"

দুষ্টমতি দস্যু আমাকে এরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও ক্রুদ্ধ দেখিয়া সভয়ে আস্তে আস্তে দণ্ডায়মান হইল। আমি দেখিলাম, দুরাত্মা এরূপ অবসর অনুসন্ধান করিতেছে যে, একেবারে অকস্মাৎ আমার উপর পড়িয়া আমার হস্ত হইতে পিস্তলটী কাড়িয়া লইবে; আমি তদ্দর্শনে তাহাকে বলিলাম, "দুরাত্মা! সাবধান! যদি আর একটুমাত্র অগ্রসর হ'স্, তাহা হইলে এখনই তোর প্রাণ বিনাশ করিব।" এইরূপ বলিয়া আমি সবলে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক তাহার দিকে পিস্তলটী ধারণ করিয়া রহিলাম।

দস্যু আমেদ আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শূন্যনয়নে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। এ সময় তাহার আর পূর্ব্বভাব

নাই, তাহার মুখখানি শুষ্ক ও শশঙ্কিত, সে যেন ইতিকর্ত্তব্যতাশূন্য হইয়া আপন মনে কি চিন্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে অকস্মাৎ দুই-তিন জন লোক দূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইল। আমার বোধ হইল যে, উহারা নিকটস্থ গ্রামবাসী হইবে, হয় ত গ্রামান্তরে গমন করিবার সময় আমাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা-হউক, আমেদ তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। একটী লোক কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল, কিন্তু ধরিতে পারিল না।

পরে তাহারা সকলে একত্র হইয়া আমাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলে আমিও তাহাদিগকে আদ্যোপান্ত জ্ঞাত করিলাম।

ইহাদিগের মধ্যে একটী লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি একা কোথায় যাইতেছ?"

আমি বলিলাম, "আমার ইচ্ছা ছিল যে, গোবিন্দপুরে আমাদিগের বাটী গমন করিব, কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন স্থির করিয়াছি যে, রাইপুরে প্রসন্ন বৈষ্ণবীর বাড়ী হইয়া পরে যে খানে হয়, যাইব।"

ব্যক্তিটী বলিল, "চল, আমরাও সেই গ্রামের সন্নিকট যাইতেছি—তথায় তোমাকে রাখিয়া আমি বাড়ী ফিরিয়া যাইব।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব দৃশ্য!

"Shakspere described the sex in Desdemona
As very fair, but yet suspect in fame,
And to this day from Venice to Verona
Such matters may be probably the same."

Byron.

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ঈশ্বর; এ জগতে, আশ্রয় আর কাহাকে বলিব? বস্তুতই যখন মনুষ্যকে আত্মজন পরিত্যাগ করে—যখন সে পৃথিবীর বন্ধুবান্ধব হইতে পরিত্যক্ত হইয়া ইহাতে অবস্থিতি করিতে থাকে, তখন জগৎস্বামী তাহাকে নিজেই আশ্রয় দিয়া রক্ষা করেন; তাঁহার অশেষ করুণার এই একটী প্রধান পরিচয়; এ জগতে যদি বিপদ না থাকিত—যদি দুর্ব্বলের উপর বলবানের পীড়ন না হইত—যদি দীন হীনের দীনতা, বিপন্নের বিপদ, সংসারচক্রে বিচরণ না করিত, তাহা হইলে জগতে কেহ তাঁহাকে দীননাথ বিপদভঞ্জন বলিয়া উল্লেখ করিত না,—কেহ তাঁহার নাম "দয়াময় হরি" মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিত না। আমি এক্ষণে দস্যু-হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া আপনাআপনি এইটী চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমার সমভিব্যাহারী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "রাইপুরে কি তোমার কেহ আত্মীয় কুটুম্ব আছেন?"

আমি বলিলাম, "না, আত্মীয় কুটুম্ব থাকিলে আমি তোমাকে

তাহাদিগের বাটী জিজ্ঞাসা করিব কেন—অবশ্যই তাহা জানিতাম। তাহারা আমার অপরিচিত।”

সমভিব্যাহারী ব্যক্তি বলিল “তবে কেন যাইতেছ?”

আমি বলিলাম, “সে বাটীতে আজ রাত্রে আমার পরিচিত একটী লোককে কোন লোক বিষ খাওয়াইয়া প্রাণে বিনষ্ট করিবে—আমি কোন সুযোগে সে কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে সাবধান করিবার জন্য যাইতেছি।”

ব্যক্তিটী শুনিবামাত্র ভয় ও বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, “বিষ খাওয়াইবে!!—কেন?—কাহাকে?”

আমি বলিলাম, “সে সমস্ত অনেক কথা, তাহা তোমার শুনিবার আবশ্যক নাই—এক্ষণে চল, শীঘ্র চল—প্রায় সন্ধ্যা হইল। শুনিয়াছি, সন্ধ্যার পরেই সে ব্যক্তি তাহার কন্যাটীকে দেখিতে যায়, এবং সেই কন্যাটীর দ্বারাই তাহার পিতার প্রাণসংহারের মন্ত্রণা হইয়াছে। আমাদিগের যাইতে বিলম্ব হইলে, হয় ত তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার সময় পাইব না।”

ব্যক্তিটী সে বিষয়ে আর কোন কথা উল্লেখ করিল না। শুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, “বোধ হয় কোন প্রণয়ী ঈর্ষাপরবশ হইয়া এরূপ করিতেছে—না? মনুষ্যের কলুষিত প্রণয়ই নরহত্যার কারণ।”

আমি তাহার এরূপ বাক্যের কোন উত্তর করিলাম না—যেহেতু কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত প্রণয়সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত নহে। সেই জন্যই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলাম।

ব্যক্তিটী বলিল, “চল—আমাদিগের গমনকালীন ঐ গ্রামের

জমিদারের বাটীতে এইরূপ আর একটী ঈর্ষাজনিত মৃত্যুর দৃশ্য তোমাকে দেখাইব ;—সেটী উদ্বন্ধন।”

আমি শুনিবামাত্রই ভাবিলাম, সে কিরূপ!! যাহাই হউক, পথিমধ্যে কাহারও বাটী প্রবেশ করা আমার অভিপ্রেত নহে, সেই জন্য আমি সে কথায় মনোযোগ না করিয়া তাহার সহিত আপন মনেই গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া আমরা গ্রামে পড়িলাম। পাঠক মহাশয় জানিবেন, এক্ষণে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। আমরা যে গ্রামটীতে প্রবেশ করিলাম, সেখানি ক্ষুদ্র গ্রাম—কিন্তু অধিবাসী অধিক। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর। দেখিবামাত্রই সামান্য কৃষকদিগের আবাসস্থান বলিয়া মনে হইল। গ্রামের অপ্রশস্ততা-বশতঃ চারিদিগের বৃক্ষসমূহ দূর হইতে যেন একটী ঝোপের ন্যায় বোধ হইতেছিল, এক্ষণে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্যরূপ আর কিছুই দেখিলাম না; রাজপথও অল্প প্রশস্ত বলিয়া যেন একটী সামান্য বন্যপথ বলিয়া বোধ হইল। একে অন্ধকার, তাহাতে পথের সংকীর্ণতা, সুতরাং চতুর্দ্দিক আরও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমরা সেই অন্ধকারময় পথের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলাম।

মনে মনে কতই চিন্তা করিলাম—একাকিনী একজন অপরিচিত পুরুষ মানুষের সহিত এই রাত্রে কোথায় গমন করি—যদি এই ব্যক্তি আমাকে আবার অন্যত্রে লইয়া যায়, তাহা হইলে আমার কি উপায় হইবে। কিন্তু ঈশ্বর আমার সহায় এবং এখনও সেই দস্যু আমেদের পিস্তলটী আমার হস্তে। যদিও আমি ইহার ব্যবহার কখন জানি না—এবং কিরূপেই বা ইহা ছুড়িতে হয়, তাহা-

তেও অনভিজ্ঞ—তত্রাচ মনে করিলাম, যদি এই ব্যক্তি আমার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই দস্যু আমেদের ন্যায় ইহাকেও আমি ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতে পারিব। এইরূপ সাহসে ভর করিয়া আমি তাহার সহিত যাইতে লাগিলাম। পাঠক মহাশয় জানিবেন আমার এরূপ গমনের কারণ শুদ্ধ নবকুমারের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য। যদি আমি এ ব্যক্তির সহিত প্রসন্ন বৈষ্ণবীর বাটীতে উপস্থিত না হই, তাহা হইলে হয় ত মঙ্গলার প্রদত্ত বিষমিশ্রিত খাদ্য সামগ্রী খাইয়া নবকুমার প্রাণত্যাগ করিতে পারে; হৃদয়ের এই ব্যগ্রতাই আমার সকল বাধা ও সকল আশঙ্কা দূর করিতে লাগিল। আমি আমার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিটীর সহিত গমন করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণের পর আমরা সেই রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী একটী অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম; ইহার বাহিক দৃশ্যে বোধ হইল যেন, ইহাতে জনমানবের সমাগম নাই, যেহেতু এই প্রশস্ত অট্টালিকার কোন বাতায়ন দিয়া কোনরূপ আলোকের আবির্ভাব দেখিতে পাইলাম না, বাতায়নগুলি সমস্তই বন্ধ। আমি দেখিলাম, সেই অন্ধকারের মধ্যে অট্টালিকাটী যেন অতি প্রাচীন ও ভগ্ন বলিয়া বোধ হইল।

যাহাহউক, আমার সমভিব্যাহারী ব্যক্তি সেই রাজপথস্থিত অট্টালিকার নিম্নদেশের একটী বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, "এইখানে একটু দাঁড়াও—আমি তোমাকে সেই আশ্চর্য্য ঘটনাটী দেখাইব।" এইরূপ বলিয়া সে অকস্মাৎ বাতায়নের কিয়দংশ মুক্ত করিয়া দিল। বাতায়নটী কিঞ্চিৎ খুলিবামাত্রই ইহার মুক্তভাগের

অভ্যন্তর হইতে একটী অস্পষ্ট প্রদীপের আলোক আসিয়া আমার গাত্রে পতিত হইল এবং আমি তদ্দর্শনে অকস্মাৎ গৃহাভ্যন্তরে দেখিতে পাইলাম এ,কটী লোক উদ্বন্ধনে ঝুলিতেছে। উহার পদতলের কিয়দ্দূরে একটী কামিনী করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে সেই উদ্বন্ধনকারীর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আকুলনয়নে ক্রন্দন করিতেছে। আমি এতাবৎ দেখিবামাত্র ভয় ও বিস্ময়ে অধৈর্য্য হইলাম—ভাবিলাম, ইহারা কে?

স্ত্রীলোকটী দেখিতে পরমাসুন্দরী; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মুখশ্রী যতটুকু সময়ের মধ্যে দেখিয়াছিলাম, তাহাতে তাহাকে পরিপাটী সুন্দরী বলিয়া বোধ হইল; অঙ্গ অলঙ্কারে পরিপূর্ণ: বয়স আন্দাজ ১৮ বৎসর হইবে। উদ্বন্ধনহেতু যদিও যুবকের মুখাবয়ব বিকৃতিভাব ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু জীবদ্দশায় তিনিও যে একজন সুন্দর ও সুশ্রী পুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি এতাবৎ দৃষ্টে আমার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি বলিতে পার, "এই বাড়ীটী কাহার?"

ব্যক্তিটী বলিল, "জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছি, পূর্ব্বে এই বাড়ীটী এই গ্রামস্থ জমিদারের ছিল, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলেন। প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামাজমিদার কোন একটী ভদ্রলোককে খুন করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহার বাটী পরিত্যাগের পর হইতে এ বাটীতে আর কেহই বাস করে না, শুদ্ধমাত্র একজন বহুকালের বৃদ্ধ ভৃত্য এই গৃহে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

আমি তাহার এরূপ বাক্যে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

"যদি এ বাটীতে অপর কেহ নাই, তবে এই উদ্বন্ধনকারী কে? এবং উহার সন্নিকটস্থ রমণীই বা কোথা [illegible] আসিল?"

ব্যক্তিটী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "তুমি কি মনে করিতেছ যে, ঐ কামিনী কোন জীবিত মনুষ্য বা ঐ উদ্বন্ধনকারী কোন মনুষ্যের শব দেহ?—তাহা নহে; উহারা একখানি তৈলরঞ্জিত ছবি ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিত্রকর ছবিখানি এরূপ নিপুণতার সহিত চিত্রিত করিয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে উহাদিগকে জীবিত মনুষ্য বলিয়াই বোধ হয়।"

আমি তাহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া মনে মনে যার পর নাই বিস্মিত হইলাম; বস্তুতই ছবিখানিকে প্রথম দৃষ্টি করিয়া ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে কোন চিত্রকরের তুলিকা নিঃসৃত বলিয়া বিবেচনা করি নাই; স্বরূপ বলিতে কি, উদ্বন্ধনকারীর সেই ভীষণ লোল জিহ্বা—দীর্ঘ অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে উহার উদ্বন্ধনের অবস্থা দেখিয়া সে সময় আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়াছিল এবং সেই জন্যই আমি, সমভিব্যাহারী ব্যক্তিকে ওরূপ উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—সামান্য একখানি ছবি জানিলে সে বিষয় অধিক জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক ছিল না। যাহাহউক, আমি সে বিষয়ের আর অধিক কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সমভিব্যাহারী ব্যক্তির সহিত গমন করিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দূর যাইয়া ব্যক্তিটী বলিল, "এই গ্রামটীর নাম 'রাইপুর।' শুনিয়াছি, এই গ্রামে প্রসন্ন নামে কোন বৈষ্ণবী বাস করিত, কিন্তু কোথায়, তাহা জানি না; তুমি এখানকার কোন লোকের নিকট

সন্ধান লইয়া গমন কর—তোমার সহিত আর যাইবার আবশ্যক নাই।” এই বলিয়া ব্যক্তিটী আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

যদিও এরূপ অবস্থায় আমার ন্যায় কামিনীর রাজপথে একাকিনী যাওয়া উচিত নহে, তথাচ মনে করিলাম, যখন গ্রামের মধ্যে আসিয়াছি, তখন এখানে দস্যুহস্তে পতিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই, অতএব এরূপ স্থানে একাকিনী যাইতে আশঙ্কা কি? বিশেষ এ অবস্থায় কোন পুরুষ মানুষ আমার সঙ্গে থাকিলে হয় ত লোকে আমাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া মনে করিতে পারে, সেইজন্য আমি আমার সনভিব্যাহারী ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিদায় দিলাম।

এক্ষণে আমি একাকিনী। পল্লীগ্রামের সেইরূপ অপ্রশস্ত ও অন্ধকারময় রাজপথ, উভয় পার্শ্বে বনবাজি বেষ্টিত ঝোপ, আমি সেই পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলাম; কিন্তু কোথায় যাইতেছি, তাহা জানি না—প্রসন্ন বৈষ্ণবীর বাড়ী কোথায়, তাহাতেও অনভিজ্ঞ। রাজপথে এমন একটী মনুষ্য নাই যে, তাহাকে উহার কথা জিজ্ঞাসা করি, সুতরাং এরূপ অবস্থায় পড়িয়া মনে মনে যার পর নাই চিন্তিত হইলাম।

ভাগ্যবশতঃ কিয়দ্দূর আসিয়া আমি একখানি ক্ষুদ্র দোকান দেখিতে পাইলাম। দোকানে একটীমাত্র প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। দোকানী একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, কাল ও অতি প্রাচীন; তাহার মুখের চর্ম্ম লোল, মস্তকের কেশরাশি সম্পূর্ণ পক্ক, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ বলশূন্য হয় নাই। বৃদ্ধা তাহারই ন্যায় একজন কাল অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোককে মুড়ি বিক্রয় করিতেছিল।

আমি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দোকানী আমার প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা?—আহা! এমন সুন্দর রূপ ত কখন দেখি নাই!"

আমি তাহার কথায় উত্তর না দিয়া বলিলাম, "তুমি বলিতে পার, এখানে প্রসন্ন বৈষ্ণবী নামে কোন স্ত্রীলোক বাস করে কি না?"

বৃদ্ধা বলিল, "প্রসন্ন বৈষ্ণবী কে?—এলোকেশীর মা ত নয়—তার ঘরে মধ্যে মধ্যে আর একটী বাবু আসেন—না?"

আমি বলিলাম, "সে কথা আমি বলিতে পারি না, তবে এইমাত্র জানি যে, সে বাটীতে এলোকেশী নামে একটী মেয়ে আছে বটে।"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ হাঁ—বুঝেছি, তুমি সেই বাবুটীর কাছে যাইবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্য করিল।

আমি বলিলাম, "সে সমস্ত অনেক কথা—এক্ষণে আমায় বলিয়া দাও, সে বাড়ীটী কোথায়?"

বৃদ্ধা আমার কথায় আর কোন উত্তর করিল না; তাহার ক্রেতা স্ত্রীলোকটী আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "চল, আমি তোমাকে তাহাদিগের বাটী দেখাইতেছি—প্রসন্ন বৈষ্ণবীর বাটী আমাদিগের বাটীর নিকট।" এইরূপ বলিয়া স্ত্রীলোকটী আমাকে দোকানের পার্শ্বস্থ একটী গলির ভিতর লইয়া গেল।

গলিটী সম্পূর্ণ অন্ধকার এবং এরূপ অপ্রশস্ত যে, দুই জন মনুষ্যের পাশাপাশি হইয়া যাওয়া কষ্টকর। সেইজন্য স্ত্রীলোকটী আমার অগ্রে এবং আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া স্ত্রীলোকটী বলিল, "এই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর, —এইটীই প্রসন্ন বৈষ্ণবীর বাটী।" এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী অপর

একটী বাটীতে প্রবেশ করিল এবং আমি তাহার পার্শ্বস্থ একখানি জীর্ণ কুটীরের নিকট উপস্থিত হইলাম।

যে সময় আমি সেই কুটীরখানির নিকটবর্ত্তী হইলাম, সে সময় ইহার পথপার্শ্বস্থ একটী বাতায়ন দিয়া প্রদীপের আলোক আসিয়া গলির ভিতর পড়িয়াছিল। আমার গম্য স্থান বলিয়া স্বভাবতই সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, ইহার অভ্যন্তরে একটী পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে এবং গৃহমধ্যে একখানি ভোজ্যপাত্রে কতকগুলি মিষ্টান্ন ও তাহার নিকট একখানি বসিবার আসন রহিয়াছে। আমি এতাবৎ দর্শন করিয়া ঐ কন্যাটীকে নবকুমারের ঔরসজাত এলোকেশী বলিয়া প্রতিপন্ন করিলাম এবং যে খাদ্যসামগ্রীগুলি গৃহভূমে দেখিলাম, সেগুলি মঙ্গলার প্রদত্ত বিষাক্ত বলিয়া মনে হইল। যাহাহউক, আমি তদ্দর্শনে অকস্মাৎ দ্রুতপদে সেই কুটীরের অভ্যন্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি যে সময় তথায় উপস্থিত হই, সে সময় এবং সেই দণ্ডেই নবকুমার আসনে উপবিষ্ট হইয়া একটীমাত্র খাদ্য সামগ্রী স্পর্শ করিয়াছিল; আমি দেখিবামাত্র দ্রুতগমনে তাহার নিকটে যাইয়া খাদ্যসামগ্রীগুলি দূরে নিক্ষেপ করিলাম।

নবকুমার আমার এরূপ আকস্মিক আগমন ও তাহার খাদ্যসামগ্রীগুলি দূরে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া বিস্মিতনয়নে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "কি হীরা! তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে?"

আমি বলিলাম, "তোমার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি—এই সমস্ত খাদ্যসামগ্রী আহার করিলে তুমি এইদণ্ডেই প্রাণত্যাগ করিতে।"

নবকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "অ্যাঁ—তুমি কিরূপে জানিলে!!"

আমি বলিলাম, "আমি সমস্তই জানি, কোন লোক তোমার প্রাণ সংহারের মন্ত্রণা করিয়া তোমাকে এই সমস্ত খাদ্যসামগ্রী পাঠাইয়া দিয়াছে।"

নবকুমার বলিল, "না—এই সমস্ত খাদ্যসামগ্রী ত আমাকে কেহই দেয় নাই—শুনিলাম, আমার কন্যা দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "না—সে সমস্ত প্রবঞ্চনার কথা, কোন লোক ঐ সমস্ত সামগ্রীতে বিষ মিশ্রিত করিয়া উহাকে অদ্য দিয়া গিয়াছে।"

এইরূপ বলিতে না বলিতে গৃহপালিত একটী বিড়াল কক্ষভূমে নিক্ষিপ্ত সেই বিষাক্ত খাদ্যসামগ্রীর কিয়দংশ ভক্ষণ করিবামাত্র বিকটমূর্ত্তি করিয়া শরীর সঞ্চালনপূর্ব্বক যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। আমি নবকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "ঐ দেখ, তোমারই সম্মুখে ঐ নিকৃষ্ট প্রাণী প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে।"

নবকুমারের কন্যা এলোকেশী তাহার প্রিয় বিড়ালটীকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি তদ্দর্শনে তাহাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণের পর বিড়ালটী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

নবকুমার বলিল, "হীরা! তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের আদর্শ, তুমি আজ আমাদিগের এই পর্ণকুটীরে যেন স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিলে। আমি ইহজন্মে, না—জন্ম জন্মান্তরেও তোমার এ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। বস্তুতঃ হীরা!

তোমার এরূপ স্থানে অনুসন্ধান করিয়া আগমন করা কোন-রূপেই সম্ভব নহে; কিন্তু যখন তুমি শুদ্ধ আমার প্রাণ রক্ষার জন্য এই রাত্রিকালে একাকিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, তখন তোমাকে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণা না বলিয়া আর কি বলিতে পারি? অধিক কি, আমার প্রাণ এ জনমে তোমার নিকট কেনা রহিল—যত দিন বাঁচিব, ততদিন আমি তোমার ক্রীত দাস হইয়া রহিলাম। এক্ষণে বল, এই বিষাক্ত সামগ্রী আমায় কে দিয়াছে এবং এই সমস্তই বা কাহার মন্ত্রণা?"

আমি বলিলাম, "সে কথা তোমার শুনিবার আবশ্যক নাই এবং তোমার নিকট সে কথা বলিতেও আমি ইচ্ছা করি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তুমি যে বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছ সে বাড়ীতে তোমার এবং আমার একজন পরম শত্রু আছে, সেই ব্যক্তি সততই আমাদিগের প্রাণসংহারের জন্য চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছে। আমি সেই জন্য সেখান হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি; তুমি যদি তথায় অবস্থিতি কর, তাহা হইলে সাবধানে থাকিও।"

নবকুমার আমার বাক্যে যার পর নাই বিস্মিত হইয়া বলিল, "তোমাকেও কি প্রাণে বিনষ্ট করিবার মন্ত্রণা করিয়াছে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ—সেই জন্য আমি তথা হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু পলাইয়াও নিষ্কৃতি পাই নাই, এইমাত্র আমি আত্মরক্ষা করিয়া তোমার নিকট আসিতেছি।" এইরূপ বলিয়া আমি তাহাকে আমার দস্যুহস্তে পতিত হওয়ার বিষয় সমস্তই জ্ঞাত করিলাম এবং উপসংহারকালে বলিলাম, "এই দেখ, ে

পিস্তলটীর দ্বারা দুরাত্মা আমার প্রাণ সংহার করিবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই পিস্তলটী আমি কোন সুযোগে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়াছি।” এইরূপ বলিয়া আমি আমার পেট-কোঁচড় হইতে পিস্তলটী বাহির করিয়া নবকুমারকে দেখাইলাম।

নবকুমার দেখিবামাত্রই ভয় ও বিস্ময়ে বলিল, “কি সর্ব্বনাশ—হীরা! তুমি আজ বীর পুরুষের ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ! ধন্য তুমি—ধন্য তোমার সতীত্ব পালন!!! যাহা হউক, তুমি যদি অনুমতি কর, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডেই সেই দুরাত্মা দস্যু ও তাহার মন্ত্রণাকারীকে পুলিশে অর্পণ করিতে পারি। আমি জানি যে ব্যক্তি তোমার ও আমার প্রাণসংহারের সংকল্প করিয়াছে।”

আমি বলিলাম,—“না নবকুমার! শত্রুকে ক্ষমা করাই বিধেয়; বিশেষ আমরা কাহাকেও দণ্ড দিবার অধিকারী নহি।—দণ্ডদাতা ঈশ্বর; যদি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা দণ্ডিত হইবে।”

নবকুমার আমার এরূপ বাক্য শুনিয়া আর কোন উত্তর করিল না। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, “হীরা! তুমি যখন আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, তখন আমি তোমার নিকট আজীবন ঋণী রহিলাম, কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর একটী বিষয়ের জন্য আমি তোমার নিকট ঋণী আছি—সেটী তোমার অজ্ঞাত।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি?”

নবকুমার বলিল, “কোন সুযোগে আমি তোমার ৫০০৲ টাকা অপহরণ করিয়াছি, সেই টাকা আমি এক্ষণে তোমাকে প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছা করি।”

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "আমার টাকা!!—আমি ত কোনকালেই টাকার অধিকারিণী নহি!"

নবকুমার বলিল, "অধিকারিণী হইতে, যদি আমি তাহা অপহরণ না করিতাম।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপে?"

নবকুমার বলিল, "তোমার কি স্মরণ নাই—যে দিন রাত্রে তুমি গোবিন্দবাবুর গুপ্ত বাটীতে অবস্থিতি করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা কর, সেই দিন তিনি তোমাকে কিছু টাকা দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ—কিন্তু আমি ত তাহা লইতে স্বীকৃত হই নাই।"

নবকুমার বলিল, "সত্য, কিন্তু তাহার পর দিন যখন তুমি পুলিশে ধৃত হও, সেই সময় তিনি তোমাকে আমার মারফৎ ১০০০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন, তন্মধ্যে আমি তোমার জামিনস্বরূপ ৫০০৲ টাকা পুলিশে জমা দিই এবং বাকী টাকা তোমার অজ্ঞাতসারে অপহরণ করি। এই বক্রী টাকা তিনি তোমাকে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে বলিয়া পুরস্কার দিয়াছিলেন। যাহা হউক, তুমি যখন আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, তখন আমি তোমার সেই টাকা প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছা করি।"

আমি বলিলাম, "ভাল, আমার এক্ষণে সে টাকার কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি না—যদি কখন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তোমার নিকট হইতে লইব—এক্ষণে তোমারই কাছে থাক।"

আমরা এইরূপ কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় একজন

স্ত্রীলোক আমাদিগের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল; স্ত্রীলোকটী বৃদ্ধা—অতিশয় বৃদ্ধ; ইহার গ্রীবাদেশ সতত কম্পিত; হস্তে এক-গাছি যষ্টি।

আমি তাহাকে দেখিবামাত্র নবকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইনি কি এলোকেশীকে মানুষ করিতেছেন?"

নবকুমার বলিল, "হাঁ—ইনি এখানে অবস্থিতি করেন। ভিক্ষা ইহার উপজীবিকা; এতদ্ব্যতীত ইহার করকুষ্টি দেখিবারও বিশেষ ক্ষমতা আছে; ইহার স্বামী একজন বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন, সেইজন্য তাহারই নিকট ইনি যাহা কিছু শিক্ষা করিয়া আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহার আর একটী নাতিনী আছে, সে গণনা বিষয়ে ইহা অপেক্ষাও দক্ষ।"

আমি বলিলাম, "ইহার নাতিনী কোথায় থাকেন?"

নবকুমার বলিল, "তাহা আমি জানি না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এইখানেই তাহাকে দেখিতে পাই।"

যাহা হউক, আমি তাহার বিষয় আর কোন উল্লেখ করিলাম না, যেহেতু সে বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইল। কিয়ৎক্ষণের পর নবকুমার আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হীরা! এক্ষণে তুমি কি আমার সঙ্গে বাড়ী যাইবে?"

আমি বলিলাম "না,—আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, যে, আমি গোবিন্দ বাবুর বাটী হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি; তথায় আর যাইব না।"

"তবে কোথায় যাইবে।"

আমি বলিলাম, "সে কথার এখন কিছুই স্থিরতা নাই, আমার

ইচ্ছা যে, অদ্য রাত্রে এই স্থানেই অবস্থিতি করিব, যেহেতু আমি একান্ত পরিশ্রান্ত। পরে কাল প্রত্যূষে উঠিয়া যেখানে হয় যাইব।"

নবকুমার বলিল, "উত্তম।" এইরূপ বলিয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "তুমি ত ইহার হাতে খাইবে না। যেহেতু ইনি তোমার স্বজাতি নহেন।"

আমি বলিলাম, "আজ রাত্রে না হয় নাই আহার করিলাম—তাহাতে আর ক্ষতি কি?"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী বলিল, "কেন, তাহার জন্য তোমার চিন্তা কি?—আমি না হয় ইহাকে ব্রাহ্মণকামিনীর কুটীরে লইয়া যাইব—তাহাকে কিছু দিলেই সে অনায়াসে ইহাকে যত্ন করিবে।"

নবকুমার বলিল, "উত্তম, তবে তাহাই করিও।" এইরূপ বলিয়া নবকুমার আমার হস্তে দশটী টাকা দিয়া বলিল, "হীরা! এই টাকা তোমারই প্রাপ্য টাকা হইতে দিলাম, আপাততঃ তোমার পথ খরচ স্বরূপ রাখিয়া দাও।" এই বলিয়া নবকুমার তাহার প্রভু গোবিন্দবাবুর বাটীতে চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ইনি কি সেই?

"Ah! wherefore should my weeping maid suppress
These gentle signs of undissembled woe?
When from soft love proceeds the deep distress,
Ah! why forbid the willing tears to flow?"

Cowper.

নবকুমার চলিয়া গেলে সেই বৃদ্ধা গণকপত্নী যষ্টি ধরিয়া আমাকে তাহার পার্শ্বস্থ অপর একখানি কুটীরে লইয়া গেল। কুটীরখানি অতি জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায়, দেখিলে বোধ হয় আর অল্প দিন পরেই ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। আমি কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে একটী সুন্দরী কামিনী বসিয়া আছে; তাহার গাত্রে অলঙ্কারের চিহ্নমাত্রও নাই। পরিধেয় বসনখানি অতি জীর্ণ ও মলিন এবং তাহাতেও শতগ্রন্থি; কিন্তু রমণী দেখিতে পরম সুন্দরী। তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধ হয় যেন বিধাতা জগতের যাবতীয় রূপরাশি একত্র করিয়া নির্জ্জনে ইহাকে গড়িয়াছেন। বস্তুতই আমি যতবার ইহাকে দৃষ্টি করিতে লাগিলাম, ততবারই আমার তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। স্পষ্ট বলিতে কি, ইহার মুখাবয়বের মধ্যে আমি অপর কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না, শুদ্ধমাত্র বোধ হইল, যেন কোন আন্তরিক দুশ্চিন্তাবশতঃ ইহার মুখাবয়বে একটি মলিন রেখা অবস্থিতি করিতেছে। দেখিবা-মাত্রই বোধ করিলাম, আমি ইহাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়া

থাকিব, কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম, পূর্ব্বে কেন? আমি এইমাত্র ইহাকে দেখিয়া আসিতেছি। ইহার প্রতিমূর্ত্তি সেই উদ্বন্ধনকারীর সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছিল; ইনিই সেই! মনে মনে এইটী স্থির করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম।

বৃদ্ধা গণকপত্নী আমাকে তাহার নিকট লইয়া বলিল, "ইনি অনাহারী; কোন কার্য্যবশতঃ আমাদিগের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগের স্বজাতি নহেন বলিয়া আমি ইহার জন্য রন্ধন করিতে পারিলাম না। তুমি ইহাকে আহার করাও।"

সুন্দরী তাহার একপ বাক্য শুনিয়া অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "আমাকে আর লজ্জা দিবেন না, আমিও অনাহারী।" এইরূপ বলিয়া কামিনী অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

পাঠক মহাশয়! বলিতে কি, একপ সুন্দরীর একপ দুরবস্থা দেখিয়া আমিও যার পর নাই দুঃখিত হইলাম—আমারও চক্ষে জল আসিল; আমি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীকে বলিলাম, "আপনি আপাততঃ এখান হইতে চলিয়া যান, যাহা আবশ্যক, তাহা আমি আনাইতেছি।" বৃদ্ধা আমার বাক্য শুনিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

আমি সুন্দরীকে বলিলাম, "আপনি কাঁদিবেন না; মনুষ্যের সকল দিন সমান যায় না। আপনার কি কি সামগ্রীর আবশ্যক আমাকে বলুন, আমি আনাইতেছি।"

কামিনী তখন চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "সকলই অবশ্যক, আমার কিছুই নাই।" এইরূপ বলিয়া সুন্দরী পুনশ্চ চক্ষে অঞ্চল দিয়া আকুলনয়নে কাঁদিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "ভাল,—যদি আমি আপনাকে পাঁচটী টাকা দিই, তাহা হইলে আপনি কি এই রাত্রে কোন লোক দিয়া আপনার আবশ্যকীয় সামগ্রী আনাইতে পারেন?"

সুন্দরী বলিল, "আপনার ৫৲ টাকা দিবার প্রয়োজন কি? দুই চারি আনা ব্যয় করিলে আমাদিগের উভয়েরই অদ্য রাত্রের আহারাদি হইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "না—তাহা নহে, আমার ইচ্ছা যে, আমি আপনার একমাসের মত খাদ্য সামগ্রী কিনিয়া দিই।"

রমণী আমার এরূপ বাক্যে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "না, আমার আবশ্যক নাই; আপনি আমার অতিথি, কোথায় আমি আপনার শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত থাকিব, তাহা না হইয়া আপনি কেন আমার জন্য ব্যয় করিবেন?—আমি আপনার টাকা গ্রহণ করিব না।"

"তবে আমিও আপনার কুটীরে জল গ্রহণ করিব না।"

কামিনী আমার এইরূপ বাক্য শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ কৃতজ্ঞনয়নে আমার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ও বলিল, "আপনার ন্যায় দয়াবতী স্ত্রীলোক আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই।"

আমি তাহার বাক্যে কোন উত্তর না করিয়া অতি আগ্রহের সহিত তাহাকে টাকা পাঁচটী লইতে অনুরোধ করিলাম। সুন্দরী তদ্দর্শনে অতি কুণ্ঠিতভাবে টাকাগুলি লইয়া গৃহ হইতে উঠিয়া গেল।

ইত্যবসরে আমি তাহার গৃহের আসবাবগুলি দেখিতে লাগিলাম; দেখিলাম, ইহার অভ্যন্তরে একখানি সামান্য ভগ্ন তক্তপোষের উপর

একটী মলিন কাঁথা ও তদুপরি একখানি ছিন্ন মাদুর বিস্তৃত রহিয়াছে। কুটীরের এক কোণে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত দীপাধারের উপর একটী প্রদীপ ও তৎপার্শ্বে একখানি ভগ্ন জলচৌকীর একপার্শ্বে একটী জলের জালা ও কতকগুলি হাঁড়ী ও সরা স্তরে স্তরে সাজান আছে। জলচৌকীখানির উপর একখানি মেটে পাথর ও একটী পাতলা ফিন্‌ফিনে পেতোলের দেনো গেলাস সজ্জিত রহিয়াছে। আমি এতাবৎ দৃষ্টি করিয়া মনে মনে মনুষ্যের দুরবস্থা এবং অদৃষ্টের আশ্চর্য্য ফলাফল চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং অবশেষে স্থির করিলাম যে, সুন্দরী আমা অপেক্ষা ভাগ্যবতী, যেহেতু উহার যাহা আছে, আমার তাহাও নাই; আমি পথের কাঙ্গালিনী—পরের দ্বারস্থ হইয়া বেড়াইতেছি।

যাহাহউক আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সুন্দরী একটী লোকের দ্বারা সেই রাত্রের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনাইয়া বলিল, "কাল প্রত্যূষে অপর যাহা আবশ্যক, তাহা আনাইব, সময়াভাববশতঃ আজ সমস্ত ক্রয় করিতে পারিলাম না।"

আমি বলিলাম, "উত্তম—কিন্তু আর বিলম্ব করিবেন না—আপনি সমস্ত দিন অনাহারী; বরং অপর যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে আদেশ করুন, আমি আপনার সহায্য করিতেছি।" এইরূপ ও অপরাপর কথোপকথনের পর আমরা উভয়েই আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। সংক্ষেপে বলিতে কি, কামিনীর সহৃদয়তা ও সদ্ব্যবহার দেখিয়া আমি ইহার সহিত কথোপকথনে প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম এবং এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদিগের উভয়েরই অন্তঃকরণে এক প্রকার সখ্যভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

আমি কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কামিনি! আমি তোমাকে সুন্দরী দেখিতেছি,—অথচ তুমি সধবা—মাথায় সিঁদুর আছে—বয়সও নিতান্ত অধিক নহে, তবে তোমার এরূপ দুরবস্থা কেন? গায়ে একখানি গহনা নাই—ছিন্ন বস্ত্র;—তোমার স্বামী কি তোমাকে দেখিতে পারেন না?—তাঁহার কি আর কোন পত্নী আছেন?"

কামিনী বলিল, "না—আমি ভিন্ন তাঁহার আর কোন পত্নী নাই এবং তিনি আমাকে যেরূপ ভালবাসিতেন, বোধ হয় এ জগতে কেহ কাহাকেও সেরূপ ভালবাসে কি না সন্দেহ।"

আমি আশ্চর্য্য হইলাম, বলিলাম, "তবে তিনি তোমার নিকট আইসেন না কেন?—কৈ, আমি ত তাঁহাকে দেখিতেছি না।"

কামিনী বলিল, "আইসেন, ইতিপূর্ব্বে তিনি দেশভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, সেই জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার নিকট আইসেন নাই; সম্প্রতি একদিন আসিয়াছিলেন, কিন্তু দিনমানে নহে—রাত্রে, যখন রাত্রি ঠিক ১টা ও ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এমন কি কোলের মানুষ পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না;—গ্রামের সমস্ত লোক নিস্তব্ধ ও সুষুপ্ত অর্থাৎ রাজপথে কোন গ্রামবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, এরূপ সময়ে তিনি এক রাত্রে আমার নিকট আসিয়াছিলেন। হীরা! তুমি আমার উপকার করিলে এবং তোমার সহিত আমার সখ্যভাব হইয়াছে বলিয়া আমি এ কথা তোমাকে প্রকাশ করিলাম, কিন্তু আমার মাথা খাও, যেন এ কথা আর কেহ না শুনে।"

আমি তাহার এরূপ বাক্য শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম।

ভাবিলাম, যদি সেই ব্যক্তি কামিনীর বিবাহিত স্বামী হয়েন, তবে তাহার এরূপ গোপনে আসিবার কারণ কি?—আমি কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কামিনি! তিনি কি তোমার স্বামী—না উপপতি?"

কামিনী কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে বলিল, "হীরা! তুমি আমাকে আর ও কথা বলিয়া লজ্জা দিও না, আমি জগতের নিকট লজ্জিত, কিন্তু ধর্ম্মের নিকট নহি—তিনি আমার উপপতি নহেন।" এইরূপ বলিয়া কামিনী অকস্মাৎ উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাহার ক্রন্দনের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "কামিনি! তুমি যদি ধর্ম্মের নিকট লজ্জিত না হও, তাহা হইলে জগতের লোকে তোমাকে লজ্জা দিয়া কি করিবে?—তুমি কাঁদিও না, বরং আমাকে তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত কর, যদি আমার দ্বারা তোমার কোন উপকার হয়, তাহা করিতে চেষ্টা করিব।"

কামিনী বলিল, "তুমি আমার উপকারের জন্য চেষ্টা করিয়া কি করিবে, আমার অপকলঙ্ক এই গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা মুছিবারও নহে, যাইবারও নহে।" এই বলিয়া কামিনী আরও কাঁদিতে লাগিল।

কামিনীর এইরূপ ক্রন্দন ও কলঙ্কের কথা শুনিয়া আমি মনে করিলাম যে, বোধ হয় কামিনী আমার পূর্ব্বদৃষ্ট সেই আলেখ্যখানি উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—হয় ত সেই ছবিখানি কামিনীরই অভেদ্য কলঙ্ক রেখা হইবে। এইটী চিন্তা করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, "কামিনি! আমি তোমার প্রতিমূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে কোন একটী

প্রকাশ্যস্থানে দেখিয়া আসিয়াছি; সেটী অতি ভয়ানক দৃশ্য!! তোমার সম্মুখে একজন উদ্বন্ধনকারী যুবক ভীষণ লোল জিহ্বা বাহির করিয়া বিকটাকারে ঝুলিতেছে, আর তুমি জানু পাতিয়া করযোড়ে তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি করত আকুল নয়নে কাঁদিতেছ।—তুমি কি সেই?"

আমার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কামিনী বলিল, "হীরা! তুমি আমাকে আর লজ্জা দিও না।—তুমি আমা অপেক্ষা বয়সে ছোট, আমি তোমার চরণে ধরি, সে সমস্ত কথা আর আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও না। 'মৃত ও জীবিত এই উভয়েই আমার হৃদয়ের কণ্টকস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, তন্মধ্যে জীবিতের ঈর্ষ্যাই আমার পক্ষে প্রবল'।" এইরূপ বলিতে না বলিতে কামিনী শয্যা হইতে অকস্মাৎ গাত্রোত্থান করিয়া উঠিয়া বসিল ও হৃদয় নির্যাতনে অধৈর্য্য হইয়া আপনা আপনি করপল্লব মর্দ্দন করিতে লাগিল।

আমি তাহার এরূপ অনুতাপ দেখিয়া মনে মনে যার পর নাই বিস্মিত হইলাম; ভাবিলাম, কামিনীর এরূপ আকস্মিক অনুতাপের কারণ কি?—কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমি এতাবৎ ক্ষণে তাহাকে সে বিষয়ের আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। পাঠক মহাশয় জানিবেন, যদিও সে সময় তাহার উপরোক্ত বাক্যগুলির রহস্য জানিবার জন্য আমি একান্ত উৎসুক হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু মনে করিলাম, আপন হৃদয়ের উদ্বিগ্নতা দূরীকরণের জন্য অন্যের হৃদয়ে পীড়া দেওয়া কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে; সেইজন্য আমি কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

কামিনীও এ সময় নিস্তব্ধ—তাহার চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা, মুখে বিষণ্ণতা, হৃদয়ে অনুতাপ লক্ষিত হইতে লাগিল। আমি তাহার এরূপ নিস্তব্ধভাব দেখিয়া মনে করিলাম, বোধ হয় কামিনী তাহার আপন অবস্থা চিন্তা করিতেছে।

কামিনী কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "হীরা! তোমার যদি আমার কোন উপকার করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমি তোমাকে একটী কর্ম্মের ভার দিই, তুমি করিবে?"

আমি বলিলাম, "করিব;—এখনই প্রস্তুত আছি।"

কামিনী বলিল, "না—এখন নহে, তাহা হইলে কাল প্রত্যূষে উঠিয়া তোমাকে বৈকুণ্ঠপুর যাইতে হইবে। আমি দেখিতেছি যে, তোমার দ্বারাই সেই কর্ম্মটী নির্ব্বাহ হইতে পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কর্ম্ম বল?—আমার শারীরিক পরিশ্রমে যদি তোমার কোন উপকার হয়, তাহা হইলে এখনই করিতে প্রস্তুত আছি।"

কামিনী বলিল, "বৈকুণ্ঠপুরে তুমি গোবিন্দ চৌধুরীর বাড়ী জান?—তাঁহারা খুব ধনী লোক—বড় মানুষ, সেখানে নবকুমার চাকরী করে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ—আমি সেই স্থান হইতেই আসিতেছি। তিনি আমার সম্বন্ধে মাতামহ হয়েন,—মার মাতুল।

কামিনী বলিল, "উত্তম—কিন্তু সে গ্রামে নহে—তাহারই সন্নিকট বেলেড়া গ্রামে কোন একটী ধনাঢ্য লোক বাস করেন, তাঁহার নাম 'হরিশ্চন্দ্র গাঙ্গুলি,—' তুমি তাঁহার পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার?"

আমি বলিলাম, "যদিও সে বাড়ী আমার পরিচিত নহে, তথাচ তথায় আমার এক আত্মীয়ের বাটী আছে, তাহার নাম 'তরঙ্গিণী' আমি তাহারই নিকট তত্ত্ব লইয়া সেই স্থানে যাইব।"

কামিনী শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বলিল, "উত্তম; কিন্তু কল্যই তোমাকে তথায় যাইতে হইবে, যেহেতু আর একদিবসও আমি এখানে অপেক্ষা করিতে পারি না; কারণ এ কুটীরে আর এক দণ্ড থাকিলে আমার জীবন সঙ্কট! স্পষ্ট বলিতে কি, কোন লোক আমাকে খুন করিবার জন্য এখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।"

আমি শুনিবামাত্রই বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "—খুন করিবার জন্য—কে?"

"সে কথা তোমার শুনিবার আবশ্যক নাই—যদি আমার প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য তোমার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমি যাহা বলি, অনুগ্রহপূর্ব্বক করিও।"

আমি বলিলাম,"অবশ্যই করিব;—আমাকে কি করিতে হইবে বল।"

কামিনী বলিল, "তুমি শুদ্ধ সেই হরিশ্চন্দ্র গাঙ্গুলির পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিবে যে, যদি তোমার প্রিয় সরলাকে এ জীবনে দেখিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিও, যেহেতু দুই এক দিনের মধ্যেই হয় ত কোন লোক তাহাকে খুন করিবে।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সরলা কে? সে কি তোমার কোন আত্মীয়?"

কামিনী বলিল, "না—আমার আত্মীয় নহে, আমার নামই

'সরলা', কোন গূঢ় কারণবশতঃ আমি এখানে আপন নাম গোপন করিয়াছি, তুমি এ কথা কাহাকেও বলিও না, প্রকাশ্যে আমাকে কামিনী বলিয়া ডাকিও।"

আমি তাহার এরূপ বাক্য শুনিয়া মনে করিলাম, এই স্ত্রীলোকটীর নিকট যে যে কথা শুনিলাম, তাহাতে ইহার জীবনী একটী প্রকৃত রহস্যমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু ইনি আমাকে সে বিষয়ের কোন কথাই ভাঙ্গিলেন না। যাহাহউক আমি তাহাকে আর অধিক প্রশ্ন না করিয়া বলিলাম, "আমি কল্য তোমার আত্মীয় 'হরিশ্চন্দ্র গাঙ্গুলির' পরিবারের নিকট যাত্রা করিব, তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না।" এইরূপ ও অপরাপর অনেক কথার পর কামিনী সে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

পাঠক মহাশয়! জানিবেন, এ রাত্রে আমার নিদ্রা নাই, স্থান পরিবর্ত্তনের জন্যই হউক, আর শয্যার দীনতাপ্রযুক্তই হউক, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি জাগ্রত ছিলাম। মনে মনে কত কি চিন্তারই সমাগম হইতে লাগিল; কখন রামপ্রসাদের কথা মনে করিয়া ভাবিলাম, স্ত্রীলোকের স্বামীই পূজনীয় এবং স্বামীই সুখসচ্ছন্দের কারণ। বোধ হয় কামিনী স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বা স্বামীর নিকট কোনরূপে অপরাধিনী হইবে, নতুবা এরূপ সুন্দরী হইয়া এত কষ্ট পাইবে কেন? কিন্তু যাহার স্বামী নাই, সে কি হতভাগিনী! এ জগতে পিতা মাতা ভিন্ন তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি করে, এমন আর কে আছে? আমার স্বামী,—না, যাঁহাকে আমি স্বামী বলিয়া মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তিনি হয় ত আমার স্বামী নহেন, অথবা হয় ত আমাকে তাঁহার পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারেন! ভাবিলাম, রাম-

প্রসাদের পিতা তাহার পুত্রের সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য সম্মত আছেন—মানিলাম, কোন কালে বা কোন সুযোগে আমি রামপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে আমার মনোগত অভিপ্রায় গোপনে জ্ঞাত করিলাম; কিন্তু রামপ্রসাদ যদি আমার পাণিগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে এ জগতে আমার কে আছে? স্বামী অবর্ত্তমানে স্ত্রীলোকে পিতা মাতার প্রতি অধিক পরিমাণে নির্ভর করে; কিন্তু আমি পিতামাতা উভয়েরই পরিত্যক্ত; অভাগিনীর ত তাহা হইলে এ জগতে আর কেহই নাই!! এইটী চিন্তা করিয়া আমি আপনাআপনি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আবার ভাবিলাম, পিতা মাতা কোথায়! তাঁহারা কি এখনও সেইখানে আছেন? না—অন্যত্রে গমন করিয়াছেন। অনেক দিন হইল, তাঁহাদিগের ত কোন সংবাদ পাই নাই; মা কি এখন জীবিত আছেন? না—সেই শয্যাগত রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন? দাদাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা ত তিনি প্রাপ্ত হন নাই; দুশ্চরিত্রা মনোরমা সেই পত্রখানি ডাকযোগে পাঠায় নাই, মন্মথকে দিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক আমাকে এরূপ স্থানে আনিয়াছিল এবং আমার প্রাণসংহার করিবার জন্য দুরাত্মা আমেদের হস্তে আমাকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। ওঃ! পাপমতী স্ত্রীলোকের হৃদয় কি কঠিন! কি স্বার্থপরতার পরতন্ত্র!! আপনার হৃদয় পরিতৃপ্ত রাখিবার জন্য—আপনার প্রিয়জনকে বশতাপন্ন করিবার জন্য অপরের প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতেও পরাঙ্মুখ নহে!—এ জগৎ কি ভয়ানক স্থান—পাপীষ্ঠা

স্ত্রীলোকের হৃদয় কি নরক বিশেষ! আমি শয়ন করিয়া আপন মনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম ও এক একবার কোথাকার ঘড়ীর বাদ্যযন্ত্রের শব্দ পাইয়া সেই দিকে কর্ণপাতপূর্ব্বক সময় গণনা করিতে লাগিলাম।

ক্রমে ক্রমে এগারটা, দুইপ্রহর, একটা বাজিয়া গেল, তথাচ নিদ্রা নাই। এমন সময় শুনিলাম, অকস্মাৎ কামিনীর কুটীরের চালে যেন কোন লোক উঠিল; উঠিবার কালীন প্রথমতঃ মড় মড় শব্দ হইল। মনে করিলাম বোধ হয়, কোন গৃহপালিত জন্তু হইবে, কিন্তু না—বিড়াল বা অপর কোন জন্তু হইলে মট্‌কার উপর ওরূপ গুরুভার পড়িবে কেন?—অবশ্যই মানুষ। এইটী চিন্তা করিয়া আমি কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত উৎকর্ণ ও ভীত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। কিন্তু আর কোন শব্দ নাই, পূর্ব্বের ন্যায় রাত্রি নিস্তব্ধ—নীরব; ভাবিলাম ও কিছুই নয়, হয় ত চালের উপরকার শব্দ নহে, অন্যত্রে কোথায় হইয়া থাকিবে, এইরূপ স্থির করিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। কিয়ৎক্ষণের পর শুনিলাম, আবার খুস্ খুস্ শব্দ হইতেছে। কে যেন মট্‌কার উপর উঠিয়া ইহার আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিতেছে! ভাবিলাম, রাত্রি একটার সময় কে মটকায় উঠিবে—চোর? না—কামিনীর কি আছে, যে চোরে চুরি করিতে আসিবে? একটী মৃন্ময় দীপাধার! লইয়া সে কি করিবে? অবশ্যই কোন জন্তু তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এ সময় গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। পরক্ষণেই দেখিলাম, যেন একগাছি রজ্জু বরাবর মটকা হইতে ভূমিতলে আসিয়া পড়িল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একজন লোক অকস্মাৎ সেই রজ্জু ধরিয়া সমানে

কক্ষমধ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। তাহাকে দেখিবামাত্রই ভয় ও বিস্ময়ে আমি অধৈর্য্য ও বাক্‌শূন্য হইলাম; ব্যক্তিটী দেখিতে ভয়ানক, বিশেষতঃ কাল, গোঁফ ও ঘনশ্মশ্রুতে মুখখানি আরও ভয়ানক হইয়াছে। প্রদীপের আলোকে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। গায়ে আপাদ মস্তক একখানি কালবনাতের আবরণ; আমি তদ্দর্শনে সভয়ে ও আস্তে আস্তে কামিনীর গা ঠেলিতে লাগিলাম; কিন্তু কামিনী নিদ্রিত—অঘোর—অচৈতন্য,—সাড়াও নাই—শব্দও নাই! —আরও ভীতা হইলাম।

কিয়ংক্ষণ পরেই ব্যক্তিটী অকস্মাৎ তাহার বনাতের ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ও বড় ছোরা বাহির করিয়া আস্তে আস্তে আমাদিগের শয্যার মশারি খুলিয়া দণ্ডায়মান হইল! আমি তাহাকে অস্ত্র হস্তে দেখিয়া সভয়ে "ও বাবা—এ কে গো!" এইরূপ চীৎকার করিয়া অকস্মাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি এরূপ অবস্থায় ছিলাম ও তাহার পরেই বা কি হইল, তাহা আমি জানি না। প্রায় নিশাবসানে দেখিলাম, একটী স্ত্রীলোক আমার শিরোদেশে বসিয়া আমাকে ব্যজন করিতেছে; গায়ের কাপড় ও বিছানা সমস্তই আর্দ্র। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কোথায়?"

আমার নিকটস্থ স্ত্রীলোকটী বলিল, "তুমি আমার বাড়ী আসিয়াছ। আমার নাম 'কামিনী'। একটু সুস্থ হও, পরে সমস্ত বলিব।"

আমি বলিলাম, "আমার গায়ের কাপড় আর্দ্র কেন?"

কামিনী বলিল, "তুমি ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়াছিলে, সেই জন্য আমি তোমার মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়াছিলাম—সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছে।"

কামিনীর এরূপ বাক্য শুনিয়া আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই মনে পড়িল, কিন্তু তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না, পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলাম।

কামিনী আমাকে সম্বোধন করিয়া ডাকিল, "হীরা!—হীরা!"

আমি বলিলাম, "কি?"

"তুমি কি সুস্থ হইয়াছ?"

"হাঁ।" এই বলিয়া আমি আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলাম।

কামিনী বলিল, "তুমি কি স্বপ্ন দেখিতেছিলে?"

আমি তাহার এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলাম ও বলিলাম, "সে সমস্ত স্বপ্ন নহে, আমি সত্য সত্যই দেখিলাম, যেন একজন শ্মশ্রুধারী ব্যক্তি গৃহের মট্‌কা হইতে একগাছা রজ্জু অবলম্বন করিয়া নামিল এবং একখানি বড় ছোরা হাতে করিয়া আমাদিগের মশারির ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইল, আমি তদ্দর্শনে সভয়ে চীৎকার করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম।

কামিনী বলিল, "পাগল! আমি তোমাকে আমার খুনের কথা বলিয়াছিলাম, হয় ত তুমি তাহাই চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়াছিলে, সেইজন্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে।

আমি তাহার এরূপ বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ভাবিলাম—না, এ কথা সত্য! আমি ত প্রথম হইতেই শয্যায় শয়ন করিয়া ঘুমাই নাই যে, স্বপ্ন দেখিব? কিম্বা হইতেও পারে, হয় ত নিদ্রা গিয়া থাকিব—তাহা স্মরণ নাই। আমি এইরূপ যথার্থ ঘটনাকে কামিনীর বাক্যপ্রমাণ স্বপ্ন ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রভাত হইল, আমি শয্যা হইতে গাত্রো-

খান করিয়া কক্ষভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিবামাত্র দেখিতে পাইলাম, গৃহের অভ্যন্তরে প্রভাতের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। কুটীরের চারি পার্শ্বে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতায়নগুলি ছিল, তাহাতে এরূপ আলো আসিবার সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য আমি ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, উপরকার চালের কিয়দংশ মুক্ত এবং সেই মুক্তস্থান দিয়া গৃহের ভূমিতলে আলো আসিয়া পড়িয়াছে; শুদ্ধ আলো নহে, সেই স্থানের মট্‌কার বাঁশে, একগাছি মোটা দড়ি ঝুলিতেছে। আমি তদ্দর্শনে কামিনীকে বলিলাম, "কামিনি! তুমি যে আমাকে বলিতে-ছিলে, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা নহে; ঐ দেখ, তোমার কুটীরের চালের ভিতর দিয়া আলো আসিয়াছে এবং ইহার পার্শ্বে একগাছি মোটা রজ্জুও ঝুলিতেছে।"

কামিনী বলিল, "হাঁ, সত্য সত্যই কাল ঐ স্থান দিয়া একটী লোক আসিয়াছিল,—তাহা আমি দেখিয়াছিলাম, তবে তোমার নিকট স্বপ্ন বলিয়া উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, যদি সে সময় আমি এরূপ জ্ঞাত না করি, তাহা হইলে হয় ত তুমি পুনরায় মূর্চ্ছা যাইতে পার। যাহাহউক হীরা! ভাগ্যবশতঃ তুমি কাল আমার বাটীতে আসিয়াছিলে, সেই জন্যই আমি প্রাণ রক্ষা পাইয়াছি, নতুবা ডুবায়া আমাকে একাকিনী পাইয়া হত্যা করিত।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, তুমি কি সে সময় নিদ্রিত ছিলে?"

কামিনী বলিল, "না—আমি তোমার চীৎকার শুনিয়া জাগিয়াছিলাম। যে সময় আমি জাগিয়া উঠি, সে সময় দেখিতে পাই-

লাম, একজন লোক একখানি কালবনাত মুড়ি দিয়া ঐ রজ্জু অবলম্বন পূর্ব্বক মট্‌কা দিয়া চলিয়া গেল। আমি মনে করিলাম, বোধ হয়, দুরাত্মা তোমার চীৎকার শব্দে প্রতিবাসীর আগমন আশঙ্কা করিয়া ওরূপ সভয়ে পলায়ন করিল। হীরা! আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, এ কুটীরে আর একদণ্ডও বাস করা আমার উচিত নহে; যেহেতু, একজন লোক সর্ব্বদাই আমাকে খুন করিবার জন্য বেড়াইতেছে।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও ব্যক্তি কে?—তুমি কি উহাকে চিন?"

কামিনী বলিল, "সে কথা পরে তোমাকে বলিবার ইচ্ছা রহিল; সম্প্রতি আমার এই অনুরোধ, কালি রাত্রে যাহা আমি তোমাকে আদেশ করিয়াছি, তাহা করিও।"

আমি বলিলাম, "অবশ্যই করিব, আমি এখনই সেই হরিশ্চন্দ্র গাঙ্গুলির বাটীর তত্ত্ব লইয়া সেইখানেই যাইতেছি; কিন্তু যতদিন না আমি প্রত্যাগমন করি, ততদিন তুমি গণকপত্নীর নিকট শয়ন করিও, কি জানি যদি পূর্ব্বরাত্রের মত আবার সেই দস্যু আসিয়া তোমার প্রাণ সংহার করিতে যায়।" এইরূপ কথোপকথন করিয়া আমি সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

"What a strange thing is man! and what a stranger
Is woman! what a whirlwind is her head;
And what a whirlpool full of depth and danger,
Is all the rest about her!"

Byron.

তরঙ্গিণীর বাটী এখান হইতে প্রায় ৫ ক্রোশ হইবে, আমি সেই জন্য একখানি শকটে আরোহণ করিয়া তথায় যাত্রা করিলাম; কিন্তু একাকিনী নহি, "নলিয়া" নাম্নী একজন স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে ছিল। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, গতরাত্রে নবকুমার আমাকে বৃদ্ধা গণকপত্নীর যে নাতিনীর কথা বলিয়াছিল, নলিয়া তাহারই নাতিনী। আসিবার সময় আমি যখন গণকপত্নীর নিকট সাক্ষাৎ করিতে যাই, সে সময় নলিয়া তথায় উপস্থিত ছিল। বৃদ্ধা গণকপত্নীকে আমার একাকিনী যাত্রা করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে সে তাহার নাতিনী নলিয়াকে আমার সঙ্গে দিয়াছিল:

নলিয়া দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে, রঙ্ উজ্জল শ্যামবর্ণ, মুখখানি অতি পরিপাটী সুন্দর, মস্তকের কতকগুলি কেশ কুঞ্চিত হইয়া কপালে আসিয়া পড়িয়াছে। বয়স আন্দাজ ২৫ বৎসর হইবে। কিন্তু ইহার বস্ত্রের পরিধানপ্রণালী অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় নহে, অনেকটা রাজপুত কামিনীর ন্যায় বোধ হইল;—বিভিন্নতার মধ্যে ইহার মস্তকের কবরী একখানি লাল রুমালে আবৃত, সেই

জন্য ইহারা যে কোন্ দেশীয় স্ত্রীলোক, তাহা আমি স্থির করিতে পারিলাম না।

নলিয়া আমার সহিত যাইতে যাইতে অনেক কথা কহিল—তাহার জাতীয় ব্যবসা—বাল্যাবস্থায় তাহার স্বামীর বিয়োগ—সেই স্বামীর কথা নলিয়ার এক্ষণে মনে নাই, চতুর্থ বৎসর বয়সে নলিয়া বিবাহিতা হইয়া বিধবা হইয়াছিল; সেইজন্য সে তাহার মাতামহের কাছে জ্যোতিষ গণনা শিক্ষা করিয়াছিল, ইত্যাদি অনেক কথা বলিল—তাহার সমস্ত এক্ষণে আমার স্মরণ নাই; অবশেষে নলিয়া আমার কপাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "হীরা! তোমার কপালে বিবাহ নাই, যেহেতু তুমি একজন বৈরাগীকে মনে মনে বিবাহ করিয়াছ, সে বিবেকী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা তুমি এ পর্য্যন্ত সন্ধান করিতে পার নাই। যাহাহউক যদি তুমি কোন সুযোগে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার, তাহা হইলে হয় ত তোমার প্রতি তাহার মন হইতে পারে।"

আমি তাহার এরূপ বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম! নলিয়া আমার মনের কথা কিরূপে জানিতে পারিল! এই চিন্তাই প্রবল হইতে লাগিল।

নলিয়া বলিল, "তুমি কি ভাবিতেছ? তুমি কি মনে করিয়াছ যে, আমাদিগের গণনাশাস্ত্র সমস্তই মিথ্যা?"

আমি বলিলাম, "না—তাহা কখনই হইতে পারে না, আমার বিবেচনায় কোন শাস্ত্রই মিথ্যা নহে। তবে অনেক অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোক এই শাস্ত্রের আলোচনা করাতে ইহার প্রতি সাধারণের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে।"

নলিয়া বলিল, "এ কথা সত্য এবং আমি সম্পূর্ণরূপ ইহাতে অনুমোদন করি। যাহাহউক, সে সমস্ত এখনকার কথা নয়। তুমি এক দিন আমার বাড়ীতে যাইতে পার? তাহা হইলে আমি তোমাকে তোমার অদৃষ্টবিষয়ক সমস্ত কথা বলিতে পারি, অর্থাৎ কোথায় গেলে তুমি তোমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার, এবং কিরূপেই বা তোমার প্রতি তাহার মন হয়, এ সমস্ত তোমাকে বলিয়া দিতে পারি।"

যদিও নলিয়ার জ্যোতিষ শাস্ত্রের দক্ষতার বিষয় আমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, তথাচ স্পষ্ট বলিতে কি, করপল্লব বা অদৃষ্ট-গণনা বিষয়ে আমার সেরূপ বিশ্বাস ছিল না; ফলে, নলিয়ার মুখে আমার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে দেখিয়া কতকটা তাহার প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সেইজন্য আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার বাড়ী কোথায়?"

নলিয়া বলিল, "আমার বাড়ী বৈকুণ্ঠপুর হইতে অধিক দূর নয়, সে গ্রামটীর নাম ন-পাড়া। তথায় আমাদিগের জাতীয় কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষ বাস করে, তুমি তথায় সন্ধান করিলে আমার বাড়ী জানিতে পারিবে।"

আমি বলিলাম, "উত্তম, হয় ত কামিনীর নিকট প্রত্যাগমনকালীন আমি তোমাদিগের বাড়ী যাইব।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আমরা তরঙ্গিণীর বাটীর সম্মুখীন হইলাম। নলিয়া আমাকে শকট হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া বলিল, "তুমি এই বাটীতে আসিবার কথা বলিতেছিলে? এটী যাহার বাড়ী, আমি তাহাকে চিনি এবং মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি।"

আমি বলিলাম, "উত্তম—আমি এক্ষণে বাড়ীর ভিতর যাইব, তুমি এই গাড়ীতেই প্রতিগমন কর।" এইরূপ কথোপকথনের পর নলিয়া চলিয়া গেল, আমিও বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

তরঙ্গিণীর বাটীর প্রবেশদ্বারে একজনমাত্র বৃদ্ধ দ্বারবান্ ছিল, সে আমাকে কুলবধূর ন্যায় অবগুণ্ঠনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আর কোন কথা কহিল না। আমি আপন মনে অন্দরমহলে চলিয়া গেলাম।

যে সময় আমি তথায় প্রবেশ করি, সে সময় একজন কাল যমাকৃতি ও দীর্ঘাকার পরিচারিকা নীচে কি কর্ম্ম করিতেছিল। ভাবিলাম, আমি যে দিন মনোরমার সহিত এ বাটীতে আগমন করি, সে দিন ইহাকে দেখি নাই। সেই জন্য তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলাম, "তুমি এ বাটীতে কবে আসিয়াছ?

স্ত্রীলোকটী বলিল, "অল্পদিনই।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমি তোমাকে ইতিপূর্ব্বে যেন কোথায় দেখিয়াছি!"

স্ত্রীলোকটী আমার কথায় কোন উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাস্য করিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি হাসিলে কেন? আমি তোমায় কোথায় দেখিয়াছি?"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "সে কথা বলিবার নহে,—চল, এক্ষণে তুমি কি মাঠাকুরাণীর কাছে যাইবে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ—তিনি কোথায়?"

"উপরে আছেন।" এইরূপ বলিয়া পরিচারিকা আমার হাত ধরিয়া উপরকার সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল ও এক একবার আমার মুখপানে চাহিয়া ঈষৎ ও অলক্ষ্যভাবে হাস্য করিতে লাগিল।

আমি মনে করিলাম, এ ব্যক্তি আমাকে দেখিয়া এত হাসিতেছে কেন? আর ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি, সে কথা প্রশ্ন করাতে কোন উত্তর করিল না, ইহারই বা কারণ কি? যাহাহউক আমি সে বিষয় আর অধিক চিন্তা না করিয়া তরঙ্গিণীর নিকটবর্ত্তী হইলাম।

যে সময় আমি তরঙ্গিণীর গৃহে গমন করি, সে সময় তিনি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। আমাকে দেখিবামাত্র পুস্তকখানির পাতা মুড়িয়া রাখিয়া দিলেন ও বলিলেন, "হীরা! আসিয়াছ, আইস—আমি সে দিবস তোমাকে এখানে আনাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি মনোরমার বাটীতে ছিলে না—শুনিলাম, কোথায় গিয়াছ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ দিবস?"

তরঙ্গিণী বলিল, "যে দিবস রাত্রে তুমি এখান হইতে মনোরমার বাটীতে যাও—তাহার পর দিবস প্রাতে।"

আমি মনে করিলাম, সে দিবস রাত্রে আমি গোবিন্দ বাবুর মন্ত্রণাচক্রে পড়িয়া তাহারই গুপ্ত বাটীতে আবদ্ধ হইয়াছিলাম ও প্রাতঃকালে পুলিশ প্রহরীদিগের দ্বারা ধৃত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হই। যাহা হউক আমি সে সমস্ত কথা তাহার নিকট প্রকাশ না করিয়া বলিলাম, "হাঁ—সে সময় আমি সে বাটীতে উপস্থিত ছিলাম না।"

তরঙ্গিণী আমার কথায় আর কোন উল্লেখ না করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "হীরা! আমি সে কথা বলিয়া তোমাকে লজ্জা দিতে চাহি না, কিন্তু আমি লোকের মুখে তোমার সমস্ত কথা শুনিয়াছি।"

তরঙ্গিণীর এইরূপ কথায় আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম; ভাবিলাম, আমি যেখানে থাকি, সেইখানেই কলঙ্ক!—সেইখানেই দুর্নাম! যখন বাটীতে ছিলাম, তখন বৃথা কলঙ্কের জালায় অস্থির হইয়া পিতা মাতা হইতে পরিত্যক্ত হইলাম; আবার এখানে আসিয়াছি—এখানেও আমার ভাগ্যে কলঙ্ক! এইরূপ ভাবিয়া আমি অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিলাম;—দুঃখে ও লজ্জায় কাতর হইয়া মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

তরঙ্গিণী তদ্দর্শনে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "হীরা। তুমি কাঁদিও না, আইস—আমার কাছে আইস।" এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া তাহার আসনের সন্নিকটে উপবেশন করাইল।

আমি বলিলাম, "দিদি বাবু! আমি যেখানে যাই, সেইখানেই আমার কলঙ্ক; কোথায় যাইলে যে আমি এ জ্বালা হইতে নিস্তার পাইব, তাহা বলিতে পারি না।" এইরূপ বলিয়া আমি আরও কাঁদিতে লাগিলাম।

তরঙ্গিণী বলিল, "হীরা। তুমি কাঁদিও না, যদি তোমার পিতা মাতা তোমাকে স্থান না দেন এবং যদি কোথাও থকিলে তুমি নিরাপদে থাকিতে না পার, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট থাকিবে; আমার এখানে থাকিলে তোমার কোনরূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।"

আমি বলিলাম, "আমি এখানে থাকিতে পারি, কিন্তু যদি আপনি আমার নিকট এরূপ স্বীকার করিতে পারেন যে, যত দিন আমি এ বাটীতে থাকিব, তত দিন তুমি মন্মথকে এ বাটীতে

আসিতে দিবে না? বা আমার এখানে অবস্থানের কথা কাহাকেও বলিবে না?”

আমার এরূপ কথা শুনিয়া তরঙ্গিণী যেন মনে মনে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। আমি অনুমান করিলাম, বোধ হয় তরঙ্গিণী আমার মুখে, মন্মথের নামোল্লেখ শুনিয়া মনে মনে তাহার চরিত্র বিষযে কিছু সন্দিহান হইয়াছিল। অবশেষে তরঙ্গিণী বলিল, “না হীরা! মন্মথের আপাততঃ এ বাটীতে আসিবার সম্ভাবনা নাই এবং তুমি যে আমার নিকট আছ, এ কথা আমি কাহাকেও বলিব না।”

এইরূপ ও অপরাপর কথোপকথনের পর সে দিন আমি তরঙ্গিণীর আদেশানুসারে আহারাদি করিয়া তাহারই পার্শ্বস্থ একটী কক্ষে বিশ্রাম করিতে প্রবেশ করিলাম।

এক্ষণে বৈশাখ মাস। সময় দুই প্রহর; পৃথিবী ভানুতাপে তাপিত। সূর্য্যদেব আকাশের মধ্যভাগে উঠিয়া তীক্ষ্ণনয়নে ব্রহ্মাণ্ডের চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহার প্রচণ্ড ও উগ্রমূর্ত্তি দর্শনে প্রাণিবৃন্দ কেহ কুটীরে, কেহ বা গিরিগহ্বরে, কেহ সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার প্রচণ্ড উত্তাপ নিবারণ করিতেছে। বাহিরের চতুর্দ্দিকে অগ্নিবৃষ্টিবৎ পৃথিবী জ্বলিতেছে। পথে ধূলা ও উত্তপ্ত বালুকা—হর্ম্ম্যমধ্যে ভয়ানক গ্রীষ্ম। আমি এইরূপ সময়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া ইহার একটী বাতায়ন খুলিয়া দিলাম। দেখিলাম, ইহার উত্তরাংশে একটি বাঁশ বন। বৃক্ষরাজি মৃদু বায়ু হিল্লোলে আপন পত্রের সুস্বনে অবস্থিতি করিতেছে। নিম্নভাগে শুষ্ক পত্র সকল বায়ুর আন্দোলনে চতুর্দ্দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতেছে।

বনরাজি প্রায় এক বিঘা হইবে। যদিও ইতিপূর্ব্বে আমি মনোরমার সহিত আসিয়া এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে সময় এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দেখি নাই। ইহার অপর পার্শ্বে একটী রাজপথ, অর্দ্ধ চক্রে আসিয়া তরঙ্গিণীর বাটীর সদর দ্বারে মিশিয়াছে। আমি সেই বাঁশ বনের উত্তরাংশ-স্থিত রাজপথের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, পথে জন মানব নাই, শুদ্ধমাত্র একটী স্ত্রীলোক ও তাহার সমভিব্যাহারে একজন পুরুষ মানুষ গমন করিতেছে। স্ত্রীলোকটীকে দেখিবামাত্র আমি চিনিতে পারিলাম—কামিনী "নলিয়া!!" ভাবিলাম, নলিয়া হয় ত আমাকে এ বাটীতে রাখিয়া শকট হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে গমন করিতেছে। কিন্তু ইহার সমভিব্যাহারী পুরুষ মানুষটী কে? নলিয়া সুন্দরী, অল্পবয়স্কা, এরূপ সময়ে শকট পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে ঐ পুরুষ মানুষটীর সহিত যাইতেছে কেন?—কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই লোকটীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইল, যেন আমি ইহাকে ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি—কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলাম। হাঁ,—নিশ্চয়—এ ব্যক্তি সেই!! কল্য রাত্রে নির্দ্দোষী সরলার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল! ভাবিবামাত্রই শরীর রোমাঞ্চ হইল—আতঙ্কে, গুরুবেগে হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল। আমি তাহাকে দেখিবামাত্রই সভয়ে অকস্মাৎ বাতায়নটী বন্ধ করিয়া কক্ষস্থিত একটি শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলাম। ভাবিলাম, এ কথার মর্ম্ম কি? নলিয়ার সহিত ঐ হত্যাকারীর সম্বন্ধ কি?—আর এ ব্যক্তিই বা কে? দুরাত্মা নিরপরাধিনী সরলার প্রাণ সংহার করিতে কিজন্য গিয়াছিল, ইত্যাদি অনেক

বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং অবশেষে স্থির করিলাম, কাল প্রত্যুষে উঠিয়া আমি তরঙ্গিণীর নিকট হইতে সরলার প্রস্তাবিত হরিশ্চন্দ্র বাবুর বাটী জ্ঞাত হইয়া তাহার পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আহা! সরলা নিরপরাধিনী ও অতি দরিদ্র!

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া আমি তরঙ্গিণীকে হরিশ্চন্দ্র গাঙ্গুলির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম ও তাহার পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।

তরঙ্গিণী বলিল, "সেখানে তোমার কি প্রয়োজন?"

আমি বলিলাম, "সে সমস্ত কথা আমি আপনাকে পরে বলিব। এক্ষণে বলুন, তাহার পরিবারের সহিত কি আপনার আলাপ আছে?"

তরঙ্গিণী বলিল, "আছে—কেন তুমি কি দেখ নাই, সে দিবস তাহার পরিবার আমার বাটীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিলেন—তাহার গায়ে জড়োয়া গহনা ছিল?"

আমি বলিলাম, "হইবে; আমি তাহাকে দেখি নাই, অথবা তাহার বাটী যাইলে তিনি আমাকে চিনিতে পারিবেন না। অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এ বাটীর একজন পরিচারিকাকে আমার সঙ্গে দেন, তাহা হইলে আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি।"

তরঙ্গিণী বলিল, "উত্তম। আমি এখনি দিতেছি।" এইরূপ বলিয়া তরঙ্গিণী একজন পরিচারিকাকে ডাকিয়া আমার পাল্কীর সহিত যাইতে বলিল। আমরা উভয়ে হরিশ্চন্দ্র গাঙ্গুলির বাটীতে পঁহুছিলাম।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সরলার কথা।

"And wilt thou weep when I am low?
Sweet lady! speak those words again:
Yet if they grieve thee, say not so—
I would not give that bosom pain."

Byron.

একটী সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যস্থ একখানি কেদারায় বসিয়া হরিশ বাবুর সুন্দরী পরিবার পশম বুনিতেছিলেন। নবীনা তাঁহার মোমের ন্যায় বাম ভুজে একখানি কার্পেটের ফ্রেম ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে সূচিকা দ্বারা তাহার কাপড়ের উপর বর্ণমালা বসাইতেছিলেন। সূচিকার উদ্ধ-উত্তোলন ও অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দক্ষিণ বাহুর তাবিজের দিব্য খুঁটেটি এক একবার দুলিতেছিল। সুন্দরীর এরূপ অনন্যমন ও স্থিরদৃষ্টি যে, আমাদিগের আগমন তিনি জানিতে পারিলেন না। আমি ও আমার সমভিব্যাহারিণী পরিচারিকা তাঁহার নিকট কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি দেখিলাম, সুন্দরী কোন কার্পেটের পুষ্প বুনিতেছেন না। একটি সুন্দর সঙ্গীতের বর্ণমালা পারিপাটিরূপে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে বসাইতেছেন। গানটি এই——

রাগিণী সুরট-মোল্লার।—তাল একতালা।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে!

বিষয় পঞ্চক, আর ভূতগণ,
সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন, হয়ে অচেতন,
ভুলিছ আপন জনে ?

সত্য পথে মন, কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন,
গোপনে অতি যতনে ;

লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্ব্বস্ব হরণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী,
শম দম দুই জনে।

সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থ ধাম,
শ্রান্ত হ'লে তথা করিবে বিশ্রাম,
পথ ভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ,
সে পান্থনিবাসীজনে।

যদি দেখ পথে ভয়ের আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যাঁর শাসনে।"

সুন্দরী গানটী সম্পূর্ণ করিয়া ইহার নিম্নদেশে আপনার নামটী বসাইতেছিলেন।—নামটী "বিমলা।"

তাহার এরূপ অনন্যমন দেখিয়া আমার সমভিব্যাহারিণী পরিচারিকা বলিল, "মাঠাকুরাণি! দিদিবাবু তোমার নিকট ইহাঁকে পাঠাইয়াছেন,—ইনি তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।"

বিমলা তাহার এরূপ বাক্য শুনিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি করিলেন ও বলিলেন, "হীরা! তুমি আসিয়াছ?"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আমার নাম কিরূপে জানিলেন?"

বিমলা বলিল, "মনে নাই? সেই আমরা তরঙ্গিণীর বাটীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলাম। তুমি আমার সহিত আলাপ কর নাই; কিন্তু আমি তোমাকে সুন্দরী দেখিয়া মনোরমার নিকট হইতে তোমার নামটী জিজ্ঞাসা করিয়া লই।"

আমি বলিলাম, "আমি আপনার এরূপ পরিচিত জানিয়া ধন্য হইলাম। যাহাহউক আমি আপনাকে কোন বিশেষ কথা জ্ঞাত করিবার জন্য আসিয়াছি, যদি আপনার অবসর হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটী বলিতে পারি।"

বিমলা বলিল, "উত্তম—কিন্তু একটু অপেক্ষা কর, আমি যে গানটী কার্পেটে বুনিয়া শেষ করিলাম, সেইটী একবার হারমোনিয়ামের সহিত মিলাইয়া গাইব।" এইরূপ বলিয়া বিমলা আমার সমভিব্যাহারিণী পরিচারিকাকে বিদায় দিয়া একটী নূতন হারমোনিয়াম যন্ত্রের নিকট গিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিল। বিমলার কণ্ঠস্বর অতি মনোহর ও সুললিত। আমি তচ্ছ্রবণে যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলাম; মনে করিলাম, বিমলার ন্যায় এরূপ রূপবতী ও গুণবতী কামিনী অতি বিরল। বিশেষ তাহার সদশ সঙ্গীতশাস্ত্র-

বিশারদ কামিনী আমার জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। ভাবিলাম, যাহারা ঐশ্বর্য্যশালী, তাহারা কেমন সুখী—কেমন নিশ্চিন্ত! জীবিকা বা সংসারের কোন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাহাদিগকে কিছুমাত্র চিন্তা করিতে হয় না; চতুর্দ্দিকে দাস দাসী নিযুক্ত, একবারমাত্র আজ্ঞা করিলেই সমস্ত কর্ম্ম সমাধা হইয়া যায়। এ দিকে নিজে তাঁহারা সুরম্য ও সুসজ্জিত হর্ম্ম্যে বসিয়া আপন মনে কেমন আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

বিমলা গীতটী সম্পূর্ণ করিয়া বলিল, "হীরা! আজ প্রায় এক সপ্তাহ হইল, আমার স্বামী নিকটে নাই, সেই জন্য আমি এক দিনের জন্যও সঙ্গীত বিদ্যা অভ্যাস করি নাই—তবে কার্পেটের এই গানটী আমার অতিশয় মনোনীত বলিয়া অদ্য একবার গাইলাম, তুমি আমার এরূপ বাচালতা মার্জ্জনা করিও।"

আমি বলিলাম, "সঙ্গীতটী অতি উত্তম ও মনোহর। আমি আপনার মুখে ঐ গানটী শুনিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি।"

বিমলা আর কোন উত্তর করিল না। আমার নিকট উপবেশন করিয়া বলিল, "এক্ষণে বল—তোমার বক্তব্য কি?"

আমি বলিলাম, "আপনাকে কোন নিঃসহায়া কামিনীর বিষয় জ্ঞাত করিবার জন্য আমি আসিয়াছি।—শুনিলাম, তিনি আপনার পরিচিত—হয় ত নাম করিলে আপনি চিনিতে পারিবেন।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তাহার নাম?"

আমি বলিলাম, "সরলা—কিন্তু এক্ষণে সে তাহার আপন নাম গোপন করিয়া 'কামিনী' নামে পরিচিত হইয়াছে।"

সরলার নাম শুনিবামাত্রই বিমলা বিস্ময়ে যেন আকাশ হইতে পড়িল ও বলিল, "এখনও সে জীবিত আছে এবং তাহাকে আপন নাম গোপন করিয়া পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতে হইতেছে?" এইরূপ বলিতে না বলিতে বিমলার নয়নদ্বয় জলপূর্ণ হইল; আমি দেখিলাম, অকস্মাৎ শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বিমলার নয়ন হইতে দুই বিন্দু জল পড়িল।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কাঁদিলেন কেন? সরলা কি আপনার কোন আত্মীয়?"

বিমলা বলিল, "তাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়, যাহাহউক তুমি তাহার বিষয় কি বলিতে ইচ্ছা কর, বল।"

আমি বিমলা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, দুঃখিনী সরলার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্তই বলিতে আরম্ভ করিলাম—সরলা অন্নকষ্টে কিরূপ কাতর, তাহার পরিধেয় বস্ত্রখানি কিরূপ জীর্ণ ও শতগ্রন্থিবিশিষ্ট এবং তাহার জীবনী কেমন রহস্যমূলক, সকলই বলিলাম, এবং অবশেষে বলিলাম, "যদি সরলা আপনার কোন আত্মীয় হয় ও তাহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই সময় একবার সাক্ষাৎ করিবেন, যেহেতু একজন লোক তাহাকে খুন করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা পাইতেছে।"

বিমলা শুনিবামাত্রই বিস্মিত হইয়া বলিল, "খুন করিবার জন্য! —সে কে?"

"সে কথা আমি জানি না—তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে দিবস রাত্রে আমি তাহার গৃহে শয়ন করিয়াছিলাম, সেই রাত্রে কোন ব্যক্তি তাহাকে খুন করিতে আসিয়াছিল।"

বিমলা শুনিবামাত্র ভয় ও বিস্ময়ে অধৈর্য্য হইয়া বলিল, "কি পরিতাপ! কি দুঃখ! আমার প্রিয়ভগ্নী সরলার অদৃষ্টে যে কি আছে, তাহা কে বলিতে পারে?" আমি বিমলার মুখে সরলাকে ভগ্নী সম্বোধন করিতে দেখিয়া বিস্মিতভাবে বলিলাম, "সরলা কি আপনার ভগ্নী?"

"হাঁ, আমার ভগ্নী—আমার প্রিয় কনিষ্ঠ ভগ্নী, আমরা উভয়েই এক পিতার ঔরসজাত।" এইরূপ বলিয়া বিমলা আকুলনয়নে কাঁদিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "আপনি কাঁদিবেন না; ধৈর্য্যাবলম্বন করুন এবং সরলা সম্বন্ধে আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করি, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন।"

বিমলা আপন অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "বল—কি বলিব?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বলিতে পারেন, ঐ হত্যাকারী কে—যে ব্যক্তি সে রাত্রে সরলাকে খুন করিতে গিয়াছিল? এবং ঐ উদ্বন্ধনকারীর প্রতিমূর্ত্তিখানিই বা কি—যাহার সম্মুখে সরলার চিত্র করযোড়ে অবস্থিতি করিতেছে?"

বিমলা বলিল, "সে সমস্ত কথা আমি কিছুই জানি না, তবে তাহার সম্বন্ধে আমি যে যে বিষয় জ্ঞাত আছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।" এইরূপ বলিয়া বিমলা তাহার প্রিয়ভগ্নী সরলার জীবনবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল।——

"সরলা আমার ভগ্নী, আমরা উভয়েই এক পিতার ঔরসজাত, কিন্তু সহোদরা নহি; উভয়েই ভিন্ন মাতার গর্ভজাত। আমার পিতা কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তিনি তাঁহার

পৈতৃক অতুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। কিন্তু তাঁহার অপরিমিত ব্যয়ের নিমিত্তই হউক, কিম্বা যৌবনকালে কতকগুলি অসচ্চরিত্র লোকের কুচক্রে পড়িয়াই হউক, আমার পিতা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হয়েন। সে সময়ে আমার পূজ্য মাতাঠাকুরাণী জীবিতা ছিলেন, তখন আমার বয়স দুই বৎসর। অতঃপর অল্পদিন পরে আমার মা পরলোক গমন করিলে, আমার পূজ্য পিতাঠাকুর দ্বিতীয় সংসার করেন। সেই বিমাতার গর্ভে সরলার জন্ম হয়।

কিছুদিন পরে আমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন আমার বয়ঃক্রম ছয় বৎসর, সরলার দুই বৎসর। আমার আপন মাতামহের সংসারের মধ্যে কেহই ছিল না বলিয়া, বিমাতা আমাকে অতিশয় ভালবাসিতেন ও সরলার ন্যায় যত্ন করিতেন। পিতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তদ্দ্বারা আমাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত; কিন্তু ঐ সামান্য অর্থে আমাদিগের বিবাহের ব্যয় সমাধা হইবে না বলিয়া বিমাতা আমাদিগকে বালিকাবস্থা হইতেই গুণবতী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমরা যেমন রূপবতী, তদনুরূপ গুণবতী হইলে সহজেই কোন না কোন বড় লোকের ঘরে পড়িতে পারিব এবং সেই অভিপ্রায়ে তিনি আমাদিগকে একটী খৃষ্টানদিগের বালিকা বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। হীরা! বলিতে কি, আমি যাহা কিছু হারমোনিয়াম যন্ত্র ও সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা সেই বিদ্যালয় হইতেই বলিতে হইবে।

যাহাহউক, আমার এই বাটীতে বিবাহ হইবার দুই বৎসর পরে সরলার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে থাকে। তখন সরলার বয়স ১৬

বৎসর। সরলার যতগুলি সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, তন্মধ্যে কাশীর জমিদারই সর্ব্বপ্রধান। ইনি যদিও বৃদ্ধ, এমন কি আমাদিগের পিতামহের বয়সী এবং দেখিতেও যার পর নাই কুৎসিৎ, তথাচ ইহাঁর অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া আমার বিমাতা তাঁহাকেই কন্যা দান করিতে সম্মত হয়েন। সরলা তাহাকে দেখিয়াছিল, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের সংসার করিবেন বলিয়া সরলাকে নিজে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

এদিকে এই সম্বন্ধের প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সরলার মাতা তাঁহার কন্যাটীর বিবাহ দিবার জন্য আর একটী পাত্র স্থির করিয়াছিলেন। ইহাকে দেখিতে দিব্য সুশ্রী ও যুবা পুরুষ, নাম বিনোদলাল। ইহাদিগের বাটী আমাদিগের বাটীর সন্নিকট বলিয়া বিনোদলাল সর্ব্বদাই আমাদিগের বাটীতে আসিত এবং সরলাও তাহাকে যার পর নাই ভালবাসিত। ইহাদিগের পরস্পরের যে একটা প্রণয় ছিল, তাহা আমার বিমাতা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি ঐ যুবা পুরুষের পিতা মাতার নিকট গিয়া তাহাদিগের পুত্রের সহিত সরলার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখেন, কিন্তু উভয়েরই অর্থাভাব প্রযুক্ত ঐ সম্বন্ধ প্রায় দুই বৎসরকাল স্থগিত থাকে। যখন কাশীর জমিদার সরলাকে দেখিতে আইসেন, তখন সরলার মন ঐ যুবকের প্রতি অতিশয় প্রবল, এমন কি সরলা সেই বিনোদলালকে মনে মনে একপ্রকার পতিত্বে বরণ করিয়াছিল। সেইজন্য আমার বিমাতা সরলাকে ঐ জমিদারের সহিত বিবাহের কথা প্রস্তাব করাতে সে স্পষ্টই ইহাতে অসম্মতি প্রদান করে ও বলে, "একজন লোক কয়জনকে বিবাহ করিতে পারে ?"

সরলার মাতা অর্থলোভী ছিলেন। বিশেষ আমি তাঁহার সপত্নী-কন্যা এরূপ ঘরে পড়িয়াছি দেখিয়া তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, তাঁহার আপন গর্ভজাত কন্যাও আমার ন্যায় সুখী হয়। সেইজন্য এক দিন তিনি সরলার অসম্মতি শুনিয়া তাহাকে যার পর নাই ভৎর্সনা করেন। সরলা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও কোন মতেই তাহার মাতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিল না। অবশেষে অভাগিনী সরলা মার বাক্যে সম্মত হইয়া ঐ বৃদ্ধ জমিদারকেই বিবাহ করিতে মনস্থ করিল।

বিনোদের সহিত সরলার সম্বন্ধ ভগ্ন হওয়াতে সরলার মন যে কত দূর ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না। কারণ সে সময় আমরা কাশীতে ছিলাম। অকস্মাৎ এক দিবস আমরা ডাকযোগে পত্র পাইলাম যে, সরলার মাতুলালয়ে ঐ কাশীর ধনাঢ্য জমিদারের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। আমরা এইরূপ সংবাদ পাইয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসের কিছু পূর্ব্বেই তথায় নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলাম। আমি যে দিন প্রথমে সরলার সহিত সাক্ষাৎ করি, সে দিন দেখিলাম, সরলা যেন সর্ব্বদাই বিষণ্ন, মুখখানি মলিন ও শুষ্ক! গোপনে আসিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সরলা অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল ও তাহার বিবাহের সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে জ্ঞাত করিল। আমি তাহার এইরূপ মনোগত ক্ষোভ দেখিয়া এ বিষয় আমার বিমাতাকে জ্ঞাত করিবার জন্য সরলার নিকট প্রস্তাব করিলাম, কিন্তু সরলা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুমি মাকে আর কোন কথা বলিও না, আমি তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই

এবং তুমিও এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারিবে না,—দেখি আমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হইবে।"

আমি বিমলার মুখে তাহার ভগ্নীর এরূপ আক্ষেপ শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম ও আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পর?"

বিমলা বলিল, "তার পর সেই নির্দ্দিষ্ট শুভ দিনে কাশীর ভূ-স্বামীর সহিত সরলার বিবাহ হইয়া গেল। আমি দেখিলাম, বিবাহের পূর্ব্বদিনে সরলা যেরূপ বিষণ্ণভাবে ছিল, সে দিবস তাহার আর সেরূপ বিষণ্ণতা নাই! স্ত্রীপুরুষ বিদায়ের সময় তাহার মুখাবয়বে কিছুমাত্র দুঃখের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না, বরং সে দিবস তাহাকে প্রফুল্লই দেখিয়াছিলাম। যাহাহউক, আমি সরলার এরূপ রহস্যের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, হয় ত কাশীর ভূস্বামী সরলাকে বহুমূল্যের অলঙ্কারাদি দান করিয়াছেন বলিয়া সরলার এরূপ প্রফুল্ল চিত্ত।—তাহারা বিদায় হইয়া গেল, আমরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

বিবাহের পর আমার বিমাতা তাঁহার কন্যার সুখ ও সম্পত্তি অধিক দিন দেখিতে পান নাই। যেহেতু এই বিবাহের ছয় মাস কাল পরেই তিনি পরলোকগমন করেন। সেইজন্য তাহার চতুর্থী উপলক্ষে আমরা দুই ভগ্নী পুনশ্চ আর একবার মিলিত হই। এ সময় আমি সরলাকে তাহার স্বামীর ভালবাসার কথা জিজ্ঞাসা করি। তাহাতে সরলা বলে যে, তাহার স্বামী তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসেন ও যার পর নাই যত্ন করেন। তাহার ভালবাসা ও যত্ন দেখিয়া সরলা বিনোদলালকে ভুলিয়া গিয়াছিল। আমি তাহার বাক্য

শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতু, স্বামী বৃদ্ধই হউক, আর কুৎসিতই হউক, স্ত্রী পুরুষের পবিত্র প্রণয়ই সুখের কারণ। হীরা! আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিয়া যাই। এইরূপে প্রায় এক বৎসরের পর এক দিন আমরা স্ত্রী পুরুষ একত্রে বসিয়া আছি, এমন সময় অকস্মাৎ একটী লোক আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিল যে, আমার ভগ্নী সরলা তাহার পূর্ব্বপরিচিত বিনোদলালের সহিত সাক্ষাৎ করাতে তাহার স্বামী বিনোদলালকে হত্যা করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে এবং সরলাও লজ্জাভয়ে শ্বশুর বাড়ী হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিলাম, সরলা বিনোদলালকে তাহার স্বামীর শয়নগৃহে লইয়া গিয়াছিল, কোন পরিচারক তাহার স্বামীকে এই কথা জ্ঞাত করে ও বিনোদলালকে সাক্ষাৎ দেখাইয়া দেয়। হীরা! বলিতে কি, আমি এই পর্য্যন্ত সরলার বিষয় শুনিয়াছি, আর কিছুই জানি না। সে আজ প্রায় ৭।৮ বৎসরের কথা হইবে—তাহার পর যে তাহার কি হইল, কোথায় আছে, জীবিত কি মৃত, তাহা কিছুই অবগত নহি।" বিমলা এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইল।

আমি বিমলার এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম—ভাবিলাম, সরলা কি কুলটা! তাহার চরিত্র কি কলুষিত? এবং সেইজন্যই কি সে আপন স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এরূপ কষ্ট পাইতেছে? প্রথমতঃ ভাবিলাম, আশ্চর্য্য কি? এ জগতে কাহার কি মনের অভিপ্রায়, তাহা কে বলিতে পারে? হয় ত সরলা তাহার বাল্যপ্রণয়ী বিনোদলালের ভালবাসায় পড়িয়া স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু বিনোদলাল জীবিত নাই।

সরলার স্বামী তাহাকে প্রাণে বিনষ্ট করিয়াছে! এ সময় অকস্মাৎ আমার মনে হইল, সরলা যে আমাকে বলিয়াছিল, "মৃত ও জীবিত এই উভয়েই আমার হৃদয়ের কণ্টকস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, তন্মধ্যে জীবিতের ঈর্ষ্যাই আমার পক্ষে প্রবল।" এ কথার মর্ম্ম কি? বিনোদলাল কি তাহার মৃত পতি এবং কাশীর জমিদারই কি তাহার জীবিত স্বামী? ইহারা উভয়েই কি সরলার দুঃখের কারণ হইয়াছে? মনে মনে এই চিন্তাই প্রবল হইতে লাগিল।

আবার ভাবিলাম, এটী কখনই সম্ভবপর নহে। যদি সরলা দুশ্চরিত্রা হইত, তাহা হইলে ওরূপ কষ্টে জীবন যাপন করিবে কেন? সরলার ন্যায় সুন্দরী কামিনী, কত কদাচারী পুরুষের পূজ্য ও বাঞ্ছনীয়; তাহা হইলে সরলা কি সমস্ত দিন অনাহারী থাকিয়া আমার নিকট ক্রন্দন করিতে বইসে! না—কখন নহে, এ কথা সমস্তই মিথ্যা ও অলীক। এইরূপ ভাবিয়া আমি বিমলাকে বলিলাম, "আপনি কি মনে করেন যে, সরলা দুশ্চরিত্রা,—আপনার সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।"

বিমলা বলিল, "তাহা না বলিয়া আর কি বলিতে পারি?—যে স্ত্রীলোকের এরূপ অপকলঙ্ক, লোকে তাহাকে দুশ্চরিত্রা না বলিয়া আর কি বলিবে?"

আমি বলিলাম, "না—আপনি এটী কখনই মনে স্থান দিবেন না। আমি সরলাকে যেরূপ দুঃখিনী বেশে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে সে কখনই দুশ্চরিত্রা নহে। বিশেষতঃ সরলার ন্যায় সুন্দরী এ জগতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না—ব্যভিচারিণী বা দুশ্চরিত্রা

হইলে সে ওরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিবে কেন? আর যদিও সরলা দুশ্চরিত্রা হয়, তথাচ আপনার কনিষ্ঠ ভগিনী—এক পিতা হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, সহস্র গুণে অপরাধী হইলেও সরলা আপনার কৃপাপাত্রী ও মার্জ্জনীয়।"

আমার এইরূপ বাক্য শুনিয়া বিমলার চক্ষে পুনরায় জল, আসিল, বিমলা বলিল, "হীরা! তুমি যে,আমার ভগ্নীর দুঃখে দুঃখী, ইহাতে আমি তোমার সত্তার পরিচয় পাইলাম। এক্ষণে বল, সরলার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?"

আমি বলিলাম, "আপনি একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করুন, বোধ হয় সে কষ্টে পড়িয়াছে বলিয়াই আপনার সাক্ষাৎলাভ প্রার্থনা করিয়াছে।"

বিমলা উত্তর করিল, "উত্তম—আমি তাহাকে অর্থসাহায্য করিতে পারি, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই এবং তুমি তাহাকে নিজে গিয়া দিতে পার, কিন্তু আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; যেহেতু আমার স্বামী শুনিলে আমার প্রতি রুষ্ট হইতে পারেন—বিশেষ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সরলা দুশ্চরিত্রা।"

আমি বলিলাম, "আমি আপনাকে আপনার স্বামীর অমতে বা অগোচরে যাইতে বলিতেছি না। বরং আপনি যাহা তাহাকে সাহায্য করিবেন, তাহা এখনই দিন, আমি তাঁহাকে দিয়া আসি, পরে আপনার স্বামী আসিলে তাঁহার মত লইয়া আপনি সরলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন।"

বিমলা বলিল, "উত্তম—এখনি দিতেছি।" এইরূপ বলিয়া বিমলা গৃহস্থিত একটী আলমারী খুলিয়া আমার হাতে কুড়িটী টাকা

দিল এবং বলিল, "তোমার যদি যাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বল, আমাদিগের গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলি।"

আমি বিমলার বাক্যে সম্মত হওয়াতে বিমলা তাহার একজন পরিচারককে ডাকিয়া অশ্বরক্ষকদিগকে গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আমি সেই শকটারোহণে সরলার কুটীর সন্নিকটস্থ ক্ষুদ্র গলিটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ও গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে গলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

হত্যাকাণ্ড!

"'Tis destiny unshunnable, like death;
Even then this forked plague is fated to us,
When we do quicken."

Shakspere.

কাহার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা কে বলিতে পারে? যদি বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহাকে অদৃষ্ট বলিতাম না—দৃষ্ট বলিলেই যথেষ্ট হইত। বস্তুতঃ মনুষ্যের ভবিষ্যৎ জীবন যাহা আমরা দেখিতে পাই না, তাহাকেই অদৃষ্ট বলিয়া স্থির করিতে বসি, অদৃষ্ট শব্দের অর্থই এই; সুতরাং তোমার ও আমার অদৃষ্টের লিখন ললাটের অভ্যন্তরে নাই—ভবিষ্যৎ জীবনের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছে, সেই জন্য অনেকেই অদৃষ্ট স্বীকার করেন না।

কার্য্য কারণকেই অদৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, অর্থাৎ তুমি বাল্য-জীবনে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে সেইরূপ ফল ফলিবে, সুতরাং অদৃষ্ট, ললাট চর্ম্মের অভ্যন্তরে নাই, আপন হস্তে—আপন কর্ম্মের ফলাফল মাত্র। যাহাহউক সে কথা লইয়া বিবাদের আবশ্যক নাই; অদৃষ্টবাদী পাঠক সে কথা লইয়া কারণ বাদীর সহিত তর্ক করিতে বসুন, আর আমরা পূজ্যপাদ নারদ মুনিকে তাঁহাদিগের সমীপে ডাকিয়া দিই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, অদৃষ্টের কথা এখানে উত্থাপন করিলাম কেন? বিজ্ঞ পাঠক সে কথা বুঝিয়া লইবেন। বোধ হয় তাঁহার স্মরণ থাকিবে, আজ দুই দিবস হইল আমি সরলার নিকট হইতে অবসর লইয়া পুনর্ব্বার তাহার কুটীরে প্রত্যাগত হইয়াছি। আমি গলিটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছি মাত্র, এমন সময় দেখিলাম, সরলার কুটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের চারিদিকে লোকে লোকারণ্য, চতুর্দ্দিকে জনতা ও পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের সমাগম। গলির ভিতর দিয়া পিপীলিকার সারির ন্যায় ক্রমান্বয়ে লোকের গমনাগমন হইতেছে। পিপীলিকাশ্রেণী যেরূপ যাতায়াত সময়ে পথিমধ্যে পরস্পর পরস্পরের মুখের আঘ্রাণ লইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই অপ্রশস্ত গলির অভ্যন্তর দিয়া লোক সকল গমনাগমনকালে পরস্পর পরস্পরকে একটী ভয়ানক সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিতেছে, আমিও সেই সংবাদ শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম, বোধ করি পাঠক মহাশয়ও শুনিলে আমার ন্যায় বিস্মিত হইবেন। সংবাদটী কামিনীর মৃত্যু! কামিনীকে কাল রাত্রিকালে কে হত্যা করিয়া গিয়াছে! শুনিবামাত্রই আমি ভয় ও বিস্ময়ে অধৈর্য্য হইয়া কুটীরের কিয়দ্দূরে

গিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। দেখিলাম, কামিনীর কুটীরের উপরি-ভাগ, অর্থাৎ গৃহের আচ্ছাদন স্থানের কিয়দংশ পূর্ব্বের ন্যায় ফাঁক হইয়া রহিয়াছে, এবং পরশ্ব প্রাতঃকালে যেরূপ অনাবরিত দেখিয়া-ছিলাম, এক্ষণে সেই স্থানটী তদপেক্ষা আরও অনাবরিত বলিয়া বোধ হইল। আমি মনে করিলাম, বোধ হয় যে ব্যক্তি সে দিবস রাত্রে একখানি ছোরা হস্তে করিয়া আমাদিগের মশারির ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, এই হত্যাকারী সেই ব্যক্তিই হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাবিবামাত্রই আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল এবং সেই ব্যক্তির ভয়ানক প্রতিমূর্ত্তি আমার মনে উদয় হইল।

ইত্যবসরে দুইজন পুলিশের লোক গৃহের অভ্যন্তর হইতে একটী শবদেহ ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনয়ন করিল। আমি এই মৃত দেহটীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই, যেহেতু সে সময় ইহার শরীরের সমস্তভাগই প্রায় একখানি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, শুদ্ধমাত্র একটী বাহু অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইয়া আবরণের বহি-র্দ্দেশে ঝুলিতেছে। আমি তদ্দর্শনে এবং ইহার গাত্রাবরণখানি শোণিতার্দ্র দেখিয়া অকস্মাৎ পৃথিবী অন্ধকার দেখিলাম, আমার মস্তক যেন ঘুরিয়া গেল—আমি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম।

অজ্ঞান ও মূর্চ্ছিত অবস্থায় আমি সেই জনতার অভ্যন্তরে কিরূপে অবস্থিতি করিতেছিলাম, বা পরে কি হইল, তাহা কিছুই জানি না। অনেকক্ষণের পর একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলাম, সন্ধ্যা হইয়াছে, আমি একটী ক্ষুদ্র ও অতি প্রাচীন গৃহের অভ্যন্তরে শয়ন করিয়া আছি; কিন্তু কেন আছি, তাহা

স্থির করিতে পারিতেছি না। গৃহের অভ্যন্তরে একটী প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে—ইহার চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বকালীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহভিত্তি সকল অবস্থিত। দেওয়ালে কোন কালেই বালির বা চুণের কর্ম্ম হয় নাই, সেই জন্য ইষ্টকগুলি কালিমাবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি সেই গৃহভিত্তির চারিদিকে আস্তে আস্তে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, একদিকে একটী বড় পেতেনের উপর কতকগুলি ঔষধের শিশি রহিয়াছে এবং দেও-য়ালের চতুর্দ্দিকেই একটী বড় দড়ীর আনলায় কতগুলি পরচুলা, গোঁফ, দাড়ী, পাকাচুল, জটাসংযুক্ত মস্তকের কেশ ইত্যাদি সজ্জিত আছে; সেই সমস্ত গুলির ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া আমি সভয়ে পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

পরক্ষণে আমার উপাধানের নিকট হইতে রমণী কণ্ঠস্বরে সম্বোধন আসিল, "হীরা! হীরা!——"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে?"

"আমি নলিয়া—ভয় নাই, সুস্থ হও।"

আমি বুঝিলাম, কোন আতঙ্কের নিমিত্ত আমি মূর্চ্ছিতা হইয়া এরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছি; নলিয়া আমাকে কামিনীর কুটীর হইতে আনিয়া আপন ঘরে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছে, এই সময় পুনরায় অকস্মাৎ সেই শবদেহের ভয়ানক শোণিতার্দ্র বস্ত্র-খানি মনে করিয়া ভীত হইলাম—শরীর শিহরিয়া উঠিল।

নলিয়া আমার শিরোদেশ হইতে বলিয়া উঠিল, "সে সমস্ত ঘটনা ভুলিয়া যাও, আর চিন্তার আবশ্যক নাই; তোমার কামিনী জীবিত আছে।"

কামিনী জীবিত আছে? আমি এইমাত্র দেখিলাম, কামিনীর গৃহ হইতে তাহার শবদেহ শোণিতাবগাহনে বহিস্কৃত হইল! আবার কামিনী জীবিত! এ কথার অর্থ কি? কিন্তু সে সময় নলিয়াকে ইহার সবিশেষ জিজ্ঞাসা না করিয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা করত সুস্থ-লাভ করিলাম এবং প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার পর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নলিয়া! তুমি বলিলে, কামিনী জীবিত আছে, তবে ঐ বস্ত্রাবরিত শবদেহটী কাহার? দুঃখিনী কামিনী কোথায়?"

নলিয়া বলিল, "কামিনী কোথায় তাহা জানি না, কিন্তু গতরাত্রে যে সময় ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করে, সে সময় কামিনী আমার মাতামহীর নিকট শুইয়াছিল। শুনিলাম, তুমিই তাহাকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলে, সেইজন্য সে নিস্কৃতি পাইয়াছে। তাহার কুটীরে এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে পুলিশের ভয়ে কামিনী কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, তাহার নিশ্চয় নাই।"

আমি বলিলাম, "কামিনী পলাইল কেন? পুলিশে কি শবদেহ লইয়া তদারক হইবে না?"

নলিয়া কহিল, "তদারক করিয়া কি করিবে—কামিনীর যেরূপ গায়ের রং, ঐ আহত ব্যক্তিরও সেইরূপ, সেইজন্য সকলেই স্থির করিয়াছে যে, ঐ ব্যক্তিই 'কামিনী।' কারণ কামিনীর গৃহে আর কেহই থাকিত না, শুদ্ধ সে একাকিনী থাকিত এবং কামিনী যে আমার মাতামহীর গৃহে শয়ন করিয়াছিল, এ কথা আমি ও আমার মাতামহী ভিন্ন আর কেহই জানিত না।"

আমি বলিলাম, "শবের মুখাবয়ব দেখিয়া কি পুলিশের লোক জানিতে পারিল না যে, ঐ ব্যক্তি কামিনী নহে।"

নলিয়া বলিল, "কিরূপে জানিবে?—হত্যাকারী যেরূপে ঐ স্ত্রীলোকটীর মুখে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, তাহাতে কেহই উহাকে চিনিতে পারে নাই।"

আমি নলিয়ার মুখে এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া মনে মনে বিস্মিত হইলাম, ভাবিলাম, বোধ হয় কামিনী নলিয়ার আত্মীয় বলিয়া হয়ত নলিয়া আমার সম্মুখে তাহার হত্যার কথা গোপন করিতেছে। যাহাই হউক, আমি নলিয়াকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "নলিয়া! তুমি বলিতে পার, ঐ হত্যাকারী কে?"

নলিয়া বলিল, "আমি কিরূপে সে বিষয় জানিতে পারিব? আমরা অদৃষ্ট গণনা করিয়া বেড়াই সত্য, কিন্তু মৃত্যুসম্বন্ধে কাহারও কোন কথা বলিতে পারি না।"

আমি বলিলাম, "ভাল—আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য করিয়া বলিবে?"

নলিয়া বিস্মিতভাবে উত্তর করিল, "কি কথা?"

আমি বলিলাম, "বল দেখি, যে দিবস আমি তোমার সহিত তরঙ্গিণীর বাটীতে গমন করি, সে দিবস তুমি আমাকে তথায় রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগমনকালে কাহার সহিত যাইতেছিলে?"

নলিয়া বলিল, "মনে নাই।"

আমি তাহাকে স্মরণ করাইবার জন্য পুনরায় বলিলাম, "সেই যে সে দিবস দুই প্রহরের সময়, যখন রৌদ্রতাপে পৃথিবী উত্তপ্ত, তখন তুমি ও তোমার সহিত শ্মশ্রুধারী এক ব্যক্তি গমন করিতেছিল;—তোমরা উভয়েই কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছিলে। তোমরা আমাকে দেখিতে পাও নাই, কিন্তু আমি সে সময় তর-

ঙ্গিণীর কোন একটী গৃহের বাতায়নে দাঁড়াইয়া তোমাদিগকে দেখিয়াছিলাম।”

নলিয়া বলিল, “সে ব্যক্তি আমারই বাটীর একজন ভাড়াটিয়া। সম্প্রতি আমার এই গৃহের উপরিস্থিত গৃহটী ভাড়া লইয়া অবস্থিতি করিতেছে; শুনিয়াছি, সে অতিশয় বড় লোক, জমিদার। কোন কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে। তাহারই এক জন পরিচারকের মুখে আমি এই সমস্ত শুনিয়াছি।”

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “সে ব্যক্তি কি এক্ষণে তোমার বাড়ীতে উপস্থিত আছে?”

নলিয়া বলিল, “না, অ... দুই তিন দিবস হইল, তাহারা, প্রভু ও ভৃত্য উভয়ে গৃহে চাবি দিয়া কোথায় গিয়াছে, তাহা জানি না। চাবিটী আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছে।”

আমি বলিলাম, “আমার বোধ হইতেছে যে, সেই ব্যক্তিই কামিনীর কুটীরস্থ স্ত্রীলোকটীকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

নলিয়া আমার এরূপ বাক্য শুনিয়া ভয় ও বিস্ময়ে চমকিত হইয়া বলিল, “সেই ব্যক্তি তাহা তুমি কিরূপে জানিলে?”

“আমি তাহাকে চিনি, সেই ব্যক্তি এক দিবস কামিনীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে খুন করিতে গিয়াছিল, আমাকে তাহার শয্যার ভিতর শয়ন করিতে দেখিয়া পলায়ন করে।” এইরূপ বলিয়া, আমি নলিয়াকে আমার কামিনীর গৃহে অবস্থিতির কথা সমস্তই বলিলাম—সে কথা পাঠক মহাশয় সমস্তই জ্ঞাত আছেন।

নলিয়া আমার মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিল, “হাঁ হীরা! আমি তোমার কথাগুলি বিশ্বাস করি এবং ঐ ব্যক্তিই যে

কামিনীর গৃহবাসিনী স্ত্রীলোকটীকে খুন করিয়াছে তাহাও এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যেহেতু ঐ ব্যক্তি আমার বাড়ীতে আসিয়া পর্য্যন্ত আমি সর্ব্বদাই উহাকে যেন চিন্তান্বিত দেখিতাম—যখনই উহার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিতাম, তখনই বোধ হইত যেন উহার অন্তরে কোন একটা গূঢ় অভিসন্ধি রহিয়াছে। শুদ্ধ তাহা নহে, আমি দেখিয়াছি, ব্যক্তিটী রাত্রিতে নিদ্রা যাইত না—সমস্ত রাত্রিই গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া কক্ষভূমে পাইচারি করিয়া বেড়াইত; আমি তাহার নিম্নতল গৃহে অবস্থিতি করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রিই উহার পদচালনার শব্দ পাইতাম, বোধ হয় কোন দুশ্চিন্তাবশতঃ রাত্রে উহার নিদ্রা হইত না।”

আমি বলিলাম, “আশ্চর্য্য কি? কিন্তু আমি তোমাকে একটী বিষয় অনুরোধ করিব, তুমি অনুসন্ধান করিয়া রাখিও, যদি ঐ ব্যক্তিটী তোমার বাটীতে আইসে, তাহা হইলে উহার নাম কি, বাড়ী কোথায়, আর কেনই বা এখানে অবস্থিতি করিতেছে, এই সমস্ত কোন সুযোগে তত্ত্ব লইও, আমি সময়ান্তরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

নলিনী বলিল, “উহার নাম কি, তাহা আমি জানি, কিন্তু সেটী উহার যথার্থ নাম বলিয়া বোধ হয় না। যে দিন প্রথমে ঐ ব্যক্তি আমার বাটীতে আইসে, সে দিন আমাকে ফকীরচাঁদ দত্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। ফলে,একদিবস অকস্মাৎ আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে উহার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, উহার গলায় একটী যজ্ঞোপবীত আছে, সুতরাং উহাকে ব্রাহ্মণকুমার বলিয়াই স্থির করিয়াছি। হীরা! ব্যক্তিটী সর্ব্বদাই একটী গাত্রাবরণ পরিধান করিয়া থাকিত

এবং আপন গৃহে উহার ভৃত্য ভিন্ন অপর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিত না। ইহার কারণ কি তুমি বলিতে পার? আমার নিশ্চয় বোধ হয়, উহার মনে কোন দুরভিসন্ধি থাকিবে।”

আমি বলিলাম, “হাঁ—তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”

নলিয়া বলিল, “শুদ্ধ তাহা নহে—আমি সে দিবস উহার গৃহে অকস্মাৎ প্রবেশ করিয়া আর একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, সেখানি উহার গৃহস্থিত একখানি ছবি! উহার ভৃত্যের মুখে শুনিলাম, ঐ ব্যক্তি গৃহে অবস্থিতিকালীন সর্ব্বদাই একদৃষ্টে ঐ ছবিখানির দিকে চাহিয়া থাকে ও এক একবার ক্রন্দন করে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “সেখানি কি ছবি?”

নলিয়া বলিল, “একজন উদ্বন্ধনকারী সুন্দর যুবা পুরুষের সম্মুখে একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক জানু পাতিয়া ক্রন্দন করিতেছে।”

আমি বলিলাম, “আর বলিতে হইবে না, আমিও সে ছবিখানি অপর কোন স্থানে দেখিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক নলিয়া! সে সমস্ত অনেক কথা—পরে তোমাকে জ্ঞাত করিব।”

এইরূপ ও অপরাপর অনেক কথোপকথনের পর আমি নলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “নলিয়া! আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিব. যে গাড়ীখানিতে আমি আসিয়াছিলাম, সেখানি কি চলিয়া গিয়াছে?”

নলিয়া বলিল, “হাঁ—শকটচালক তোমাকে আমার বাটীতে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে।”

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তবে উপায়?”

“উপায় আর কি? আমাদিগের গ্রামে ত গাড়ী পাওয়া যাইবে

না যে, তুমি ভাড়া করিয়া যাইবে। যদি মাতামহীর গ্রাম হইত, তাহা হইলে এই রাত্রিকালে আমি তোমাকে গাড়ী করিয়া দিতাম, কিন্তু সে এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ।”

নলিয়ার মুখে এরূপ বাক্য শুনিয়া আমি মনে মনে যার পর নাই চিন্তিত হইলাম।

নলিয়া বলিল, “চিন্তা কি—আমার বাটীতে থাকিলে তোমাকে কোন বিপদে পড়িতে হইবে না, কিন্তু একটী বিষয় আমি তোমাকে বলিয়া রাখি, যদি তুমি সে বিষয়ে সত্য কর, তাহা হইলে আমিও তোমার উপকার ভিন্ন অপকার করিব না।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি ?”

নলিয়া বলিল, “আমার গৃহে যদি অদ্য রাত্রে কোন লোক আইসে, তাহা হইলে তুমি সে কথা কাহাকেও বলিও না?

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নলিয়ার রহস্য।

"Lo, where he comes ! be still, my heart !
They are thy foes."

Byron.

নলিয়া অতি সুন্দর লোক, আমি সুন্দর লোক অতি ভাল-বাসি, সেই জন্য দুই চারি ঘণ্টার মধ্যে নলিয়ার গৃহে আসক্ত

তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম, কেন তাহা আমি জানি না। পাঠক মহাশয় বলিবেন, নলিয়া সুন্দরী, সেইজন্য আমি তাহাকে ভাল বাসিয়াছি; কিন্তু স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য দেখিলে সে তাহাকে ভাল বাসে না, বরং তাহার ঈর্ষ্যা উদ্দীপ্ত হয়; স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য, পুরুষ মানুষের ভালবাসার সামগ্রী, হয় ত পাঠক মহাশয় নলিয়ার সেই রূপরাশি দেখিয়া চঞ্চল হইতে পারেন এবং তাহার কথা মনের সহিত পাঠ করিতে পারেন; কিন্তু আমি বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের আদর করি না। বাহ্যিক সৌন্দর্য্য নয়ন তৃপ্তিকর হইতে পারে সত্য—হয় ত হৃদয়গ্রাহী নহে। হৃদয় সুন্দর হইলে, হৃদয়, সহৃদয়ে তাহার সহিত মিশিয়া যায়। সেই জন্য যে যাহাকে সুন্দর বলে, সে অপরে সেই সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলে তাহাতেই মিলিয়া যায়; ইহাকে সহৃদয়তা বলে।

এতদ্ব্যতীত এ সংসারে ভালবাসা শব্দের আর একটী অর্থ আছে, বিজ্ঞ পাঠক সে কথা স্বীকার করিবেন কি না তাহা জানি না; কিন্তু এই অনিত্য সংসারের অভিধানখানি খুলিয়া দেখিলে, ভালবাসা শব্দের অর্থ স্বার্থসাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রথমতঃ এ জগতে মনুষ্য আপনাকে যেরূপ ভালবাসে, সেরূপ ভালবাসা আর কাহাকে বাসে না। তুমি যদি আমার সেই আত্মভালবাসার পোষকতা বা আনুকূল্য করিতে পার, তাহা হইলে আমিও তোমাকে ভালবাসি, নতুবা তোমার সহিত আমার ভালবাসা কিসের? তুমি বলিবে, আমার স্ত্রী আমাকে বলিয়া থাকে যে, "আমি তোমাকে প্রাণাধিক ভালবাসি।" তবে তোমার মৃত্যুর পর সে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসে কেন। "ওগো তুমি আমার দশা কি করিয়া গেলে?"

এইখানেই ত তাহার প্রাণাধিক ভালবাসার ব্যাখ্যা হইয়া গেল। এ সংসারের ভালবাসাই এইরূপ জানিবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, নলিয়াকে আমি কি স্বার্থে ভালবাসিয়াছিলাম? সে কথা আজ আমি লজ্জার মাথা খাইয়া আমার সহৃদয় পাঠিকাকে বলিতে বাধ্য হইলাম। নলিয়া ব'লল, "হীরা! তুমি যে আমাকে তোমার অদৃষ্ট গণনার কথা বলিয়াছিলে, তাহা আমি তোমার অবিদ্যমানে গণিয়া রাখিয়াছি, তুমি যাহাকে ভালবাস—সেই ব্যক্তি এই গ্রামেরই কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতেছে; আমার গণনার সত্যাসত্য প্রমাণের জন্য তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছি; তুমি যদি সেখানে যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি।"

আমি বলিলাম, "এ কথা কি সত্য, না ইহার মূলে কোন দুরভিসন্ধি আছে?"

নলিয়া বলিল, "তোমার প্রতি আমার দুষ্টাভিসন্ধি কি? আমরা গণক জাতি, লোকের শুভাশুভ গণনা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করি, কাহার অনিষ্টসাধন বা কাহাকে বিপদে নিক্ষেপ করা আমাদিগের কার্য্য নহে। বিশেষতঃ মাতামহীর নিকট তোমার দয়ার কথা শুনিয়া আমি তোমার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং সেই পর্য্যন্তই আমি তোমাকে বন্ধু বলিয়া গণ্য করিয়াছি; আমা দ্বারা কোন কালে তোমার কোন রূপ অপকার হইবে না এবং আমার কোন কথা তোমার নিকট গোপন করিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আমার কথা তোমার মাতামহীর নিকট কি শুনিয়াছ?"

নলিয়া বলিল, "মনে নাই, দুঃখিনী কামিনীর অনাহারের কথা শুনিয়া তুমি তাহাকে পাঁচটী টাকা দিয়াছিলে ?"

আমি বলিলাম, "তুমি যদি রামপ্রসাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকেও যথেষ্ট পুরস্কার করিব।"

আমার মুখে পুরস্কারের কথা শুনিয়া নলিয়া প্রফুল্লচিত্তে বলিয়া উঠিল, "অবশ্যই দেখাইব, আমাদিগের ব্যবসাই এই—কিন্তু অদ্য রাত্রেই তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে, কারণ আমি সে দিবস তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, রামপ্রসাদ উদাসীন, সুতরাং তাহার আবাসস্থানের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, তবে রামপ্রসাদ রাত্রিকালে কোন নির্দ্ধারিত স্থানে বসিয়া ঈশ্বরের চিন্তা করে; রাত্রি ভিন্ন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সুবিধা নাই।"

আমি বলিলাম, "রাত্রে দুইটী স্ত্রীলোক কিরূপে বাটী হইতে বহির্গত হইব। যদি গ্রামবাসী কেহ দেখিতে পায় অথবা কোন দুষ্টলোকের হাতে পড়ি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিপদে পড়িতে হইবে।"

নলিয়া বলিল, "সে জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। এই গ্রামে কতকগুলি দুশ্চরিত্র যুবা বাস করে সত্য, কিন্তু আমার নিকট এরূপ কৌশল আছে যে, তাহারা দূর হইতে আমাদিগকে দেখিবামাত্রই ভয়ে পলায়ন করিবে।"

আমি তাহার এইরূপ আশ্বাস বাক্যে সাহসী হইয়া সেই রাত্রেই রামপ্রসাদের অনুসন্ধানে যাইতে সম্মত হইলাম; কিন্তু নলিয়া

বলিল, "এখন নহে—রাত্রি এক্ষণে প্রায় ১১টা হইবে—প্রথম রাত্রে আমার তথায় যাইবার ইচ্ছা নাই, কারণ যদি কোন লোক অদ্য রাত্রে আমার নিকট আইসে, তাহা হইলে সে ফিরিয়া যাইবে;—রাত্রি ঠিক্ দুই প্রহরের সময় আমরা এখান হইতে যাত্রা করিব; হীরা! তুমি এক্ষণে নিদ্রা যাও, যাইবার সময় আমি তোমাকে জাগাইব।" এইরূপ বলিয়া নলিয়া চুপ করিল।

পাঠক মহাশয়! জানিবেন, আমরা এক্ষণে উভয়ে একত্রে এক-শয্যায় শয়ন করিয়া কথোপকথন করিতেছিলাম। নলিয়ার মশারির বস্ত্র অতি সূক্ষ্ম। রামপ্রসাদের বিষয় কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে আমি অকস্মাৎ সেই সূক্ষ্ম মশারির ভিতর দিয়া নলিয়ার গৃহস্থিত ছদ্মশ্মশ্রুগুলি পুনশ্চ দৃষ্টি করিলাম ও নলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নলিয়া! ও গুলি তোমার গৃহে কেন?"

নলিয়া উত্তর করিল, "দেখিতে চাও—না শুনিতে ইচ্ছা কর, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তোমার নিকট আমি কোন কথা গোপন করিব না।"

আমি বলিলাম, "হাঁ—কিন্তু ও গুলি তুমি যে অভিপ্রায়ে রাখিয়াছ, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।"

নলিয়া বলিল, "তবে তুমি এই বিছানার ভিতর শয়ন করিয়া থাক, আমি আসিতেছি।" এইরূপ বলিয়া নলিয়া মশারির ভিতর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তাহার গৃহস্থিত প্রদীপের নিকট গমন করিল এবং আলোকটী প্রদীপ্ত করিয়া একখানি দর্পণ ও পেতেনের উপর হইতে একটী শিশি বাছিয়া লইয়া দর্পণ সমক্ষে উপবেশন করিল।

নলিয়া আমাকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন করিয়াছিল, সেই জন্ম

আমি তাহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলাম না; শুদ্ধমাত্র বোধ হইল, নলিয়া তাহার মুখে কি লেপন করিতেছে, বস্তুতঃ নলিয়ার হস্তস্থিত ঔষধের শিশির ছিপিটী খুলিবামাত্র গৃহের অভ্যন্তর দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইল।

আমি নলিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "নলিয়া! গৃহে এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হইল কেন?"

"তবে আমি গৃহ হইতে বহির্গমন করি।" এইরূপ বলিয়া নলিয়া তাহার ঔষধের শিশি ও দর্পণখানি হস্তে করিয়া আমার শয়নগৃহের পার্শ্বস্থ আর একটী ক্ষুদ্রগৃহে প্রবেশ করিল। আমি যে গৃহে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহার ভিত্তির এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র দ্বার ছিল, নলিয়া সেই দ্বার দিয়া পার্শ্বস্থ গৃহে গমন করিল। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, নলিয়ার মনোগত অভিপ্রায় কি?—সে কি আমাকে কোনরূপ বিপদে ফেলিবার জন্য এইখানে রাখিয়া গেল?—কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

ক্রমে পাঁচ মিনিট্, দশ মিনিট্, অর্দ্ধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, কাটিয়া গেল। তথাচ নলিয়া আমার গৃহে প্রত্যাগমন করিল না। এই সময় আমি সন্দিহান হইয়া নলিয়াকে পুনঃ পুনঃ ডাকিলাম, কিন্তু নলিয়ার উত্তর পাইলাম না, এ সময় বাড়িটী নিস্তব্ধ; কাহার কোন শব্দমাত্র নাই। তখন আমি নিশ্চয় করিলাম, নলিয়ার মনে কোন রূপ দুষ্টাভিসন্ধি আছে। এইটী স্থির করিয়া আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই ক্ষুদ্র গৃহটীতে উপস্থিত হইলাম; কিন্তু দেখিলাম, নলিয়া সেখানেও নাই। আমার ভয় হইল—ভাবী বিপদ আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে আমার গৃহের পার্শ্বদেশে যেন কাহার চর্ম্মপাদুকার শব্দ পাইলাম—কে যেন আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া আমার গৃহের দিকে আসিতেছে। আমি শুনিবামাত্র সভয়ে গৃহের দ্বারটী বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় একটী লোক সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাকে দেখিতে গৌরবর্ণ, দিব্য সুন্দর, পরিধেয় বস্ত্রখানি ভদ্রলোকের ন্যায়; আমি তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম—ইনি সেই ব্যক্তি—যিনি আমার ভ্রাতার বন্ধু হইয়া আমাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আমি সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, "তুমি কে গা ?"

ব্যক্তিটী বলিল, "চিনিতে পারিলে না ? আমি তোমার ভ্রাতার বন্ধু—তুমি যাহার হস্ত হইতে সে দিবস পিস্তলটী কাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলে, এক্ষণে তোমাকে কে রক্ষা করে ?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম—ভয়ে সর্ব্বশরীর কম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল। তখন ব্যক্তিটী ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার মুখের রং আপন বস্ত্রে মুছিয়া বলিল, "ভয় নাই—আমি আমেদ নহি, 'নলিয়া।' আমিই আমেদকে ছদ্মবেশ করাইয়া তোমার ভ্রাতার বন্ধু সাজাইয়াছিলাম। আমার ব্যবসাই এই।"

আমি বলিলাম, "বুঝিয়াছি, সেই জন্য তোমার গৃহে এই সমস্ত ছদ্মশ্মশ্রু রহিয়াছে; কিন্তু তুমি পিস্তল কাড়িবার কথা কিরূপে জানিতে পারিলে ?"

নলিয়া বলিল,"আমরা সকলই জানিতে পারি,যাহারা আমাদিগের নিকট ছদ্মবেশ করিতে আইসে,আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে সমস্ত সন্ধান পাই এবং সেই অনুসন্ধানই আমাদিগের অদৃষ্ট গণনার পুঁথি।"

নলিয়ার মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমি তাহার অদৃষ্ট গণনার বিদ্যার পরিচয় পাইলাম ও তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "নলিয়া! দুষ্টলোকেরাই তোমার নিকট ছদ্মবেশ করিতে আইসে এবং আমিও সময়ে সময়ে দুষ্টলোকের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া থাকি, অতএব যদি ভবিষ্যতে কোন লোক আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য তোমার নিকট ছদ্মবেশ করিতে আইসে, তাহা হইলে তুমি আমাকে পূর্ব্বাহ্নে জ্ঞাত করিও; আমি পূর্ব্বাহ্নে সাবধান হইব ও তজ্জন্য তোমাকে পুরস্কার দিব।"

নলিয়া বলিল, "উত্তম, কিন্তু তুমি এ কথা কাহাকেও প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে আমার ব্যবসা থাকিবে না।"

আমরা এইরূপ কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় নলিয়ার বহির্দ্দেশের দ্বারে আঘাত হইল। নলিয়া সচকিতে বলিয়া উঠিল, "হীরা! তুমি শীঘ্র মশারির ভিতর প্রবেশ কর। তুমি যে এখানে আছ, এ কথা যেন ঐ আগন্তুক জানিতে না পারে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আর ছদ্মবেশ করিতে চাহিবে না এবং আমিও টাকা পাইব না—তাহার প্রতিগমন পর্য্যন্ত তুমি মশারির ভিতর নিস্তব্ধ হইয়া থাকিও, কোন কথা কহিও না।"

আমি বলিলাম, "না।"

এইরূপ পরামর্শের পর নলিয়া আগন্তুককে দ্বার খুলিয়া দিতে গেল, আমিও ইত্যবসরে নলিয়ার মশারির ভিতর প্রবেশ করিলাম এবং এরূপ অবস্থায় রহিলাম যে, আগন্তুক আমার গৃহাবস্থিতির বিষয় কিছুই জানিতে পারিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে নলিয়ার সহিত একটী স্ত্রীলোক গৃহে প্রবেশ

করিল। পাঠক মহাশয় এই স্ত্রীলোকটীকে চিনিতে পারিবেন, ইনি তরঙ্গিণীর বাটীর একজন পরিচারিকা। ইহার রূপের কথা আমি পূর্ব্বে আপনাকে পরিচয় দিয়াছি—ইহাকে দেখিতে কাল, দীর্ঘকায় ও অতি কদর্য্য। আমি যে সময় নলিয়ার সহিত তরঙ্গিণীর বাটীতে গিয়া তাহার অন্দরমহলে প্রবেশ করি, এই পরিচারিকাই সে সময় আমার সহিত কথোপকথনকালে পুনঃ পুনঃ মৃদু মৃদু হাস্য করিয়াছিল এবং আমি ইহাকে তরঙ্গিণীর নূতন ঝি বলিয়া জানিয়াছিলাম। যাহাহউক, এই পরিচারিকাটী নলিয়ার গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র নলিয়া তাহাকে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

পরিচারিকা বলিল, "গোবিন্দ বাবু যে বৃদ্ধ বয়সে হীরার জন্য এত পাগল হইবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না, সেই জন্য মাঠাকুরাণী আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন, তুমি আমাকে পুনরায় সেইরূপ সাজাইয়া দাও।"

নলিয়া পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হীরা কোথায় গিয়াছে?"

পরিচারিকা বলিল, "জানি না—আজ প্রভাতে উঠিয়া হরিশ্চন্দ্র গাঙ্গুলির বাটী গমনের ভান করিয়া হীরা কোথায় গিয়াছে, তাহার সন্ধান নাই, সেই জন্য মাঠাকুরাণী গোবিন্দবাবুকে পুনরায় সন্দেহ করিয়া আমাকে হীরার অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।"

নলিয়া আর কোন উত্তর করিল না, বলিল, "টাকা?"

পরিচারিকা বলিল, "হাঁ—এই লও।" এইরূপ বলিয়া পরিচারিকা নলিয়ার হাতে চারি পাঁচটী টাকা গণিয়া দিল।"

নলিয়া তাহা প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে মনে মনে গুন্ গুন্ স্বরে গান গাইতে গাইতে বলিল, "সেই রূপ ?"

"তোমার যেরূপ অভিরুচি, সেই রূপ সাজাইয়া দাও, কিন্তু হীরা যেন চিনিতে না পারে, কারণ সে আমাকে দেখিয়াছে।"

নলিয়া বলিল, "কোন আশঙ্কা নাই।" এইরূপ বলিয়া নলিয়া আপন দীপাধারের নিকট পরিচারিকাকে সাজাইতে বসিল। আমি দেখিলাম, নলিয়া একে একে তাহার চিবুকে ছদ্মশ্মশ্রু ও গোঁপ বসাইয়া দিল এবং মস্তকে একরূপ ছদ্ম কেশ পরাইল যে, তাহাকে হঠাৎ স্ত্রীলোক বলিয়া চিনিতে পারা দুরূহ।

অতঃপর নলিয়া পরিচারিকার হস্তে একখানি দর্পণ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ দেখি, এখন কি তোমায় হীরা চিনিতে পারিবে ?"

পরিচারিকা বলিল, "কিছুতেই না।" এইরূপ বলিয়া পরিচারিকা তাহার পরিধেয় বস্ত্রখানি পুরুষবেশে পরিধান করিয়া প্রদীপের নিকট দণ্ডায়মান হইল। আমি মশারির অভ্যন্তর হইতে ইহাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলাম। স্পষ্ট বলিতে কি, অকস্মাৎ আমার মনে হইল, যেন আমি ইহাকে পূর্ব্বেও কোথায় দেখিয়াছি, কিন্তু কোথায় ?—স্থির করিলাম, এই ব্যক্তিই দস্যুবেশে গোবিন্দবাবুর গুপ্ত বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে খুন করিবার উপক্রম করিয়াছিল এবং গোবিন্দবাবুর গলদেশ উত্তরীয় বস্ত্রে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। এইটী স্মরণ হইবামাত্র আমি ভীত ও বিস্মিত হইলাম।

পাঠক মহাশয়কে বলিতে কি, এই সঙ্গে একটী রহস্যের কথা

আমার মনে প'ড়িল, আমি ভাবিলাম এ ব্যক্তি তরঙ্গিণীর পরিচারিকা হইয়া গুপ্তবাটীতে গোবিন্দবাবুকে খুন করিতে গিয়াছিল কেন? এই পরিচারিকার সহিত কি গোবিন্দবাবুর কোনরূপ প্রণয় সম্বন্ধ আছে? না—তরঙ্গিণীই ইহার পরামর্শদাত্রী?—যদি তরঙ্গিণী ইহার মূলে থাকে, তাহা হইলে তরঙ্গিণীর সহিত গোবিন্দবাবুর অবশ্যই কোন গূঢ় সম্বন্ধ থাকিবে! কিন্তু আবার ভাবিলাম, তরঙ্গিণী গোবিন্দবাবুর ভাদ্রবধূ!।

কিয়ৎক্ষণ পরে পরিচারিকা চলিয়া গেলে নলিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হীরা! দেখিলে ত, যার যেখানে ব্যথা, তার সেইখানেই হাত। তুমি একটুমাত্র বাড়ী যাইতে বিলম্ব করিয়াছ, আর একজনের হৃদয় ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "হঁা, কিন্তু এই ব্যক্তি কে?—তরঙ্গিণীর সহিত কি গোবিন্দবাবুর কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে?"

নলিয়া বলিল, "সে বিষয় আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, বিশেষ আমরা এ সমস্ত কার্য্যে অতিশয় ঘৃণা করি, সেই জন্য উহার তত্ত্বও রাখি না। যাহাহউক, হীরা! পরের কথা ছাড়িয়া দিয়া, এক্ষণে তোমার নিজের কথা বল—তুমি কি রামপ্রসাদের নিকট গমন করিবে? এই উত্তম অবসর।"

আমি বলিলাম, "সেইজন্যই আমি অদ্য রাত্রে এ বাটীতে অবস্থান করিয়াছি, সে বিষয় আর জিজ্ঞাস্য কি?" এইরূপ কথোপকথনের পর নলিয়া গাত্রোত্থান করিল এবং আমরা উভয়েই সেই ঘোর নৈশ অন্ধকারের সময় বাটী হইতে বহির্গত হইলাম।

এক্ষণে রাত্রি ২টা। রজনীর শেষভাগ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন,

সঙ্গে একটীমাত্র আলোক নাই। শুদ্ধমাত্র নলিয়া একখানি মৃত্তিকার সরায় কতকগুলি কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তাহাই জ্বালিয়াছে। নলি-য়ার বামকরস্থিত সেই মৃন্ময় আধারে অপ্রদীপ্ত একটী আলোক, আর দক্ষিণ হস্তে কতকগুলি ধূনা। নলিয়া এক একবার সেই অগ্নিকুণ্ডে ধূনা নিক্ষেপ করিতেছে, আর আলোকটী এক এক বার ভীষণ উদ্দীপ্ত হইয়া পথিমধ্যস্থ বনরাজি নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আমরা এইরূপে দুই জনে সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি যে কোথায় যাইতেছি, তাহা জানি না, সে কথা নলিয়াই বলিতে পারে।

কিয়ৎক্ষণের পর আমরা একটী স্রোতবাহিনী নদীর কল্লোল-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সেই গভীর নিশীথ সময়ে কল্লোলিনী গম্ভীরস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সাগরসদনে চলিয়াছে। রজনী নিস্তব্ধ—নীরব। শুদ্ধমাত্র প্রবাহিণীর আর্ত্তনাদ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। প্রণয়িণী যেরূপ পতিবিরহে কাতরা হইয়া তাহার প্রিয়তমের আলিঙ্গনের জন্য গমন করে, সেইরূপ প্রবাহিণীও ব্যাকুলহৃদয়ে তাহার পতি উদ্দেশে গমন করিতেছে। পাঠক ও পাঠিকা বুঝিবেন, যদি কখন তাঁহারা প্রেমের দায়ী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারাও কোন না কোন সময় এইরূপ ব্যাকুল চিত্তে গমন করিয়াছিলেন কি না। যাহাহউক, আমি নলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আমাকে কোথায় লইয়া আসিলে, এ অতি সুন্দর স্থান।"

নলিয়া উত্তর করিল, "এইটী চন্দ্রভাগা নদীর উপকূল; শুনিয়াছি, পূর্ব্বে এই নদীকূলে বসিয়া তাপসগণ ঈশ্বর আরা-

ধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। আইস, এস্থলে আমি তোমার সহিত একজন তাপসের সাক্ষাৎ করাইয়া দিই। তাহাকে দেখিলে তুমি ইহা অপেক্ষাও প্রীত হইবে।” এইরূপ বলিয়া নলিয়া আমাকে নদীকূলস্থিত একখানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের সমীপে লইয়া গেল ও বলিল,“তুমি এই কুটীরে প্রবেশ কর,আমি বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করি।”

আমি নলিয়ার আদেশমত সেই কুটীরখানির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ইহার অভ্যন্তরে রামপ্রসাদ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যোগাসনে বসিয়া আছেন।

এই নিশীথ সময়ে একাকী, একজন নবীন তাপস সংসার পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত। ইহা দেখিয়া কাহার না হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়? রামপ্রসাদের পরিধেয় গেরুয়া বসন, মুদ্রিত চক্ষু, উন্নতগ্রীবা, নয়নে অবিরল অশ্রুধারা, মুখে ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ বিস্ফারিত হইতেছে, একমনে স্পন্দহীনের ন্যায় রামপ্রসাদ ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমি তদ্দর্শনে যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলাম। রামপ্রসাদ এরূপ অনন্যমনে চিন্তায় নিমগ্ন যে, আমার কুটীরপ্রবেশ তাহার বোধগম্য হইল না। আমি কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহারই সন্নিধানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণের পর রামপ্রসাদ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি করত বলিল,“কে?—হীরা! এখানে তুমি কি জন্য আসিয়াছ?”

আমি বলিলাম, “অনেক দিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, সেই জন্য কোন সুযোগে আপনার এখানে অবস্থিতি শুনিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।”

রামপ্রসাদ বলিল, "তুমি যে জন্য এখানে আসিয়াছ, তাহা আমি পূর্ব্বে সমস্তই জানিয়াছি, কিন্তু সে আশা ছাড়িয়া দাও—আমি উদাসীন, সংসারধর্ম্মে আমার আবশ্যই নাই।"

আমি বলিলাম, "কেন—আপনি এ কথা বলিলেন? সংসার করা ত মনুষ্যের ধর্ম্ম; আমি পুস্তকে পাঠ করিয়াছি যে, ঋষিরা বনে বাস করিতেন সত্য, কিন্তু একেবারে তাঁহারা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতেন না; যেহেতু শাস্ত্রে ঋষিপত্নী, ঋষিকুমার ইত্যাদির কথা শ্রবণ করা যায়। তবে তাঁহারা নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করিতেন, কারণ নির্জ্জন স্থানই ঈশ্বরোপাসনার পক্ষে অনেক সহায়তা করে।

রামপ্রসাদ বলিল, "হীরা! সে সমস্তই আমি জ্ঞাত আছি, কিন্তু ঋষিদিগের সংসারে আর আমার পিতার সংসারে অনেক প্রভেদ; ঋষিদিগের সংসারে থাকিলে, মন ধর্ম্মের দিকে—ঈশ্বরের দিকে গমন করিত, কিন্তু আমার পিতার সংসারে অধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। হীরা! যদি সে সমস্ত কথা আমি তোমার নিকট উল্লেখ করি, তাহা হইলে আমারই বংশের নিন্দা করা হয়। আমাদিগের সংসারে অবস্থিতি করিয়া, বোধ হয় তুমি তাহা কতক পরিমাণে জানিতে পারিয়াছ।"

আমি তাহার মুখে এরূপ বাক্য শুনিয়া মনে মনে যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, রামপ্রসাদ তবে তাহার পিতার সংসারের সমস্ত রহস্যই জ্ঞাত আছে এবং সেই জন্যই সংসার পরিত্যাগ করিয়া উদাসীনের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে; আমি ইতিপূর্ব্বে মনোরমার মুখে যে রামপ্রসাদের

বৈরাগ্যের কথা শুনিয়াছিলাম, সে সমস্তই মিথ্যা। যাহাহউক, আমি রামপ্রসাদের ভগ্নী মনোরমা ও তাহার পিতার চরিত্রের কথা গোপন করিয়া তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি যে সম্প্রতি আপনাদিগের বাটীতে ছিলাম, এ কথা আপনি কিরূপে জানিলেন ?"

রামপ্রসাদ বলিল, "আমি সমস্তই শুনিয়াছি ; ইতিপূর্ব্বে আমি পিতার শারীরিক অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম,সেই পত্রের প্রত্যুত্তরে তিনি তোমার ঐ বাটীতে অবস্থিতির কথা জ্ঞাত করেন এবং তোমার সহিত আমার বিবাহের কথাও উল্লেখ করেন।"

আমি রামপ্রসাদের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলাম।

রামপ্রসাদ বলিল, "হীরা! তোমাকে লজ্জা পাইতে হইবে না, কাহাকেও বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই ; কারণ স্ত্রীজাতি অবিশ্বাসী, যাহাকে সচ্চরিত্রা বলিয়া বোধ হয়, কিছুদিন পরে আবার তাহাকেই বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া নিশ্চয় হয়। অতএব এরূপ স্ত্রীর সহিত প্রণয় করিবার আবশ্যক কি ? একমাত্র ঈশ্বরের সহিত প্রণয় ভিন্ন আর কাহারও প্রণয় সুখকর ও পবিত্র নহে।"

আমি রামপ্রসাদের মুখে এরূপ বাক্য শুনিয়া মনে মনে যার পর নাই দুঃখিত হইলাম—ইহার প্রত্যুত্তর করিতে গিয়া বাক্‌রোধ হইল। আমি পূর্ব্বমত লজ্জাবনতমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম, কিন্তু স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস কাহারও অধীন নহে—অকস্মাৎ দুই বিন্দু অশ্রুবারি আমার অঙ্কে পতিত হইল।

রামপ্রসাদ তদ্দর্শনে আগ্রহের সহিত বলিল, "হীরা! তুমি কাঁদিও না, কি করিব, যত দিন এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকিবে, ততদিন আমি পিতৃবাক্যও অবহেলা করিতে ত্রুটি করিব না, তজ্জন্য তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিও।"

আমি তাঁহাকে সে সময় আর কোন কথা বলিলাম না, কিয়ৎ-ক্ষণের পর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। নলিয়া এ সময়েও আমার সঙ্গে—রাত্রি অবসান-প্রায় দেখিয়া নলিয়া আমাকে তরঙ্গিণীর বাটীতে রাখিয়া গেল। যখন সূর্য্যদেব উদয়োন্মুখ, আমি তখন তরঙ্গিণীর বাটীতে প্রবেশ করিলাম।

আমি যে সময় তরঙ্গিণীর বাটীতে প্রবেশ করি, সে সময় তর-ঙ্গিণী কি করিতেছিল, তাহা আমি জানি না বা আমার স্মরণ নাই। আমি তথায় যাইবামাত্র তরঙ্গিণী আমার প্রতি বিস্মিতনয়নে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "হীরা! কাল রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?"

আমি বলিলাম, "কেন? আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি হরিশ্চন্দ্র বাবুর বাটীতে যাইব এবং পরে সরলার কুটীরে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

তরঙ্গিণী উত্তর করিল, "কৈ—আমি ত তোমার অনুসন্ধানের জন্য ঐ উভয়স্থানেই লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও ত তোমার সন্ধান পাই নাই?" এইরূপ বলিয়া তরঙ্গিণী আমার প্রতি তাহার আন্তরিক ঈর্ষ্যা ও বিরক্তিভাব প্রকাশ করিল। আমি বুঝিলাম, তাহার এরূপ ঈর্ষ্যার তাৎপর্য্য কি? যাহাহউক,

আমি তাহাকে উত্তর করিলাম, আপনার লোক আমার সন্ধান পায় নাই সত্য, কিন্তু সে ব্যক্তি যথায় গিয়া ছদ্মবেশ করিতেছিল, তাহা আমি সমস্তই জানিয়াছি এবং আপনি যে তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও আমার অবিদিত নাই।"

শুনিবামাত্রই তরঙ্গিণী যেন অপ্রতিভ হইল—তাহার মুখখানি শুকাইয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই তরঙ্গিণী আপন মনোগত ভাব গোপন করিয়া বলিল, "আমাব লোক ছদ্মবেশ করিতে গিয়াছিল এবং আমিই তাহাকে পাঠাইয়াছিলাম, এ কথার মর্ম্ম কি?"

আমি বলিলাম, "সে কথার মর্ম্ম আপনিই বলিতে পারেন; কিন্তু যে সময় আপনার পরিচারিকা নলিয়ার বাটীতে গিয়াছিল, সে সময় আমিও তথায় ছিলাম এবং গোপনে থাকিয়া আপনার গূঢ় রহস্যগুলি সমস্তই শুনিয়াছি।"

তরঙ্গিণী যেন আকাশ হইতে পড়িল—যেন কিছুই জানে না, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমার রহস্য কি?—আর নলিয়াই বা কে? তাহা ত কিছুই বুঝিলাম না।" এইরূপ বলিয়া তরঙ্গিণী গৃহকার্য্যের ভান করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। আমিও তাহাকে আর কোন কথা বলিলাম না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

অনন্ত গরলকুণ্ড নরকসংসার,
সত্য কি তা জানিবারে, জিজ্ঞাসহ সরলারে,
সংসার গরল কিম্বা অমৃত আগার।"

উদাসিনী।

এইরূপে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। এই তিন চারি দিনের মধ্যে তরঙ্গিণীর বাটীতে এমন কোন ঘটনা হয় নাই, যাহা আমি পাঠকমহাশয়কে জ্ঞাত করি। কিন্তু এই কয় দিবস আমার মন কোন বিষয়ের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত; মনে হইত, যেন এ জগতে আমার কেহ নাই। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, তাঁহাদিগের সহিত সম্পর্ক ত একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে, এতদ্ব্যতীত আমি যে, একটীমাত্র প্রাণীর আশা করিয়া আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-চিন্তা করিতাম, সে চিন্তাও রামপ্রসাদের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে বিদূরিত হইয়াছে। এইটী ভাবিয়া আমি এক এক সময় রাম-প্রসাদের জন্য নির্জ্জনে বসিয়া চক্ষের জল ফেলিতাম—ভবিষ্যৎ আশায় নিরাশ হইয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতাম—সে দুঃখ, সে অশ্রুবারি, কেহই দেখিত না—মনের দুঃখ মনেই থাকিত, চক্ষের জল বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া আপনা আপনি শুকাইয়া যাইত।

আজ আমি আপন মনের দুঃখ নিবারণের জন্য এ পৃথিবীর সুখ দুঃখের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম,—মনুষ্য কোন

বিষয়ে নিরাশ হইলে দুঃখভোগ করে কেন?—সুখতৃষ্ণার বিরামের পর মনুষ্য দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয় কেন? অর্থাৎ যাহাকে পাই-বার জন্য আমার অন্তর আশারূপ সুখসাগরে নিমগ্ন ছিল, আবার সেই আশায় নিরাশ হইলে আমি দুঃখ ভোগ করি কেন?—এ কথার অর্থ কি? সুখের আশাই কি সুখ, আর সুখের নৈরা-শ্যই কি দুঃখ? ঈশ্বর কি এই সংসাররূপ অমরকোষে সুখদুঃখের অর্থ ইহাই লিখিয়াছেন? নচেৎ রামপ্রসাদের মিলন আশা হইতে বঞ্চিত হইয়া আজি আমার অন্তর এরূপ কাতর হইবে কেন? যদি বলি, মনুষ্য আপন কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ভোগ করে—এ পৃথিবীর দণ্ডই দুঃখ, আর পুরস্কারই সুখ, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, কর্ম্মসম্পাদনের পূর্ব্বেই কি মনুষ্য তাহার দণ্ড বা পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে? অর্থাৎ কর্ম্মের অগ্রে কি তাহার ফল ভোগ হয়—না কর্ম্মের পর?—যদি কর্ম্মের পর হয়, তাহা হইলে, রামপ্রসাদের সহিত মিলনের পূর্ব্বে আমার এরূপ দুঃখ কেন? অর্থাৎ মনুষ্য ভবিষ্যৎ আশায় নিরাশ হইয়া বা ভবিষ্যৎ অভাব চিন্তা করিয়া পূর্ব্বেই দুঃখ ভোগ করে কেন?

আমার বিবেচনায় মনুষ্যের অনভিজ্ঞতাই দুঃখের নামান্তর-মাত্র। যতক্ষণ মনুষ্যের অজ্ঞানতা থাকিবে, ততক্ষণ সেই অজ্ঞানতা দুঃখরূপে তাহার অন্তরে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিবে। সেইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে, ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে দুঃখ নাই, দুঃখ তোমার মনে—দুঃখ তোমার মূর্খতায়। তুমি যাহাকে দুঃখ বল, আমি তাহাকে সুখের

সূত্রপাত বলিয়া প্রতিপন্ন করি। তুমি বলিবে সুখের অভাব দুঃখ, আমি বলি সেটী তোমার ভ্রম; সুখের সূত্রপাতই দুঃখ। এ পৃথিবীতে যদি অমানিশা না থাকিত, তাহা হইলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিয়া মনুষ্য এত আনন্দলাভ করিত না—যদি অন্ধকার না থাকিত, তাহা হইলে আলোকের সৌন্দর্য্য কে গণ্য করিত—যদি বিচ্ছেদ না থাকিত, তাহা হইলে মিলনের সুখ কে অনুভব করিত?

আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় তরঙ্গিণীর একজন পরিচারিকা আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে, একটী স্ত্রীলোক খিড়কির বাগানে উপস্থিত হইয়া আমাকে অনুসন্ধান করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্ত্রীলোকটী কে—ও কিরূপ?"

পরিচারিকা বলিল, "তাহা আমি জানি না, বয়স আন্দাজ পঁচিশ কি ত্রিশ বৎসর হইবে। দেখিতে সুন্দরী বটে; কিন্তু তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল যে, স্ত্রীলোকটী অতি দুরবস্থায় পড়িয়াছে, তাহার বস্ত্রখানি অতি মলিন ও ছিন্ন।"

আমি বলিলাম, "তুমি তাহাকে এইখানে ডাকিলে না কেন? তাহা হইলে আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম।"

পরিচারিকা বলিল, "আমি তাহাকে ভদ্রমহিলা বোধ করিয়া এইখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আসিল না, বলিল, 'আমার পরিচ্ছদ অপরিষ্কার, সেইজন্য যাইব না'।"

আমার মনে হইল বোধ হয় দুঃখিনী সরলা আমার অনুসন্ধানে আসিয়া থাকিবে; সেইজন্য আমি তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে উঠিয়া খিড়কির বাগানের দিকে যাইলাম, দেখিলাম, সরলা অনতি-

দূরে একটী বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছে। আমি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সরলা আমার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সরলা! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে? আর তোমাকে আমি এরূপ ক্ষীণ ও শুষ্ক দেখিতেছি কেন?—তোমার চক্ষের কোল বসিয়া গিয়াছে, মুখখানি শুষ্ক, মাথার কেশ অপরিষ্কার—তুমি কোথায় ছিলে?"

সরলা বলিল, "আমি আজ চারি পাঁচ দিবস গৃহত্যাগী। বোধ হয় তুমি শুনিয়া থাকিবে, আমার কুটীরে একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আমি সেইজন্য আপন কুটীর হইতে পলায়ন করিয়া ঐ গ্রামের প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে একটী ভিখারিণীর গৃহে ছিলাম। তাহার সহিত লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আমি এরূপ দুর্ব্বল যে, ভিক্ষা করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।" এইরূপ বলিয়া সরলা পুনরায় কাঁদিতে লাগিল।

আমিও তাহার মুখপানে চাহিয়া কাঁদিলাম ও বলিলাম, "সরলা! আমি তোমার কুটীরের ঘটনাগুলি সমস্তই জানিয়াছি, এ অবস্থায় তোমার তথায় যাওয়া উচিত নহে। চল, আমি তোমাকে তোমার ভগ্নীর বাটীতে লইয়া যাই। তথায় যাইলে তিনি তোমাকে যথেষ্ট যত্ন করিবেন। সে দিবস তিনি আমা দ্বারা তোমাকে কুড়ি টাকা দিয়াছিলেন, তোমার অনুপস্থিতি থাকাতে আমি সে টাকা তোমাকে দিতে পারি নাই।"

সরলা আমার মুখে এরূপ বাক্য শুনিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিয়া

বলিল, "হীরা! এই দুরবস্থায় পড়িয়া যদি আমি কাহারও নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকি, তাহা হইলে সে তুমি। আমি তোমার নিকট আজীবন ঋণী রহিলাম—যাহাই হউক, যদি তুমি তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিছু টাকা পাইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে দাও, আমার যথেষ্ট উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাঁহাদিগের বাটীতে যাইব না, কারণ তাঁহারা জানেন যে, আমি কুলটা ও দুশ্চরিত্রা, হয় ত সে জন্য তাঁহারা আমাকে অশ্রদ্ধাও করিতে পারেন, কিন্তু হীরা! আমি ঈশ্বরের নিকট নিরপরাধিনী।"

আমি বলিলাম, "তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, আমি তোমার কথা তোমার ভগ্নীকে সমস্তই বলিয়াছি এবং তুমি যে নিরপরাধিনী, তাহাও একপ্রকার প্রতিপন্ন করিয়াছি। এমন কি, তোমার ভগ্নী বিমলা, তাহার স্বামীর মত করিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, এরূপ অভিপ্রায়ও আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন।"

এইরূপ বলিয়া আমি সরলাকে সেই স্থানে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া আপন গৃহ হইতে তাহার জন্য একখানি নূতন বস্ত্র ও তাহার ভগিনীর প্রদত্ত কুড়িটী টাকা আনিয়া দিলাম ও বলিলাম, "সরলা! তুমি এই বস্ত্রখানি পরিধান কর। তুমি যেরূপ জীর্ণ ও মলিনবস্ত্র পরিয়া আছ, তাহা দেখিলে হয় ত সে বাটীর দ্বারবানেরা তোমাকে প্রবেশ করিতে দিবে না।"

সরলা আনন্দে নূতন বস্ত্রখানি পরিধান করিতে করিতে চক্ষের জল ফেলিয়া বলিল, "হীরা! কত দিন যে নূতন বস্ত্র পরি নাই, তাহা আমার স্মরণ নাই।" এইরূপ ও অপরাপর কথোপকথনের

পর আমরা দুইজনে শকটারোহণে হরিশ্চন্দ্র বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি প্রথমত সরলাকে সঙ্গে করিয়া হরিশ্চন্দ্র বাবুর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম না। তাহাকে শকটমধ্যে রাখিয়া বলিলাম, "তুমি আপাততঃ এই গাড়ীর ভিতর বসিয়া থাক—দেখি, তোমার ভগ্নীর কিরূপ অভিপ্রায়, পরে তোমাকে লইয়া যাইব। এইরূপ পরামর্শ করিয়া আমি হরিশ্চন্দ্র বাবুর বাটীর অন্দরমহলে প্রবেশ করিলাম ও বিমলার শয়ন গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

বিমলা পূর্ব্বমত একখানি পশমের ফ্রেম লইয়া তাহারই কারুকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু আজ তাহার মুখাবয়বে সেরূপ প্রফুল্লতা নাই, মুখখানি বিষণ্ণ। আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, বিমলা পশম বুনিতেছে; আর এক একবার তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু-ধারা পতিত হইতেছে। আমি যাইবামাত্র বিমলা তাহার অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "হীরা! তুমি আসিয়াছ? বল—আমার প্রিয়ভগ্নী সরলা কোথায়? আমি শুনিলাম, কোন লোক তাহাকে হত্যা করিয়া গিয়াছে—তুমি সে দিবস আমাকে যে ব্যক্তির কথা বলিয়াছিলে, বোধ হয় হতভাগিনী তাহারই কোপে পড়িয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে।" এইরূপ বলিতে না বলিতে বিমলা বালকের ন্যায় ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "আপনার ভয় নাই, সরলা আমার সহিত আসিয়াছে। আমি তাহাকে বহির্দ্দেশে গাড়ির ভিতর রাখিয়া আসিয়াছি।"

বিমলা শ্রবণমাত্রে দ্রুতপদে উন্মাদিনীর ন্যায় গৃহের বহির্দ্দেশে

গমন করিল। আমি বলিলাম, "আপনি কোথায় যাইতেছেন?—সরলা যে বহির্ব্বাটীতে।"

তখন বিমলা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাহার এক জন পরিচারিকাকে ডাকিয়া তাহার ভগ্নীকে আনিতে আদেশ করিল এবং সরলা আসিলে তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভগ্নি! তুমি যে জীবিত আছ, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না, আমি হীরার মুখে তোমার অবস্থিতির কথা শুনিয়া নিজে আমার স্বামীর সহিত একদিবস রাত্রে তোমার কুটীরে গিয়াছিলাম; কিন্তু সেখানে শুনিলাম, কোন লোক তোমাকে হত্যা করিয়া গিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত আজ চারি পাঁচ দিবস আমি তোমার জন্য কাঁদিতেছি।"

সরলাও তাহার ভগ্নীর ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণের পর আমরা তিন জনেই বিমলার শয়ন গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হতভাগিনী সরলা এক্ষণে তাহার চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "দিদিমণি! এত দিন আমি তোমার নিকট আসি নাই, তাহার কারণ আজ আমি তোমাকে জ্ঞাত করিব। বোধ করি, তুমি শুনিয়াছ যে, আমি স্বামী হইতে পরিত্যক্ত—জগতের লোকে আমাকে কুলটা বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে, আমি সেই জন্যই ভাবিয়াছিলাম যে, আমার অপকলঙ্ক অবশ্যই তোমাদের কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে এবং পাছে তোমরা আমাকে কুলটা বলিয়া ঘৃণা কর, সেই জন্যই আমি সে সময় তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস করি নাই। যাহাহউক, অধিক কি বলিব, আমি জনসমাজে নিরপরাধে অপরাধিনী, আজ আমি সেই নির্দ্দো-

ষিতা প্রমাণ করিবার জন্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি—আমি তোমার নিকট মিনতি করি, তুমি আমার অপকলঙ্কের হেতু শ্রবণ কর।”

বিমলা বলিল, “সে সমস্ত কথা এক্ষণে থাক, তুমি সুস্থ হও, পরে শুনিব।”

সরলা বলিল, “না সেটী হইবে না, আমি আর একদণ্ডও তোমার ঐ স্নেহপূর্ণ চক্ষের সম্মুখে ব্যভিচারিণীরূপে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করি না।” এইরূপ বলিয়া সরলা তাহার জীবনবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল।

সরলা বলিল, “দিদিমণি! তুমি আমার বিবাহের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই জ্ঞাত আছ। কাশীর ভূম্যধিকারীর সহিত আমার সম্বন্ধ আসিবার পূর্ব্বে আমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী বিনোদলালের সহিত আমাব বিবাহের কথা স্থির করিয়াছিলেন, তুমি জান বিনোদলালই আমার বাল্যবন্ধু। দুইজনে বাল্যকালে আমরা একত্রে খেলা করিয়াছি, সেইজন্য আমি বিনোদকে ভালবাসিতাম, কিন্তু সে ভালবাসার মূলে কোন পাপাসক্তি ছিল না, তুমিও জানিতে, বিনোদলাল কিরূপ সচ্চরিত্র ও সরল স্বভাব।

যাহাহউক, বিনোদলালের সহিত আমার বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে পর আমাদিগের সে বাল্যপ্রণয় চলিয়া গেল। উভয়ের হৃদয়ে আর এক নূতন প্রণয়ের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। বাল্যপ্রণয়ে লোক ভয় ছিল না—লজ্জা ভয়ও ছিল না, কিন্তু এ প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিয়া আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করিল। বিনোদ বাটীতে আসিলে এবং তাহার কোমল চক্ষে আমার চক্ষু

পড়িলে, আমরা উভয়েই মস্তক অবনত করিতাম। বিনোদ আমাকে দেখিত এবং আমিও বিনোদকে দেখিতাম; কিন্তু সে দেখা অপরে দেখিতে পাইত না, অথবা কেহ দেখিলে হয় ত আমরা লজ্জা ভয়ে সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতাম। এইরূপ দাম্পত্যরূপ ভাবী প্রণয় আমাদিগের উভয়েরই হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকিত।

বিবাহের সম্বন্ধের পর হইতে এক দিনের জন্যও আমি বিনোদের সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। বাল্যকালে যখন আমরা খেলা করিতাম, তখন লোকভয়, লজ্জাভয় মানিতাম না—স্থান ও সময়ের প্রতি দৃক্‌পাতও করিতাম না। বিনোদলাল বাটীতে আসিলে, সরলহৃদয়ে তাহার হাত ধরিয়া আমাদিগের খিড়্‌কীর বাগানে যাইতাম এবং কোন সুন্দর ফুল দেখিলে, তাহা তুলিয়া বিনোদলালের কাণে পরাইতাম, কখন বা বনফুলের মালা গাঁথিয়া তাহার গলায় সাজাইয়া দিতাম। বিনোদলালও আমাকে সেই সাজে সাজাইত; কিন্তু এ সময় আমাদিগের উভয়েরই বয়স পূর্ণযৌবন, বিশেষ তাহার উপর আবার বিবাহের কথা, সুতরাং বাল্যলীলা মনে করিয়া যদিও সময়ে সময়ে তাহাকে সেইরূপ সাজাইতে ইচ্ছা হইত, কিন্তু লোকভয়ে তাহা পারিতাম না, অথচ বিনোদকে একদিন না দেখিলে গোপনে বসিয়া তাহার জন্য কাঁদিতাম, সে ক্রন্দন কেহ দেখিতে পাইত না।

এইরূপ সময়ে কাশীর ভূস্বামীর সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ আসিল। শুনিলাম, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি—আমাকে অনেক গহনা দিবেন, হীরা মুক্তা দিয়া আমাকে ভূষিতা করিবেন,

কিন্তু বৃদ্ধ—বোধ হয় আমার ঠাকুরদাদার বয়সী ও দেখিতে যার পর নাই কুৎসিত। দিদিমণি! বলিতে কি, প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় যদি হীরামুক্তা অপেক্ষা অধিক না হইত, তাহা হইলে অবশ্যই আমার মন সেই সমস্ত শুনিয়া পরিবর্ত্ত হইতে পারিত; কিন্তু আমি যতই সেই সমস্ত অলঙ্কারের কথা শুনিতাম, যতই লোকে আমার সম্মুখে কাশীপতির অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা বলিত, ততই আমার মনে মনে যার পর নাই বিরক্তি হইত—ততই নির্জ্জনে বসিয়া আমি বিনোদলালকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতাম, ভাবিতাম, এইবার বুঝি আমি তাহাকে হারাইলাম।” এইরূপ বলিয়া সরলা অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল।

এ সময় আমার এবং বিমলার মনও যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছিল। বিমলা আপন অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল, “হাঁ সরলা! তার পর কি হইল, বল? আমি তোমার বিবাহের পূর্ব্বদিনে তোমার বিষণ্ণতা দেখিয়াছিলাম।”

সরলা বলিল, “সেই বিষণ্ণতাই আমার পূজ্য মাতার তত্ত্বাবধারণের হেতু। একদিন তিনি আমাকে বিষণ্ণমনা দেখিয়া কাশীপতির সহিত আমার বিবাহের মতামত গোপনে জিজ্ঞাসা করেন, স্পষ্ট বলিতে কি, যদিও তিনি মাতা ও আমার পূজনীয়া, তথাচ আমি তাঁহার নিকট লজ্জার মাথা খাইয়া আমার সে বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করি, এবং বিনোদলালের সহিতই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে তাঁহাকে অনুনয় করি। আমার মাতা ঠাকুরাণী তচ্ছ্রবণে রুষ্ট হইয়া আমাকে যার পর নাই ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করেন। এমন কি, বিনোদলালের কথা শুনিয়া তিনি আমাকে

কুলটা ও ব্যভিচারিণী বলিয়া লাঞ্ছনা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। যাহাইহউক, আমি একাকিনী নিঃসহায় ও পরাধীনা। বিশেষ মার অমতে কিরূপে কার্য্য করিব, সেই জন্য অগত্যা কাশীপতিকে বিবাহ করিতেই সম্মত হইলাম। দিদিমণি! বোধ হয়, তোমার স্মরণ থাকিবে যে, আমার বিবাহের পূর্ব্বদিবসে তুমি আমাকে আমার বিষন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা কর, তাহাতে আমি তোমাকে কাশীপতির সহিত আমার বিবাহে অনভিমত জ্ঞাত করি, তুমি সেইজন্য সে বিষয় আমার মাতাঠাকুরাণীকে বলিতে ব্যস্ত হও, কিন্তু সে সময় আমি তোমাকে সে বিষয় নিষেধ করিয়াছিলাম, তাহার কারণ এই যে, আমি জানিতাম, মা কখনই তাঁহার মতের বিপরীতাচরণ করিবেন না। দিদিমণি! গুরুলোকের নিন্দা করিতে নাই, কিন্তু তিনি যে কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, বোধ করি তুমিও তাহা জ্ঞাত আছ।”

বিমলা বলিল, “হাঁ—তার পর?”

“তার পর কাশীপতির সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইলে আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, আর বিনোদলালের জন্য আমার কাতর হওয়া উচিত নহে, বা তাহার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা অকর্ত্তব্য; কারণ তাহা হইলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আমাকে পতিত হইতে হয়। আমি সেইজন্য বিনোদলালের চিন্তা বা তাহার সাক্ষাৎলাভের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলাম এবং আপন অদৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া কাশীপতির শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলাম।

আমার স্বামীও আমাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন; কিন্তু সে ভালবাসাকে প্রকৃত প্রস্তাবে আমি ভালবাসা বলিতে পারি না। যেহেতু তিনি বড়লোক—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তাহাতে আবার বয়সে প্রবীণ, সুতরাং আমার ন্যায় অল্পবয়স্কা সুন্দরী কামিনীকে তাঁহার গৃহের আসবাবস্বরূপ রাখিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন—আমার যখন যে অলঙ্কারের প্রয়োজন হইত, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ আনাইয়া দিতেন।

ফলে তাঁহার মনও অতিশয় সন্দিগ্ধ ছিল। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিতেন—প্রকাণ্ড বাতায়নগর্ভে বা প্রাসাদোপরি দাঁড়াইতে দেখিলে যার পর নাই আমাকে ভর্ৎসনা করিতেন। বলিতে কি, আমি তাঁহার তাড়নায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলাম এবং তাঁহার অনুমত্যনুসারে যেন কারাবদ্ধ হরিণীর ন্যায় সর্ব্বদাই আপন গৃহে আবদ্ধ থাকিতাম।

তাঁহার এরূপ প্রকৃতি আমার বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে হইয়াছিল। আমি ইহার কারণ পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এক দিন দিবাভাগে তিনি অকস্মাৎ বহির্ব্বাটী হইতে অন্দরে আসিয়া আমার হস্তে একখানি উন্মুক্ত ডাকের চিঠি দিয়া বলিলেন, "সরলা! দেখ দেখি, এখানি কাহার পত্র? এই ব্যক্তি কি তোমার পরিচিত?"

আমি চিঠিখানি হস্তে পাইবামাত্র তাহার শিরোনাম পাঠ করিয়া জানিলাম যে, এখানি আমারই নামাঙ্কিত; আমার স্বামীর অধীনে আসিয়াছে বলিয়া তিনি ইহা পাঠ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি ঐ পত্রখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া

মনে মনে যার পর নাই ভীত ও বিস্মিত হইলাম, যেহেতু পত্রখানি বিনোদলালের!!

বিনোদলালের পত্রখানিতে এমন কোন বিশেষ কথা ছিল না। কেবলমাত্র আমাদিগের বাল্যপ্রণয় ও বর্ত্তমান বিচ্ছেদের কথা লিখিত ছিল। বিনোদলাল পত্রমধ্যে আভাসে আমার প্রতি তাহার মনের অনুরাগও প্রকাশ করিয়াছিল। যদিও আমি সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া কাশীপতিকে জানাইয়াছিলাম যে, বিনোদলাল আমাদিগের প্রতিবেশী ও আমার বাল্যকালের বন্ধু, সেই জন্যই সে আমাকে এরূপ পত্র লিখিয়াছে, তথাচ কিছুতেই আমি তাঁহার মনের সন্দেহ দূর করিতে পারিলাম না।

এইরূপে তিন চারি মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু এই তিন চারি মাসের মধ্যে আমার স্বামী বিনোদলালকে উদ্দেশ করিয়া সর্ব্বদাই আমাকে বিদ্রূপ করিতেন। এমন কি, সুযোগ পাইলে বিনোদলালের বাল্যপ্রণয়িণী বলিয়া উপহাস করিতেন।

আমি তাঁহাকে কোন কথা বলিতাম না, বরং তাঁহার সন্দিগ্ধ চিত্ত দেখিয়া সর্ব্বদা শশঙ্কিত ও গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিতাম—তাঁহার সঙ্গ ব্যতীত এক দিনের জন্যও প্রাসাদোপরি বা খিড়্‌কির বাগানে বেড়াইতে যাইতাম না।

এক দিবস ফাল্গুন মাসের অপরাহ্নে আমি তাঁহার সহিত আমাদের খিড়কির বাগানে বেড়াইতেছিলাম—দিদিমণি! বোধ হয় তুমি শুনিয়া থাকিবে, কাশীতে আমাদিগের যে বাটী ছিল, তাহার পশ্চাতে আনন্দকানন বলিয়া আমার স্বামীর একটী উদ্যান ছিল; ঐ উদ্যানটী আমাদিগের খিড়্‌কির অন্তর্গত। এক দিবস আমি ও

আমার স্বামী দুইজনে ঐ নির্জ্জন স্থানে বেড়াইতেছি, বেলা অপরাহ্ণ, ফল্গুন মাস বলিয়া দিব্য মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছে এবং চতুর্দ্দিকে পুষ্পের সৌগন্ধ আসিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি করিতেছে, এমন সময় এক জন পরিচারক আসিয়া কাশীপতির হস্তে একখানি পত্র দিল। কাশীপতি ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিলেন যে, "এখানি আমার মোকদ্দমাসংক্রান্ত কোন পত্র; সরলা! বোধ হয় তুমি শুনিয়া থাকিবে, তোমার বিবাহের পর আমি যে ব্যক্তির সহিত কোন ভূসম্পত্তি লইয়া রাজদ্বারে অভিনন্দন করিয়াছিলাম, এখানি সেই সংক্রান্ত পত্র। অতএব ইহার প্রত্যুত্তর এখনই আমাকে পাঠাইতে হইবে।" এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এবং আমাকে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে বলিয়া তিনি সেই উদ্যানের মধ্যস্থিত অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহার গমনের পর একাকিনী একটী কুঞ্জবেষ্টনের মধ্যে বসিয়া রহিলাম।

অতঃপর আমার স্বামী আমার নিকট হইতে গমন করিয়াছেন মাত্র, এমন সময় শুনিলাম, কুঞ্জবেষ্টনের পশ্চাতে যেন বন্যপত্রাদির খুস্ খুস্ শব্দ হইল—বোধ হইল, কে যেন আমার দিকে আসিতেছে। আমি অকস্মাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, "বিনোদলাল!" আমি তাহাকে দেখিবামাত্র ভয় ও বিস্ময়ে অধৈর্য্য হইয়া বলিলাম, 'বিনোদলাল! তুমি এখানে কি জন্য আসিয়াছ?"

বিনোদলাল বলিল, "তোমারই জন্য।" এইরূপ বলিয়া বিনোদলাল অকস্মাৎ আমার পায়ে জড়াইয়া ধরিল।

এই সময় আমার স্বামী উদ্যান অট্টালিকার মধ্যে। আমি

তজ্জন্য আরও ভীত হইয়া বলিলাম, "বিনোদ! তুমি কর কি—এক্ষণে আমি অপরের স্ত্রী—অপরের পাণিগ্রহণ করিয়াছি—আমার স্বামী দেখিলে কি বলিবেন!!"

বিনোদলাল পুনশ্চ মিনতি করিয়া বলিল, "আমার একটীমাত্র কথা যদি তুমি শুন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইব।"

আমি তাহার বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "আমাকে তোমার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই এবং আমিও তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু এক্ষণে আমি অপরকে বিবাহ করিয়াছি, তুমি এখনি এখান হইতে চলিয়া যাও।"

বিনোদলাল পুনশ্চ আমাকে কোন কথা বলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ আমার পশ্চাৎ দিক উদ্যানস্থিত অট্টালিকার একটী বাতায়ন বন্ধ করিবার শব্দ হইল। আমি তচ্ছ্রবণে সভয়ে বলিয়া উঠিলাম, "ঐ আমার স্বামী!!"

বিনোদলাল শুনিবামাত্র শশব্যস্তে বনের ভিতর দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যদিও বিনোদলাল নিমেষমধ্যেই সে স্থান হইতে অপস্থত হইল, তথাচ আমি মনে করিলাম, হয় ত আমার স্বামী বাতায়ন রুদ্ধ করিবার সময় বিনোদলালকে দেখিয়া থাকিবেন। আমি সেই জন্য যার পর নাই ভীত হইলাম, যেহেতু আমার স্বামীর সন্দিগ্ধচিত্ত সে সময় আমার মনে পড়িল।

পরক্ষণেই কাশীপতি আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই আমার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। ভাবিলাম, না জানি তিনি আমাকে কি বলিবেন! কিন্তু আমার স্বামী সে বিষয়ের কোন কথা উত্থাপন না করিয়া বলিলেন, "সরলা!

আমাকে এই দণ্ডেই সেই জমিদারীতে যাইতে হইবে এবং হয় ত আমার প্রত্যাগমন করিতে দুই চারি দিন বিলম্বও হইতে পারে। যেহেতু তথাকার দুই একজন স্বাপক্ষ প্রজার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদিগকে স্বাক্ষীস্থলে উপস্থিত করিতে হইবে।”

আমি তাঁহার অকস্মাৎ এরূপ বাটী পরিত্যাগের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ফলতঃ তাঁহার সরলভাবের কথোপকথন শুনিয়া বুঝিলাম যে, তিনি বিনোদলালের আগমন দেখিতে পান নাই। যাহাহউক, পরক্ষণেই আমরা উভয়ে আপনাদিগের অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কাশীপতি সেই দণ্ডেই তাঁহার শকট প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে বিদেশ যাত্রায় সজ্জা করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। আমি একাকিনী আপন শয়ন গৃহে গিয়া একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে বসিলাম।

এক্ষণে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। আমার স্বামীর বাটী পরিত্যাগের প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সন্ন্যাসী নামক একজন পরিচারক আসিয়া আমার হস্তে একখানি পত্র দিল। ইহার শিরোনামাঙ্কিত অক্ষরগুলি যে কাহার লিখিত, তাহা সে সময় আমি অনন্যমনা প্রযুক্ত দৃষ্টি করি নাই সেইজন্য পত্রখানি খুলিয়া ইহার দুই একটী পংক্তি পড়িবামাত্র জানিতে পারিলাম যে, এখানি বিনোদলাল পাঠাইয়াছে।

বিনোদলালের পত্র পাইবামাত্র ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি সক্রোধে তৎক্ষণাৎ পত্রখানি দীপশিখায় ধরিয়া ভস্মসাৎ করিলাম। পরিচারক সন্ন্যাসী এখনও আমার গৃহ পরিত্যাগ করে নাই। সে অদূরে আমার গৃহদ্বারের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া

আমার মুখপানে দৃষ্টি করিতেছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি জন্য এখানে দাঁড়াইয়া আছ?"

পরিচারক প্রথমে সভয়ে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। পরে অতি সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "আমি দাঁড়াইয়া আছি, যদি আপনি ঐ পত্রের কোন প্রত্যুত্তর আমার হাত দিয়া পাঠাইয়া দেন।"

আমি তাহার এরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বুঝিলাম যে, হয় ত বিনোদলাল এই পরিচারককে কোনরূপ উৎকোচ দিয়া তাহার পত্রের প্রত্যুত্তর লইয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছে। আমি এইটী স্থির করিয়া সক্রোধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তোমাকে এই পত্র দিয়াছে?"

পরিচারক বলিল, "বিনোদলাল। যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস করিয়া এবং আমারই হাত দিয়া ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর পাঠান, তাহা হইলে সে কথা কখনই প্রকাশ হইবে না।"

আমি শুনিবামাত্র যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলাম ও বলিলাম, "দুষ্ট! তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও—যদি তুমি পুনরায় আমাকে ঐ কথা বল, তাহা হইলে তোমার প্রভু আসিলে তাঁহাকে আমি সমস্তই বলিয়া দিব।" বস্তুতই আমি মনে করিলাম যে, যদি আমি, আমার স্বামী আসিলে ঐ সমস্ত কথা না বলি এবং পরিচারক যদি তাঁহাকে অগ্রে এই বিষয় জ্ঞাত করে, তাহা হইলে তিনি আমার চরিত্রের উপর যার পর নাই সন্দেহ করিবেন।

সরলার ভগ্নী এইরূপ শুনিয়া বলিল, "হাঁ, সে কথা সত্য; বিশেষ তোমার স্বামী যখন বিনোদলালের পত্র পাইয়া একবার

সন্দেহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তোমার উপর সন্দেহ করিতে পারেন, তার পর ?”

সরলা বলিল, “তার পর পরিচারক সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। বস্তুতঃ সে আমার ভর্ৎসনায়, বিশেষ তাহার এরূপ ব্যবহার আমার স্বামীর গোচর করিব শুনিয়া ভীত হইয়াছিল।”

যাহাহউক, আমি যে কেবলমাত্র তাহার ব্যবহার দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহা নহে। বিনোদলালের এরূপ আচরণ দেখিয়াও যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। যেহেতু সে যে এরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, অথবা মনুষ্য যৌবনমদে মত্ত হইয়া যে বিবেচনাশূন্য হয়, তাহার এই প্রথম পরিচয় পাইলাম।” সরলা এইরূপ বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইল।

আমি সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “হাঁ তার পর ?”

সরলা বলিল, “তার পর আমি কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আপনা আপনি দুঃখিত হইতে লাগিলাম, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার স্বামী বাটীতে আসিলে, আমি তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিব; কারণ সরলহৃদয়ে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিলে তিনি আমার প্রতি কখনই সন্দেহ করিতে পারিবেন না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, আমি যে গৃহে শয়ন করিতাম, সেটী নিম্নতল,—ফ্লোরের উপর। দিদিমণি! তুমি জ্ঞাত আছ যে, কাশীধাম উষ্ণপ্রধান দেশের অন্তর্গত, সেই জন্য আমার স্বামী সর্ব্বদাই নিম্নতলে থাকিতে ভালবাসিতেন। যাহাহউক, আমি আপন শয্যায় শয়ন করিয়া পূর্ব্বঘটনা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় বাতায়নগর্ভে কাহার খুস্

খুস্ পদশব্দ শুনিতে পাইলাম, শ্রবণমাত্রেই আমি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম—অকস্মাৎ বাতায়নের পর্দ্দা উন্মুক্ত হইল এবং তৎপার্শ্ব হইতে বিনোদলাল আত্মপ্রকাশ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

বিনোদলালকে প্রথমে দেখিয়াই আমার বাক্য স্ফূরণ হইল না, কিন্তু পরেই আবার ক্রোধান্ধ হইয়া আমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে উদ্যত হইলাম। বিনোদলাল গৃহে প্রবেশমাত্রেই আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিল, "সরলা! তুমি যে আমাকে সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিয়াছ, তাহাতে আমি যার পর নাই কৃতার্থ হইলাম।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "আমি তোমাকে কখনই এখানে আসিতে অনুমতি দিই নাই। তুমি এখনি এখান হইতে চলিয়া যাও।"

বিনোদ বিস্মিত হইল ও বলিল, "তুমি আমাকে অনুমতি দাও নাই!—সে কিরূপ? আমি ত আমার পত্রেই লিখিয়াছিলাম যে, তোমার স্বামী বাটীতে নাই, গোপনে থাকিয়া আমি তাহাকে বহির্গমন করিতে দেখিয়াছি; তুমি যদি আমার পত্রের কোন প্রত্যুত্তর না পাঠাও, তাহা হইলে আমি জানিব যে, আমি তোমার সাক্ষাৎকারলাভ করিবার সম্মতি পাইলাম।"

আমি তাহাকে উত্তর করিলাম, "আমি তোমার সেই পত্র পাঠও করি নাই—ইহার এক পংক্তি পাঠ করিয়াই ক্রোধবশতঃ প্রদীপের আলোকে জ্বালাইয়া দিয়াছি।"

বিনোদলাল এতদ্‌শ্রবণে যার পর নাই অপ্রতিভ ও ইতি-

কর্ত্তব্যতাশূন্য হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। আমি তদ্দর্শনে তাহাকে বলিলাম, "বিনোদ! তুমি এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও, নচেৎ এইদণ্ডেই আমি চীৎকার করিয়া বাটীর পরিচারকবর্গকে ডাকিব।" আমি এই কথাগুলি শেষ করিয়াছি মাত্র, এমন সময় আমার স্বামী অকস্মাৎ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্রই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—দেখিলাম, তাঁহার ক্রোধমূর্ত্তি, চক্ষু রক্তবর্ণ। তিনি কোন কথা না বলিয়া গৃহে প্রবেশমাত্রেই অকস্মাৎ একখানি ছোরা লইয়া বিনোদলালের বক্ষে সজোরে আঘাত করিলেন। বিনোদলাল আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, আমিও তদ্দর্শনে মূর্চ্ছিতা হইলাম।

সরলার এরূপ বাক্য শুনিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ ভগিনী বলিল, "সরলে! তুমি যে নির্দ্দোষী এবং বিধির বিপাকে পড়িয়া আপন স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ, তাহা আমি এক্ষণে জানিলাম; পরে কি হইল, শুনিতে ইচ্ছা করি।"

সরলা বলিল, "আমি মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া দেখিলাম যে, আমি একটী অপর গৃহের শয্যায় শয়ন করিয়া আছি; আমার শিরোদেশে দুই জন পরিচারিকা উপবিষ্টা। তাহারা উভয়েই বিষণ্ণ, বোধ হইল যেন, আমার চরিত্রে, পাপের কলঙ্ক দেখিয়া তাহারা মনে মনে দুঃখিত হইয়াছে; কিন্তু আমার প্রতি তাহাদিগের প্রভু-ভক্তির কারণ তাহারা আমাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিতেছে না;—তাহাদিগকে এরূপ বিষণ্ণ ও মৌনী দেখিয়া আমি

যে কি পর্য্যন্ত লজ্জিত হইলাম, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। যাহা হউক,আমি পরিচারিকাদিগকে আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য বিনোদলালের সহিত আমার সম্বন্ধ এবং এতৎসংক্রান্ত সমস্ত ঘটনারই আদ্যোপান্ত বলিলাম ও জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কি এখন আমাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া বিবেচনা কর?" একজন কোন উত্তর করিল না, অপরটী আমার মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া আকুলনয়নে কাঁদিতে লাগিল।

আমি শেষোক্ত পরিচারিকাকে কাশীপতির নিকট পাঠাইয়া দিলাম ও তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইলাম; কিন্তু কাশীপতি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং সেইজন্য আমার নিকট আসিলেন না। আমি এইটী দেখিয়া পত্র দ্বারা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাবলী তাঁহাকে জ্ঞাত করিলাম এবং বিনোদলালের প্রেরিত পত্র প্রাপ্তিমাত্রেই আমি যে দীপশিখায় দগ্ধ করিয়াছিলাম, এ কথার প্রমাণার্থ পরিচারক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি সে পত্রের কোন উত্তর দেন নাই, শুদ্ধমাত্র বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আপন নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য উত্তম কল্পনা করা হইয়াছে।"

যাহাহউক, তাঁহার এরূপ প্রত্যুত্তর পাইয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম ও স্থির করিলাম যে, বোধ হয় পরিচারক সন্ন্যাসী আমার বিপক্ষে তাঁহাকে কোন কথা বলিয়া থাকিবে এবং সে যে বিনোদলালের পত্র আমার হস্তে আনিয়া দিয়াছিল, এ কথাও

অস্বীকার করিয়া থাকিবে; নতুবা তাহাকেও এ বিষয়ের জন্য দোষী হইতে হয়।

অতঃপর প্রায় এক মাস কাল পর্য্যন্ত কালীপতির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। শুনিলাম, বিনোদলালকে হত্যা করিয়া তিনি বিচারার্থ রাজদ্বারে হাজতে রহিয়াছেন। ফলে কিরূপে যে তিনি ঐ খুনী মোকদ্দমা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, তাহা এস্থলে আমার বক্তব্য নহে এবং তাহা আমি সবিশেষ জ্ঞাতও নহি। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে, তিনি বড়লোক—হয় ত অর্থ-বলে আপন নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিয়া রাজদণ্ড হইতে নিস্কৃতি পাইয়া থাকিবেন; আর বিশেষ শুনিয়াছি যে, স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলে, স্বাভাবিক ক্রোধবশতঃ তাহাকে কিম্বা তাহার উপপতিকে হত্যা করিলে, রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে।

অতঃপর তাঁহার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবামাত্রই তিনি আপন বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। যে দিবস তিনি বাটীতে আসিলেন, সে দিবস তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, বোধ হয়, আমাকে পরিত্যাগ করিবেন কি না, অথবা কিরূপ দণ্ডে আমাকে দণ্ডিত করিবেন, সমস্ত দিন সেই চিন্তাই করিয়া থাকিবেন।

এদিকে আমি কারাবদ্ধের ন্যায় অন্দরমহলে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বেই দাস দাসীদিগকে অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল যে, তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই দুই জন পরিচারিকা আমার নিকট থাকিবে এবং যে ঘরে আপাততঃ আমি অবস্থিতি করিতেছি, সে ঘর হইতে বাহিরে আসিতে পারিব না। যাহা হউক, পরে সংক্ষেপে বলিয়া যাই, মোকদ্দমার পর দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে তিনি

আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে দেখিবামাত্র তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি কিয়ৎকাল কোন কথা না বলিয়া আমার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আমি নিরপরাধে অপরাধিনী, ভয়ে সর্ব্ব শরীর কম্পিত, একবার ভাবিলাম, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, কিন্তু আবার ভাবিলাম, না, কেনই বা ক্ষমা প্রার্থনা করিব?—আমি ত অপরাধিনী নহি! যদিও আমি জানিতাম, বিনয়ের দ্বারা ক্রোধীর ক্রোধ নিবারণ হয়, কিন্তু এরূপ স্থলে বিনয় ইহার বিপরীত কার্য্য করিবে, হয় ত তাঁহার ক্রোধের উদ্দীপনা করাইয়া দিবে; কারণ যদি আমি সে সময় তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি আমাকে সম্পূর্ণরূপ অপরাধিনী বলিয়া স্থির করিবেন এবং হয় ত তাহাতে তাঁহার ক্রোধের শান্তির পরিবর্ত্তে বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। বিশেষতঃ আমি যখন আপন নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য আমার পরিচারিকা দ্বারা তাঁহাকে পত্র পাঠাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছিলাম, তখন তিনি সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপন নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য উত্তম কল্পনা করা হইয়াছে," সুতরাং এরূপ স্থলে বিনয় প্রকাশ করিলে সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করাইতে হয়। সেই জন্য আমি তাঁহাকে তখন আর কোন কথা না বলিয়া সশঙ্কিতচিত্তে গৃহের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গৃহে দুইজন পরিচারিকা ছিল। আমার স্বামী তাহাদিগকে গৃহ-পরিত্যাগের আদেশ করিয়া বলিলেন, "সরলা! তুমি ব্যভিচারিণী

ও কুলটা, আমি সে বিষয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছি এবং সেই জন্যই আমি তোমার সম্মুখে তোমার উপপতিকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। যাহাহউক, এক্ষণে তোমারও বিনাশসাধন করা আমার জীবনের উদ্দেশ্য রহিল। আমি তোমাকে স্বহস্তে বিনাশ করিব না, তোমাকে ক্রমে ক্রমে অন্য কোন ভীষণ নির্যাতনে বিনষ্ট করিব, ইহাই আমার সংকল্প।"

আমি তাঁহার এরূপ বাক্যে যার পর নাই ভীত হইয়া দ্রুত-গমনে তাঁহার চরণযুগল জড়াইয়া ধরিলাম ও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "আমাকে বিনাশ করিবেন না, আমি অপরাধিনী নহি।"

কাশীপতি তদ্দর্শনে তাঁহার চরণদ্বয় আমার আলিঙ্গন পাশ হইতে ছিন্ন করিয়া বলিলেন, "তুমি অপরাধিনী নহ! সে উপন্যাসটী আমি পুনঃ পুনঃ তোমার মুখে শুনিতে চাহি না; তুমি এরূপ মনে করিও না যে, আমি স্বচক্ষে তোমার দুশ্চরিত্রের প্রমাণ না পাইয়া বিনোদলালের প্রাণ বিনাশ করিয়াছি। তোমাদিগের সমস্ত কার্য্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তবে শুন, আমি বলি।——

"যে দিবস আমি তোমার সহিত আনন্দকাননে ভ্রমণ করিতে ছিলাম ও আমার মোকদ্দমাসংক্রান্ত কোন একখানি পত্র পাইয়া তাহার প্রত্যুত্তর লিখিবার জন্য কানন অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া-ছিলাম, সেই দিবস এবং সেই দণ্ডে তোমার উপপতি আসিয়া তোমার সহিত কুঞ্জবেষ্টনে সাক্ষাৎ করে। আমি অট্টালিকায় থাকিয়া তাহাকে দেখিয়াছিলাম। যে সময় তুমি তোমার উপপতির সহিত কথোপকথন করিতেছিলে, আমি সে সময় অট্টালিকার বাতা-য়নগর্ভে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমি তোমাদিগকে পরস্পর কথোপ-

যাপন করিতে দেখিয়া অকস্মাৎ বাতায়নটী সজোরে বন্ধ করিলাম। তুমি তচ্ছ্রবণে ভীত হইয়া তোমার উপপতিকে সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলে—আর সে তৎক্ষণাৎ বনের ভিতর দিয়া পলায়ন করিল।

আমি মনে করিলাম, তোমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করি, যদি তুমি নিরপরাধিনী হও, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যদি আপন ইচ্ছায় এবং তোমার অমতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি আমার সম্মুখে তাহার আগমন বার্ত্তা গোপন করিবে না। এইটী ভাবিয়া আমি পরক্ষণেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি, কিন্তু আমি যখন তোমার নিকট প্রত্যাগমন করিলাম, তখন তুমি আমাকে কোন কথা বলিলে না, বরং সন্দিগ্ধচিত্তে আমার মুখের প্রতি এক একবার দৃষ্টি করিয়া অতি সংগোপনে আমার মনোগত ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলে। আমি তাহা সনস্থই বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু সে সময় তোমার উপপতিসংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া এরূপ ভাবে তোমার সহিত কথোপকথন করিলাম যে, তুমিও আমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে না।

যাহাহউক পরক্ষণেই আমি মোকদ্দমার সাক্ষী সংগ্রহের মিথ্যা ভান করিয়া বাটী হইতে স্থানান্তর গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম এবং তথায় দুই তিন দিন অবস্থানের কথাও তোমাকে বলি। তুমি তাহাতে সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি প্রদান কর। আমার এরূপ ভাব ব্যক্ত করিবার কারণ আর কিছুই নহে, শুদ্ধ তোমাদিগের ভবিষ্যৎ কার্য্যগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা। যেহেতু আমি নিশ্চয় জানি-

তাম যে, আমি যদি এরূপ সময়ে বাটী হইতে গমন করি, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি কোন সুযোগে ঐ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

এইটী স্থির করিয়া আমি বাটী হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক গোপনে তোমার শয়নগৃহের পশ্চাৎদিকস্থ একটী বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এক্ষণে সন্ধ্যাকাল, নৈশ অন্ধকারপ্রযুক্ত কেহ আমাকে দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই তোমার উপপতি, সন্ন্যাসী নামক আমার পরিচারকের দ্বারা তোমার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিল। আমি যে গোপনে ছিলাম, সন্ন্যাসী একথা জানিতে পারে নাই এবং আমিও তাহাকে ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। পরে আমি তোমার শয়নগৃহের পশ্চাদ্দিকে আসিয়া ক্রমান্বয়ে দুই তিন ঘণ্টা ঐ ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, ঐ ব্যক্তি অতি সঙ্কুচিতভাবে তোমার গৃহে প্রবেশ করিল। এ সময় আমার মনের ভাব কিরূপ তাহা তুমিই বিবেচনা কর, আমি তদ্দর্শনে অকস্মাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া তোমার গৃহে প্রবেশ করিলাম—দেখিলাম, তুমি ঐ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেছ। সুতরাং আমি সেই অসহ্য দৃশ্যটী সহ্য করিতে না পারিয়া, অকস্মাৎ তোমারই সম্মুখে তোমার উপপতিকে বিনাশ করিলাম।"

আমি তাঁহার বাক্য শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম; এ সময় আমার মনে হইল, যেন আমি সত্য সত্যই অপরাধিনী ও দুশ্চরিত্রা।

আমার স্বামী পুনশ্চ বলিলেন, "সরলা, তুমি এরূপ মনে করিও

না যে, আমি এই সমস্ত বিষয় সন্ন্যাসীদ্বারা কিছুই তদন্ত করি নাই। তুমি যে দিন তোমার পরিচারিকা দ্বারা আমাকে পত্র প্রেরণ কর, আমি সেই দিনই তাহাকে ডাকিয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সরলচিত্ত নির্দ্দোষী পরিচারক কেমন অকপট ভাবে আমাকে তোমার দুশ্চরিত্রের কথা বলিতে লাগিল!! সে বলিল, একজন অপরিচিত যুবা তাহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলে যে, তুমি এই পত্রখানি তোমাদিগের কর্ত্রীর হাতে দিয়া ইহার প্রত্যুত্তর লইয়া আইস। অবশ্যই পরিচারক সন্ন্যাসী পূর্ব্বে তোমাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া জানিত না, সেই জন্য সে ঐ ব্যক্তিকে অপর কোন লোক মনে করিয়া তাহার পত্রখানি তোমাকে আনিয়া দেয়। পরিচারক বলিল, তুমি চিঠিখানি পাইয়া প্রফুল্ল হইয়াছিলে।" তুমি যখন চিঠিখানি দীপালোকে পাঠ কর, তখন তোমার হাস্যমুখ, পরিচারক তোমার প্রাপ্তপত্রের প্রত্যুত্তর বহন করিবার জন্য তোমার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকে এবং উহার প্রত্যুত্তর দিবার কথাও তোমাকে জ্ঞাত করে, কিন্তু তুমি তাহার দ্বারা কোন প্রত্যুত্তর পাঠাও নাই; বলিয়াছিলে, "এ পত্রের প্রত্যুত্তরের আবশ্যক নাই।" সেইজন্য সন্ন্যাসী তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায়। তোমার ন্যায় ব্যভিচারিণী কুলটার মনের কথা সরলহৃদয় সন্ন্যাসী কিরূপে বুঝিবে? আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি তোমার পত্রের কোন প্রত্যুত্তর না দেওয়াতে তোমার উপপতিকে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মৌনে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলে।" এইরূপ বলিতে না বলিতে কাশীপতির চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ব্যভিচারিণি! দুষ্টা স্ত্রী!

আজ হইতেই আমি তোমার দুশ্চরিত্রের দণ্ডবিধানে হস্তক্ষেপ করিলাম।”

সরলার কথা শেষ হইতে না হইতে বিমলা বলিল, “প্রিয়ভগ্নি! সেই দুষ্ট পরিচারক সন্ন্যাসীই তোমার শত্রু! সেই ব্যক্তিই তাহার আপন দোষ গোপন রাখিবার জন্য তাহার প্রভুর নিকট তোমার বিপক্ষে বলিয়াছিল।”

সরলা বলিল, “সে সমস্ত কথা এখন ছাড়িয়া দাও; যদিও আমি পুনশ্চ তাঁহাকে আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু সে সমস্ত ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইল। যাহাহউক তিনি এইরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “তুমি আমার সহিত এই পার্শ্বস্থ গৃহে আইস, আমি তোমাকে তোমার সেই মৃত উপপতির একখানি প্রতিমূর্ত্তি দেখাইব—তোমাকে দণ্ড দিবার জন্যই ঐ প্রতিমূর্ত্তিখানি কোন সুনিপুণ চিত্রকরের নিকট হইতে আনাইয়াছি।” এইরূপ বলিয়া তিনি আমাকে পার্শ্বস্থ গৃহটীতে লইয়া গেলেন।

আমি প্রথমতঃ গৃহে প্রবেশ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। শুদ্ধমাত্র দেখিলাম, গৃহের একটী ভিত্তিতে একখানি সবুজ বর্ণের যবনিকা, দেওয়ালের উপরিভাগ হইতে নিম্নে দুল্যমান রহিয়াছে। আমার স্বামী গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই পর্দ্দাটী অকস্মাৎ খুলিয়া ফেলিলেন। আশ্চর্য্য! অকস্মাৎ একটী ভয়ানক দৃশ্য আমার নয়নমুকুরে প্রতিফলিত হইল। দেখিলাম, বিনোদলালের প্রতিমূর্ত্তি!—সেই কমনীয় সুন্দরমূর্ত্তি, কোন সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত হইয়া আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে। বিনোদ-

লাল উদ্বন্ধনে দুল্যমান!! যদিও আমার স্বামী তাহাকে অস্ত্রাঘাতে বিনাশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই দৃশ্যতে তাহার শরীরে অস্ত্রাঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না। উদ্বন্ধনে প্রাণনাশ হইলে যেরূপ লোলজিহ্বা এবং বঙ্কিম অথচ বিকট চক্ষু হয়, এই দৃশ্যতেও তাহার অবিকল লক্ষিত হইয়াছিল। আমি তাহাকে দেখিবামাত্র যার পর নাই ভীত হইয়াছিলাম, বস্তুতঃ আমার মনে সে সময় এরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল যেন, আমার স্বামী আমাকে পুনশ্চ যন্ত্রণা দিবার জন্যই বিনোদলালকে অপর প্রকারে দণ্ড দিতেছেন। আমি তদ্দর্শনে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলাম, "আর নির্দ্দোষী বিনোদলালকে প্রাণে মারিবেন না।"

আমার স্বামী তচ্ছ্রবণে সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "দুষ্টা! এখনও বিনোদলালের মৃতদেহ দেখিয়া তোর প্রাণে এত কষ্ট হইতেছে! আর তুই বলিস্ আমি নির্দ্দোষী, নিরপরাধিনী। আমি সেইজন্য তোকে এই গৃহে কারাবদ্ধ রাখিলাম। যত দিন না তোর ঐ উপপতির দৃশ্যটী দেখিয়া শোকে ও হৃদয়যন্ত্রণায় তোর ঐ সুন্দর শরীর জীর্ণ ও মলিন হয়—যত দিন না তুই আপন মনকষ্টে আপনার প্রাণ আপনি বিনষ্ট না করিস্, ততদিন তুই এই কারাগারে অবস্থিতি কর্—অনাহারে, অনিদ্রায় এই গৃহে কারাবদ্ধ রাখিয়া আমি তোর প্রাণ বিনাশ করিব।" এইরূপ বলিয়া তিনি অকস্মাৎ বহির্গমন পূর্ব্বক প্রবেশদ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি একাকিনী কারাবদ্ধা। সম্মুখে সেই ভীষণ লোলজিহ্ব উদ্বন্ধনকারী বিনোদলালের প্রতিমূর্ত্তি! গৃহে অবস্থিতি করত আমি আপন অবস্থা চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলাম

এবং করযোড়ে আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য সেই ভূমি-তলে জানু পাতিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। বলিলাম, "হে ঈশ্বর! আমি যে নিরপরাধিনী, তাহা তুমি তোমার দৈববল প্রভাবে আমার স্বামীকে বুঝাইয়া দাও,—আমি অবলা, আমার কি সাধ্য যে আমার চাতুর্য্যময় বাক্য দ্বারা তাঁহাকে আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করি।" এইরূপে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত আপন মনে ও অশ্রুপূর্ণলোচনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম—কিন্তু কিছুই ফল লাভ হইল না—ঈশ্বর আমার ন্যায় নিরপরাধিনী অবলা কামিনীর কথা শুনিলেন না। পরে সেই বিনোদলালের প্রতিমূর্ত্তির সন্নিকট হইয়া করযোড়ে বলিলাম, "বিনোদ! তুমি আমাকে বাল্যকাল হইতে ভাল বাসিতে এবং তোমারই জন্য আমি এই কলঙ্কের ডালি মাথায় লইলাম। অতএব তুমি এক্ষণে আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর—তুমি তোমার ঐ উদ্বন্ধন রজ্জু হইতে জীবন লাভ করিয়া অবতরণ কর এবং আমার স্বামীর নিকটে গমন করিয়া আমার নির্দ্দোষিতার কথা তাঁহাকে প্রমাণ করিয়া দাও—তোমার জীবনের ভালবাসা, এই বিপদকালে আমাকে রক্ষা করুক।" এইরূপ পাগলের ন্যায় গৃহমধ্যে থাকিয়া আপনা আপনি কত কি বলিতে লাগিলাম। কে শুনিবে?—কেহই শুনিল না, অরণ্যে রোদনের ন্যায় আকাশের কথা আকাশেই মিশাইয়া গেল।

এইরূপে তিন চারি দিন আমি সেই কারাগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। কাশীপতির এক জন পরিচারিকা আমাকে প্রত্যহই কতকগুলি সামান্য ভোজ্য সামগ্রী আনিয়া দিত, কিন্তু তাহা আমি আহার করিতাম না এবং আহার করিবারও ইচ্ছা হইত

না। দিন রাত্রি আপন দুঃখে অভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিতাম। ক্রমে ক্রমে আমার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, অনাহারে অনিদ্রায় আমি পাগলিনীর ন্যায় সেই গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। যে ব্যক্তি আমাকে কারাবদ্ধ করিয়াছিল, সে ব্যক্তি আর এক দিনের জন্যও বাড়ীর ভিতর আসিতেন না। শুদ্ধ যে দিবস আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, সেই দিনই আমি তাঁহাকে বাতায়নের পার্শ্ব হইতে উঁকি মারিতে দেখিয়াছিলাম।

যাহা হউক ৩।৪ দিনের পর আমি পলায়নের সংকল্প করিলাম। ভাবিলাম, কোনক্রমে এই গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া অন্যত্রে চলিয়া যাই। কিন্তু আমার সে আকিঞ্চন বৃথা হইল। আমি জানালার সন্নিকট হইয়া দেখিলাম, ইহা ভেদ করিয়া পলায়ন করা আমার ন্যায় কামিনীর সাধ্য নহে, যেহেতু জানালাগুলির গরাদে সকল লৌহনির্ম্মিত এবং গৃহভিত্তি এরূপ দৃঢ়রূপে গঠিত যে, তাহা কোন উপায়ে খনন করিয়া পলায়ন করাও আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই জন্য আমি এক দিবস আমার আহারদাত্রী পরিচারিকার সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তাহাকে কোন বহুমূল্যের পুরস্কার দিবার প্রলোভন দেখাইয়া রজনীর শেষভাগে তাহারই সহযোগে পলায়ন করিয়াছিলাম। পরিচারিকা আমার প্রদত্ত উপহার পাইয়া কাশীপতির বাটী পরিত্যাগ করিয়াছে, এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই এবং আমিও পলায়ন করিয়া তীর্থভ্রমণ করত প্রত্যাগমন করিয়াছি। আমি আপাততঃ যে স্থানে অবস্থান করিতেছি, সে স্থানটী কাশীপতির পৈতৃক ভদ্রাসন হইতে কিছু দূরে, সেইজন্য আমার অজ্ঞাতবাস কেহই এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। বিশে-

যতঃ আমি আমার পূর্ব্বনাম "সবলা" গোপন রাখিয়া তথায় "কামিনী" বলিয়া পরিচিত আছি।

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে বিমলা বলিল, "ভগিনি! তুমি কাশীপতির বাটী হইতে পলায়ন করিয়া আমার নিকট আসিলে না কেন?—তাহা হইলে কি তুমি এ বাটীতে আশ্রয় পাইতে না?"

সবলা বলিল, "না দিদিমণি! আমি যে, সে সময় তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করি নাই,তাহার কারণ এই যে,আমি জানিতাম যে, তোমরাও আমার এইরূপ মিথ্যা অপবাদের কথা শুনিয়া থাকিবে। অতএব আমি যদি তখন তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম, তাহা হইলে তোমরা হয়ত আমাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া ঘৃণা করিতে।"

সবলার ভগ্নী আর কোন উত্তর করিল না। আমি এই অবসরে তাহাকে আমার জ্ঞাতব্য দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম, বলিলাম, "ভাল সবলে!—বল দেখি, আমি যে তোমার একখানি প্রতিমূর্ত্তি, বিনোদলালের সন্নিকট করযোড়ে উপবিষ্টা দেখিয়াছিলাম, সেখানি কোন্ সময় কাশীপতি চিত্রিত করাইয়াছিলেন?"

সবলা বলিল, "তাহা আমি জানি না। বোধ হয় আমার পলায়নের পর। যেহেতু আমি জানিতাম, আমার স্বামীর নিকট আমারই একখানি ফটোগ্রাফ ছিল, বোধ হয় সেই প্রতিমূর্ত্তিখানি দেখাইয়া তিনি তৈলরঞ্জিত চিত্রখানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমি শেষোক্তখানি দেখি নাই। যে দিন রাত্রে তুমি আমার কুটীরে গিয়াছিলে, সেই দিনই আমি তোমার নিকট ঐ চিত্রের কথা শ্রবণ করি।"

আমি বলিলাম, "ভাল আর একটী কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যে রাত্রে আমি তোমার নিকট শয়ন করি, বল দেখি, সেই রাত্রে তোমার গৃহে একটী লোক তরবারি লইয়া তোমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল এবং আমাকে তোমার সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া পলায়ন করিল, সেই ব্যক্তিই কি তোমার স্বামী ?"

কামিনী বলিল, "হাঁ, তিনিই আমার স্বামী। জানি না, তিনি কিরূপে আমার অজ্ঞাতবাসের সন্ধান পাইয়া বহুদিবস পরে আমার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বরাত্রেও তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন তিনি নিরস্ত্র, বোধ হয়, আমার সন্ধান লইবার জন্যই ওরূপ বেশে আসিয়া থাকিবেন।"

সরলার এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম, "সরলা! আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তোমারই স্বামী পর দিন রাত্রে আসিয়া তোমার কুটীরে হত্যা করিয়া থাকিবে, কিন্তু বলিতে পার, যে ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে, সে কে?— দেখিলাম, সে ব্যক্তি স্ত্রীলোক ও তোমার ন্যায় সুন্দরী।"

"সরলা বলিল, সে কথা জগদীশ্বরই বলিতে পারেন, তবে আমি এই পর্য্যন্ত জানি যে, তাহার পর দিবস অপরাহ্ণে গোবিন্দ বাবুর একজন পরিচারিকা আসিয়া আমাকে বলে যে, কোন স্ত্রীলোক আজ রাত্রের মত আমার গৃহে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে এবং সেই জন্য সে আমাকে কিছু টাকা দিতেও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু আমি তাহাকে আমার কুটীরে রাত্রিবাস করিতে নিষেধ করি, যেহেতু, আমি জানিতাম যে, কালীপতি

আমাকে হত্যা করিবার জন্ত সর্ব্বদা অবসর অনুসন্ধান করিতেছেন। যাহাহউক সে রাত্রে আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া নলিয়ার মাতামহীর নিকট শুইয়াছিলাম। প্রভাতে উঠিয়া শুনিলাম, আমার কুটীরে হত্যা হইয়াছে। আমি তচ্ছ্রবণে এখানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। সকলেই জানে যে, আমাকেই খুন করিয়াছে, সেই জন্যই বোধ হয়, পুলিশের তত্ত্বাবধান হইতে আমি নিষ্কৃতি পাইয়াছি। যাহাহউক হীরা! আমি যে এখানে আসিয়াছি, তুমি এ কথা কাহাকেও বলিও না।"

আমি বলিলাম, "সে কথা প্রকাশ করা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে আমার ইচ্ছা আছে যে, একবার তোমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়া দিব এবং যাহাতে তিনি তোমাকে গ্রহণ করেন, সে জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিব।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে সরলা বলিল, "আমার আর স্বামীর আবশ্যক নাই, যে ব্যক্তি সদসৎ বিবেচনা না করিয়া তাহার নিরপরাধিনী পত্নীর প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প হয়, সে ব্যক্তিকে আমার আবশ্যক নাই।"

সে দিবস এই পর্য্যন্ত কথোকথন হইল। আমি সরলাকে আমার মনোগত অভিপ্রায় আর কিছু না বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম এবং পরদিবস তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব, এইটী ধার্য্য রহিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রহস্য-ভেদ।

I have a heart to feel the injury,
A hand to right myself.

The Chamberlain.

পরদিন প্রাতে ৯টার সময় আমি নলিয়ার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার তথায় যাইবার অপর কোন অভিপ্রায় ছিল না, শুদ্ধ নলিয়ার দ্বারা সরলার স্বামীকে, তাহার পত্নীর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্যই তথায় যাইতে মনস্থ করিলাম। যদিও আমি মনে মনে জানিতাম যে, উৎপীড়িত ও নিরপরাধিনী সরলা তাহার স্বামীকে আর কখনই গ্রহণকরিতে স্বীকৃত হইবে না এবং তাহার স্বামীও আপন অপরাধ জ্ঞাত হইলে তাহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কুণ্ঠিত হইবে, তথাচ ভাবিলাম যে, সরলার নির্দ্দোষিতার কথা তাহার স্বামীকে প্রমাণ করাইতে পারিলে অবশ্যই তাহার মনে সরলার প্রতি যে ব্যভিচারদোষ বদ্ধমূল আছে, সেটী অপনীত হইবে, এইটী আমার বিশ্বাস ছিল। এতদ্ব্যতীত সরলা আপাততঃ কলঙ্কিনী ও দুশ্চরিত্রা বলিয়া আত্মজনের নিকট পরিচিত ও লজ্জিত, এমন কি, সে সেইজন্য আপনার নাম গোপন করিয়া জনসমাজে অবস্থিতি করিতেছে; অতএব তাহার এরূপ দুর্নামের অসারত্ব প্রকাশ হইলে, অবশ্যই কেহ তাহাকে ঘৃণা করিতে

পারিবে না। এতদভিপ্রায়ে আমি আজ নলিয়ার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি যে সময়ে তথায় যাইয়া উপস্থিত হই, সে সময় দেখিলাম, একটী লোক নলিয়ার সদর দ্বারের চৌকাটে বসিয়া আছে। ইহাকে দেখিতে খর্ব্বাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ, বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর হইবে। মুখখানি দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে; কিন্তু বাহ্যদৃষ্টে বোধ হইল, যেন তাহার অন্তঃকরণ কুটিলতায় পরিপূর্ণ। যাহাহউক আমি দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র ব্যক্তিটী শশব্যস্তে কিঞ্চিৎ পার্শ্বস্থ হইয়া আমার প্রবেশপথ ছাড়িয়া দিল। আমি তাহাকে কোন কথা না বলিয়া নলিয়ার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

নলিয়া একাকিনী বসিয়াছিল। আমাকে দেখিবামাত্র আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল, "কি হীরা। তুমি আসিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ; শুদ্ধ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই। কোন গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়া আসিয়াছি, বোধ হয় তোমার স্মরণ থাকিবে যে, আমি সে দিবস তোমাকে তোমার বাটীর ভাড়াটিয়ার সম্বন্ধে সবিশেষ তত্ত্বাবধান করিতে বলিয়াছিলাম, তুমি সে বিষয়ের কি করিয়াছ?"

নলিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কিছুই নহে—আমি সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছিলাম। বিশেষতঃ সেই ব্যক্তি আজ দুই দিবসের পর কল্য রাত্রে আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যাহাহউক হীরা! তুমি তজ্জন্য দুঃখিত হইও না। আমি অদ্যই সে বিষয়ের অনুসন্ধান লইব।"

আমি নলিয়ার কথায় উৎসাহিত হইয়া বলিলাম, "ভাল,

নলিয়া! আমি অদ্য যে সময় তোমার বাটীতে প্রবেশ করি, সে সময় এক ব্যক্তি তোমার দ্বারে বসিয়াছিল এবং আমি আসিবামাত্র পার্শ্বস্থ হইয়া আমাকে আসিবার পথ দিল,—সে ব্যক্তি কে?”

নলিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, “ঐ ব্যক্তিই আমার উপরকার ভাড়াটিয়ার খানসামা। যিনি আপনার নাম গোপন করিয়া “ফকিরচাঁদ দত্ত” নামে এখানে অবস্থিতি করিতেছেন। তোমার কি স্মরণ নাই, যিনি ব্রাহ্মণকুমার হইয়া আমার নিকট কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন?”

আমি বলিলাম, “হাঁ, সে সমস্ত কথা আমার বিশেষ স্মরণ আছে।”

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে নলিয়া বলিল, “হীরা! ঐ দুরাত্মা ভৃত্যটী সর্ব্বদাই আমার সহিত হাস্য পরিহাস করিয়া থাকে এবং যে সময় উহার প্রভু বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যায়, সে সময় ঐ ব্যক্তি আমার গৃহে আসিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়া থাকে!” এইরূপ বলিয়া নলিয়া একটু হাস্য করিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাল “নলিয়া! তোমার অভিপ্রায় কি—তুমি কি উহার পাপমতিকে প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা কর?”

নলিয়া বলিল, “তিলার্দ্ধও নহে—ঐ ভৃত্য “সন্ন্যাসীর” মত আমিও দুই চারিটী বেতনভুক্ত ভৃত্য রাখিতে পারি। হীরা! তুমি এরূপ মনে করিও না যে, যদিও আমরা জাতিতে নীচ, তথাচ আমাদের প্রবৃত্তি কখনই নীচ নহে—আমরা আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য রাজপুত্রকেও অগ্রাহ্য করিয়া থাকি।”

আমি নলিয়ার মুখে এরূপ বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বলিলাম, "নলিয়া! তোমরা নীচজাতি হইলেও তোমার এরূপ উচ্চপ্রকৃতি সৎকুলোদ্ভব রমণীদিগেরও শিক্ষাস্থল। যাহাহউক ঐ ভৃত্যটীর নাম কি সন্ন্যাসী?" এইরূপ বলিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

নলিয়া বলিল, "হাঁ, কিন্তু তোমার এরূপ বিস্ময়ের কারণ কি?"

আমি বলিলাম, "নলিয়া! তুমি ত জান যে, আমি ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারের সম্বন্ধে সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার জন্যই অদ্য এখানে আসিয়াছি এবং যদি ঐ ব্যক্তির নাম সন্ন্যাসী হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, উহার প্রভুই সরলার স্বামী এবং উনিই সেই কাশীপতি।

নলিয়া আমার মুখে সরলার নাম উল্লেখ শুনিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার নাম সরলা—কৈ, আমি ত কখন তাহার নাম শুনি নাই?"

আমি বলিলাম, "শুনিয়াছ, কিন্তু তাহাকে তুমি সরলা বলিয়া জানিতে না, "কামিনী" বলিয়াই জ্ঞাত আছ—যে কামিনী তোমার মাতামহীর প্রতিবাসিনী এবং যাহার কুটীরে সে দিবস হত্যা হইয়া গিয়াছে,—তাহারই প্রকৃত নাম সরলা।" আমি এইরূপ বলিয়া নলিয়াকে তাহাদিগের পরিচিত 'কামিনীর' বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্তই বলিলাম, অর্থাৎ সরলা কি নিমিত্ত তাহার স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং কেনই বা ঐ ভৃত্য সন্ন্যাসী তাহার প্রভুকে সরলার বিপক্ষে দুষ্টাপবাদ দিয়াছিল, একে একে তৎসমুদায় তাহাকে জ্ঞাত করিলাম।

নলিয়া আমার মুখে সরলার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া যার

পর নাই আশ্চর্য্য হইল ও বলিল, "হীরা! আমি ইতিপূর্ব্বে কাশীপতির গৃহে যে উদ্বন্ধনকারীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, সে কথার মর্ম্ম এখন বুঝিতে পারিলাম। যাহাহউক তুমি সরলার জন্য দুঃখিত হইও না, দুষ্টমতি সন্ন্যাসী আমার সহিত আলাপ করিবার জন্য যেরূপ ব্যগ্র হইয়াছে, তাহাতে যদি আমি তাহাকে একটুমাত্র প্রশ্রয় দিই, তাহা হইলে এখনি সে সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া ফেলিবে, হয় ত সন্ন্যাসী এখনই আমার গৃহে আসিতে পারে; যেহেতু তাহার প্রভু এইমাত্র বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

আমি বলিলাম, "না—অদ্য তাহার এখানে আসিবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু আমি তোমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছি, তাহা সে দেখিয়াছে, আর যদিও আইসে, তাহা হইলে হয় ত সে আমার সম্মুখে ও সম্বন্ধে কোন কথা বলিবে না।"

নলিয়া বলিল, "হীরা! তবে তুমি আমার ঐ পার্শ্বস্থ গৃহে লুক্কায়িত হও। যদি সে এ সময় আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমি তাহাকে তোমার প্রতিগমনের সংবাদ দিব।" নলিয়া এইরূপ পরামর্শ করিয়া আমাকে তাহার পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র গৃহটীতে লুক্কায়িত করিল এবং পরক্ষণেই আপন গৃহে গিয়া গুন্ গুন্ স্বরে একটী গান গাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নলিয়া বলিয়া উঠিল, "কি সন্ন্যাসি! বাতায়ন হইতে উঁকি মারিতেছ কেন?—গৃহে কেহ নাই, আইস না?"

পরক্ষণেই সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিয়া সানন্দে বলিল, 'নলিয়া! আজ আমি ভাগ্যবান্, যেহেতু তুমি আমাকে আপনা হইতেই তোমার গৃহে আসিতে অনুমতি দিয়াছ। ভাল, একটা

কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাছে যে ঐ সুন্দরী স্ত্রীলোকটী আসিয়াছিল, সেটী কে?—অমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই!”

নলিয়া প্রথমতঃ তাহার বাক্যে কোন উত্তর করিল না, কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বসিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী তদ্দর্শনে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “নলিয়া! তুমি কি আমার প্রতি রাগ করিলে?—কেন তুমি কোন কথা কহিতেছ না? আমি কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিলাম?”

নলিয়া তখনও নিস্তব্ধ। সন্ন্যাসী তাহাকে পুনঃ পুনঃ তাহার মৌনাবলম্বনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে নলিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে বলিল, “তোমার কি ঐ স্ত্রীলোকটীকে আবশ্যক আছে?”

তখন সন্ন্যাসী নলিয়ার মনোগত অভিপ্রায় ও ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিল, “না নলিয়া, আমার বিবেচনায় তোমার ন্যায় সুন্দরী কামিনী আর কেহই নাই, সেই জন্য তুমি আমাকে এরূপ উন্মাদের ন্যায় বশীভূত করিয়াছ। দেখ, আমি তোমার সহবাসলাভ করিবার জন্য এক একদিন প্রভুর আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম করিতে গিয়া ভুলিয়া যাই,—এক কাজ করিতে আর এক কাজ করিয়া ফেলি এবং তজ্জন্য প্রভুও আমাকে যার পর নাই তিরস্কার করেন। আমার মন যে তোমার জন্য কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন, তাহা তোমাকে আর কি বলিব।”

নলিয়া পুনশ্চ গম্ভীরভাব অবলম্বন করিয়া বলিল, “সে সমস্ত তোমার মনগড়া কথা, আমার মনস্তুষ্টি করিবার জন্যই তুমি আমাকে ওরূপ বলিতেছ, নতুবা ঐ স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া

আমার সম্মুখে তোমার ওরূপ ব্যগ্র হইবার আবশ্যক কি? পুরুষ মানুষের মনের কথা বুঝা যায় না, উহাদের ভালবাসা বাহ্যিক, আন্তরিক নয়।”

সন্ন্যাসী নলিয়ার বাক্যে ব্যগ্রতাতিশয় হইয়া বলিল, “কেন নলি! তুমি আমাকে ওরূপ কথা বলিলে? আমি কি তোমাকে ভাল বাসি না—আমি কি তোমার নিকট কখন কোন কথা গোপন করিয়া থাকি?—কখনই না, তুমি আমাকে ওরূপ বৃথা অপবাদ দিও না। দেখ, সে দিবস আমি তোমাকে আমার সম্বন্ধে সমস্তই বলিয়াছি,—আমি কিরূপ অবস্থার লোক, কিরূপ উপার্জ্জন করিয়া থাকি এবং এই প্রভুর নিকট চাকরী করিয়া এ পর্য্যন্ত কত টাকা জমাইয়াছি, তাহা কিছুই তোমাকে গোপন করি নাই এবং ইহাও বলিয়াছি যে, যদি আমি তোমাকে লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে সেই সমস্ত টাকা তোমারই পাদপদ্মে অর্পণ করিব।”

নলিয়া বলিল, “দেখ সন্ন্যাসি! আমি টাকা চাহি না—ভালবাসা চাহি, ভালবাসার নিকট সামান্য অর্থকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি। যদি তুমি আমাকে যথার্থ ভালবাস, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমাকে তোমার সম্বন্ধে আরও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে গোপন করিবে না?”

সন্ন্যাসী ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, “কখনই না—কখনই না, তুমি আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা আমি সমস্তই বলিব; কি বল, তোমাকে কি কথা বলিতে হইবে?”

নলিয়া বলিল, “ব্যগ্র হইও না, আইস, আমার নিকটে আসিয়া উপবেশন কর—আমি তোমাকে কোন বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিব।”

নলিনার বাক্য শেষ হইতে না হইতে সন্ন্যাসী তাহার সমীপে আসিয়া উপবেশন করিল।

নলিনা বলিল, "দেখ সন্ন্যাসি! আমি মনে মনে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইতে চাহিবে, আমাদিগের মিলনের পূর্ব্বে তাহার জীবনের ইতিহাসগুলি সমস্তই শ্রবণ করিব। যেহেতু দুই এক দিনের আলাপে কোন ব্যক্তিকে জীবন সমর্পণ করা অবলা কামিনীর কর্ত্তব্য নহে। যাহাই হউক, আমি তোমার সহিত এক দিবস কথোপকথন করিয়া জানিয়াছি যে, তোমার ও তোমার প্রভুর জীবনী সম্পূর্ণ রহস্যমূলক। অতএব অদ্য আমি সেইগুলি তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি।"

নলিনার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও ভীত হইয়া বলিল, "আমি কি কোন দিন তোমাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়াছি? কৈ—আমার ত স্মরণ নাই?—আশ্চর্য্য কি! হয় ত বলিয়া থাকিব! তোমার সহিত কথা কহিবার সময় আমার কোন জ্ঞান থাকে না।—তোমার ঐ সুন্দর মুখখানি দেখিলে আমি সমস্তই ভুলিয়া যাই।"

নলিনা বলিল, "মনে নাই?—সেই যে, আমি এক দিন তোমার প্রভুর গৃহে উদ্বন্ধনকারীর ছবির কথা জিজ্ঞাসা করাতে তুমি আমাকে সে সম্বন্ধে কোন কোন কথা বলিয়াছিলে এবং কোন কোন বিষয় গোপনও করিয়াছিলে? যাহাই হউক, তুমি এতৎ-সম্বন্ধে দোষী কি নির্দ্দোষী, সে বিষয়ের বিচার করা আমার আবশ্যক নাই, বরং তুমি দোষী হইলেও তোমার জীবনে দুষ্কর্ম্ম আমি লোকের নিকট গোপন রাখিব এবং আমারও কোন দোষ দেখিলে

তুমিও সে কথা সাধারণের নিকট লুক্কায়িত রাখিবে, এই ত স্ত্রী পুরুষের প্রণয়ের লক্ষণ; ফলে, উভয়ে, উভয়ের নিকট কোন বিষয় গোপন রাখা কর্ত্তব্য নহে।"

নলিয়ার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল ইতি-কর্ত্তব্যতাশূন্য হইয়া বসিয়া রহিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "নলি! আমি জানি না যে, তোমার জন্য কি করিব! বস্তুতঃ আমি তোমার এই সমস্ত কথা শুনিয়া ভীত হইতেছি।"

নলিয়া বলিল, "তোমার ভীত হইবার কোন কারণ নাই। যদি তুমি অকপটহৃদয়ে তোমার দুষ্কর্ম্মের কথা আমার সম্মুখে স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি জানিব যে, তুমি আমাকে যথার্থ ই ভালবাস, সুতরাং আমিও তাহা হইলে তোমাকে ভালবাসিব—আর দুষ্কর্ম্মই বা তাহাকে কিরূপে বলিব? সে দিবস তোমার মুখে আমি যেরূপ আভাস পাইলাম, তাহাতে বোধ হইল, যেন তুমি তোমার কোন শত্রুর দুষ্টাচরণের প্রতিশোধ দিবার জন্যই তোমার প্রভুকে কোন কথা বলিয়াছিলে; যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে কখনই দোষী করিতে পারি না।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে সন্ন্যাসী বলিল, "হাঁ—শুদ্ধ শত্রুর বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্যই আমি এরূপ বলিয়াছিলাম।"

নলিয়া বলিল, "উত্তম; কিন্তু সে শত্রুটী কে, আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

সন্ন্যাসী বলিল, "আমার প্রভুর পত্নী 'সরলা।' দুষ্টা আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার মনস্থ করিয়াছিল এবং আমাকে কটূক্তি করিয়া

তাহার গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেয়। আমি কি তাহার প্রতিশোধ তুলিব না?"

নলিয়া বলিল, "অবশ্যই তুলিবে, তাহাতে তোমার দোষ কি? বস্তুতঃ সন্ন্যাসি! আমি তোমার এরূপ ব্যবহারে দোষারোপ করিতে পারি না বরং প্রশংসাই করি। ভাল, বল দেখি, তুমি কিরূপে তোমার শত্রুর দণ্ডবিধান করিয়াছিলে?"

সন্ন্যাসী বলিল, "তবে শুন বলি—আমার প্রভুর পত্নীর সহিত বিনোদলাল নামক একজন যুবা পুরুষের প্রণয় ছিল; যে সময়ে আমরা কাশীধামে অবস্থিতি করি, সে সময় বিনোদলাল কাশীতে গিয়া আমার প্রভুপত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে এবং তজ্জন্য আমাকে যথেষ্ট পুরস্কারও দেয়। বিনোদলাল আমাকে বলে যে, সে সেই দিবস আমার প্রভুর পত্নী সরলার সহিত কুঞ্জবেষ্টনে সাক্ষাৎ করিয়াছিল, কিন্তু সরলা তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাড়াইয়া দেয়। যাহাহউক, বিনোদলাল সরলার সম্বন্ধে আমাকে যেরূপ বলিল, তাহাতে আমার স্পষ্ট বোধ হইল যে, আমার প্রভুর পত্নীর সহিত বিনোদলালের বাল্যকাল হইতে কোনরূপ প্রণয়সম্বন্ধ ছিল। আমি এইটী বিবেচনা করিয়া বিনোদলালের প্রদত্ত একখানি পত্র লইয়া আমার প্রভুর পত্নীকে দিলাম; কিন্তু দুষ্টা স্ত্রী আমার হস্ত হইতে পত্রখানি পাঠ করিয়াই ক্রোধে তাহা দীপালোকে ভস্ম করিল এবং আমাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়া বলিল, আমার প্রভু আসিলে তাঁহাকে আমার এরূপ ব্যবহারের কথা সমস্তই বলিয়া দিবে। নলিয়া! বিবেচনা কর, এরূপ অবস্থায় আত্মরক্ষা করা কি উচিত নহে?"

নলিয়া বলিল, "অবশ্য উচিত, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ সময় তোমার দুইটী কর্ত্তব্য ছিল। প্রথম এই যে, তোমার আপন নিরাপদের জন্য সরলার বিপক্ষে তাহার স্বামীর নিকট মিথ্যা অপবাদ দেওয়া এবং ঐ দুষ্টা স্ত্রীর যথোচিত দণ্ডবিধানের অনুসন্ধান করা।"

সন্ন্যাসী তচ্ছ্রবণে আনন্দপ্রকাশ করিয়া বলিল, "হাঁ, নলি! তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিয়াছিলাম। আমিও এই দুই উপায় অবলম্বন করি। প্রথমতঃ আমি ভাবিলাম যে, যদি বিনোদলালকে গিয়া বলি যে, তোমার চিঠি সরলা দগ্ধ করিয়াছে ও তাহা পাইয়া সক্রোধে আমাকে কটূক্তি করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা হইলে হয় ত বিনোদলাল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইবে না। আমি সেই জন্য অর্থাৎ বিনোদলালকে সরলার গৃহে আনাইয়া তাহাকে দোষী করিবার জন্য বিনোদলালকে বলিলাম, যে, "সরলা তোমার পত্র পাইয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করে নাই সত্য, কিন্তু তাহাতে সে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছে এবং ঠিক্ সন্ধ্যার সময় তোমাকে তাহার নিকট যাইতে বলিয়াছে।"

মলিয়া বলিল, "হাঁ তার পর?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিল, "আমি মনে করিয়াছিলাম যে, যে সময় বিনোদলাল সরলার গৃহে প্রবেশ করিবে, সেই সময়ে আমি গোপনে থাকিয়া অকস্মাৎ তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইব এবং সরলাকে বলিব যে, তোমার এই সমস্ত আচরণ আমার প্রভু আসিলে বলিয়া দিব। কিন্তু ভাগ্যবশতঃ দেখিলাম, সেই সময় আমার

উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সরলার স্বামী তথায় উপস্থিত হইয়া বিনোদলালকে হত্যা করিয়াছেন!—ভূমিতলে রক্তস্রোত বহমান হইতেছে!! বস্তুতঃ নলি! আমি ইহা কখনই জানিতাম না যে, আমার এরূপ ব্যবহারে একজন ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হইবে।”

নলিয়া বলিল, “উত্তম। কিন্তু তজ্জন্য আমি তোমাকে কখনই দোষী কবিতে পারি না, যেহেতু সেটী দৈব ঘটনা। যাহাহউক, সন্ন্যাসি! তুমি অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমান্ লোক এবং আমি তোমার এরূপ চতুরতাগুণে বশীভূত হইলাম।”

সন্ন্যাসী নলিয়ার বাক্যে আপনাকে ভাগ্যবান্ মানিয়া বলিল, শুন নলি! ইহাতেও আমার চতুরতার সমাপ্তি হয় নাই। বিনোদলালের হত্যার পর সরলা যখন তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য তাহার স্বামীকে আমার বিপক্ষে পত্র লিখিয়াছিল, তখনও আমি আমার প্রভুকে বলি যে, সরলা বিনোদলালের পত্র পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। তিনি পত্রখানির উত্তর দেন নাই তাহার কারণ এই যে, বিনোদলাল পত্রমধ্যে লিখিয়াছিল, পত্রের কোন উত্তর না পাইলে “মৌনে সম্মতি” এইটী গ্রাহ্য করিয়া সন্ধ্যার পর তাহার গৃহে আগমন করিবে। আমার প্রভু সেই জন্য তাহার পত্নীর চিঠিখানি অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন।”

নলিয়া বলিল, “তুমি উত্তম কাজই করিয়াছ, কিন্তু বল দেখি, সরলা কি বাস্তবিকই অপরাধিনী?”

সন্ন্যাসী উত্তর করিল, “না—কখনই না। এ কথা আমি তোমার সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি। যদি সরলা দোষী হইত,

তাহা হইলে ত দুষ্টের যথার্থই দণ্ডবিধান হইয়াছিল—আমার গুণপণা কি হইল ?”

নলিয়া এই সময় সক্রোধে বলিয়া উঠিল, “হাঁ তোমার এরূপ গুণপনার আর একজন সাক্ষীর আবশ্যক ; যেহেতু সেই গুণপনায় দুইজন লোক খুন হইয়াছে, একটী বিনোদলাল, অপরটী সরলার কুটীরস্থ কামিনী।—দুরাত্মা নরহত্যাকারী পিশাচ! আজ আমি এই দণ্ডেই তোর দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিব—এই দণ্ডেই তোকে আমি পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিব।” এইরূপ বলিয়া নলিয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল।

আমি তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলাম, ক্রোধে নলিয়ার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছে। সে আমাকে দেখিয়া বলিল, “হীরা! তুমি এই দণ্ডেই একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে ডাকিতে পাঠাও, আমি ইহাকে পুলিশ সোপরদ্দ করিব।”

বলিতে না বলিতে সন্ন্যাসী সক্রোধে বলিয়া উঠিল, “দুষ্টা স্ত্রী! তোর এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমি এখনি তোকে খুন করিয়া যাইব।” সন্ন্যাসী এইরূপ বলিয়া নলিয়াকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত হইল। নলিয়া পশ্চিমাঞ্চলের স্ত্রীলোক ও বলিষ্ঠা, সে সেই দণ্ডেই নিকটস্থ একখানি বটি লইয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিল, দুরাত্মা! তুই যদি আমার সম্মুখে আর একপদ অগ্রসর হ'স্, তা হলে আমি এখনি তোর মস্তক ছেদন কর্‌বো।” এইরূপ বলিয়া নলিয়া তাহাকে সেই অস্ত্রহস্তে তাড়না করিল।

সন্ন্যাসী তদ্দর্শনে ইতিকর্ত্তব্যশূন্য হইয়া অকস্মাৎ দ্রুতগমনে

পলায়ন করিল। আমরা শুনিলাম, যে সময় সন্ন্যাসী পলায়ন করে, সে সময় নলিয়ার সদর দ্বার সজোরে বন্ধ করিবার শব্দ হইল। পরক্ষণেই আমি নলিয়ার বাতায়ন দিয়া দেখিতে পাইলাম, সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে।

দুষ্টমতি ভৃত্য চলিয়া গেলে আমি নলিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "নলিয়া! আজ তুমি আমার একটী গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিলে, আমি তজ্জন্য তোমার নিকট আজীবন ঋণী রহিলাম। আমি প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম যে, হয় ত দুষ্টমতি সন্ন্যাসী তোমার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিবে না, কিন্তু তোমার চাতুর্য্যে ও প্রণয়াভিলাষী হইয়া সে একে একে সমস্তই বলিল। যাহাহউক, এক্ষণে চল আমরা এ বিষয় সরলার স্বামীকে গিয়া সংবাদ দিই, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই নিরপরাধিনী সরলাকে গ্রহণ করিতে পারেন, কিম্বা তাহার দুঃখ মোচনের জন্য অবশ্যই কোন উপায় করিতে পারিবেন।"

নলিয়া বলিল, "সত্য কিন্তু তিনি ত এখন বাড়ী নাই, হয় ত এখনি আসিতে পারেন।" বলিতে না বলিতে নলিয়ার সদর দ্বারে আঘাত হইল। নলিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "ঐ তিনি আসিতেছেন, তাঁহারই ন্যায় দ্বারাঘাতের শব্দ।" এইরূপ বলিয়া নলিয়া শশব্যস্তে দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইল।

আমি বলিলাম, "নলিয়া! একটু বিলম্ব কর, তোমার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে, তুমি প্রথমতঃ উহাঁকে কোন কথা বলিও না, উনি গৃহে আসিলে, আমাকে উহাঁর নিকট লইয়া যাইও, যাহা বলিবার আমি বলিব।"

"উত্তম।" এইরূপ বলিয়া নলিয়া তাঁহাকে সদরদ্বার খুলিয়া দিল। যে সময় কাশীপতি নিম্নদেশ হইতে উপরে উঠিতেছিলেন, সে সময় আমি নলিয়ার গৃহে বসিয়া শুনিতে পাইলাম, নলিয়া তাঁহাকে বলিতেছে যে, কোন ব্যক্তি আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।"

আগন্তুক ভীত ও বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার সহিত।—সে ব্যক্তি কে?"

নলিয়া বলিল, "আপনার ভীত হইবার আবশ্যক নাই, সে ব্যক্তি আমার বন্ধু ও স্ত্রীলোক।"

কাশীপতি যেন শঙ্কিতভাবে বলিলেন, "সত্য, কিন্তু আমার সম্বন্ধে সে কি কথা বলিবে?"

নলিয়া উত্তর করিল, "না, আপনার সম্বন্ধে নহে—আপনার ভৃত্য সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে।"

"উত্তম—উত্তম, সে স্বতন্ত্র কথা।" এইরূপ বলিয়া কাশীপতি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

আমি কিয়ৎক্ষণের পর নলিয়ার সমভিব্যাহারে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম।

নলিয়া কাশীপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ইহারই কথা আমি আপনাকে বলিতেছিলাম, ইহার নাম হীরাপ্রভা। ইনিই আপনাকে আপনার ভৃত্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করেন।" এইরূপ বলিয়া নলিয়া আমাকে তাঁহার সহিত পরিচিত করাইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

কাশীপতি আমার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিস্মিতভাবে বলি-

লেন, "আমি যেন ইতিপূর্ব্বে তোমাকে কোথায় দেখিয়া থাকিব—কিন্তু কোথায়?—কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, ওঃ! একদিন রাত্রে?" এই বলিয়া তিনি সভয়ে যেন কম্পিত কলেবর হইলেন, তাঁহার মুখখানি শুকাইয়া গেল। আমি মনে করিলাম, হয় ত, তিনি যে এক দিবস রাত্রে অস্ত্রহস্তে সরলার শয়নগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং আমি সে সময় সরলার নিকট শয়ন করিয়াছিলাম, বোধ হয় সেই বিষয়টী তাঁহার এক্ষণে স্মরণ হওয়াতে তিনি ওরূপ ভীত হইলেন।—কাশীপতি সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "তোমার সহিত ত কোন পুরুষ মানুষ আসে নাই?"

আমি বলিলাম, "না—কেহই না, আপনার ওরূপ ভীত হইবার আবশ্যক নাই, আমি আপনার অনিষ্ট করিতে আসি নাই, বরং ইষ্ট সাধনের জন্যই আসিয়াছি।"

আমার মুখে "কাশীপতি!" এই সম্বোধনটী শুনিয়া তিনি আরও ভীত হইলেন ও বলিলেন, "তুমি আমাকে কিরূপে জানিলে?"

আমি বলিলাম, "আপনার সম্বন্ধে আমি সমস্তই জানি; এমন কি, আপনার সম্বন্ধে আপনি যাহা না জানেন, আমি তাহাও জ্ঞাত আছি।"

কাশীপতি আমার এরূপ বাক্যে আরও ভীত হইয়া বলিলেন, "আমার সম্বন্ধে?—ভাল, আমার কি কোন গুপ্ত বিষয় তুমি জ্ঞাত আছ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তাহাও জানি। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিয়া আপনাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিব না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "রাজদণ্ড!" এইরূপ বলিয়া তিনি অকস্মাৎ আমার সন্নিকটস্থ হইয়া আমার চরণ ধরিতে উদ্যত হইলেন ও বলিলেন, "দেখ, আমি তোমা অপেক্ষা বয়সে প্রবীণ এবং আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি যে, তুমি আমার সম্বন্ধে কাহার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিও না, যদি না কর, তাহা হইলে তুমি পুরস্কৃত হইবে।"

কাশীপতির এরূপ বিনয় দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, হয় ত তিনি নিশ্চয় জানিয়াছেন যে, আমি সরলার কুটীরে তাহার হত্যার কথা সমস্তই জ্ঞাত আছি। যাহাহউক, আমি বলিলাম, "সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে এইটী আমি আপনাকে দোষারোপ করি যে, আপনি অকারণে বিনোদলালকে হত্যা করিয়াছেন, যেহেতু আপনার পত্নী সরলা নিরপরাধিনী ও সাধ্বী।"

কাশীপতি বলিলেন, "কি! সরলা নিরপরাধিনী সাধ্বী! না—কখনই না, একথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে, আমি স্বচক্ষে বিনোদলালকে তাহার গৃহে দেখিয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "সত্য—কিন্তু সেটী বিনোদলালের বা সরলার দোষ নহে, আপনার দুষ্টমতি ভৃত্য সন্ন্যাসীর দোষ—সেই ব্যক্তিই বিনোদলালকে সরলার গৃহে লইয়া গিয়াছিল এবং সেই সন্ন্যাসীই আপনাকে সরলার বিপক্ষে নানা কথা বলিয়া আপনার নিকট তাহাকে অসতী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, একথা আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতে পারি।" এইরূপ বলিয়া আমি কাশীপতিকে তাঁহার ভৃত্যের আচরণসম্বন্ধে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম

এবং নলিয়ার গৃহে সেই ব্যক্তি যে নিজমুখে এ কথা স্বীকার করিয়াছে, তাহাও জ্ঞাত করিলাম।"

কাশীপতি কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া একাগ্রমনে আদ্যোপান্ত সমস্তই শুনিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "একথা কি সত্য?—এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?" এইরূপ বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল—তিনি সহসা অধৈর্য্য হইয়া সাশ্রুনয়নে ও ঊর্দ্ধমুখে বলিয়া উঠিলেন, "সরলা! সরলা!!—আমি তোমাকে স্বহস্তে———"

বলিতে না বলিতে কাশীপতি অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি তৎক্ষণাৎ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নলিয়ার অনুসন্ধানে আসিলাম, কিন্তু দেখিলাম, নলিয়া আপন গৃহে চাবি বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে এবং নলিয়ার যে পরিচারিকাটী ছিল, সেও বাটীতে নাই। আমি তদ্দর্শনে ইতিকর্ত্তব্যশূন্য হইয়া পুনশ্চ কাশীপতির গৃহে আসিলাম এবং উপায়রহিত হইয়া আপনাআপনিই তাঁহার গৃহ হইতে একটী জলপাত্র লইয়া কাশীপতির মুখে সজোরে জলের আঘাত করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে কাশীপতির চৈতন্য হইল—তিনি আস্তে আস্তে নেত্র উন্মীলন করিয়া পুনশ্চ বলিলেন, "সরলা—সরলা, আমি তোমাকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছি—তুমি সাধ্বী, স্বর্গারোহণ করিয়া এই পাপীর শাস্তি দেখিতেছ।" এইরূপ বলিতে না বলিতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "আপনার সরলার মৃত্যু হয় নাই, সরলা জীবিত

আছে—ভয় নাই ; আপনি সুস্থ হউন, আমি সে বিষয় আপনাকে সমস্তই বলিতেছি।”

কাশীপতি বলিলেন, “তুমি আমাকে আর বৃথা আশ্বাস দিও না, আমি স্বহস্তে নিরপরাধিনী সরলার প্রাণ সংহার করিয়াছি, কেন ? তুমি কি জান না যে, যে রাত্রে তুমি তাহার সহিত একত্রে শয়ন করিয়াছিলে, সেই রাত্রেই আমি তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য খড়্গাহস্ত হইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম ; কিন্তু তথায় তোমাকে দেখিয়া আমি সে রাত্রে চলিয়া আসি, পরদিবস রাত্রি কালে তাহাকে বিনাশ করিয়াছি, একথা কেহই জানে না।”

আমি বলিলাম, “সে কথা সত্য—কিন্তু আপনি যাহাকে বিনাশ করিয়াছেন, সে নিরপরাধিনী সরলা নহে—আর কোন রমণী হইবে। আপনি সরলার প্রতি খড়্গাহস্ত হইলে কি হইবে, জানিবেন, নিরপরাধিনী সাধ্বী স্ত্রীকে জগদীশ্বর স্বয়ংই আপন অঙ্কে রক্ষা করেন।—সরলা সে রাত্রে নলিনীর মাতামহীর কুটীরে শয়ন করিয়াছিল।”

কাশীপতি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে সেই রমণী কে ?”

আমি বলিলাম, “সে কথা আমি জানি না,—অবশ্যই সে বিষয় পরে প্রকাশ হইবে।”

কাশীপতি পুনশ্চ অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন, “তবে কি আমার সরলা জীবিত আছে—তবে কি আমি পুনরায় সরলার সেই পবিত্র মুখখানি দেখিতে পাইব—আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, এই দণ্ডেই সরলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি—এই দণ্ডেই তাহার

নিকট গিয়া আপন অপরাধের জন্য তাহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করি—হীরা! বল, আমার সরলা কোথায়?”

আমি বলিলাম, “আপনার সরলা জীবিত আছে——আমি আপনাকে তাহার নিকট লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু জানি না সরলা আপনার সহিত পুনরায় আলাপ করিবে কি না।”

কাশীপতি বলিলেন, “সে সমস্ত ভবিষ্যতের কথা—এক্ষণে চল, আর বিলম্ব করিও না; যদিও সরলা আমার সহিত আলাপ করিতে না চাহে, তত্রাচ আমি তাহাকে একবার গিয়া দেখিয়া আসিব।” এইরূপ বলিয়া তিনি ব্যগ্রভাবে গাত্রোত্থান করিলেন।

আমিও উঠিলাম। কাশীপতি গমনোদ্যত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হীরা! বল দেখি, সেই দুষ্ট সন্ন্যাসী কোথায় গেল—আমি তাহার এরূপ আচরণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষা দিব।”

আমি বলিলাম, “সন্ন্যাসী, তাহার দুশ্চরিত্র প্রকাশ হওয়াতে পলায়ন করিয়াছে। আমি বাতায়ন হইতে দেখিলাম, সে রাজ-দণ্ডের আশঙ্কায় রাস্তা দিয়া দ্রুতপদে যাইতেছে।”

কাশীপতি সে বিষয়ে আর কোন উত্তর করিলেন না—বলিলেন, “সেই দুষ্ট ভৃত্যের পরামর্শে আমি সরলার দুর্ণাম প্রচার করিবার জন্য বিনোদলালের উদ্বন্ধনের দুই একখানি তৈলরঞ্জিত চিত্র স্থানে স্থানে রাখিয়াছিলাম, একখানি এখনও আমার নিকট আছে।” এইরূপ বলিয়া কাশীপতি তাঁহার কক্ষস্থ চিত্রখানি লইয়া সজোরে ভূতলে আঘাত করিলেন—চিত্রখানির ফ্রেম ভঙ্গ হইয়া যাওয়াতে গৃহের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল—কাশীপতি চিত্রখানি লইয়া তাহা অগ্নিতে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিলেন।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুদ্ধমাত্র ত এই চিত্রখানি নহে, আর এক দিবস আমি আপনার বসৎ বাটীতে এইরূপ অপর একখানি চিত্র দেখিয়াছিলাম।"

কাশীপতি বলিলেন, "সেখানিও পরে নষ্ট করা যাইবে।" এইরূপ কথোপকথনের পর আমরা তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম। যাত্রাকালীন নলিয়ার গৃহে দেখিলাম, এখনও চাবি বন্ধ—নলিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করে নাই।

এক্ষণে মধ্যাহ্নকাল; বেলা দুই প্রহর। দিনমণি আকাশের মধ্যসীমায় উপস্থিত হইয়া বিশালনেত্রে ধরণী দৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহার উত্তপ্ত কিরণজালে ধরণী উত্তপ্ত। রাজমার্গের উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষমূলের দুই এক স্থলে পথিক ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশনপূর্ব্বক শীতল বাতাস উপভোগ করিতেছে, কোথাও বা দুই এক জন পরিশ্রান্ত দরিদ্র পথিক আপন অঞ্চল বিছাইয়া নিদ্রা যাইতেছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, নলিয়ার গ্রামে কোন শকটধারীর আড্ডা ছিল না, সেই জন্য আমরা প্রথমে উভয়ে পদব্রজে সেই গ্রামটী উত্তীর্ণ হইলাম; উত্তপ্ত বালুকা ও কঙ্করময় পথে পদচালনা করা আমার ন্যায় অবলা কামিনীর কতদূর কষ্টসাধ্য, তাহা পাঠক ও পাঠিকামাত্রেই বুঝিয়া লইবেন। যাহাহউক, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে আমি কাশীপতির সমভিব্যাহারিণী হইয়া কিয়ৎক্ষণের পর সেই গ্রামটী উত্তীর্ণ হইলাম এবং অবিলম্বে একটী শকটের আড্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কাশীপতি শকটচালকের সহিত অর্থের চুক্তি করিয়া স্বতন্ত্র একখানি গাড়ী করিলেন এবং আমাকে অপর একখানি গাড়ী করিয়া দিলেন। আমি শকটের দ্বার রুদ্ধ

করিয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণের পর আমরা হরিশ্চন্দ্র গাঙ্গুলি মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া কাশীপতিকে বলিলাম, "আপনি কিয়ৎক্ষণ এই শকটে অবস্থিতি করুন। অগ্রে আমি সরলা ও তাহার ভগ্নীকে আপনার আগমনের সংবাদ দিয়া আসি, পরে তাহাদিগের অভিপ্রায়ানুযায়ী কর্ম্ম করিব।"

কাশীপতি তাহাতে সম্মত হইলে আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। যে সময় আমি তাহাদিগের সমীপে উপস্থিত হই, সে সময় সরলার ভগ্নী তাহার স্বামীর সহিত বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন এবং সরলা অপর একটী গৃহে পুস্তক পাঠ করিতেছিল। আমি বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কাশীপতি ও তাঁহার ভৃত্য সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম এবং ইহাও বলিলাম যে, কাশীপতি তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন—তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি সরলার নিকট আপন অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বিমলা ও তাঁহার স্বামী আমার মুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং বিমলা আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "হীরা! আজ হইতে তুমি আমার কনিষ্ঠ ভগিনী হইলে, আমি সরলাকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকি, তোমাকেও সেই চক্ষে দেখিব।"

আমি বলিলাম, "সে সমস্ত ভবিষ্যতের কথা, এক্ষণে আপনি সরলাকে এ বিষয়ে সংবাদ দিন এবং তাহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলুন, আমি কাশীপতিকে ডাকিয়া আনি।"

বিমলার স্বামী আমার মুখে কাশীপতির আগমন সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্দ্দেশে চলিয়া গেলেন! আমার বোধ হইল যে, কাশীপতির সহিত এরূপ সময় সাক্ষাৎ করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না, সেই জন্য তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন এবং আমিও কাশীপতির নিকট আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা উভয়েই বাটীর ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিমলা তাহার ভগ্নীকে আপন গৃহে আনাইয়াছিল। আমরা উভয়েই তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, সরলা অকস্মাৎ তাহার স্বামীকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া দাড়াইল। এ সময় তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ—সে নতমুখী হইয়া অবিরলধারায় কাঁদিতে লাগিল।

কাশীপতি তাঁহার পত্নীর বিষণ্নতা দেখিয়া অকস্মাৎ দ্রুতগমনে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া চরণযুগল স্পর্শ করিয়া বলিল, "সরলা! আমি তোমার নিকট অপরাধিনী, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা কর।"

সরলা নিরুত্তর ও বাক্‌শূন্য; কিন্তু যেন ভয়ে সশঙ্কিত, আমার বোধ হইল যে, আমরা সে সময় উভয়ে তাহার পার্শ্বস্থ দণ্ডায়মান না থাকিলে, হয় ত সরলা ভূতলে পতিত হইত।

কাশীপতি পুনশ্চ বলিলেন, "সরলা! আমি কি তোমার ক্ষমার পাত্র হইতে পারি?—না কখনই না, তবে তুমি তোমার নিজগুণে একবার বল যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।"

সরলা স্বামীর এরূপ বাক্যে অবিরত বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল; কিন্তু কোন উত্তর করিল না। কিয়ৎক্ষণের

পর কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বলিল, "আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু আর কখনও আপনার সহিত একত্রে বাস করিব না। অবশ্যই এখনও আমি আপনার সহধর্ম্মিণী বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিব, কিন্তু সেটী নামমাত্র।"

কাশীপতি কক্ষভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "সরলা! তুমি যে আমাকে ক্ষমা করিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। ইহাও তোমার সতীত্বের আর একটী পরিচয়, যাহাহউক আজ হইতে জগতের লোকে জানুক যে, আমার সহধর্ম্মিণী সরলা সাধ্বী ও পতিব্রতা, তাহা হইলে আমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে।" এইরূপ বলিয়া কাশীপতি আপন মনে চলিয়া গেলেন। আমরা কেহই তাঁহাকে আর অপেক্ষা করিতে বলিলাম না।

কিয়ৎক্ষণের পর সরলা আমার গলা ধরিয়া বলিল, "হীরা! তোমারই সাহায্যে আজ আমার কলঙ্কিণী নাম ঘুচিল, আজ হইতে আমি জগতে নিরপরাধিনী বলিয়া পরিচিত হইলাম—আমি তোমার এ ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না।" এইরূপ বলিয়া সরলা আমাকে যথোচিত আলিঙ্গন করিল।

অতঃপর আমি তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। আমার গম্যস্থান তরঙ্গিণীর বাটী—কিয়ৎক্ষণ পরেই আমি তরঙ্গিণীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্তকথা।

"Learn, all earth! that feeble man,
Sprung from this terrestial clod,
Nothing is, and nothing can;
Life and power are all in God."

Cowper.

তরঙ্গিণীর বাটীর বিস্তারিত বর্ণনা এস্থলে আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না। আমি একবারে অন্দরমহলে উপস্থিত হইয়া তরঙ্গিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আপন শয়নগৃহে থাকিয়া গৃহকার্য্য করিতেছিলেন; আমাকে দেখিবামাত্রই বলিলেন, "হীরা! শুনিয়াছ, মনোরমা বাটী হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার এ পর্য্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গোবিন্দবাবু তাহার জন্য স্থানে স্থানে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার অনুসন্ধান পান নাই। শুনিতেছি যে, মন্মথই তাহাকে বাটী হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছে।"

আমি শুনিবামাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "স্থানান্তরিত করিয়াছে!—কোথায়?"

তরঙ্গিণী বলিল, "কোথায় তাহা কিরূপে জানিব? আমি আমার

পরিচারিকার মুখে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, মনোরমাকে কেহ হত্যা করিয়া থাকিবে।”

“মনোরমা হত্যা হইয়াছে!” শুনিবামাত্রই আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাহাকে কে খুন করিল?”

তরঙ্গিণী বলিল, “তাহাও জানিনা এবং এ পর্য্যন্ত তাহারও কোন সন্ধান হয় নাই, তবে আমার যে পরিচারিকা, সে রাত্রে তোমার সন্ধানে কামিনীর কুটীরে গিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই শুনিয়া আসিয়াছে যে, মনোরমা ভ্রূণহত্যা করিবার জন্য তাহার পিতার অজ্ঞাতসারে কামিনীর কুটীরে একরাত্রি অবস্থিতি করে। মনোরমার ইচ্ছা ছিল যে, তথায় গোপনে আপন অভিলাষ পূর্ণ করিবে, কিন্তু যে রাত্রে মনোরমা তথায় গিয়া উপস্থিত হয়, সেই রাত্রেই কোন লোক আসিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া গিয়াছে। হীরা! তুমি কি জানিতে না যে, মনোরমা পূর্ব্বেও দুই তিন বার ভ্রূণহত্যা করিয়াছিল এবং তাহার প্রথম গর্ভজাত কন্যা এলোকেশী এখনও জীবিত আছে?”

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “এলোকেশী?—এলোকেশী কি মনোরমার গর্ভজাত?—কিন্তু তাহার পিতার নাম কি?”

তরঙ্গিণী বলিল, “নবকুমার!—বস্তুতঃ তাহাকে দেখিলেই নবকুমারের ঔরসজাত বলিয়া বোধ হয়!”

আমি বলিলাম, “হঁ—আমিও পূর্ব্বে তাহাই মনে করিয়াছিলাম।”

আমি তরঙ্গিণীর মুখে এলোকেশীর এইরূপ জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়া

তার পর আরও বিস্মিত হইলাম এবং ইতিপূর্ব্বে যে মনোরমার পরিচারিকা কামিনীর মুখে এলোকেশীর জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিলাম। যাহাহউক, আমি তরঙ্গিণীর নিকট মনোরমার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সে কথা অনেকটা বিশ্বাস করিলাম; যেহেতু মনোরমার যে পক্ষ হইয়াছিল, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম এবং বোধ করি, পাঠক মহাশয়েরও সে কথা স্মরণ থাকিবে। তদ্ব্যতীত যে ব্যক্তি সরলার কুটীরে মনোরমাকে খুন করিয়াছে, তাহাও আমার অবিদিত নাই, অতএব ঈশ্বর যে অপরাধীর দণ্ডদাতা ও নিরপরাধীর রক্ষাকর্ত্তা, তাহা এস্থলে পরিচয় পাইলাম। ভাবিলাম, সরলা নিরপরাধিনী বলিয়া হত্যারাত্রে নলিনার মাতামহীর গৃহে শয়ন করিয়া রক্ষা পাইয়াছে এবং পাপিয়সী মনোরমা তাহারই শয্যায় সুসুপ্ত থাকায় প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি তরঙ্গিণীকে সরলার কুটীরের হত্যাকাণ্ড সমস্তই বলিলাম, কিন্তু হত্যাকারীর নামটী প্রকাশ করিলাম না, যেহেতু কাশীপতির নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে, সে কথা কাহাকেও প্রকাশ করিব না। যাহাহউক, আমি তরঙ্গিণীকে বলিলাম, "তরঙ্গিণি! এ পৃথিবীতে পাপীর দণ্ড এবং নিরপরাধীর ক্ষমা সাক্ষাৎ ঈশ্বরই করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এরূপ মনে করিও না যে, জনসমাজের অগোচরে পাপ করিলে কেহ তাহা জানিতে পারে না,—সকল বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, কিন্তু ঈশ্বরের চক্ষু সর্ব্বত্র বর্ত্তমান—সেই অন্তর্যামী দণ্ডবিধাতা ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সমস্তই দেখিতেছেন। কোন পাপীই তাঁহার ভীষণ দণ্ড অতিক্রম করিতে পারে না বা

পারিবেও না। মনুষ্য মনে করে যে, পাপ করিলাম, কেহ দেখিতে পাইল না—ব্যভিচারিণী কুলটা মনে করে যে, আপন গর্ভজাত সন্তানের মস্তক গোপনে ইষ্টকাঘাতে চূর্ণ করিলাম—মুখাবরোধ করিয়া তাহার কণ্ঠস্বর আবদ্ধ করিলাম, কেহ জানিল না বা শুনিতে পাইল না; কিন্তু যিনি জননীর উদরে জীবের সঞ্চার করিয়া দেন, তাঁহারই কৃপাদৃষ্টি নিয়তই সেই নিরপরাধী সন্তানের উপর অবস্থিতি করিতে থাকে; কাহার সাধ্য, তাঁহার বিশ্বসংসারের একটীমাত্র প্রাণীর প্রাণসংহার করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারে? তরঙ্গিণি! নিশ্চয় জানিও, আকাশের বজ্র অপেক্ষাও তাঁহার দণ্ড অতি ভয়ানক ও অলঙ্ঘ্যনী; মনুষ্য ইহা বুঝিয়াও বুঝে না—পাপিয়সী কুলকলঙ্কিণী কামিনীরাও ইহা দেখিয়াও দেখে না; কিন্তু কোন না কোন সময়ে তাহাদিগকে সেই ঈশ্বরের ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই।"

আমার বাক্য শেষ হইলে, তরঙ্গিণী কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিল। প্রথমতঃ তাহার জীবনরহস্যের কোন কথা আমাকে প্রকাশ করিল না, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অকস্মাৎ ফুকারিয়া কাঁদিয়া বলিল, "হীরা! আমিও মনোরমার ন্যায় পাপিয়সী!—আমিও ঈশ্বরের দণ্ডে দণ্ডিত হইব—আমার দুশ্চরিত্রের কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিবার নহে, বা এ পর্য্যন্ত করি নাই। "হীরা! দেখ—দেখ, আমার হৃদয়ে অনন্ত নরকাগ্নি জ্বলিতেছে।" এইরূপ বলিয়া তরঙ্গিণী ঊর্দ্ধমুখে ও করযোড়ে বলিতে লাগিল, "হে ঈশ্বর! আমি পাপিয়সী—আমার ন্যায় দুশ্চরিত্রা কামিনী এ জগতে আর কে আছে? অন্তর্যামী তুমি, তোমার নিকট সেই সমস্ত

কিরূপে লুকাইব? আজ এই হৃদয়ের দারুণ অনুতাপ তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম—লোকভয় আজ আমাকে আত্মগোপন করিতে পারিল না। বল, হে অন্তর্যামী পুরুষ! আমার পাপ কিরূপে মার্জ্জিত হইবে? তুমি কি জানন। যে, আমি কিরূপে আমার স্বামীর প্রাণসংহার করিয়াছি?—কামাতুর লম্পটের চক্রে পড়িয়া সেই নিদ্রিত নিরপরাধী প্রাণপতির কর্ণকুহরে কিরূপে বিষপাত্র ঢালিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছি! ওঃ!! সেই নিদারুণ কাণ্ড স্মরণ হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প হইতে থাকে। হে পতিতপাবন! তুমি আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর, আমাকে মার্জ্জনা কর।” এই-রূপ বলিতে না বলিতে তরঙ্গিণী অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতপ্রায় ভূতলে পতিত হইল।

আমি তাহার এরূপ অনুতাপবাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হই-লাম ও তাহার ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকটী আপন অঙ্কে তুলিয়া বলিলাম, “তরঙ্গিণি! তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই—অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করিবেন—তুমি সুস্থ হও।”

তরঙ্গিণী বলিল, “না হীরা! আমার পাপের ক্ষমা নাই, যে ব্যক্তি পরের প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া আপন স্বামীর প্রাণ বিনষ্ট করে, এ জগতে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়!—নরকেও তাহার স্থান হয় না—অনুক্ষণ হৃদয়ের যন্ত্রণাই এই পাপের দণ্ড! জগদী-শ্বর! এই পাপ হইতে তুমি আমাকে মুক্ত কর, এই অবিশ্রান্ত নরকযন্ত্রণা হইতে আমাকে উদ্ধার কর। হীরা! কে বলে, নরক ভবিষ্যৎ জীবনে—সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সে কথা কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। নরক ইহজন্মে—ইহজন্মেই পাপের দণ্ড ও পুণ্যের

পুরস্কার। যদি কেহ পাপিয়সীর পাপযন্ত্রণা দেখিতে চাহেন, যদি সেই নরকরূপ ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের জ্বলন্ত শিখা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই পাপিয়সীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দেখুন, সেই জ্বলন্ত অগ্নি দেখিতে পাইবেন।"

আমি তরঙ্গিণীর মুখে তাহার আপন স্বামীর প্রাণসংহারের কথা শুনিয়া মনে মনে যার পর নাই বিস্মিত হইলাম এবং ভাবিলাম, তরঙ্গিণী সেই জন্যই এরূপ অনুশোচনা করিতেছে।

তরঙ্গিণী বলিল, "হীরা! আমার পাপের কথা তুমি শ্রবণ কর, আমার ন্যায় হতভাগিনী এ জগতে আর কেহই নাই।" এইরূপ বলিয়া তরঙ্গিণী পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে লাগিল।

"দেখ হীরা! যে দুরাত্মা তোমাকে সেই গুপ্ত অট্টালিকায় লইয়া যায়, সেই দুরাত্মাই আমার এই পাপ জীবনের মূল কারণ। অবশ্যই তুমি বলিবে যে,আপনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলে,কেহ কাহাকে কুপথগামী করিতে পারে না,একথা আমি স্বীকার করি; যেহেতু সেই দুরাত্মাই তোমাকেও কুপথগামিনী কবিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং হয় ত এখন পর্য্যন্তও করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। হীরা! মনুষ্যের যৌবনকাল অতি ভয়ানক সময়, এ সময় মনুষ্যের দুষ্প্রবৃত্তি যেরূপ সবল ও উত্তেজিত হয়, তদ্রূপ আর কোন সময়েই হয় না; সুতরাং এই ভয়ানক সময়ে মনুষ্য যদি ধর্ম্ম ও ঈশ্বরশূন্য হইয়া জগতে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই পাপপ্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, ভবিষ্যতে আমার ন্যায় অনুতাপরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে ঈশ্বর কি, তাহা জানিতাম না, যৌবনের ইন্দ্রিয়সুখই

আমার ঈশ্বর ছিল, সর্ব্বদা তাহারই উপাসনা করিতাম; যদিও সে সময় আমার স্বামী বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বদেশে ছিলেন না, প্রায় পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বিদেশে কোন কার্য্যোপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন লোকের সহযোগে এবং প্রলোভন বাক্যে, গোবিন্দ বাবুর সহিত আমার প্রণয় হয়। হীরা! বলিব কি, বলিতে লজ্জা হয়, যদিও তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক বিরুদ্ধ; কিন্তু যৌবন সে সম্পর্ক মানিল না এবং পাছে লোকে ভবিষ্যতে জানিতে পারে, সেই জন্ম আমি গোবিন্দবাবুকে বলিয়া ঐ গুপ্তবাটী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছিলাম এবং উভয়েই তথায় রাত্রিকালে আসিয়া একত্রে মিলিত হইতাম। কিছুদিন পরে আমার স্বামী বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইলে, আমি ঐ দুরাত্মার পরামর্শে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছিলাম।"

তরঙ্গিণীর এইরূপ বাক্যে আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি তাঁহাকে কি প্রকারে বিনষ্ট করিলেন?"

তরঙ্গিণী বলিল, "হীরা! "সে কথা তুমি আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিও না, তাহা স্মরণ হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।" এইরূপ বলিয়া তরঙ্গিণী আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল."আমি আমার স্বামীর নিদ্রাবস্থায় তাঁহার কর্ণে বিষপাত্র ঢালিয়া দিয়াছিলাম। এবং সেটী শুদ্ধ দুষ্ট গোবিন্দবাবুর পরামর্শে! হীরা! বোধ হয় তোমার স্মরণ থাকিবে, যে দিবস তুমি মনোরমার সহিত আমার বাটীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিলে, সে দিবস আমি তোমাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, "তুমি গোবিন্দ

বাবুর বাটীতে সাবধানে থাকিবে, তথাকার আম্রবনে একটী বৃদ্ধ দৈত্য বাস করে, সে তোমার ন্যায় কচি মেয়ে পাইলে তাহাকে পাইয়া বসে।”

আমি বলিলাম, “হাঁ, সে কথার অর্থ কি ?”

তরঙ্গিণী বলিল, “অর্থ কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারিলে না ?” গোবিন্দবাবুই সেই বৃদ্ধ দৈত্য। আমি জানিতাম, ঐ দুরাত্মার চরিত্র কিরূপ ভয়ানক, সেই জন্য তোমাকে সাবধান করিয়াছিলাম।”

আমি বলিলাম “হাঁ, সে কথার অর্থ এক্ষণে বুঝিলাম এবং আমি গুপ্ত বাটীতে যাইয়া যে একখানি রমণী হস্তলিখিত পত্র পাইয়াছিলাম, তাহারও মর্ম্ম এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম।”

তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিল, “সেখানি কি পত্র ?”

আমি উত্তর করিলাম, “বোধ হয়, তোমারই হস্তলিপি হইবে।” এইরূপ বলিয়া আমি সেই পত্রখানি আপন বাক্স হইতে বাহির করিয়া তরঙ্গিণীকে পড়িতে দিলাম। বোধ হয় সেই পত্রখানি পাঠক মহাশয় বিস্মৃত হন নাই।

তরঙ্গিণী পত্রখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিল, “হাঁ, এখানি আমারই হস্তলিখিত।” এইরূপ বলিয়া তরঙ্গিণী লজ্জায় অবনতমুখী হইল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাল, তরঙ্গিণি! যে রাত্রে আমি মনোরমার সহিত এখানে আসিয়া পুনরায় শিবিকা যানে একাকিনী মনোরমার বাটীতে প্রতিগমন করি এবং মনোরমা তোমার নিকট অবস্থিতি করে, সে রাত্রে বোধ হয়, তোমারই এক-

জন পরিচারিকা ঐ গুপ্তবাটীতে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দবাবুকে প্রহার করিয়াছিল।"

তরঙ্গিণী বলিল, "হাঁ, কিন্তু সেই ব্যক্তি সে সময় আমার প্রকাশ্য পরিচারিকা ছিল না, আপাততঃ আমি উহাকে আপন বাটীতে নিযুক্ত করিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "আমিও উহাকে মলিয়ার বাটীতে পুরুষ মানুষের বেশ করিতে দেখিয়াছিলাম এবং অনুমান করিয়াছিলাম যে, ঐ পরিচারিকাই গোবিন্দবাবুকে প্রহার করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য এই যে, তুমি কিরূপে জানিলে যে, সে রাত্রে গোবিন্দবাবু আমাকে গুপ্ত বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন?" আমার বিবেচনা হইয়াছিল যে, বোধ হয়, গোবিন্দবাবুর সহযোগে তুমিই আমাকে সে রাত্রে তোমার পরিচারিকার সমভিব্যাহারে গুপ্ত বাটীতে প্রেরণ করিয়াছিলে?"

তরঙ্গিণী বলিল, "যদি তাহাই হইবে, তবে আমি আবার কেন আমার পরিচারিকার দ্বারা তাহাকে দণ্ড দিব? আমার কি ইচ্ছা যে, গোবিন্দবাবু তোমাকে গুপ্ত বাটীতে লইয়া যায়?"

আমি বলিলাম, "সে কথাও সত্য, কিন্তু তুমি কিরূপে জানিলে যে, গোবিন্দবাবু আমাকে গুপ্তবাটীতে কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন?"

তরঙ্গিণী উত্তর করিল, "যে পরিচারিকা গোবিন্দবাবুকে প্রহার করে, সেই আমার দূতী এবং সেই ব্যক্তিই আমাকে তোমার গুপ্ত বাটীতে অবস্থিতির কথা জ্ঞাত করে।"

আমি তরঙ্গিণীর মুখে এতাবৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম এবং সে দিবস এতৎসম্বন্ধে তাহাকে আর

কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসি-লাম।

অতঃপর সন্ধ্যার প্রাক্কালেই তরঙ্গিণীর একজন পরিচারিকা আসিয়া প্রতি গৃহে সন্ধ্যা দিয়া চলিয়া গেল। আজ রাত্রে আমি তরঙ্গিণীর সহিত আর সাক্ষাৎ করিলাম না। সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরেই আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। যদিও আজ আমি দিবসের পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত, তথাচ শয্যায় শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার নিদ্রা হইল না। আমি মনে মনে অদ্যকার সমস্ত ঘটনাগুলি চিন্তা করিতে লাগিলাম। কাশীপতির ভৃত্য সন্ন্যাসীর আচরণের বিষয় চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম যে, মনুষ্য আপন দোষ গোপন করিবার জন্য সত্যের মূলে কুঠারাঘাত করে এবং মিথ্যাকে শিরোধার্য্য করিয়া আপন নির্দ্দোষিতার পরিচয় দেয়। এ পৃথিবী কি ভয়ানক স্থান এবং মনুষ্য কি ভীষণ হিংস্র জন্তু! লোকের অনিষ্ট হউক, মিথ্যাচরণে অপরের দুর্নাম হউক, তাহাতে সে ক্ষতি বিবেচনা করে না; কিন্তু আপন স্বার্থসাধন হইলেই সে কৃতার্থ হয়। মনুষ্যের চরিত্র অতি জঘন্য! শুদ্ধ এ বিষয়ের জন্য পরিচারক সন্ন্যাসীকেও দোষ দিই না, এরূপ দেখা যায়, যাঁহারা বিদ্যাভিমানী, শাস্ত্রজ্ঞ এবং জগতের নিকট মহা মাননীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এরূপ নীচ ও জঘন্য ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। আবার ভাবিলাম, মনুষ্য গোপনে পাপ করিলে মনে করে যে, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না; কিন্তু তাহার জীবনে এরূপ সময় উপস্থিত হয় যে, সে সেই পাপজনিত ভীষণ অনুতাপরূপ নরকযন্ত্রণায় অসহ্য হইয়া

অবশেষে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া ফেলে। তরঙ্গিণীর অন্যকায় অনুশোচনাই তাহার দৃষ্টান্তের স্থল। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে আমার পূজ্য পিতা মাতাকে স্মরণ হইল। ভাবিলাম, তাঁহারা কোথায়? পিতা কি এখনও সেইরূপ সুরাপানে মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত রহিয়াছেন এবং মাতা কি এখনও জীবিত আছেন?—না, রুগ্নশয্যায় অবস্থিতি করিয়া অবশেষে কালকবলে পতিত হইয়াছেন! মাতার এইরূপ অমূলক মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনা আপনি ক্রন্দন করিতে লাগিলাম এবং অবশেষে তাঁহাদিগের কুশলাদি জ্ঞাত হইবার জন্য শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একখানি পত্র লিখিলাম। এইরূপ ও অপরাপর অনেক চিন্তার পর আমি সে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার কিছু পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন একজন স্বর্গীয় দূতী আমার শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র মুখখানি দেখিয়া আমি যেন তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম ও বলিলাম, "আপনি এই পাপভারাক্রান্ত অবনীতে আসিয়া কি জন্য উপস্থিত হইলেন? আপনাকে মিনতি করি, আমাকে উত্তর প্রদান করুন।"

দূতী বলিলেন, "হীরা! আমি তোমাকে দুই একটী কথা বলিব—উঠ, হে সাধ্বী ধর্ম্মপরায়ণা কুমারি! উঠ—জাগ্রত হও; ঐ দেখ, পূর্ব্বাকাশে তোমারই সৌভাগ্যরূপ সুখসূর্য্য উদয় হইয়াছে, আজ হইতে তুমি সৌভাগ্যরূপ রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠান কর; কিন্তু সাবধান—যেন, সৌভাগ্যে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিও না, তুমি যেরূপ সাধ্বী ও ধর্ম্মপরায়ণা, তাহাতে

এরূপ উচ্চাসন তোমারই উপযুক্ত।” এইরূপ বলিয়া যেন সেই স্বর্গীয় দূতী তাঁহার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপ সময়ে অকস্মাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া আমি তাহার পর দিন সর্ব্বদাই স্বপ্নবৃত্তান্তটী চিন্তা করিতে লাগিলাম। যদিও ইহার সত্যাসত্যে আমায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ছিল, যেহেতু আমি জানিতাম যে, স্বপ্নফলাফল কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব, তত্রাচ আমার হৃদয়াকাশে দুর্ভাগ্য-চিন্তারূপ মেঘমালার মধ্য দিয়া এক একবার আশাচপলার বিকাশ হইতে লাগিল। আমি তরঙ্গিণীকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না, আপন মনে প্রায় সপ্তাহকাল তাহার বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলাম। এই সপ্তাহকালের মধ্যে তরঙ্গিণীর বাটীতে এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই, যাহা আমি পাঠক মহাশয়কে জ্ঞাত করি।

এইরূপ কিছুদিন পরে একদিন আমি তরঙ্গিণীব শয়নগৃহে বসিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় তরঙ্গিণীর একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, “বহির্ব্বাটীতে গোবিন্দ বাবু আসিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা হীরাপ্রভার সহিত একবার সাক্ষাৎ করেন।”

গোবিন্দ বাবুর নাম শুনিবামাত্র তরঙ্গিণী শশব্যস্তে পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন?—কিজন্য আসিয়াছেন?

পরিচারিকা বলিল, “তাহা আমি জানি না, তিনি হীরাকে তাঁহার সহিত বহির্ব্বাটীতে সাক্ষাৎ করিবার কথা জ্ঞাত করিলেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, তাঁহার সমভিব্যাহারে আর কেহ আসিয়াছেন কি?"

পরিচারিকা বলিল, "হাঁ, অপর একজন আসিয়াছেন, ইঁহাকে আমি চিনি না, দেখিতে ভদ্রলোক ও প্রবীণ এবং হাতে কতকগুলি কাগজপত্র আছে।"

আমি বিস্মিত হইয়া মনে করিলাম, "আর একজন ব্যক্তি কে? বোধ হয় আমারই কোন পরিচিত হইবে, যেহেতু পরিচিত না হইলে গোবিন্দবাবুই বা আমাকে তাঁহার সম্মুখে ডাকিবেন কেন? যাহা হউক, আমি প্রথমতঃ পরিচারিকার বাক্যানুযায়ী বহির্ব্বাটীতে না যাইয়া অন্দরমহলস্থিত একটি বাতায়ন দিয়া দেখিলাম যে, গোবিন্দবাবু ও তাঁহার সহিত আর একজন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু আমি শেষোক্ত ভদ্রলোকটীকে চিনিতে পারিলাম না। পরিচারিকাকে আসিয়া বলিলাম, "তুমি গোবিন্দবাবুকে আমার প্রণাম জানাইয়া নিবেদন করিবে, আমি ত ঐ ভদ্র লোকটিকে চিনি নাই। অতএব উঁহার সম্মুখে কিরূপে উপস্থিত হইব?"

পরিচারিকা আমার আদেশানুসারে গোবিন্দবাবুকে সংবাদ দিলে, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, "ঐ ব্যক্তি আমার কেহই নহেন, কোন উকীলের বাটী হইতে হীরারই কোন কার্য্যের জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। যদি হীরা উঁহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিতে না চাহে, তাহা হইলে এই বৈঠকখানার পার্শ্বস্থ গৃহে তাহাকে আসিতে বল। উনি হীরাকে কোন বিশেষ কথা জ্ঞাত করিবেন।"

আমি এতৎশ্রবণে মনে করিলাম, উকীলের বাটী হইতে ঐ ব্যক্তি আমার নিকট কি জন্য আসিয়াছেন? উহাঁর অভিপ্রায় কি, তাহা ত কিছুই জানি না। যাহা হউক, যখন গোবিন্দবাবু আমাকে বহির্দ্দেশে গমন করিতে বলিতেছেন, তখন উহাঁর সম্মুখে যাইবার আপত্তি কি? এইটী চিন্তা করিয়া বহির্ব্বাটীতে গমন করিলাম। এবং গোবিন্দবাবুর আদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া বৈঠকখানার পার্শ্বস্থ গৃহটীতে উপস্থিত হইলাম। উভয় গৃহের মধ্যস্থিত দ্বারটী বন্ধ রহিল।

আমার উপস্থিতির পর গোবিন্দবাবু ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তি দুই জনে দুই খানি কেদারা লইয়া আমার দ্বারদেশে উপবেশন করিলেন। গোবিন্দবাবু আমাকে প্রথমতঃ কোন কথা বলিলেন না; অপরিচিত ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি হীরাপ্রভা?"

আমি আমার সমভিব্যাহারিণী পরিচারিকার দ্বারা উত্তর দিলাম, "হাঁ।"

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হরসুন্দর রায়চৌধুরী নামক কাশীর ভূস্বামীকে অবগত আছ?"

আমি পুনশ্চ পরিচারিকা কর্ত্তৃক উত্তর দিলাম, "আমি হরসুন্দর রায়চৌধুরী নামক কোন ব্যক্তিকে চিনি না। কিন্তু কাশীর ভূস্বামীকে চিনি, তিনি সরলা নামক আমার কোন বন্ধুর স্বামী।"

ব্যক্তিটী উত্তর করিলেন, "হাঁ, তাঁহারই স্বামীর নাম হরসুন্দর রায়চৌধুরী। তিনি সম্প্রতি সন্ন্যাসী নামক তাঁহার জনৈক ভৃত্যকে খুন করিয়া অবশেষে স্বয়ং উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বোধ হয় তুমি তাঁহার এরূপ প্রাণবিনাশের কারণ সমস্তই জ্ঞাত আছ।"

কাশীপতির এইরূপ মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে আমার চক্ষে জল আসিল। যদিও কাশীপতির জন্য আমি তত্দূর কাতর হই নাই, কিন্তু নিরপরাধিনী সরলা যে বিধবা হইল—সরলার নাম যে বিধবা বঙ্গমহিলার মধ্যে গণ্য হইল, ইহাই আমার অশ্রুপাতের কারণ। আমি কিয়ৎক্ষণের পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাশীপতি কবে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন?"

ব্যক্তিটী উত্তর করিলেন, "আজ দুই দিবস হইল। প্রায় ছয় সাত দিবস পূর্ব্বে তিনি এক সময় আমাদিগের কার্য্যালয়ে গিয়া উপস্থিত হন। তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে না—আমি আদালত সংক্রান্ত জনৈক (এটর্ণির) কর্ম্মচারী। যাহা হউক, তিনি আমাদিগের আফিসে গিয়া তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তির উইল করেন। ঐ সকল সম্পত্তি তিনি তাঁহার একমাত্র স্ত্রী শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দেবীকে দিয়া যান এবং তন্মধ্যে তাঁহার কাশীর জমিদারীর সরহদ্দ এবং পাটনা জেলার অন্তর্গত যে ক্ষুদ্র জমিদারীটী ছিল, তাহা তোমার নামে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার বাৎসরিক আয় কালেক্টরীর খাজনা বাদে ৫০০০ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা হইবে। অতএব আমি তাঁহার লিখিত দানপত্রখানি ও ঐ জমিদারীসংক্রান্ত পূর্ব্ব দলিলগুলি তোমাকে অর্পণ করিতে আসিয়াছি। তুমি গ্রহণ করিয়া আমার ও গোবিন্দবাবুর সাক্ষাতে একটী রসিদ লিখিয়া দাও।"

তাঁহার মুখে এরূপ শুভ সংবাদ শুনিয়া আমি যার পর নাই আনন্দিত হইলাম—অনাথা দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয়া পথের ভিখারিণী হইয়া এককালীন বাৎসরিক ৫০০০ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার আয় শুনিলে আনন্দে কিরূপ অধৈর্য্য হইয়া থাকে, পাঠক ও পাঠিকামাত্রেই

তাহা অনুভব করিয়া লইবেন। কিন্তু আমি প্রথমতঃ তাঁহার এরূপ বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাশীপতি আমাকেই বা এরূপ দান করিবেন কেন? আমি ত তাঁহার বিষয়ের কোনরূপ উত্তরাধিকারিণী নহি।"

ব্যক্তিটী বলিলেন, "আমি সে বিষয় কিছুই জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তিনি দানপত্রে যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তুমি কোন দিন তাঁহার কোন বিশেষ উপকার করিয়াছিলে এবং তাঁহার জীবনের কোন একটী গূঢ় রহস্য এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশ রাখায় পুরস্কারস্বরূপ এই সম্পত্তিটী তোমাকে দান করিয়াছেন।"

আমি তাঁহার এরূপ বাক্যে বুঝিতে পারিলাম বোধ হয়, আমি যে ইতিপূর্ব্বে কাশীপতির সহিত সরলার সাক্ষাৎ করাইয়া দিই এবং তাঁহার জীবনসম্বন্ধে যে খুনটী গোপন রাখিয়াছি, তাহাতেই তিনি আমাকে এরূপ পুরস্কার করিয়াছেন। এইটি চিন্তা করিয়া আমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইলাম এবং আগন্তুক ব্যক্তির নিকট হইতে কাশীপতির দানপত্রখানি ও জমিদারীর দলিলপত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রসিদ লিখিয়া দিলাম।

আমার স্বাক্ষর পাইলে গোবিন্দবাবু ও আগন্তুক ব্যক্তি সেই রসিদে সাক্ষী হইলেন। গোবিন্দবাবু আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হীরা! তুমি যেরূপ সাধ্বী, ধর্ম্মপরায়ণা ও পরোপকার-ব্রতে ব্রতী, তদ্রূপ তোমার পক্ষে এরূপ পুরস্কারই উপযুক্ত। জগদীশ্বর তোমাকে সেই জন্য এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিলেন। তজ্জন্য তুমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।"

আমরা এইরূপ কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানায় দুই তিন জন, পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদিগের সমভিব্যাহারে রামপ্রসাদ। রাম-প্রসাদের পরিধেয় গেরুয়া বস্ত্র; মুখখানি শুষ্ক; চক্ষে অশ্রুধারা এবং হস্তদ্বয় লৌহকবজে আবদ্ধ। তাহাকে দেখিবামাত্রই আমি বুঝি-লাম যে, বোধ হয় কোন দুষ্ট লোকে চৌর্য্যাপবাদ দিয়া তাহাকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করিয়াছে। তাহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি অকস্মাৎ নির্লজ্জভাবে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইলাম—অপর একজন নবাগত ও অপরিচিত ব্যক্তি যে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাহা সে সময় আমার স্মরণ ছিল না। যাহাহউক, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামপ্রসাদ! তোমার এরূপ অবস্থা কেন?

রামপ্রসাদ আমার বাক্যে কোন উত্তর করিল না, আমার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আমিও তাহার এরূপ ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিলাম।

পুলিশকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে একজন গোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! এই ব্যক্তি কি আপনার পুত্র?"

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "হাঁ।"

পুলিশকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাটীতে কি হীরাপ্রভা নামে কোন স্ত্রীলোক থাকে এবং আপনি কি সে দিবস তাহার জামিনস্বরূপ পুলিশে ৫০০৲ শত টাকা জমা রাখিয়াছিলেন?"

গোবিন্দ বাবু আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "হাঁ, ইহারই নাম হীরাপ্রভা; কিন্তু আমি এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করি।"

পুলিশকর্ম্মচারী বলিল, "এই ব্যক্তি আমেদ নামক একজন মুসলমানের বাটী হইতে প্রায় ৫০০০৲ সহস্র মুদ্রার স্বর্ণালঙ্কার অপহরণ করাতে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, অতএব কাল ইহার বিচারকার্য্য নিষ্পত্তি হইবে। আপনি কাল বেলা ১১টার সময় হীরাপ্রভাকে পুলিশে পাঠাইয়া দিবেন, কারণ আসামী বলিতেছে যে, "আমি চুরী করি নাই, হীরাপ্রভা আমাকে ঐ সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছে।"

আমি তাহার বাক্য শেষ হইতে না হইতে বলিলাম, "হাঁ, আমিই উহাকে সেই সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছিলাম, তাহা এখনও মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি। অতএব তোমরা উহাকে ছাড়িয়া দাও।"

পুলিশকর্ম্মচারী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "তোমার কথায় যদি ছাড়িয়া দিবার হইত, তাহা হইলে দিতাম।" এইরূপ বলিয়া তাহারা সকলে পুনশ্চ রামপ্রসাদকে লইয়া চলিয়া গেল। উকীলের বাটীর ভদ্রলোকটীও সেই সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

গোবিন্দবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরা! এই সমস্ত ঘটনা আমি তোমার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি, আমার বোধ হইতেছে যে, রামপ্রসাদকে তুমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে, নতুবা তুমি তাহাকে ঐ সমস্ত বহুমূল্যের অলঙ্কার দিবে কেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি তাহাকে দস্যু আমেদের বাটীতে কারাবদ্ধ হইয়া অবধি জ্ঞাত আছি এবং আপনার পুত্র রামপ্রসাদই আমাকে সেই বাটী হইতে উদ্ধার করিয়া আমার নিজবাটীতে রাখিয়া আইসে।" আমি এইরূপে গোবিন্দবাবুকে তাঁহার পুত্রসম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলিলাম।

গোবিন্দবাবু আমার মুখে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া

বলিলেন, "হীরা! আমার যদি অদৃষ্ট মন্দ না হইবে, তাহা হইলে পুত্র হইয়া রামপ্রসাদ একজন সামান্য দস্যুর নিকট দাসত্ব স্বীকার করিতে যাইবে কেন?—রামপ্রসাদ বিধর্ম্মী বলিয়া আমি তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়াছি এবং যে দিন আমি তাহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিই, সে দিন তাহার নিকট একটীও তাম্রমুদ্রা ছিল না, সেইজন্য বোধ হয় রামপ্রসাদ ওরূপ পরের দাসত্ব করিতে স্বীকার করিয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়! রামপ্রসাদ যদি বিধর্ম্মী হয়, তাহা হইলে আপনাকে আমি কি বলিয়া সম্বোধন করিব, তাহা জানি না; যেহেতু আপনার গুণাগুণ আমার কিছুই অবিদিত নাই।" এইরূপ বলিয়া আমি আমার পার্শ্বস্থ পরিচারিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "আপনি কি ইহাকে চিনিতে পারেন?—ইনি সেই—গুপ্তবাটীতে আপনাকে প্রহার করিয়াছিলেন।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে পরিচারিকা হা হা করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। গোবিন্দবাবু শশব্যস্তে অপ্রতিভ হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন এবং আমি ও আমার সমভিব্যাহারিণী পরিচারিকা বাটীর ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

আদালত।

"Hear the just law, the judgment of the skies!
He that hates truth shall be the dupe of lies."
Cowper.

আজ আমি তরঙ্গিণীর নিকট আসিয়া তাহাকে সমস্ত কথা বলিলাম;—বলিলাম, "তরঙ্গিণি! তোমাদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া আজ আমি লক্ষেশ্বরী হইলাম, দীন হীনের একমাত্র গতি ঈশ্বর আজ আমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিলেন। আমি সে দিবস স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, যেন কোন স্বর্গীয় দূতী আসিয়া আমাকে বলিতেছেন, "হীরা! গাত্রোত্থান কর,—ঐ দেখ তোমার সৌভাগ্যরূপ সুখসূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়াছে—উঠ—গাত্রোত্থান করিয়া একবার দৃষ্টিপাত কর, এ জগতে তুমি ধর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইলে—সৌভাগ্যরূপ রত্নসিংহাসনে আরূঢ়া হইলে—কিন্তু সাবধান, যেন সৌভাগ্যে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিও না। যাহারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া এ জগতে অবস্থিতি করে,তাহারা অতুল ঐশ্বর্য্যসত্বেও ইহসংসারে নানা প্রকার কষ্টে দিনপাত করিয়া থাকে। জানিও, ধর্ম্মই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র অবলম্বন।" এইরূপ স্বপ্নবৃত্তান্ত এবং পুলিশকর্ত্তৃক রামপ্রসাদের ধৃত হওয়ার বিষয় ও গোবিন্দ বাবুর সহিত বহির্ব্বাটীতে গুপ্তবাটীসম্বন্ধে যে যে কথা হইয়াছিল, তাহা আমি একে একে

সমস্তই তরঙ্গিণীকে বলিলাম। তরঙ্গিণী আমার ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আনন্দ প্রকাশ করিল।

আমি বলিলাম, "তরঙ্গিণি! রামপ্রসাদ কখনই অপরাধী নহে, আমি তাহাকে দস্যু আমেদের বাটীতে থাকিয়া ঐ সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছিলাম, যেহেতু রামপ্রসাদই আমাকে সেই কারাবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। অতএব আমি কল্য বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া রামপ্রসাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিব।"

তরঙ্গিণী বলিল, "ভাল—তুমি যেমন ধর্ম্মপরায়ণা, তদ্রূপ রাম-প্রসাদও তোমার ন্যায় ঈশ্বরানুরাগী, অতএব আমার ইচ্ছা যে, তোমাদিগের উভয়েরই মিলন হয়—তোমরা উভয়ে দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ হও।"

আমি তরঙ্গিণীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। আজ শয্যায় শয়ন করিয়া আমার নিদ্রা হইল না—নিরপরাধী রামপ্রসাদের অবস্থা স্মরণ করিয়া আপনা আপনি চিন্তা এবং এক এক বার দুঃখে অভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, রামপ্রসাদ আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া এক্ষণে স্বয়ং অপরাধী বলিয়া পুলিশে আবদ্ধ হইয়াছে—রাম-প্রসাদের এরূপ অবস্থা আমি জীবনসত্ত্বে দেখিতে পারিব না, যেহেতু রামপ্রসাদ আমার এবং আমি রামপ্রসাদের; যদি সমস্ত জগৎ রাম-প্রসাদের বিপক্ষে খড়্গহস্ত হয়, তত্রাচ আমি তাহার কারামুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করিব। জগতে কি সত্যের জয় হইবে না—অবশ্যই হইবে। বস্তুতই রামপ্রসাদ ত চোর নহে—আমি তাহাকে আপন ইচ্ছায় ঐ সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছিলাম। যদি চোর হইতে হয়, তাহা

হইলে আমিই বিচারালয়ে অপরাধী হইয়া রামপ্রসাদের দণ্ড নিজে গ্রহণ করিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার মনে আর এক সঙ্কল্পের উদয় হইল; আমি ভাবিলাম, "আমি চোর নহি।" এ কথা প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণ করিব।"

পর দিন প্রভাতে উঠিয়া আমি প্রথমতঃ নবকুমারকে ডাকাইলাম। যেহেতু আমি জানিতাম যে, নবকুমারের নিকট আমার ৫০০৲ শত টাকা আছে, সেই টাকা গোবিন্দ বাবু আমাকে পূর্ব্বে দান করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে ডাকাইয়া বলিলাম, "নবকুমার! তোমার নিকট আমার যে টাকা আছে, সেই টাকা তোমাকে আদালতে ব্যয় করিতে হইবে। রামপ্রসাদ চৌর্য্যাপবাদে রাজদ্বারে আনীত হইয়াছে; তুমি তথায় গিয়া ঐ মোকদ্দমার আবশ্যকীয় আয়োজন করিবে। আমি বেলা ১১টার সময় আদালতে উপস্থিত হইব।

বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে,নবকুমার কোন সময়ে আমার দ্বারা উপকৃত হয়—আমি ইতিপূর্ব্বে নলিয়ার মাতামহীর গৃহে উপস্থিত হইয়া এক দিন নবকুমারের সম্মুখস্থ বিষাক্ত ভোজ্যপাত্রটি লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম এবং তাহাতে তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। সে সেই জন্য আমার কার্য্যসম্পাদনের সমস্ত ভার আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল এবং এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে যে ব্যয় হইবে, তাহাও আপন স্কন্ধে লইতে স্বীকৃত হইল।

অতঃপর বেলা ১১টার সময় আহারাদি করিয়া আমি আদালতে উপস্থিত হইলাম। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারি কোথায়, তাহাও আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আমার পাল্কীর সমভিব্যাহারে তরঙ্গিণীর

একজন পরিচারিকা ছিল, সে আমাকে তথায় লইয়া উপস্থিত করিল।

আদালতে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলাম, ইহার অভ্যন্তর লোকে লোকারণ্য, চতুর্দ্দিকে মোক্তার ও উকীল গিস্ গিস্ করিতেছে। ইহার সম্মুখস্থ একটী বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে কতকগুলি মোক্তার বৃক্ষতলে বসিয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্র লইয়া আসামী ও ফরিয়াদীদিগের সহিত গোলমাল করিতেছে। আমি যে সময় আদালতে উপস্থিত হই, সে সময় মাজিষ্ট্রেট সাহেব এজ্‌লাসে বসিয়াছেন। তিনি তাঁহার উচ্চাসনে হেলান দিয়া ওষ্ঠদ্বয়ে একটি সুদীর্ঘ রাজহংসপুচ্ছ ধারণ করত উর্দ্ধমুখে ও অনন্যমনে কি চিন্তা করিতেছেন; তাঁহার পার্শ্বে কিয়দ্দূরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাবু আপনার খাতা লইয়া কি লিখিতেছেন। এজ্‌লাসের সম্মুখে একটি বড় ও দীর্ঘ টেবিল পড়িয়া আছে। ইহার চারিধারে উকীল ও কৌন্সিলগণ বসিয়া আছেন। কেহ বা দণ্ডায়মান হইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত ঘটনাগুলি মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জ্ঞাত করিতেছেন। আমি যে সময় আদালতে উপস্থিত হই, সে সময় একজন আহত ব্যক্তি একখানি শোণিতার্দ্র বস্ত্র আপন মস্তকে বন্ধন করিয়া অপরাধীর বাক্সে দণ্ডায়মান আছে। তাহার সম্মুখে একজন ভাষানুবাদক কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান। তিনি আহত ব্যক্তির জবানী মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বুঝাইয়া দিতেছেন। এই মোকদ্দমাটি আমাদিগের সংক্রান্ত নহে বলিয়া আমি কিয়ৎকাল আপন পাল্কীর অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

উপরোক্ত মোকদ্দমাটির পরে রামপ্রসাদের বিচার আরম্ভ হইল।

নিরপরাধী রামপ্রসাদের পরিধেয় গৈরিক বসন ও লৌহকবজে হস্ত-দ্বয় আবদ্ধ। তাহাকে অপরাধীর বাক্সে দণ্ডায়মান করান হইল। রামপ্রসাদের উভয় পার্শ্বে চারিজন পুলিশ কর্ম্মচারী প্রহরী স্বরূপ দণ্ডায়মান। আমি দেখিলাম, ইহার অপর পার্শ্বে দস্যু আমেদ ও কিয়দ্দূরে মন্মথ গুপ্তভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রামপ্রসাদকে লক্ষ্য করিতেছে। উকীল ও ব্যারিষ্টারদিগের সহিত গোবিন্দবাবু বসিয়াছিলেন। নবকুমার আমার পাল্কীর সন্নিকটে আসিয়া জ্ঞাত করিল যে, গোবিন্দবাবু তাঁহার পুত্রের মোকদ্দামার জন্য একজন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই জন্য নবকুমার আমার পক্ষ হইয়া কোন উকীল নিযুক্ত করে নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে স্থানীয় পুলিশের জবানবন্দী আরম্ভ হইল। এক-জন জমাদার একখানি ছিন্ন আবদ্ধ কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কর আনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দাখিল করিল।

জমাদারের জবানবন্দী আরম্ভ হইলে, সে বলিতে লাগিল, "প্রায় একমাস অতীত হইল, এক দিন আমেদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া পুলিশে রিপোর্ট করে যে, তাহার বাটী হইতে প্রায় ৫০০০ সহস্র মুদ্রার স্বর্ণালঙ্কার অপহৃত হইয়াছে। আমি তাহার আদেশানুযায়ী পুলিশে রিপোর্ট লিখিয়া আমেদের বাটী তদারকে যাই। তাহার বাটী আমাদিগের পুলিশের এলাকার মধ্যে। গ্রামটির নাম খুল্লারগাঁ, আমি ও আমার সমভিব্যাহারী তিনজন পাহারাওয়ালা তথায় যাইয়া দেখিলাম যে, ঐ বাটীর পূর্ব্বদিকের একটি গৃহের একটি লৌহ সিন্দুকের ডালা খোলা রহিয়াছে। সিন্দু-কের চাবি ভগ্ন ছিল না, লৌহ সিন্দুকেই লাগান ছিল। তদ্দর্শনে

অনুমান করিলাম যে, অপর কোন বাহিরের লোকের দ্বারা এ কার্য্য হয় নাই, এই বাটীর কোন পরিচিত লোক বা দাস দাসীর দ্বারা হইয়াছে। গৃহটীতে অপরাপর অনেক সামগ্রী ছিল, সেগুলি যেরূপ অবস্থায় থাকা কর্ত্তব্য, সেইরূপই দেখিলাম। অতঃপর গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, ঐ বাটীর প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে একটী উচ্চ প্রাচীরের নিম্নদেশে দুইটি বৃহৎ কুকুর মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। উহাদিগের সম্মুখে কতকগুলি অর্দ্ধ-সিদ্ধ মাংস পতিত। নিশ্চয় করিলাম যে, যে ব্যক্তি ঐ অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়াছে, সে ঐ ভোজ্য মাংসগুলিতে বিষমিশ্রিত করিয়া কুকুরদিগের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া থাকিবে। অতঃপর বিশেষ তদারক করিয়া জানিলাম যে, ঐ প্রাচীরের বহির্দ্দেশে এক খানি বড় বাঁশের সিঁড়ি, (মই) একগাছা মোটা কাছি, কপি কল ও বেতের একটি বড় ঝোড়া পড়িয়া আছে। এই সমস্ত সামগ্রীগুলি বহির্দ্দেশের কোন প্রকাশ্য স্থলে ছিল না; ধান্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত ছিল। তদ্দৃষ্টে বোধ করিলাম যে, যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত সামগ্রী অপহরণ করিয়াছে, সেই প্রথমতঃ ঐ সিঁড়ির দ্বারা প্রাচীরে উঠিয়া কুকুরদিগকে হত্যা করে এবং পরে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সিন্দুক হইতে অলঙ্কারগুলি চুরি করিয়াছে; কিন্তু ঝুড়ি ও কাছি কি জন্য সিঁড়ির সহিত লুক্কায়িত ছিল, তাহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। যাহাহউক, আমি ফরিয়াদী আমেদখাঁকে তাহার বাটীর দাস দাসীদিগের নাম জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল, "ঐ বাটীতে আর কেহ থাকে না, শুদ্ধ আমি ও রামপ্রসাদ নামক

অপর একজন কর্ম্মচারী অবস্থিতি করে। আজ দুই তিন দিবস হইল, তাহার জবাব হওয়াতে সে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। আমেদ বলিল যেই রামপ্রসাদকেই তাহার সন্দেহ হয়; যেহেতু তাহার পরিচিত একজন স্ত্রীলোক ঐ বাটীতে অবস্থিতি করিত তাহারা উভয়েই যোগ করিয়া এই কার্য্য করিয়া থাকিবে। কিন্তু সে সময় রামপ্রসাদ তথায় উপস্থিত না থাকায় আমরা সে দিবস তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি নাই, কিছু দিন পরে আমেদ খাঁ পুলিশে আসিয়া সংবাদ দিল যে, রামপ্রসাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং বামালও তাহার নিকট আছে।" ফরিয়াদীর বাক্যানুযায়ী আমরা খুল্লারগাঁ হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ চন্দ্রভাগা নদীর উপকূলে রাত্রি দুইটার সময় আসামী রামপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করি, তথায় সে একখানি পর্ণকুটীরে শয়ন করিয়াছিল। রামপ্রসাদের ঘরতল্লাসী করাতে ঐ সমস্ত বামালও বাহির হইয়াছে। আসামী গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্বে আমেদ খাঁ রামপ্রসাদের পরিচিত স্ত্রীলোকটির নাম আমাদিগকে বলিয়া দেয়। আমরা উহাকে গত এগারই তারিখে পুলিশে গ্রেপ্তার করিয়া আনি এবং জামিন লইয়া ছাড়িয়া দিই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে ব্যক্তি কি আদালতে হাজির হইয়াছে?"

তাঁহার বাক্য শেষ হইলেই, গোবিন্দবাবুর তরফের ব্যারিষ্টার সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া ইংরাজী ভাষায় কি বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না; বোধ হয় আমারই উপস্থিতি সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, জমাদারের জবানবন্দী হইয়া গেলে, দস্যু আমেদ বিচারস্থলে আনীত হইল।

আমেদ বলিতে লাগিল, "আমি অবতার গাঙ্গুলি মহাশয়দিগের খুল্লারগাঁ নামক জমিদারীতে চাক্‌রি করি। তাঁহাদিগের কাছারি বাড়ী আমার জিম্মা। ঐ কাছারি বাড়ীতে জমিদারীর খাজনা আমানত থাকিত এবং তেজারতি সংক্রান্ত বাবুদিগের যে অপর একটি কাজ আছে, তাহার দরুণ বন্ধকী গহনাও মধ্যে মধ্যে থাকিত; যে সময় ঐ সকল গহনা চুরি যায়, সে সময় আমি ও রামপ্রসাদ,আমরা দুই জন মাত্র আমলা সেই কাছারীতে থাকিতাম। এই সময় নায়েব ও আর একজন গোমস্তা ছুটি লইয়া বাড়ী যাওয়াতে রামপ্রসাদ মধ্যে মধ্যে তাহার পরিচিত একজন স্ত্রীলোককে কাছারি বাড়ীতে লইয়া আসিত। আমি এ বিষয় আমার প্রভুকে জ্ঞাত করায় তিনি রামপ্রসাদকে কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করেন। রামপ্রসাদের জবাব হইবার দুই দিবস পরেই এই চুরিটি হইয়া যায়। আমি পরে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে বামালসহ গ্রেপ্তার করাইয়া দিই। ঐ সকল গহনা আমার মনিবের।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সময় অনুবাদকের (ইন্টারপিটার) প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইংরাজী ভাষায় কি বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

অনুবাদক আমেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ সকল গহনা যে তোমার প্রভুর, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে?"

আমেদ বলল, "যে রাত্রে চুরি হইয়া যায়, তাহার পর দিন আমি আমার প্রভুকে গিয়া সংবাদ দেওয়ায় তিনি কাছারীতে আসিয়া তাঁহার বন্ধকী গহনাগুলির তদন্ত করেন এবং তেজারতি খাতা অনুসারে গরমিল গহনাগুলির একখানি ফর্দ্দ পুলিশে

পাঠাইয়া দেন। রামপ্রসাদ গ্রেপ্তার হইলে পর তাহার কুটীরে যে গহনাগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি সমস্তই ঐ ফর্দ্দে ছিল। সেই জন্য সেগুলি যে আমার মনিবের, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ভাষানুবাদক পুনরায় মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের আদেশানুসারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার প্রভু কি আদালতে উপস্থিত আছেন?"

আমেদ বলিল, "না। তিনি বৃদ্ধ লোক, এক্ষণে তাঁহার বিষয় আশয় তাঁহার পুত্র মন্মথনাথ গাঙ্গুলিই দেখিয়া থাকেন। তিনি উপস্থিত আছেন।"

বলিতে না বলিতে আমেদের এজাহারের পর মন্মথ একখানি খাতা হাতে করিয়া মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার আদেশানুযায়ী যে যে গহনা কাছারী হইতে গর্‌মিল হইয়াছিল, সেইগুলির নাম এবং যে যে ব্যক্তি ঐ সকল গহনা বন্ধক রাখে, তাহাদিগের নাম, ধাম ও তারিখ বলিতে লাগিল।

ঐ গহনাগুলি সত্য সত্যই বন্ধকী ছিল কি না, তাহা আমার জানিবার বিষয় নহে। যাহাহউক, মন্মথের এজাহারে এরূপ প্রমাণীকৃত হইল যে, ঐ সমস্ত গহনার অধিকারী যথার্থই মন্মথ এবং রামপ্রসাদ সেগুলি অপহরণ করিয়াছে।

মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এতাবৎ শ্রবণ করিয়া রামপ্রসাদকে অপরাধী জ্ঞানে বিচারের রায় দিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় আমি আপন অঞ্চল হইতে একখানি পত্র খুলিয়া নবকুমারের দ্বারা গোবিন্দবাবুর ব্যারিষ্টার সাহেবকে পাঠাইয়া দিলাম। পত্রখানি

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বলিয়া নবকুমারকে বলিলাম যে, তুমি ইহার ভাবার্থ ব্যারিষ্টার সাহেবকে বুঝাইয়া দাও। বোধ হয়, পাঠক মহাশয় পত্রখানির মর্ম্ম এখনও বিস্মৃত হন নাই। এখানি আমি খুল্লাবগাঁ কাছারীতে কারাবদ্ধ হইয়া পাইয়াছিলাম। ইহার পুনঃস্মরণার্থ পত্রখানির প্রথম কয় পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

"যিনি অদ্য রাত্রে এই গৃহে আনীত হইবেন তাঁহার জন্যই এই সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত এবং এই গৃহে যে কিছু সামগ্রী আছে, তিনি ইহার সমস্তেরই অধিকারিণী। ইচ্ছা করিলে তিনি নিজে ইহা ব্যবহার করিতে কিম্বা অপরকে দান করিয়া যাইতে পারেন। তাহাতে কেহই কোনরূপ আপত্তি করিবে না———"

আমার প্রদত্ত এই পত্রখানি পাইবামাত্র ব্যারিষ্টার সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া মন্মথকে দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তুমি কি খুল্লাবগাঁ জমিদারের পুত্র?"

"হাঁ।"

"ভাল, তুমি কি শপথ করিয়া বলিতে পার যে, তুমি যথার্থই ঐ সকল গহনাগুলি অপরের নিকট হইতে লইয়া বন্ধক রাখিয়াছ?"

মন্মথ বলিল, "হাঁ, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ঐ সকল গহনা আমি বন্ধক রাখিয়াছিলাম।"

"ভাল, বোধ হয় তুমি জান যে, যে সামগ্রী অপরের এবং যাহা তোমার জিম্মায় থাকে, তাহা অন্যকে দান করিবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই এবং করিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয়?"

মন্মথ বলিল, "হাঁ।"

ব্যারিষ্টার সাহেব পুনশ্চ বলিলেন, "বোধ হয় তুমি ইহাও জান যে, ইহাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে।"

মন্মথ পুনশ্চ সম্মতি প্রদান করিল।

ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন, "এক্ষণে তোমাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, দেখ দেখি, এই চিঠিখানি কাহার? তুমি কি ইতি-পূর্ব্বে এরূপ কোন একখানি চিঠি কোন স্ত্রীলোককে দিয়াছিলে?"

মন্মথ বলিল, "না—এই চিঠিখানি আমার নহে এবং আমি এরূপ চিঠি কাহাকেও দিই নাই।"

ব্যারিষ্টার সাহেব পুনশ্চ বলিলেন, "কিন্তু আমি যে স্ত্রীলোক-টির নিকট হইতে এই চিঠিখানি পাইয়াছি, তিনি অনুমান করিতে-ছেন যে, এখানি তোমারই হস্তলিপি এবং তুমিই তাহাকে এই চিঠিখানি পাঠাইয়াছিলে। অতএব তোমাকে আদালতের সম্মুখে এইরূপ একখানি পত্র লিখিতে হইবে।"

জজ ও ব্যারিষ্টার সাহেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া মন্মথকে তাহার আর একখানি স্বতন্ত্র হস্তলিপি দেখাইতে হইল। আমাদিগের পক্ষের কৌন্সিলী সাহেব উপরোক্ত পত্রখানি এবং মন্মথের উপ-স্থিত হস্তলিপি লইয়া ইহার সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। এবং তাঁহাকে এতদুভয়ের সাম-ঞ্জস্য দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই ব্যক্তি হীরাপ্রভা নামক কোন স্ত্রীলোককে ঐ সমস্ত অলঙ্কারগুলি দান করিয়াছিল, (তাহা পরে ঐ স্ত্রীলোকের জবানবন্দী দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে।) পরে ঐ স্ত্রীলোকটী পুনশ্চ ঐ সমস্ত অলঙ্কার আসামী রামপ্রসাদকে দান করিয়া যায়। অতএব অপহৃত সামগ্রীগুলি যদি একজন অপ-

রকে দান করিয়া থাকে, তাহা হইলে দানগ্রহণকারীকে কখনই চোর বলিয়া দোষী করা যাইতে পারে না। সুতরাং যুক্তি ও বিবেচনা মতে আদালত আসামী রামপ্রসাদকে দণ্ড দিতে অক্ষম।"

ব্যারিষ্টার সাহেবের এই প্রকার সুযোগ্য যুক্তি শুনিয়া আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু পাছে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অপর কোন প্রমাণের দ্বারা রামপ্রসাদকে পুনশ্চ দোষী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, সেইজন্য আমি আমার আহ্বানের পূর্ব্বেই আপনা হইতে পাল্কীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এবং আমার এজাহারের আজ্ঞা হইলে, আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই সেই প্রকাশ্য আদালতে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলাম, অর্থাৎ আমি কিরূপ দরিদ্র লোকের কন্যা এবং দুরাত্মা মন্মথ কিরূপে আমাকে দস্যু আমেদ কর্ত্তৃক আমার বাটী হইতে খুল্লার গাঁ কাছারিতে লইয়া যায় ও তথায় তাহারা আমাকে কতদিন কারারুদ্ধ করিয়া রাখে; তাহা একে একে সমস্তই বলিতে লাগিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার প্রমুখাৎ ঐ সমস্তগুলি যতই শুনিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হইতে লাগিল। আমি দেখিলাম, তিনি এক একবার মন্মথের দিকে এবং এক একবার দস্যু আমেদের দিকে ক্রুদ্ধনয়নে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমি বলিলাম যে, "এই নিরপরাধী রামপ্রসাদ কর্ত্তৃক আমি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছি এবং সেইজন্য আমি তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ ঐ সমস্ত অলঙ্কার দান করিয়াছিলাম। বস্তুতই ঐ ব্যক্তি চুরি করে নাই।"

আমার জবানবন্দী হইবামাত্র আমার পক্ষের কৌন্সিলী সাহেব পুনশ্চ গাত্রোত্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই সমস্ত এজাহারের আর বিশেষ প্রমাণের আবশ্যক নাই। যেহেতু হীরাপ্রভাকে যেরূপে কারামুক্ত করা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ দুইটী সামগ্রী আমরা পুলিশ জমাদারের এজাহারে দেখিতে পাইতেছি। পুলিশ জমাদার ইতিপূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছে যে, "ঐ প্রাচীরের অপর পার্শ্বে যে বাঁশের সিঁড়ি নিক্ষিপ্ত ছিল, তাহার সহিত একটী বড় বেতের ঝোড়া ও কপিকল সে দেখিতে পায়। এরূপ অসম্ভবনীয় দুইটী সামগ্রীর অবস্থানের কারণ পুলিশ জমাদার কিছুই নিরূপণ করিতে পারে নাই, কিন্তু এক্ষণে হীরাপ্রভার এজাহারে তাহাও স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে যে,আসামী রামপ্রসাদ এই ব্যক্তিকে ঐ ঝোড়া ও কপিকলে তুলিয়া কারামুক্ত করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত যখন হীরাপ্রভার নিকট হইতে মন্মথের স্বহস্তের ঐ পত্রখানি পাওয়া গিয়াছে, তখন হীরাপ্রভা যে ঐ বাটীতে অপহৃত হইয়া কারাবদ্ধ হইয়াছিল, এ কথারও দ্বিতীয় প্রমাণের আবশ্যক নাই। এক্ষণে আদালতের বিবেচনা করা উচিত যে, আসামী রামপ্রসাদ ঐ সমস্ত অলঙ্কার চুরি করে নাই। যে ব্যক্তি সে রাত্রে কারাবদ্ধ হইয়া জমিদারী কাছারীর সমস্ত সামগ্রীর অধিকারিণী হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই আসামী রামপ্রসাদকে ঐ সমস্ত অলঙ্কার দান করিয়া যায়। অতএব এরূপ গ্রহণকে পরস্বহরণ কখনই বলা যাইতে পারে না।"

ব্যারিষ্টার সাহেবের এইরূপ উক্তির পরেই হাকিম বাহাদুর নিরপরাধী রামপ্রসাদকে বেকসুর খালাসের আজ্ঞা করিলেন। উপস্থিত প্রহরীরা তদ্দণ্ডেই রামপ্রসাদের হস্তের লৌহকবজ মুক্ত

করিয়া দিল। নিরপরাধী রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ আদালত হইতে চলিয়া গেলেন। ইতাবসরে আমাদিগের পক্ষের কৌন্সিলী সাহেব পুনশ্চ গাত্রোত্থান করিয়া মন্মথকে বিশ্বাসঘাতকতার এবং পরস্ত্রী হরণের জন্য দায়ী করিলেন ও আমেদকে তাহার সহকারিতার জন্য অপরাধী করিয়া পুনশ্চ পুলিশে আবদ্ধ করাইলেন।

মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বিচারান্তে প্রথমটীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর এবং দ্বিতীয়টীর দেড় বৎসর মিয়াদের আজ্ঞা দিলেন।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সম্মিলন।

আদালত ভঙ্গ হইবামাত্র আমরা যে যার বাড়ী চলিয়া আসিলাম। গোবিন্দ বাবু আমাকে বলিলেন, "হীরা! তুমি আমার বাড়ী যাও, আমি রামপ্রসাদকেও তথায় যাইতে আদেশ করিয়াছি। সে তোমাকে দেখিলে সন্তুষ্ট হইবে। যদি আজ রাত্রে আমি বাটী প্রত্যাগমন করিতে না পারি, তাহা হইলে জানিবে কাল প্রত্যূষে তোমাদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

যদিও গোবিন্দ বাবুর বাটী যাইতে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল না, তত্রাচ ভাবিলাম যে, যখন মনোরমা জীবিত নাই, তখন কেহ মন্মথের এরূপ কারাগারের কথা শুনিয়া আমাকে তিরস্কার করিতে পারিবে না; অথচ তথায় উপস্থিত হইলে আমি রামপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব। এইরূপ চিন্তা করত আমি তৎ-

ঙ্গিণীর পরিচারিকাকে বিদায় দিয়া গোবিন্দ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সে বাটীতে আর কেহই নাই, শুদ্ধ রাম-প্রসাদ ও দুই একজন পরিচারিকা।

আমি যাইবামাত্র রামপ্রসাদ শশব্যস্তে ও সাশ্রুনয়নে আমার চরণে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল, "হীরা! আজ হইতে আমি তোমার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আমার কৃতজ্ঞতার উপহারস্বরূপ এই অশ্রুবারি তোমার চরণযুগল ধৌত করুক।" এইরূপ বলিয়া রামপ্রসাদ আমার চরণযুগল ধরিতে উদ্যত হইল।

আমি বলিলাম, "রামপ্রসাদ! ছি—ছি! তুমি কি কর?—তুমি যে আমার গুরু। আমি তোমাকে যে মনে মনে কোনরূপ গুরু সম্বোধনে বরণ করিয়াছি এবং দিবারাত্র সেই হিসাবে তোমাকে চিন্তা করিয়া থাকি।" এইরূপ বলিবামাত্র আমার চক্ষে জল আসিল। আমি বাক্‌রুদ্ধ হইয়া করযোড়ে রামপ্রসাদের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম—অবিরল অশ্রুধারা আমার নয়ন যুগল প্লাবিত করিতে লাগিল।

রামপ্রসাদ বলিল, "হীরা! তোমার কাতর হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না, যদিও ইতিপূর্ব্বে স্ত্রীজাতিকে অবিশ্বাসিনী বলিয়া আমি কোন সময়ে তোমার নিকট বিবাহে অসম্মতি প্রদান করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তোমার ন্যায় সাধ্বী ও সচ্চরিত্রা স্ত্রী কাহার না প্রার্থনীয়?—জগদীশ্বর আজ আমাকে তোমার সচ্চরিত্রের প্রমাণ দিয়া পুনশ্চ সংসারী হইতে প্রবৃত্ত করিলেন। আমি তাঁহারই কৃপায় তোমার ঐ পবিত্র পাণিগ্রহণ করিয়া সুখী হইব।"

আমি রামপ্রসাদের এরূপ বাক্য শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র দেখিলাম, গোবিন্দবাবু, আমার পূজ্য জনক জননী ও ভ্রাতা সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গোবিন্দ বাবুর আদেশে এবং আমার পিতা মাতার সম্মতিক্রমে আমার বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। আমার জননী এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি গোবিন্দ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র আমাকে ও রামপ্রসাদকে একত্রে কোলে লইলেন, পিতাও আমাদিগের উভয়ের মুখচুম্বন করিলেন। পরে শুভদিন দেখিয়া রামপ্রসাদের সহিত আমার বিবাহ কার্য্য সমাধা হইল। কোন সুযোগ্য বিষয়ী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, "জাতিচ্ছেদ আমার সিন্ধুকের অভ্যন্তরে।" আমার পিতা মাতা ইতিপূর্ব্বে যে আমারই জন্য স্বদেশে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ভগবানের কৃপায় এবং তাঁহারই প্রদত্ত সৌভাগ্যবলে আমরা পুনশ্চ সমাজভুক্ত হইলাম। গোবিন্দ বাবু বৃদ্ধাবস্থাপ্রযুক্ত তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রামপ্রসাদের হস্তে অর্পণ করিয়া কাশীবাস করিলেন এবং আমরাও এই অবসরে পাঠক ও পাঠিকাদিগের নিকট হইতে সবিনয়ে বিদায় লইলাম।

সম্পূর্ণ।